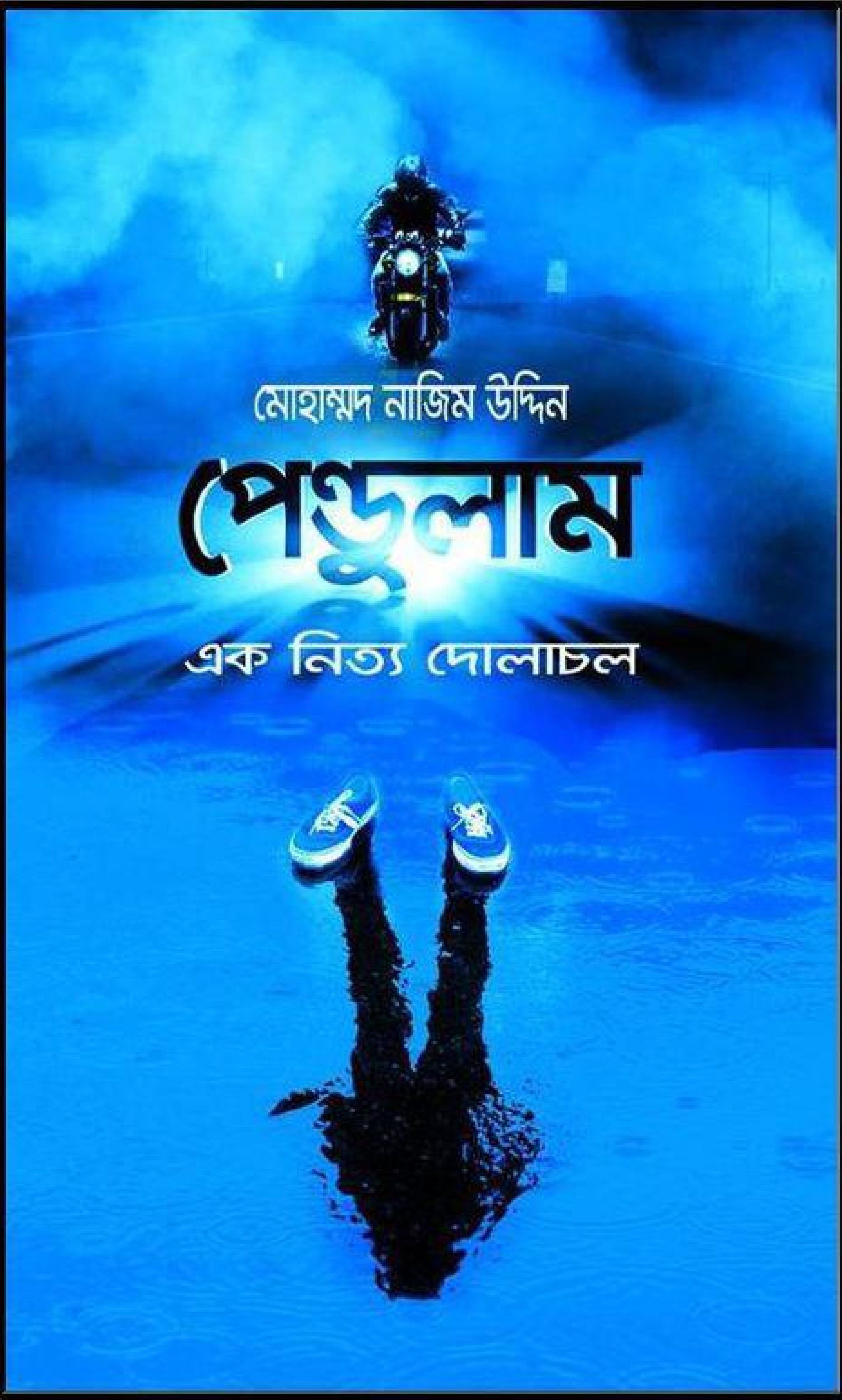
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
পেন্ডুলাম
এক নিত্য দোলাচল

রহস্যময় এক ডক্টর, নিজের চারপাশে রহস্য তৈরি করে রাখেন সব সময়। জাতীয় দৈনিকে একটি অদ্ভুত চাকরির বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি, প্রার্থী হিসেবে হাজির হলো মাত্র দু-জন। একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির সেই দুই তরুণ-তরুণীকে হতবুদ্ধিকর একটি রহস্য সমাধান করার 'অ্যাসাইনমেন্ট' দেয়া হলো। কাজে নামতেই পরিস্কার হয়ে গেলো ঘটনাটি যেমনি প্রহেলিকাময় তেমনি গোলকধাঁধাপূর্ণ। বিজ্ঞান আর অতিপ্রাকৃতের দোলাচলে দুলতে লাগলো তাদের সমস্ত হিসেব-নিকেশ। সব কিছুর কি ব্যাখ্যা আছে? নাকি শেষ কথা বলে কিছু নেই?

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের মৌলিক-থ্রিলার উপন্যাস নেক্সাস পাঠকদের দোলাচলে দুলতে দুলতে নিয়ে যাবে সেই রহস্যময়তার গভীরে।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন

ISBN 984872982-8

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

পেন্ডুলাম

এক নিত্য দোলাচল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

পেন্ডুলাম
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
Pendulum
Copyright©2016 by Mohammad Nazim Uddin
স্বত্ব © ২০১৬ লেখক
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : লেখক

মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

‘বহুকাল আগেই আমি আমার নিয়তি নিয়ে, আজ যা হতে পেরেছি তার জন্য দর কষাকষি করেছি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চিফ কমান্ডারের সাথে...দেখা এবং অদেখা জগতের চিফ কমান্ডার তিনি।’

– বব ডিলান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মুখবন্ধ

বাথরুমের লালচে বাল্বের আলোয় মলিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁকাহাসি দিলো জোকার।

তার লাল টকটকে ঠোঁট ডানগাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সারামুখে ধবধবে ফ্যাকাশে সাদা রঙ মাখা। চোখের নিচে কালচে ছোপ। উন্মাদগ্রস্ত দৃষ্টি ভুতুরে আর ক্ষ্যাপাটে অভিব্যক্তি তৈরি করেছে। মাথার কোকড়ানো চুলগুলো অগোছালো–হার্লে কুইনের উন্মত্ততার নির্দশন।

হাত দিয়ে চুলগুলো ডান থেকে বামদিকে আঁচড়িয়ে ঠিকঠাক করে আয়নার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি দিলো সে।

দারুণ লাগছে তাকে!

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে চোখ টিপে দিলো জোকার, "হোয়াই সো সিরিয়াস, ম্যান!?" আজ রাতে এই সংলাপটি কমপক্ষে বারো-তোরোবার বলেছে।

না। তেরোবার নয়। এর চেয়ে বেশি, নয়তো কম। অপয়া তেরোর ভীতি আছে তার। নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদগুলো এই তেরোর ফেরেই হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে, তেরো সংখ্যাটি কোনোভাবেই তার জন্য শুভ কিছু বয়ে আনে না। কখনও কখনও সেটা ভয়ঙ্কর বিপদেরও জন্ম দেয়। এ কারণে সব সময় সচেতনভাবে এটা এড়িয়ে চলে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, আজ ঘটনাচক্রে সেটা এড়ানো সম্ভব হয়নি। ব্যাপারটা তাকে বেশ ভাবনায় ফেলে দিলেও কারো কাছে প্রকাশ করেনি সেটা। হৈহুল্লোর আর আনন্দ-ফুর্তির মধ্যেও বার কয়েক তার মনে এক অজানা আশঙ্কার উঁকি দিয়েছে।

মাথা থেকে অপয়া তেরোর দুর্ভাবনাটি ঝেটিয়ে বিদায় করে একটু কুঁজো হয়ে হেলেদুলে আয়নার সামনে থেকে সরে এলো সে। কমোডের কাছে দাঁড়িয়ে প্যান্টের জিপারটা এক টানে নিচে নামিয়ে দিলো। আজ অনেক বেশি মদ আর বিয়ার পান করেছে। এ নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে তিন-বার ব্লাডার খালি করতে হলো তাকে। বাকি দু-বার বিশাল বাগানের ঝোঁপের আড়ালে সেরেছে।

ছাদের দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ করে ফেলল জোকার। কমোডের উপর প্রশ্রাবের ধারা আছড়ে পড়ার শব্দটা তাকে পরম শান্তি দিলো।

"আহ্!"

মুখ দিয়ে আনন্দধ্বনি বের হয়ে গেলো তার। প্রশ্রাবে নাকি পুরুষ মানুষ অর্ধেক সঙ্গমের আনন্দ পায়–সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এ কথাটা মনে পড়তেই হেসে ফেলল।

ধুর! কিসের সাথে কী!

অল্প বয়স থেকেই এসবের অভিজ্ঞতা আছে তার। একটু আগেও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। এ কথা তার চেয়ে ভালো আর কে জানে।

হার্লে কুইন এখনও বেহুঁশের মতো বিছানায় পড়ে আছে। তার সাথে 'প্রেমপর্ব' শেষ হবার পর প্রায় অর্ধেক বোতল হুইস্কির সবটাই সাবাড় করে দিয়েছে পাঁচ মিনিটে। এক বসায় পুরো এক বোতল গেলার রেকর্ডও তার আছে। এক বন্ধুর সাথে বাজি ধরে খেয়েছিলো।

বাথরুমের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে থেকে মাংস পোড়ার গন্ধের সাথে বাতাসে ভেসে এলো অ্যালিস কুপারের কর্কষ কণ্ঠটটা। ডোরিয়ান গ্রে'র পছন্দের তারিফ না করে পারলো না। অশুভ আত্মাদের এই রাতের উপযোগি গান বেছে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেলো ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কথা। সে কি এখনও পার্টিতে আসেনি? ও যদি আজ না আসে তাহলে একটু খারাপ লাগবে তার, তবে এতে করে অপয়া তেরোর হাত থেকে রেহাইও পেয়ে যাবে। এমনটা হলে মন্দ হয় না।

"হি ইজ অ্যা সাইকো..." ভেসে আসা গানের সাথে গুণগুণিয়ে বলে উঠলো জোকার। "হাঙ্গরি ফর লাভ!" তার রক্তে নাচন ধরলো, মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো বন্য ক্ষিদে। "অ্যান্ড ইটস ফিডিং টা-ই-ম..."

হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ কানে গেলো তার কিন্তু বন্ধ চোখ খোলার আগেই সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠলো জোকারের। চোখ আর মুখ খুলে গেলো একসঙ্গে। অস্ফুট একটি শব্দ বের হলো তার মুখ দিয়ে। টের পেলো দম বন্ধ হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে আর শব্দ বের করতে পারছে না।

নিজের প্রশ্রাবের শব্দটা তখনও শুনতে পাচ্ছে। এলামেলোভাবে পড়ছে কমোডের পাশে। সমস্ত শরীরের সাথে হাতদুটোও খিচুনি দিয়ে কাঁপছে। তার ফুসফুসে যেন গরম লোহার রড ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত শরীরে তীব্র এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ার আগেই পর পর কয়েকবার একই রকম অনুভূতি হলো। ঠিক কতোবার হলো সে জানে না।

BanglaBook.org

মুহূর্তে তার সমস্ত জগত টলে গেলো। বুকটা চেপে আসতে চাইছে। ফুসফুসে যে আগুনের হলকা অনুভব করছে, সেটা যেন পুরো বুকটা পুড়িয়ে দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করতে পারলো না। তবে গোঙানি দিতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারলো না সে। তার কানে শুধু ভো ভো শব্দ হচ্ছে। জাগতিক শব্দগুলো কেমন লেপ্টে গিয়ে ভোতা আওয়াজে পরিণত হলো। মনে হচ্ছে তার কানদুটো শক্ত করে কেউ চেপে ধরেছে।

পা দুটো টলে কমোডের পাশে নিজের প্রশ্রাবের উপরেই মুখ থুবরে পড়ে গেলো সে। পড়ে যাবার সময় একহাত দিয়ে কমোডের এক প্রান্ত ধরার চেষ্টা করলেও কম্পিত হাতটা ব্যর্থ হলো।

মেঝেতে পড়ার পরই টের পেলো পিঠে উপর পর পর আরো কয়েকটি তীক্ষ্ণ আঘাত করা হচ্ছে, তবে সেই আঘাতের শব্দটাই কেবল তার কানে গেলো, যন্ত্রণা পেলো কিনা বুঝতে পারলো না। মুখ দিয়ে গল গল করে রক্তবমি হলেও সে কেবল টের পেলো নোনতা একটা অনুভূতি।

এসব কী হচ্ছে!–জোকার বুঝে উঠতে পারলো না।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, একটু ঘুরে দেখারও শক্তি নেই।

একটু পর, দুচোখে অন্ধকার নেমে আসার আগে কিছু একটা তাকে শক্ত করে ধরে চিৎ করে দিলো।

ভীতিকর একটা মুখ ভেসে উঠলো তার ঘোলা চোখের সামনে।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন!

অবশেষে এসেছে! কিন্তু তার সাথে এটা করলো কেন?! এর সবটাই কি আজকের আনন্দযজ্ঞের অংশ?!

জোকার নিশ্চিত হতে পারলো না।

তারপরই ভীতিকর মুখটা দুমরে মুচরে বদলে গেলো নিমেষে! বেরিয়ে আসলো আরেকটি মুখ।

এই দ্বিতীয় মুখটা চিনতে একটু বেগ পেলো সে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো কারণ আস্তে আস্তে তার সমস্ত দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

পুরোপুরি অন্ধকার হবার আগেই বদলে যাওয়া দানবটাকে চিনতে পারলো জোকার। সুতীব্র এক ভীতি জেঁকে বসলো সমস্ত শরীরে। টের পেলো দুচোখে অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে দূর থেকে ভেসে আসা গানটার কোরাসও মিইঁয়ে যেতে শুরু করেছে :

*ফিড মাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন...ফিড মাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন...ফিড মাই*________

BanglaBook.org

তারপর আরেকটা নতুন গান শুরু হলো কিন্তু সেই গানটা যে কার মনে করতে পারলো না। নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা বেমালুম ভুলে গানের শিল্পী কে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিলো জোকার। এ মুহূর্তে গানটা অনেক বেশি অর্থবহ বলে মনে হচ্ছে। তার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে থাকা ঘাতক যেন গাইছে সেটা। যদিও ওর ঠোঁটজোড়া একদমই নড়ছে না।

আই শ্যাল রাইজ-আপ ফ্রম দিস সালফার গ্রেভ
অ্যান্ড ওয়াক দিস ওয়ার্ল্ড টু সি ইউ ডাই...

তারপরই রক্তমাখা চাকুটা উঠে এলো, সজোরে বসিয়ে দেয়া হলো তার বুকের বামপাশে। দ্বিতীয়বার রক্ত বমি করে ফেলল জোকার। তার লাল টকটকে ঠোঁটদুটো এখন সত্যিকারের রক্তে রঞ্জিত!

BanglaBook.org

অধ্যায় ১

সকাল সকাল মেজাজটা বিগড়ে গেলেও দ্রুত সামলে নিলো মায়া। চায়ে বেশি চিনি হলেই তার মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়। দিনের শুরুটা তার কাছে সব সময়ই গুরুত্ব রাখে। একটা বাজে অনুভূতি দিয়ে শুরু করা দিন মানে প্রতি পদে পদে তিক্ততার মুখোমুখি হওয়া। মেজাজও কেমন খিটখিটে থাকে। ছোট্ট একটি ভুলের জন্যে আজকের সকালটাই বিস্বাদ হয়ে গেলো তার। কেন যে মেয়েটাকে বলতে ভুলে গেছিলো চায়ে চিনি কম দিতে!

প্রায় দু-বছর পর ঘরে বসে সাতসকালের চা খাচ্ছে। বিগত দু-বছর ধরে দিনের প্রথম চা খাওয়াটা হতো অফিসে। এটাই তার অভ্যেস হয়ে গেছে। তার কাজে আবার ছুটির দিন বলে কিছু নেই। ডাক্তার-পুলিশদের মতো সার্বক্ষণিক একটি পেশা। ন-টা পাঁচটা ডিউটির বালাই না থাকলেও প্রতিদিন তাকে অফিসে যেতে হয়।

হতো!

নিজেকে শুধরে দিয়ে মুচকি হেসে শহরের স্কাইলাইনের দিকে তাকালো। চৌদ্দ তলার উপরে তার ফ্ল্যাট। সকালের ঢাকা কেমনজানি সুন্দর লাগে তার কাছে, তবে সেটা অনেক উপর থেকে দেখলে। ভাবলো, তার এই আকস্মিক অবসর কতোটা দীর্ঘ হতে পারে। এই নির্জন ফ্ল্যাটে মাত্র দু-জন বাসিন্দা। গৃহকর্মি মেয়েটাকে বাদ দিলে পুরোপুরি একা সে। ১৩৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটে মাত্র দু-জন মানুষ।

বারান্দায় যে রকিং চেয়ারটা আছে তাতে বসে দোল খেলো চায়ের কাপটা রেখে। পাশের কফি টেবিলের উপর আজকের পত্রিকাটি রয়েছে। সব সময় হকার এতো সকালেই পত্রিকা দিয়ে যায় কিনা সে জানে না। এখন বাজে সকাল সাতটা। তার মতো গৃহকর্মি মেয়েটাও দেরি করে ঘুম থেকে উঠতো, তবে আজকে বেচারিকে আরামের ঘুম বাদ দিয়ে তার জন্য চা বানিয়ে দিতে হয়েছে।

এখন থেকে আমি ভোরবেলায় উঠবো, মনে মনে বলল। আবার জগিং শুরু করতে হবে। ফিগারটা ঠিকঠাক করা দরকার। দু-বছর ধরে যে কাজ

BanglaBook.org

করে গেছে সেখানে দেহসৌষ্ঠব আর রূপের কোনো দরকারই ছিলো না অথচ কাজটায় যোগ দেবার আগে একদম বিপরীত একটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতো সে।

কাল থেকে তার দু-বছরের জীবনটা আবারো হুট করেই বদলে গেছে। নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসে গেছে এখন। পুরোদমে উঠেপড়ে লাগতে হবে তাকে। পুরনো কানেকশানগুলো ঠিকঠাক করতে খুব বেশি কষ্ট হয়তো করতে হবে না। তাই চাকরি ছেড়ে দেবার পর খুব একটা চিন্তিত নয় সে, কারণ নতুন কিছু শুরু করতে পারার সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে বেশ জোরেশোরে।

পত্রিকাটা তুলে নিলো হাতে। প্রথম পৃষ্ঠায় কোনোকালেই তার আগ্রহ ছিলো না। শুধু রাজনীতি আর সিরিয়াস সিরিয়াস সব বিষয় থাকে ওখানে। খেলার পাতাটাও খুব একটা টানে না। তার যতো আগ্রহ বিনোদন পাতা আর মফশ্বল-সংবাদের দিকে।

"আপা, চা খাইলেন না যে?"

পত্রিকা থেকে মুখ তুলে তাকালো সে। সোহেলি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার দরজার সামনে।

"চা ভালো হয় নাই?" সে জানতে চাইলো।

"চিনি বেশি দিয়েছিস...আমি এতো চিনি খাই না," কথাটা বলেই পত্রিকার দিকে মনোযোগ দিলো আবার।

চুপচাপ চায়ের কাপটা নিয়ে চলে গেলো সোহেলি।

বিনোদন পাতায় বেশ বড় করে মডেল ইরিনের ছবি ছাপিয়েছে। নামকরা টেলিকমের একটি টিভিসি করেছে মেয়েটা। বেশ আলোচনায় আছে এখন। সবগুলো চ্যানেলে প্রতিদিন অসংখ্যবার দেখানো হয়। হালের সেনসেশন।

এই মেয়েটা তিনবছর আগে তার কাছে কতোই না ধর্ণা দিয়েছিলো র‍্যাম্পে কাজ করার জন্য। সে নিজে তখন র‍্যাম্পের রাণী। শেষ পর্যন্ত তার রেফারেন্সেই মেয়েটা সুযোগ পায়।

বিনোদন পাতায় আর কোনো খবর তাকে আকর্ষিত করলো না। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ থমকে গেলো, ভুরু কুঁচকে তাকালো সে। দুই কলাম ছয় ইঞ্চির একটি বিজ্ঞাপন। কালো একটি পিলারের মতো। শোক প্রকাশের জন্য এরকম ডিজাইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেই কালো পিলারের

BanglaBook.org

উপরের দিকে বড় বড় সাদা অক্ষরে কিছু কথা লেখা। বিজ্ঞাপনের নিচে একটি পেন্ডুলামের ছবি। ভালো করে দেখলো, আসলে উপরের অক্ষরগুলোর ঠিক নিচ থেকেই একটা চিকন সুতো দিয়ে পেন্ডুলামটি আটকানো। কিন্তু পেন্ডুলামের ছবিটা নয়, তার নজর কাড়লো বিজ্ঞাপনের অভিনব ভাষা।

> আপনি কি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করেন? বিশ্বাস করেন এ পৃথিবীতে যুক্তির বাইরেও ঘটনা ঘটে? বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে সব কিছু যখন অতিমাত্রায় যুক্তি আর প্রমাণের উপর নির্ভর হয়ে পড়ছে তখনও কি আপনি মনে করেন অব্যাখ্যাত, রহস্যময় আর অলৌকিক কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে?
> যদি তা-ই মনে করে থাকেন, এবং এ বিষয়ে আপনার সম্যকজ্ঞান থেকে থাকে তাহলে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-আপনার জন্যে রয়েছে আকর্ষণীয় একটি কাজ। যারা রোমাঞ্চ আর চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহি নন, ন'টা-পাঁচটা চাকরি করে জীবন ধারণ করতে চান তাদের আবেদন করার দরকার নেই। শুধুমাত্র 'বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন' ব্যক্তিরাই (নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ করা হবে না) এ কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন?! আপন মনে বলে উঠলো সে। উদাস হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো।

"আপা।"

চমকে তাকালো দরজার দিকে। সোহেলি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আধ-চামুচ চিনি দিছি এইবার।"

কফি টেবিলের উপর কাপটা রেখে চলে গেলো মেয়েটা।

কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটির দিকে আবারো মনোযোগ দিলো মায়া।

BanglaBook.org

সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা না-করেই লিখতে বসেছে আজ। কি-বোর্ডে খটাখট করে তার আঙুলগুলো টাইপ করে যাচ্ছে বিরামহীন। জটিল অধ্যায়ে আছে এখন। সাবজেক্টটা খুব কমই পরিচিত, সবাই এটাকে *প্লাসিবো* নামেই চেনে।

ভুলভাবে পরিচিত একটি শব্দ। জিনিসটা আম কিন্তু সবাইকে বোঝানো হয়েছে লিচু! তাকে এখন সেই পুরনো বিশ্বাস ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। সহজ ভাষায় যতোটা সম্ভব বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করা দরকার।

আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে সে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফিচার আর কলাম লেখে। এই লেখাটা এক সপ্তাহ ধরে থেমে ছিলো, কিছুতেই লিখতে পারছিলো না বিষয়টা তার নিজের কাছেও পরিস্কার মনে হয়নি বলে। এ কয়দিন প্লাসিবোর উপরে বেশ কয়েকটি বই পড়ে ফেলে, কিছু ডকুমেন্টারিও দেখে। গতকাল রাতে তার মনে হয়েছে বিষয়টা তার আয়ত্তে চলে এসেছে, এখন হয়তো লিখতে পারবে। আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই লিখতে বসে যায়। লেখালেখির ব্যাপারটাই এমন। জোর করে হয়তো প্রেম-ভালোবাসাও আদায় করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু লেখালেখি অসম্ভব।

ইনকামিং মেসেজের বিপ্ হতেই টাইপ থামিয়ে পাশ ফিরে তাকালো। কম্পিউটার টেবিলের পাশেই তার মোবাইলফোনটা রাখা। লেখালেখির সময় সাইলেন্ট মুডে থাকলেও মেসেজের রিংটোন চালু রাখে। তার ঘনিষ্ঠজনেরা এটা জানে তাই কয়েকবার কল করে না পেলে এসএমএস পাঠিয়ে দেয়।

ফোনটা হাতে তুলে নিলো সে। কেউ তাকে মেসেজ পাঠিয়েছে। মেসেজটা ওপেন করতেই ভুরু কুচকে গেলো। অপরিচিত নাম্বার থেকে কেউ তাকে বলছে আজকের পত্রিকার নির্দিষ্ট একটি পৃষ্ঠা দেখতে।

আজ সকালের পত্রিকায় শুধুমাত্র চোখ বুলিয়েছে, ভালো করে অবশ্য পড়া হয়নি। পড়ার মতো কিছু তো আর সব দিন থাকে না। পাল্‌স বাড়িয়ে দেয়া, মেজাজ খারাপ করা সংবাদেই ভরা থাকে বেশিরভাগ সময়। ফোনটা রেখে পাশের ঘরে চলে গেলো। ডাইনিং টেবিলের উপর থেকে পত্রিকাটা হাতে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় যেতেই দেখতে পেলো অভিনব একটি

BanglaBook.org

বিজ্ঞাপন। সে ভেবেছিলো তার বিখ্যাত এবং বহুল প্রচারিত চ্যালেঞ্জের বিষয়ে আগ্রহি কোনো সংবাদ হবে হয়তো। কোথাও নতুন কোনো বুজরুকির আবির্ভাব ঘটেছে। দলে দলে লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, আর অবধারিতভাবে সেটার ব্যাখ্যা দিতে হবে তাকে। নয়তো কোনো অন্ধবিশ্বাসির ফালতু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

পুরনো পাগল ভাত পায় না নতুন পাগলের আমদানি! পুরো বিজ্ঞাপনটি পড়ার পর মনে মনে বলে উঠলো চারু আহসান।

পুরনো পাগলটা অন্য কেউ নয়, সে নিজে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো মায়া।

বাইরের প্রখর রোদ বলছে সানস্ক্রিম ব্যবহার করা উচিত ছিলো। অনেকদিন এসব ব্যবহার করা হয় না বলে তার কাছে এরকম কোনো ক্রিম এখন নেই। আজকাল ছাতাও ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য দু-বছর আগে হলে অন্যরকম হতো।

রাস্তায় নামলেই লোকজন তার দিকে চেয়ে থাকে, আজও এর ব্যতিক্রম হলো না। তার অদ্ভুত স্টাইল আর সাজগোজ সবার মনোযোগ কাড়ে। তরুণী একটা মেয়ে, ভড়কে দেবার মতো সাজসজ্জা–ব্যাপারটা চোখ টানবেই। বিশেষ করে পুরুষ মানুষের।

লম্বা আর কোকড়া চুলগুলো বেদেনিদের মতো খোপা করে মাথার উপর ছোট্ট একটা চূড়া বানিয়ে রেখেছে। কানের দু-পাশে কয়েক গোছা চুল নেমে গেছে অনেকটা অবহেলায়, ডান চোখের নিচে আঁকা আছে ছোট্ট আর সহজ-সরল একটি উল্কি–অশ্রুবিন্দু। এই 'টিয়ারড্রপ ট্যাটু' পাশ্চাত্যে বেশ জনপ্রিয়। এ দেশে সম্ভবত মায়াই একমাত্র মেয়ে যার মুখে এটা শোভা পাচ্ছে।

তার গলায় আর কানে অসংখ্য গহনা–কোনোটাই স্বর্ণের নয়। স্বর্ণ তার কাছে অসহ্য লাগে। তারচেয়েও বড় কথা এটা ওর সহ্যই হয় না।

চোখে সব সময় কাজল দেয় সে। তার কাজল দেবার ভঙ্গিটাও বেশ চোখে পড়ার মতো–পুরু, টানা এবং ভুতুরে। গায়ে যে ফতুয়াটা চাপিয়েছে সেটা কাসাবর্ণ। একেবারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চিবরের মতোই সেটার রঙ। সত্যি বলতে, চিবর কেটেই তৈরি করা হয়েছে এটা।

তবে ফতুয়ার পরের জিনিসটা একদমই আধুনিক–লিভাইস জিন্স প্যান্ট। পায়ে যে চটিটা আছে সেটা নিজের ডিজাইন করা। একেবারে সাদামাটা। অনেকটা প্রাচীণ সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত চটির মতো।

জিন্স প্যান্ট ছাড়াও চমৎকার সুন্দর আর স্টাইলিস একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করে সে। তিন বছর আগে প্যারিসে শো করতে গেলে এটা কিনেছিলো। কালো চামড়ার এই ব্যাগটি তার খুবই প্রিয়, কারণ ব্র্যান্ডটা

BanglaBook.org

তার রেডিও প্রোগ্রামের সাথে বেশ ভালোই মানিয়ে যেতো—ভূড়ু।

সাদারঙের ডুপ্লেক্স বাড়িটার দিকে ভালো করে তাকালো সে। বাইরে থেকেই বোঝা যায় বিশাল লন আছে। এটার নক্সা আধুনিক আর ক্লাসিকের মিশ্রণে করা। ভবনের সামনে বড় বড় সুন্দর নক্সা করা চারটা গ্রিক কলাম আছে।

সে আশা করেছিলো অফিসভবন জাতীয় কিছু। কিন্তু চোখের সামনে যেটা দেখছে সেটা অভিজাত এলাকার প্রাসাদতুল্য একটি ভবন। অবশ্য গুলশানে এরকম আবাসিক ভবনেও অসংখ্য অফিস গজিয়ে উঠেছে আজকাল, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কোনটা আবাসিক আর কোনটা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মেইনগেটটা যেমন বিশাল তেমনি মজবুত। দৃঢ়ভাবে আগলে রেখেছে বাড়িটা, সেইসাথে ধরে রেখেছে আভিজাত্যটাকেও।

বাড়ির সামনে কেউ নেই!

খুব অবাক হলো সে। এরকম চাকরির বিজ্ঞাপন দেখার পর 'বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন' হোক আর না-ই হোক 'ট্রাই' করার মতো লোকের অভাব হয় না এ শহরে। দেশের প্রথম শ্রেণির একটি পত্রিকায় বেশ বড় করে বিজ্ঞাপনটি দেয়া হয়েছে, কমপক্ষে পাঁচ-ছয় লাখ মানুষের চোখে পড়েছে আজ সকালে। ভেবেছিলো লাইনে দাঁড়াতে হবে। লাইন তো দূরের কথা কাকপক্ষীও নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, ভুল ঠিকানায় চলে এসেছে বুঝি।

দারোয়ানকে বলামাত্রই আর কিছু জিজ্ঞেস না করে সোজা ভেতরে চলে যেতে বলল।

ডুপ্লেক্স বাড়িটার দরজা বিশাল। সেগুন কাঠের নক্সা করা একটি ডাবল ডোর। দরজার ডানপাশে কলিংবেলের সুইচটা টিপে দিলো সে।

টুং-টাং।

ভেতর থেকে বেলের মৃদু শব্দটা শুনতে পেলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সে। বেলের আওয়াজ শোনার পর বাড়ির বাসিন্দারা তো আর সুপারম্যানের গতিতে ছুটে আসবে না। এই ভদ্রতাটুকু বেশিরভাগ মানুষ না করলেও মায়া করে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আবারো বাজালো।

টুং-টাং।

যথারীতি সাড়া-শব্দ নেই।

তৃতীয়বার বাজাতে যাবে অমনি আস্তে করে দরজাটা খুলে গেলো

BanglaBook.org

ভেতর থেকে। অবাক হয়ে দেখতে পেলো দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই!

ভেতরটা বিশাল, খুব কমই আসবাব আছে। চারপাশে কয়েক জোড়া সোফা আর কফি টেবিল ছাড়া কিছু দেখতে পেলো না। বাতি জ্বলানো নেই তবে জানালা দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে সেটুকু যথেষ্ট। কী এক আজানা ভয়ে দরজা দিয়ে না ঢুকে উৎসুক হয়ে ভেতরে তাকালো সে। কেউ নেই।

আজব! দরজাটা খুললো কে?

"ভিতরে আসুন।"

ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা যে-রকম স্বরে পাপেটকে দিয়ে কথা বলায় ঠিক সে-রকম একটি কণ্ঠ শুনে চমকে লাফ দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলো মায়া। "ওহ্!" অবাক হয়ে দরজার নিচের দিকে চেয়ে দেখলো জিনিসটাকে!

ডাবল-ডোরের একটা পাল্লা ধরে প্রায় আড়ালে থাকা ক্ষুদ্রাতি এক মানুষের মাথা বের হয়ে আছে। বড়জোর তিন-ফুটের মতো উচ্চতা হবে। তার দিকে অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মানুষটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

চাকরিটা পাবার কোনো ইচ্ছে তার নেই, চাকরি করার লোকও সে নয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোবার পর ইচ্ছে করলে কোনো কর্পোরেট ফার্মে চাকরি জুটিয়ে নিতে পারতো। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রায় সবাই তা-ই করেছে। ওসবের ধারেকাছে না গিয়ে সে বেছে নিয়েছিলো পত্রপত্রিকায় ফ্রিল্যান্স লেখালেখি। এখন অবশ্য আউটসোর্সিং করে ভালোই চলে যায়। তবে এসব কাজকে সে রুটিরুজির ধান্দা হিসেবেই দেখে। সত্যিকার অর্থে যে কাজটাকে সে 'কাজ' বলে মনে করে সেটা তার পেশা নয়। অনেকটা মিশনারিদের মতো নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার সেবায়।

প্রথম দিকে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবেরা এ নিয়ে হাসাহাসি করতো, ভাবতো পাগলামি করছে। ধরে বেধে সুন্দরি একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেই লাইনে চলে আসবে। কিন্তু সে লাইনে আসেনি। বরং অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারগ্রস্ত লোকজনকে লাইনে নিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এখন নির্দিষ্ট বলয়ে ছোটখাটো একটি পরিচিতিও গড়ে উঠেছে তার। যারা তাকে পাগল ভাবতো তাদের অনেকেই ঈর্ষার চোখে দেখে তাকে।

অবশ্য নিজেকে সে পাগলই ভাবে। তবে আজ আরেক পাগলের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। দেখা যাক, সত্যিকারের পাগল নাকি ভেক ধরা কোনো ধান্দাবাজ। তার ধারণা পরেরটাই হবে।

আজকের পত্রিকায় অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই পাগলটার সাথে দেখা করবে। তার মতো এক পাগল এ শহরে আবির্ভূত হয়েছে আর তার সাথে একটু মোলাকাত করবে না? একটু বাজিয়ে দেখবে না, আসলে তার মতলবটা কি?

আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে রহস্যময় চাকরিদাতার সাথে কিভাবে কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে যাবে। তার সবচাইতে বড় অস্ত্রটাই ব্যবহার করবে

BanglaBook.org

আর সেটা করবে ধাপে ধাপে। অনেকটা শিকারিকে বুঝতে না দিয়ে প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলার মতো। আঘাতটা যখন করা হবে তখন ‘শিকার’ এমন কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে যাবে যে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

এতোদিন সে মোকাবেলা করে এসেছে প্রতিপক্ষদের, যারা ঠিক তার বিপরীতে অবস্থান করে। আজকের রহস্যময় বিজ্ঞাপনদাতাকে অবশ্য তার মতোই আরেকজন বলে মনে হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের কথাগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হবে তার মতোই আরেকজনের আবির্ভাব ঘটেছে এ শহরে। তবে কথাবার্তা বললে বোঝা যাবে লোকটার আসল মতলব কি।

আচ্ছা, রহস্যময় চাকরিদাতা তো মহিলাও হতে পারে? মনে মনে বলল সে। তার ধারণা, এর সম্ভাবনা খুবই কম। এই চিন্তাটার পেছনে তার স্বজ্ঞা কাজ করছে না, যথারীতি যুক্তিবুদ্ধি ব্যবহার করেই বুঝতে পারছে।

বিজ্ঞাপনের ভাষা।

অভিজ্ঞতা থেকে জানে পুরুষ মানুষের ‘অফারিং’ আর মেয়েমানুষের ‘নিবেদন’ একরকম হয় না।

ঠিকানা দেখে দেখে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই তার সন্দেহের মাত্রা বেড়ে গেলো।

এটা কোনো কমার্শিয়াল ভবন নয়।

কয়েক মিনিট বাড়িটা দেখে হিসেব করে নিলো। বাড়ির মালিক, সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতার আর্থিক যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, ধনীদের বিভিন্ন রকমের বাতিক থাকে। কিছু কিছু বাতিক ভড়কে দেবার মতো। মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে সেগুলো বোধগম্য করাও সহজ নয়।

বাতিকগ্রস্ত এক ধনী?

হতে পারে।

মুচকি হেসে বিশাল মেইনগেটটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানের দিকে এগিয়ে গেলো সে। কোনো কিছু বলার আগেই মাঝবয়সি লোকটি গেট খুলে দিলো। যেন প্রোগ্রাম করা কোনো রোবট।

“ভিত্‌রে চইলা যান, স্যার,” ধব ধবে সাদা রঙের ডুপ্লেক্স বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলো দারোয়ান।

রহস্যময় অভ্যর্থনা! মনে মনে বলল সে। এসব নাটক করে কোনো লাভ নেই। রহস্য একটি ভুল শব্দ, অপূর্ণাঙ্গ ধারণা থেকে যার জন্ম। শব্দের

BanglaBook.org

আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা করে না। শব্দের জন্ম দেয়, এর অর্থ আরোপিত করে, নতুন অর্থ দান করে একেবারেই সাধারণ মানুষজন। পুরোটাই লৌকিক ব্যাপার। যদি শব্দের উৎস হতো বিজ্ঞানীরা তাহলে রহস্য, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, দৈব এসব ফালতু শব্দের জন্মই হতো না। এসবই মাত্র একটি শব্দে প্রকাশ করা হতো–অব্যাখ্যাত। ব্যাখ্যাত হবার প্রতীক্ষায় আছে এমন কিছু!

এই শব্দটা শুনে আবার খুশিতে টগবগ করে ওঠে অনেকে। কিন্তু অতো খুশি হবার কোনো কারণ সে দেখে না। ভালো করেই জানে, আজ হয়তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, আগামিতে সেটা করার মতো সময় ঠিকই চলে আসবে। শুধু অপেক্ষা যোগ্য লোকের জন্যে।

মুচকি হেসে লনটা পেরিয়ে ডুপ্লেক্স বাড়ির বিশাল কাঠের দরজার সামনে এসে কলিংবেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকলো।

টুং-টাং।

কয়েক মুহূর্ত চলে যাবার পরও ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিলো না।

আবারো টুং-টাং।

একই ফল।

অধৈর্য নামক দানবটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইলেও সেটাকে দমিয়ে রাখলো। ধৈর্য হলো যুক্তির সবচেয়ে বড় বন্ধু। এ কথা সে কখনও ভুলে যায় না।

তৃতীয়বার বেল বাজাতে উদ্যত হতেই দরজাটা খুলে গেলো। বিস্ময় নিয়ে দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব এক সুন্দরি। তাকে দেখে কেমন চেনা-চেনা লাগলো, কিন্তু ঠিক ধরতে পারলো না। কোথাও দেখেছে সম্ভবত।

চোখ ধাঁধানো সুন্দরি মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে খুব বেশি কিছু ভাবাটা কষ্টকর। সৌন্দর্যের নিজস্ব একটি শক্তি আছে। সেটা চিন্তার চেয়ে আবেগ আর অনুভূতিকেই বেশি জাগিয়ে তোলে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির মধ্যে সেই সৌন্দর্য আছে, আছে এক ধরণের রহস্য। তার বেশভূষা সেই রহস্যকেই যেন প্রদর্শন করছে উৎকটভাবে।

BanglaBook.org

চারু একটু চমকে গেলেও সেটা তার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেলো না। তার ধারণা কি তাহলে ভুল? চাকরিদাতা একজন নারী!

মেয়েটার বামচোখের নিচে ছোট্ট একটা ট্যাটু দেখতে পেলা। কাজলটানা চোখের সাথে দারুণ মানিয়েছে। তার ঠিক পেছনে দেখতে পেলো সার্কাসের এক বামন দাঁড়িয়ে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। বড়জোর তিনফুটের মতো হবে। এসব 'জিনিস' দামি রেস্টুরেন্ট আর হোটেলের অভ্যর্থনার কাজেই বেশি মানায়, বড়লোকের বাড়িতে নয়।

রহস্য নির্মাণের চেষ্টা! মনে মনে বলে উঠলো সে।

"আসুন," রিনরিনে কণ্ঠে তাড়া দিয়ে বলল মেয়েটি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

কিছুক্ষণ আগে ডুপ্লেক্স বাড়ির দোতলায় উঠে অবাক হয়ে গেছিলো মায়া। যেমন বিশাল তেমনি জমকালো। একটা প্রাণীও নেই। তিন-চার জোড়া সোফা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, মেঝেতে পার্সিয়ান কার্পেট, দেয়ালে অসংখ্য পেইন্টিং। অ্যান্টিকের সমারোহ দেখে মনে হতে পারে এটা কোনো অ্যান্টিকশপ। কিংবা ব্যক্তিগত জাদুঘর।

বামন তাকে বসতে বলে চুপচাপ চলে যায়। তার ভাষায় 'স্যার' এক্ষুণি চলে আসবে।

মায়া চারপাশে দেয়ালগুলোতে চোখ বুলাতে লাগে। ছোটো-বড়-মাঝারি-অতিক্ষুদ্র সব ধরণের অ্যান্টিক দিয়েই সাজানো। বাড়ির মালিক যে প্রচুর দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়, সে যে সাধারণ মানুষের মতো জামা-কাপড় আর ব্যবহার্য জিনিসের চেয়ে অন্যকিছুতে বেশি আগ্রহি সেটাই জানান দিচ্ছে যেন।

ঘরের এক মাথায় চমৎকার একটি ফায়ারপ্লেস চোখে পড়তেই অবাক হয় সে। শীতপ্রধান দেশে এটা থাকে কিন্তু এ দেশে এরকম জিনিস খুবই বিরল। যারা এটা বানায় তারা ডেকোরেশন পিস হিসেবেই ব্যবহার করে। একটু সামনে গিয়ে আরো অবাক হয়। এটা নিছক কোনো ডেকোরেশন পিস নয়। কিছু কাঠের গুঁড়ি আছে ফায়ারপ্লেসে, রীতিমতো জ্বলছে সেগুলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কোনো উত্তাপ বের হচ্ছে না!

"ওগুলো আসল নয়...ফেইক।"

ভরাট একটি কণ্ঠ বলে উঠলে চমকে তাকায় মায়া। দেখতে পায় তার ঠিক পেছনে একটি সোফায় বসে আছে বয়স্ক এক লোক। হাতে একটি নক্সা করা চমৎকার ছরি। কখন এসে চুপচাপ বসে আছে টেরই পায়নি। লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবই সাদা–জুতো, মোজা, ফুলপ্যান্ট, শার্ট, চাপদাড়ি আর চুল। চোখের চশমার ফ্রেমটি কেবল কালো।

"ভেতরে ইলেক্ট্রিক লাইটের কারণে মনে হয় ওটা জ্বলছে।"

মায়া কৃত্রিম হাসি দিয়েছিলো কেবল।

BanglaBook.org

"ওয়েলকাম।" সাদা লোকটি বলে।

"আপনি?"

"আমি ডক্টর আজফার হুসেন...বিজ্ঞাপনটা আমিই দিয়েছি।"

"ও," মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থেকেই বলে মায়া। লোকটার দৃষ্টি অন্তর্ভেদি।

"বসুন।"

সম্মোহিতের মতো পাশের একটি সোফায় বসে পড়ে সে।

"আমি কখনও কারোর চাকরির ইন্টারভিউ নেইনি," প্রসন্নভাবে হেসে বলেছিলেন বিজ্ঞাপনদাতা। "কিভাবে যে কী করবো বুঝতে পারছি না।"

"আপনি তো জানেন আপনার কি ধরণের লোক লাগবে...এখন আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারেন আমি আপনার রিকয়্যারমেন্টগুলো ফুলফিল করতে পারবো কিনা।"

স্মিত হাসেন সাদা লোকটি। "আপনি একজন সেলিব্রেটি। আপনাকে আমি চিনি। রেডিওতে চমৎকার একটি অনুষ্ঠান করতেন।"

করতাম মানে?! খুবই অবাক হয়েছিলো মায়া। মাত্র দু-দিন আগে চাকরি ছেড়েছে, এখনও তার বস্ ছাড়া এ কথা অফিসের কেউ জানে না। কিন্তু তার সামনে যে মানুষটা আছে তার ব্যক্তিত্বই এমন যে, মায়া ইচ্ছে করলেও জিজ্ঞেস করতে পারেনি কথাটা কোত্থেকে শুনেছেন তিনি।

"আপনার ঐ অনুষ্ঠানের আইডিয়াটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে।" প্রশংসার সুরে বলেছিলেন ডক্টর।

"থ্যাঙ্কস।"

"সময় পেলেই আমি ওটা শুনতাম।"

এরকম একজন বয়স্ক ধনী লোক তার অনুষ্ঠান শুনতো! কথাটা শুনে ভালো লাগার একটি অনুভূতি বয়ে যায়।

"আমি এ কাজের জন্য যেরকম মানুষ খুঁজছি আপনি পুরোপুরি সেরকমই একজন, তাই কোনো ইন্টারভিউ নেবার দরকার দেখছি না।"

"তারপরও, আপনার জেনে নেয়া উচিত চাকরিটা করার ব্যাপারে আমার আগ্রহ কেমন..."

"সেটা করার তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আগ্রহি বলেই তো এখানে এসেছেন," কথাটা বলেই অন্তর্ভেদি দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকেন বিজ্ঞাপনদাতা।

BanglaBook.org

মায়া কিছু বলেনি। ডক্টর ঠিকই বলেছেন। আগ্রহ না থাকলে এখানে কেন চলে আসবে।

"তারপরও কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। এই ধরুন, কাজটার ধরণ, সুযোগ-সুবিধা, বেতন-ভাতা, এইসব।"

"জি, আমি সে-কথাই বলছিলাম," বলেছিলো মায়া।

"আমি আগেই বলেছি, এটা আর সব চাকরির মতো নয়। ন'টা-পাঁচটা ডিউটি বলেও কিছু নেই। গৎবাধা কোনো কাজও আপনাদের করতে হবে না।"

আপনাদের? আরো লোক নেবে তাহলে। মনে মনে বলেছিলো মায়া।

"ঠিক আছে বুঝলাম, এসব কথা অ্যাডে দেয়া ছিলো কিন্তু আমাকে কি ধরনের কাজ করতে হবে সে-সম্পর্কে কিছুই জানি না। বিজ্ঞাপনে এ নিয়ে কিছু বলেননি।"

"একটু অপেক্ষা করুন, সব বলছি। এই ফাঁকে একটু কফি খাওয়া যাক।"

কাঁধ তোলে মায়া। তার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। দিনে পাঁচ কাপ কফি যে খায় তার পক্ষে এক কাপ কফি খাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া অসম্ভব।

"এখন বলুন, আমার ব্যাপারে আপনি কি ফিল করছেন?" লোকটি অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মায়ার দিকে।

"বুঝলাম না?"

"বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন..." কথাটা বলেই মুচকি হাসেন তিনি। "বিজ্ঞাপনে নিশ্চয় দেখেছেন। আমি জানি আপনার সেই যোগ্যতা রয়েছে।"

স্থিরচোখে চেয়ে থাকে মায়া।

"আপনি সব কিছুই বিচার করেন অন্যভাবে। আপনার মধ্যে একটা ক্ষমতা আছে। কোনো রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনি বিচার করতে পারেন। আপনার অনুভূতি খুবই প্রখর। যুক্তির চেয়ে এটাকেই বেশি প্রাধান্য দেন।"

এই লোক এতো কিছু জানলো কী করে? অবাক হয়ে ভাবতে থাকে মায়া।

"অবাক হবার কিছু নেই। আগেই বলেছি, আমি আপনার প্রোগ্রামটা মাঝেমধ্যে শুনতাম।"

ঠিক এ সময় বামন লোকটি তার মতোই বামনাকৃতির একটি ট্রলি নিয়ে

BanglaBook.org

ঘরে ঢোকে। তাদের দু-জনের মাঝখানে ট্রলিটা রেখে চুপচাপ চলে যায় সে। ট্রলিতে দুটো কফি মগ, একটি কফি পট, কফি মেট, সুগার কিউব আর চামচ দেখতে পায়।

কফি দেবার জন্যে কাউকে অর্ডার করেনি এই লোক, তারপরও কিভাবে এসব চলে এলো মায়া বুঝতে পারে না।

"প্লিজ," ট্রলির দিকে ইশারা করে প্রসন্নভাবে হেসে বলেন ডক্টর।

মায়া ট্রলি থেকে নিজের জন্যে এক মগ কফি ঢেলে অন্য একটা মগে কফি ঢালতে ঢালতে বলে, "চিনি কতোটুকু দেবো?"

"ওয়ান কিউব।"

একটা সুগার কিউব কফিতে ঢেলে মগটা বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে।

"থ্যাঙ্কস।"

জবাবে মায়া শুধু হেসেছিলো। যতো শক্তিশালী ব্যক্তিত্বই হোক, মায়া তাদের সামনে কখনও নার্ভাস বোধ করে না।

"আমার ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?" জানতে চেয়েছিলেন ডক্টর।

কফিতে চুমুক দিয়ে স্থিরচোখে চেয়ে থাকে মায়া। কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই সে বলেছিলো, "আপনার সাথে সব সময় আরেকজন থাকে!"

কথাটা শুনে সাদা পোশাকের লোকটির চোখের মণি শুধু অল্প একটু কেঁপে ওঠে। ঠিক তখনই কলিংবেলের শব্দ শোনা যায়। কয়েক মুহূর্ত ভেবে তারপর মায়াকে অবাক করে দিয়ে ডক্টর বলেন, সে যেন কষ্ট করে নিচে গিয়ে একজন অতিথিকে এখানে নিয়ে আসে। কথাটা এমনভাবে বলা হয় যে, মায়া মনে করেছিলো এটা তার ইন্টারভিউয়েরই অংশ। একটু দ্বিধার সাথে উঠে নিচে চলে যায় সে। দরজা খুলে দেখতে পায় বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে।

এখন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে। তার ধারণা এই যুবক অবশ্যই ইন্টারভিউ দিতে এসেছে, যদিও তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। ছেলেটা নির্ঘাত তার ভিন্নরকমের গেটআপ দেখে কৌতুহলি হয়ে উঠেছে। বার বার চোরা চোখে তার অদ্ভুত অলঙ্কার আর বেশভূষা দেখছে। মায়ার মতো কাউকে এখানে আশা করেনি হয়তো।

"আপনিই কি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন?" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল চারু।

BanglaBook.org

"না।"

"তাহলে?"

মায়া জবাবটা না দিয়ে দোতলায় উঠে গেলো। সাদা পোশাকের এক লোককে দেখতে পেলো চারু। সোফায় বসে আছেন মূর্তির মতো। মিটিমিটি হাসছেন তিনি।

"উনি দিয়েছেন।" ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল মায়া।

"আসুন," বেশ গম্ভির কণ্ঠে বললেন ডক্টর আজফার। "বসুন।"

চারু বসলো ডক্টরের ঠিক বিপরীতে একটি সোফায়। মায়া বসলো ডক্টরের পাশে।

"আমি ডক্টর আজফার হুসেন," ঘোষণা করার মতো করে বললেন তিনি। "আমিই অ্যাডটা দিয়েছি।"

চারু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ডক্টরের দিকে। মিটিমিটি হাসছেন ভদ্রলোক। যেন উপভোগ করছেন এটা। ভদ্রলোকের পাশে চমৎকার নক্সা করা একটি ছরি আছে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না ক্ষ্যাপাটে কেউ। ধান্দাবাজ বলেও মনে হচ্ছে না। এরকম ধনী লোকেরা তার মতো মানুষজনের সাথে কী নিয়ে ধান্দা করবে? তাতে লাভ কী? ডক্টরের বিত্ত-বৈভব আর ব্যক্তিত্ব দেখে মনে হচ্ছে না খারাপ কোনো উদ্দেশ্যও আছে। তবে অন্য একটি সম্ভাবনা তার মাথায় উঁকি দিতেই সতর্ক হয়ে উঠলো-মস্তিষ্ক বিকৃত কেউ হলে তার কাজকারবার নিয়ে অনুমাণ করাটা কঠিন হয়ে পড়ে।

এবার মায়ার দিকে তাকালো সে। মেয়েটা চুপচাপ বসে আছে। তার চোখেমুখে কোনো বিভ্রান্তি নেই। সাধারণত মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর থাকে। খারাপ মানুষজন তারা এক ঝলক দেখেই বুঝে ফেলে। এই মেয়েটা যেরকম নিশ্চিন্তে বসে আছে তাতে মনে হচ্ছে ডক্টরের ব্যাপারে তার ধারণা আর যা-ই হোক, বাজে নয়।

"আপনারা দু-জনেই ক্যান্ডিডেট," ডক্টর আজফার আস্তে করে বললেন।

চোখ ধাঁধানো সুন্দরির সাথে চারুর চোখাচোখি হলে মেয়েটা কেবল স্মিত হাসলো।

"ওর সাথে এরইমধ্যে আমার কথা হয়েছে।"

চারু বুঝতে পারলো, কথা হয়েছে মানে ইন্টারভিউ নেয়া হয়ে গেছে। আর তার কি ফলাফল সেটা তো দেখতেই পাচ্ছে। সিলেক্ট না-হলে

BanglaBook.org

এতোক্ষণ বসিয়ে রাখতো না। তাহলে কি এ কাজে একাধিক লোক নেবে?

"আমি ওকে সিলেক্ট করে ফেলেছি," বলেই প্রসন্ন হাসি দিলেন ডক্টর। সেই হাসির অর্থ হতে পারে চাকরিপ্রার্থীকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, ইন্টারভিউয়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, ব্যাপারটা এখন নিছক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

মায়া বিস্মিত হলেও পুরোপুরি নির্বিকার রইলো। হুট করে পেয়ে যাওয়া চাকরির আনন্দ নেই তার মধ্যে। সে ভাবছে, কাজটা কি সেটাই জানা হলো না অথচ চাকরি জুটে গেলো!

"এবার আপনার পালা," সেই প্রসন্ন হাসিটা ধরে রেখেই বললেন ডক্টর।

কাঁধ তুললো চারু। কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা খাম বাড়িয়ে দিলো ডক্টরের দিকে। "এটা আমার সিভি...এখানে মোটামুটি সব কিছুই দেয়া আছে।"

সিভিটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত দেখে একপাশে রেখে দিলেন ডক্টর আজফার, খুলে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলো না। "আগেই বলে নেই, এটা কিন্তু আর সব চাকরির মতো নয়, তাই ইন্টারভিউটাও একটু অন্যরকম হবে।"

আবারো কাঁধ তুললো চারু। তার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। চাকরি-বাকরির ধান্দা করার জন্য সে এখানে আসেনি। সত্যি বলতে, এটা তার জীবনের প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ। এর আগে কখনও চাকরিপ্রার্থী হয়ে কোনো অফিসে ঢুঁ-ও মারেনি।

"আমি জানিও না কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়। বলতে পারেন, এর আগে কখনও চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দেবার অভিজ্ঞতা অন্তত আমার নেই।"

"তাহলে কিসের অভিজ্ঞতা আছে আপনার?"

ডক্টরের প্রশ্নে মুচকি হাসলো চারু। "পুলিশ, গোয়েন্দা, গুণ্ডা-টাইপের লোকজনদের কাছে কিছু *ইন্টারভিউ* দিয়েছি। অবশ্য সেগুলোকে ইন্টারোগেশন বললেই বেশি ভালো হয়।"

BanglaBook.org

মাথা দোলাতে দোলাতে মুচকি হাসলেন ডক্টর। "হুম, বুঝতে পেরেছি। তবে ইন্টারভিউ বলেন আর ইন্টেরোগেশন, কোনোটারই অভিজ্ঞতা নেই আমার।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো চারু। ডক্টরের মুখে এখনও প্রসন্ন হাসিটা লেগে আছে। যে কারণে সে পুলিশ-গোয়েন্দাদের জেরার মুখোমুখি হয়েছিলো সেটা এই লোকের জানার কথা নয়, তাহলে ডক্টর কৌতুহলি হয়ে জানতে চাইছেন না কেন? চাকরিদাতা যখন শুনবে প্রার্থীকে পুলিশ ধরে ইন্টেরোগেট করেছিলো তখন নিশ্চয় জানতে চাইবে, কেন।

অবশ্য জিজ্ঞেস করলেও সমস্যা ছিলো না। সে বুক ফুলিয়ে বলে দিতো সরকারি গোয়েন্দারা একবার তাকে ধর্মিয় অনুভূতিতে আঘাত করার সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো। আর ভণ্ড এক পীরের চ্যালারা তাকে ধরে নানা রকমের হুমকি ধামকি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলো সে যেন তার লম্বা নাকটা 'বাবা'র ব্যাপারে না গলায়।

"আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, আপনার ইন্টারভিউ না-দেয়ার রেকর্ডটা আজকেও অক্ষুন্ন থাকবে!"

ভুরু কুচকে তাকালো চারু। এবার সে নিশ্চিত, তার পাশে যে মেয়েটা বসে আছে সে সিলেক্ট হয়ে গেছে। আর কাউকে দরকার নেই এই বাতিকগ্রস্ত বুড়োর। সুন্দরি আর তরুণী–এ দুটো বিষয় ছাড়া মনে হয় না আর কোনো কিছুর দরকার আছে তার!

"আপনি আবার ভেবে বসবেন না, আমার একজন লোকেরই দরকার," ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মায়ার দিকে তাকালেন ডক্টর। "বিজ্ঞাপনে কিন্তু আমি পদের সংখ্যা উল্লেখ করিনি।"

চারু বুঝতে পারলো তার সামনে যে বুড়ো বসে আছে সে গভীর জলের মাছ। লোকটা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে অভিব্যক্তি আর শারিরীক ভাষা পর্যবেক্ষণ করে একটু আধটু মানুষের চিন্তা-ভাবনা পড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে হয়তো।

"বুঝলাম, কিন্তু ইন্টারভিউ না-নিয়ে আপনি কি করে বুঝবেন কাজটা আমি করতে পারবো কি-না? মানে, এ কাজে আমার যোগ্যতা আছে কি-না সেটা যাচাই করে দেখা দরকার আছে না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "আপনার বেলায় খুব বেশি যাচাই-বাছাই করার তো কোনো কারণ দেখছি না, মিস্টার...?"

"চারু...ওয়াসিফ আহসান চারু।"

"কিন্তু আপনি তো চারু আহসান নামেই বেশি পরিচিত, তাই না?"

অবাক হলো সে। এই লোক তাকে চেনে!

BanglaBook.org

"অবাক হবার কিছু নেই," আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর। "আপনি এ নামে বেশ কিছু বই লিখেছেন। আমার বুক শেল্‌ফেও কিছু আছে। বুঝতেই পারছেন, আমি আপনার বই পড়ি।"

বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো মায়া।

চারু আর কিছু বলল না। আবিষ্কার করলো বুড়ো ভক্ত-পাঠক পেয়ে সে ততোটা উদ্বেলিত হতে পারছে না যতোটা সুন্দরি-তরুণী ভক্ত পেলে হয়।

"অনেকের মতো আমিও আপনার চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা জানি। কেউ যদি অতিপ্রাকৃত আর অলৌকিক কিছু প্রমাণ করতে পারে তাহলে আপনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে দেবেন?"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। কারণ এখন পর্যন্ত কেউ তার কাছ থেকে টাকাটা নিতে পারেনি।

"সেজন্যে সব সময় পকেটে দশ লখ টাকার একটি চেক নিয়ে ঘুরে বেড়ান। যদিও আপনার অ্যাকাউন্টে সেই পরিমাণ টাকা আছে কিনা তাতে অনেকেরই সন্দেহ রয়েছে।"

অবাক হলো চারু। এটা ডক্টর কিভাবে জানলেন? তার অ্যাকাউন্টে সর্বসাকুল্যে...

"অবাক হবেন না," চারুর চিন্তায় বিঘ্ন ঘটিয়ে বলে উঠলেন ডক্টর আজফার। মুখে মিটিমিটি হাসি। "আন্দাজে বলেছি কিন্তু। আপনার বই পড়ে আমার মনে হয়েছে আপনি এ ব্যাপারে খুবই আত্মবিশ্বাসি, ধরেই নিয়েছেন কেউ কোনোদিন এটা প্রমাণ করতে পারবে না।"

জবাবে কেবল মুচকি হাসলো চারু।

"আপনিই চারু আহসান?" অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব অবাক হয়ে বলল মায়া। এই লোক তার রেডিও প্রোগ্রামটা নিয়ে ব্লগে সমালোচনা করে একটা লেখা লিখেছিলো গত বছর।

মেয়েটার এমন অবস্থা দেখে খুব মজা পাচ্ছে যুক্তিবাদি। তার মনে হচ্ছে এই মেয়েও ডক্টরের মতো তার বই পড়ে। তার লেখার ফ্যান।

"তা-তাহলে...আ-আপনি এখানে কেন?" মায়ার চোখেমুখে হতাশা আর অবিশ্বাস।

মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে তাকালো চারু। "মানে?"

"বিজ্ঞাপনে তো বলা ছিলো-"

BanglaBook.org

"ভুলটা আমারই," মায়ার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডক্টর। "আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেইনি। আসলে ধরে নিয়েছিলাম এতোক্ষণে আপনারা নিজেরা পরিচিত হয়ে গেছেন।"

"উনার সাথে আমার তেমন কোনো কথাই হয়নি, ডক্টর," বলল সাবেক রেডিও জকি। "আমি শুধু উনাকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

"ও।" ডক্টর আর কিছু বললেন না।

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে আজফার হুসেনের দিকে তাকালো চারু।

"ওর নাম মায়া," ডক্টর আস্তে করে বললেন। "আপনি ওকে চিনতে পেরেছেন কি-না জানি না। ও মুক্তি রেডিও'র বিখ্যাত আর.জে মায়া। ভুত-প্রেতের আসর নামের একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান করে।"

ভুরু কুচকে ফেলল চারু। *মায়া! মুক্তি রেডিও'র সেই সাইকি আর.জে!*

"করতাম," শুধরে দিলো মায়া। "ওই চাকরিটা এখন আর করছি না।"

ডক্টর এ নিয়ে আর কিছু বললেন না। তিনি চারুর প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "যতোদূর জানি তামিলনাড়ুর বিজ্ঞানী ডক্টর আব্রাহাম কভুরও চারুর মতো পকেটে চেক নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, এরকম চ্যালেঞ্জ জানাতেন। আরো অনেক দেশে অনেক যুক্তিবাদি মানুষ এরকম চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে পকেটে চেক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আপনার মতো তারাও সবাই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সাথেই জড়িত।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান।

"আমি যে কাজের জন্য অ্যাডটা দিয়েছি সেটার জন্য আপনাদের মতো তরুণ, মেধাবি, উদ্যমি আর চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসে এমন দু-জন মানুষেরই দরকার।"

মায়া আর চারু, দু-জনের কেউই আপ্লুত হলো না কথাগুলো শুনে।

"কাজটা কি?" জানতে চাইলো চারু। আর.জে মায়ার উপস্থিতি তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এরকম একজন কেন এই ইন্টারভিউতে আসবে!

"অবাক হবার কিছু নেই," যেন চারুর চিন্তা-ভাবনা পড়ে ফেলেছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর। "আমি দুটো আলাদা অ্যাড দিয়েছি।" কথাটা শেষ করেই দু-জনের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি দিলেন। "আশা করি এরমধ্যে আর কোনো রহস্য খোঁজার দরকার হবে না।"

"আপনি আসলে কী চান, বলুন তো?" চারুর কণ্ঠে অধৈর্য।

"বলছি। তার আগে কি একটু কফি খাবেন?"

BanglaBook.org

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারুর চোখ চলে গেলো সামনের কফি টেবিলের দিকে। দুটো খালি কাপ বলে দিচ্ছে এরইমধ্যে একপর্ব কফি পান হয়ে গেছে। "না।"

"ওকে।" একটু চুপ মেরে কী জানি ভাবতে লাগলেন ডক্টর। সম্ভবত চিন্তা-ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন।

মায়ার সাথে চারুর চোখাচোখি হলে সে কিছুই বলল না। বোঝাই যাচ্ছে, তার মতো মেয়েটাও অপেক্ষা করছে ডক্টরের মুখ থেকে কথাটা শোনার জন্য।

এভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে মায়া আর চারুর দিকে তাকালেন ডক্টর। "আপনাদের দু-জনের বিশ্বাস একদম ভিন্ন। চারু আহসান বিশ্বাস করে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়েই সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। এ জগতে অলৌকিক বলে কিছু নেই। আর মায়া বিশ্বাস করে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব আছে। এটা শুধু তার বিশ্বাস নয়, এটা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও।"

মায়া নির্বিকার রইলো, চারু কেবল আড়চোখে তাকালো ওর দিকে।

"বিজ্ঞান কোনোভাবেই অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব মেনে নেয় না। উল্টোদিকে, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসিরাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে একমাত্র সত্য হিসেবে মেনে নেয় না।" চারুর দিকে তাকালেন ডক্টর। তার চোখেমুখে এক ধরণের তাচ্ছিল্যের হাসির আভাস লেগে আছে। "এ দুই মতের লড়াই দীর্ঘকালের।"

ডক্টরের কথায় মুচকি হাসলো চারু। কথাটা সত্যি। বিজ্ঞানের সাথে কুসংস্কার আর ধর্মের লড়াই সুপ্রাচীন। কিন্তু অন্ধবিশ্বাসিরা জানে না যুক্তি-বুদ্ধিই মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলেছে।

"এই যুক্তি জিনিসটা আসলে কি?"

ডক্টর প্রশ্নাকারে না বললেও চারু জবাব দিলো, "যুক্তি আসলে বুদ্ধিরই সুশৃঙ্খল একটি রূপ। বুদ্ধিকে যদি সংখ্যা হিসেবে গণ্য করেন তাহলে যুক্তি হলো তার গাণিতিক হিসেব। চিন্তার জগতে যুক্তি হলো একটি পদ্ধতি যা দিয়ে আপনি বাস্তবতাকে নিরুপণ করতে পারবেন। কিংবা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তা করতে পারবেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন," একটু থেমে আবার বলল সে, "এটা আমাদের বুদ্ধিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণিতের মতোই যুক্তি নামক জিনিসটা নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি। চর্চা করলে এটা

BanglaBook.org

অবশ্য তীক্ষ্ণ হয়। না করলে দিন দিন ভোতা হয় যায়। নির্বুদ্ধিতা বাড়তে থাকে।"

শেষ কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ হলেও মায়া ভাবলেশহীন থাকলো।

"থ্যাঙ্কস।" ডক্টরের মুখে আবারো সেই প্রসন্ন হাসি দেখা গেলো। "তাহলে বিশ্বাস কি?"

চারু তাকালো মায়ার দিকে। যেন এই প্রশ্নের জবাব তারই দেয়া উচিত।

"বিশ্বাস একটি অনুভূতি...এটা যুক্তি দিয়েও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আবার যুক্তি ছাড়াও জন্ম নিতে পারে," বলল মেয়েটি।

"তার মানে বলতে চাইছেন, বিশ্বাস করার জন্য যুক্তি-বুদ্ধির কোনো দরকার নেই?"

চারুর প্রশ্নে মায়া। মুচকি হেসে বলল, "বললামই তো, এটা আসলে অনুভূতি। এরজন্যে কখনও যুক্তির দরকার পড়ে আবার কখনও দরকার পড়ে না।"

চারু কিছু বলতে যাবে অমনি ডক্টর হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। "আজ একটু আগে আপনাদের মধ্যে পরিচয় হয়েছে, আজকের দিনে সমস্ত তর্ক-বিতর্ক তুলে রাখুন। আশা করি খুব শিঘ্রই এসব করতে পারবেন।"

চারু আর মায়া চুপ মেরে গেলো।

"আপনারা দু-জনে হয়তো জানতে চাইবেন, আমি কোন্ দলে?" প্রসন্নভাবে হাসতে হাসতে মাথা দোলালেন ডক্টর। "আমার জন্য এ প্রশ্নের জবাব দেয়াটা সত্যি কঠিন। জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে আমি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেরিয়েছি, পাইনি।" একটু থেমে আবার বললেন, "পৃথিবীর অসংখ্য জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি আমি, হিসেব করলে একশরও বেশি দেশ হবে। আর কতো শহর-গ্রাম, জনপদে হেটেছি সেটা হিসেব করা আমার পক্ষেও অসম্ভব। মাত্র আঠারো বছর বয়স থেকে আমি আমার এই সফর শুরু করেছিলাম। এখনও আমি ঘুরে বেড়াই, নতুন নতুন জায়গায় যাই, রোমাঞ্চিত হই, বিস্ময়ে বিমূঢ় হই..." গভীর করে দম নিয়ে নিলেন ডক্টর আজফার। "পৃথিবীর সব উন্নত সভ্যতা থেকে শুরু করে একেবারে আদিম বন-জঙ্গলে গেছি আমি। কতো কী দেখেছি, বলে শেষ করা যাবে না। আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ বলতে পারেন। মুক্ত একটি মন নিয়ে আমি ওইসব জায়গায় গেছি, কোনো বিশ্বাসের পক্ষেই আমার দায়বদ্ধতা নেই, ছিলোও না কখনও। আমি খোলাচোখে দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি, এই জগত-সংসারের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছি কিন্তু একটা প্রশ্নের

BanglaBook.org

জবাব খুঁজে পাইনি আজো–যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে কিছুই কি নেই? অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব কি আছে?"

ঘরে আবারো নেমে এলো পিনপতন নিরবতা।

"এ জীবনে অসংখ্য রহস্যময় ঘটনা আমি দেখেছি," অবশেষে নিরবতা ভেঙে বললেন ডক্টর। "যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে, ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা আর কাজকারবার। ওসব দেখে শিউরে উঠেছি, আমার রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারিনি। মনে রাখবেন, আমি পড়াশোনা করেছি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে, কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছি। আমি কুসংস্কারগ্রস্ত কেউ নই, আমার মুক্ত একটা মন আছে। তারপরও কোনোভাবেই অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারিনি।" মুচকি হেসে চারুর দিকে তাকালেন ডক্টর। "মি. চারু আহসানের মতো আমি অবশ্য অতোটা তুখোড় নই। স্বীকার করছি, বুদ্ধিতে আমি কুলিয়ে উঠতে পারিনি। চারু আহসান যেভাবে ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দেন সেটা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।"

চারুর চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন গর্ব ফুটে উঠলো।

"কিন্তু কুসংস্কারের সাথে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে গুলিয়ে ফেললে বিরাট বড় ভুল করা হবে," ডক্টর বলে উঠলেন। "ঠগবাজ, ধান্দাবাজ আর চতুর লোকজন অতিপ্রাকৃত বিষয়টাকে ব্যবহার করে পকেট ভরে থাকে, স্বার্থ সিদ্ধি করে। তাদের বুজরুকি, অপকৌশল ধরে ফেলা আর অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুকে নস্যাৎ করে দেয়াটা এক বিষয় হতে পারে না।"

চারুর মুখে মেঘের কালোছায়া নেমে এলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মায়ার সুন্দর মুখটি।

"চারু আহসান যে কাজটা করে সেটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে," ডক্টর যেন ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে কথাটা বললেন। কিন্তু কতোটা পূরণ হলো বোঝা গেলো না। "ধান্দাবাজ লোকজনের বুজরুকি ধরে ফেলাটা কিন্তু সহজ কাজ নয়। তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক থাকলেও এ কাজ করা সম্ভব হবে না, যদি..." একটু থেমে চারুর দিকে তাকালেন ডক্টর আজফার। "...কাজটার প্রতি তীব্র প্যাশন না থাকে।"

BanglaBook.org

"আপনি আসলে আমাদের দিয়ে কী করাতে চাইছেন সেটা একটু বলবেন কি?" জানতে চাইলো চারু।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "আপনি যেটা করেন ঠিক সেটাই।"

"মানে?"

"সত্যকে তুলে ধরা। আপনি অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করা লোকজনের বুজরুকি আর তাদের অপকৌশলগুলো উন্মোচিত করে আসল সত্য তুলে ধরেন।"

ভুরু কুচকে তাকালো চারু। "তাহলে উনার কাজটা কি হবে?" মায়াকে ইঙ্গিত করে বলল। "উনি তো...আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?"

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডক্টর। তার মুখে স্মিত হাসি। "একটা বিষয় পরিস্কার করে দেই, আমি আপনার মতো কিংবা ওর মতো নই। সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে আমার বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস পেন্ডুলামের মতোই নিত্য এক দোলাচলে দুলছে। আমার যুক্তি-বুদ্ধি আর শিক্ষা বলে এরকম কিছু নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু এমন অসংখ্য ঘটনার সম্মুখিন হয়েছি যে, মনে হতে পারে এরকম শক্তি অবশ্যই রয়েছে। বলতে পারেন, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি।"

"তা বুঝলাম কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমার কী কাজ?" মায়া জানতে চাইলো অবশেষে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "এ জগতে সীমাহীন রহস্য আছে। কখনও কখনও আমাদের সামনে এমন ঘটনাও হাজির হয় যার কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় না। এরকম ঘটনাগুলো আপনারা দু-জনে মিলে সমাধান করবেন, ব্যাখ্যা করবেন।"

চারু আর মায়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

"চারু আহসান যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন, মায়া তার সাইকি শক্তি দিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন। আপনারা এক টিমেই কাজ করবেন, একে অন্যেকে সহায়তা করবেন, একটা সত্যই খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন নিজেদের পদ্ধতিতে।"

চারু আর মায়া চুপ মেরে রইলো। তারা ডক্টরের কাছ থেকে আরো কিছু শুনতে চাইছে।

"আমার ধারণা, এই খেলায় দু-জন থাকতে হবে। নইলে সত্যের কাছে পৌছানো যাবে না।"

"আপনি এটাকে খেলা মনে করেন?" চারু বাঁকাহাসি দিয়ে জানতে চাইলো।

"না। নিছক খেলা মনে করি না। আমি বলতে চাইছি, এই যে

BanglaBook.org

বিশ্বাসের দোলাচল একবার এদিকে, আরেকবার ওদিকে দুলছে সেটা যেন পেন্ডুলামের মতোই স্থির হতে পারছে না। যেন প্রকৃতির প্রকৃতিটাই এমন! দু-দিকের টানে...দু-দিকের অস্তিত্ব ওটাকে বাধ্য করছে দুলতে। হয়তো এটাই সৃষ্টির রহস্য। আর আমি সেটাই জানতে চাই।"

"এতে আপনার কি লাভ?"

"লাভ-লোকসান ছাড়া কি দুনিয়াতে আর কিছু নেই?" নিঃশব্দে হাসলেন ডক্টর। "মি. আহসান, আপনি যে কাজটা করছেন সেটা করে আপনার কী লাভ হয়?"

"এটা আমার প্যাশন। লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা করে এটা আমি করি না। আমি আমার প্যাশনটাকেই মিশন বানিয়েছি।"

"হুম। সেটা অবশ্যই বোঝা যায়। নইলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর তো কোনো দরকার ছিলো না।"

কথার পিঠে আর কিছু বলল না চারু।

"আপনার মতো আমারও এটা প্যাশন," গম্ভির মুখে বললেন ডক্টর।

"আমি তো করছি মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য, সচেতন করার জন্য, তাদেরকে আলোকিত করার জন্য...আপনি কি কারণে করতে চাইছেন?"

ঠোঁট ওল্টালেন আজফার হুসেন। "ঐ যে বললাম, নিজের কৌতুহল মেটানোর জন্য। কিংবা সত্যকে জানার সুতীব্র আকাঙ্খা থেকে।"

"তাহলে আপনি সেটা নিজে করছেন না কেন?"

চারুর কথায় কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলেন ডক্টর। অবশেষে বেশ নাটকিয় ভঙ্গিতে বাম-পায়ের প্যান্টের নিচটা একটু তুলে ধরলেন।

মায়া আর চারু দু-জনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো ডক্টরের অদ্ভুত পা-টার দিকে।

এরকম কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলো না তারা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

উন্নতমানের একটি প্রস্থেটিক পা!

চারু আর মায়া ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি ডক্টরের এক পা নেই! বিশেষ করে মায়া। সে ডক্টরকে ছরি হাতে হাটতে দেখেছে। ভদ্রলোকের হাটাচলার মধ্যে আভিজাত্য ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি তার।

"কয়েক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় পা-টা হারাই," প্রসন্ন হাসি দিয়ে বললেন ডক্টর। যেন পা হারানোটা এমন কোনো বড় ঘটনা নয়। "তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। আরো কিছু ব্যাপার আছে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো চারু আর মায়া।

"আমার বয়স, মাই ডিয়ার ফেলো। গতমাসে বাহাত্তরতম জন্মদিন পালন করেছি। মনের দিক থেকে নিজেকে আমি যতই তরুণ ভাবি না কেন, এ কাজের জন্য যে প্রাণপ্রাচুর্য লাগে সেটা আমার নেই। এসব রহস্য সমাধানে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার হয় সেটাও কোনো কালে ছিলো না। যদি থাকতো আমি পেন্ডুলামের মতো দুলতাম না সারা জীবনভর।"

"তাই আপনি ঠিক করেছেন অন্যদের দিয়ে কাজটা করাবেন?" চারু বলল।

মাথা দোলালেন ডক্টর। "ঠিক তা নয়।"

"তাহলে?"

"এই খেলাটায়–মানে 'খেলা' শব্দটা নিয়ে যদি আপনার তেমন কোনো আপত্তি না-থাকে–আমরা তিনজন অংশ নিচ্ছি। আমি আয়োজক, আপনারা অংশগ্রহণকারি।"

মুচকি হাসলো চারু। "আমাদের দিয়ে এরকম কাজ করাতে গেলে সেটা কিন্তু বেশ ব্যয়বহুল হবে। এতো টাকা খরচ করে আপনার কী লাভ বুঝতে পারছি না।"

"হা-হা-হা," দু-জনকে চমকে দিয়ে প্রাণখোলা হাসি দিলেন ডক্টর। "টাকার কথা যদি বলেন, ওটা আমার যথেষ্টই আছে। বলতে পারেন, এর জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার হবে তার চেয়ে অনেক বেশিই আছে।

BanglaBook.org

অথচ আমার কেউ নেই।" ডক্টরের শেষ কথাটা যেন খুব বিষন্ন শোনালো। "পরিবার-পরিজন, এমন কি আত্মীয়স্বজন বলতেও কেউ নেই আমার। এতো টাকা দিয়ে আমি কী করবো, বলতে পারেন?" চারু আর মায়া কিছু বলার আগেই ডক্টর বলে উঠলেন আবার, "আমার বাপ-দাদারা খুব ধনী ছিলেন। বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে তাদের কাছ থেকে আমি প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছি, তার মধ্যে এই বাড়িটাও পড়ে।

"আমি নিজেও একটু-আধটু ব্যবসা করে বেশ ভালো আয় করেছিলাম। প্রচুর দেশ-বিদেশ ঘুরে খরচও করেছি কিন্তু তাতে সম্পত্তির খুব সামান্যই ব্যয় হয়েছে। এখনও অঢেল সম্পত্তি রয়ে গেছে আমার। তার থেকে একটু খরচ করলেই এটা করা সম্ভব।" একটু থেমে আবার বললেন, "অন্য ধনীদের মতো আমি পানাহার করি না। বাজে কোনো অভ্যেসও নেই আমার। বলতে পারেন, ফালতু সব শখ মেটানোর জন্য টাকা খরচ না করে এইসব করে আমোদিত হতে চাইছি। আমি যদি আমার বন্ধুবান্ধব কিংবা ঘনিষ্ঠজনদের মতো ক্লাবে গিয়ে মদ্যপান করতাম তাহলেও মাসশেষে কয়েক লাখ টাকা উড়ে যেতো। দামি গাড়ি কেনার শখ থাকলে কোটি-কোটি টাকা খরচ করতাম বছরে। আর নারীসঙ্গের কথা যদি বলেন..." গাল চুলকে নিলেন ডক্টর, "...উমমম...আমার অনেক বন্ধু আছে যারা এরকম কাজে কোটি টাকা ওড়াতেও দ্বিধা করে না। বুড়ো বয়সে সুন্দরি-তরুণী বগলদাবা করে ট্রফি ওয়াইফ বানিয়েছে। কেউ আবার স্ত্রী বানানোর প্রয়োজনও মনে করেনি।" একটু থামলেন ডক্টর। "আমি ওদের মতো নই। আমার যে সম্পত্তি আছে তা খরচ করার মতো কোনো অভ্যেস আমার গড়ে ওঠেনি। আগে প্রচুর ঘুরে বেড়াতাম, তাতে সামান্য কিছু খরচ হতো কিন্তু এখন আর পারি না। বয়স আমাকে কাবু করে ফেলেছে, তাই অনেকটাই থিতু হয়ে গেছি। বুঝতেই পারছেন, আমার টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে থেকে দিন দিন বেড়েই চলেছে, সেখান থেকে মাসে যে ইন্টারেস্ট পাই তার খুব সামান্য খরচ করলেও আপনাদের দিয়ে এই কাজটা করাতে পারবো।"

"আপনি তাহলে ধরে নিয়েছেন আমাদের পারিশ্রমিক কতো হতে পারে?" বলল চারু।

"না।"

"তাহলে কতো ব্যয় হবে সেটা কিভাবে ঠিক করলেন?"

"এটা খুব সোজা। বর্তমান চাকরির বাজারে আপনাদের মতো কেউ

BanglaBook.org

যে-পারিশ্রমিক পায় আমি তার চেয়েও একটু বেশি ধরে নিয়ে হিসেব করেছি। আশা করি, একজন যুক্তিবাদি মানুষ হিসেবে আপনি অযৌক্তিক কিছু দাবি করবেন না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান। "হুম, বুঝলাম। কিন্তু উনার ব্যাপারে কি ভেবেছেন? উনি তো যুক্তির ধার ধারেন না বলেই জানি।"

টিটকারিটা গায়ে মাখলো না মায়া। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলো সে।

প্রসন্ন হাসি দিলেন ডক্টর। "উনাকে নিয়ে আমি একদমই ভাবছি না। আমি শুধু জানি, যুক্তির চেয়ে অনুভূতি অনেক বেশি সুখকর! উনি নিশ্চয় এমন কিছু চাইবেন না যেটা সুখকর হবে না।"

মায়া কেবল মুচকি হাসলো।

"অবশ্য আমি আপনাদের পারিশ্রমিক ঠিক করে দেবো না, এটা আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। যদি আমার সাথে কাজ করতে রাজি হোন তো।"

মায়া আর চারু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

"আপনারা দু-জনেই ঠিক করে নেন, কতো পারিশ্রমিক পেলে কাজটা করতে রাজি আছেন।"

"তার আগে আমাদের জানতে হবে কি কাজ করবো, কতোক্ষণ ধরে করবো, ছুটি পাবো ক-দিন...মানে, ডিটেইল জেনে নিতে হবে।"

"অবশ্যই।" ডক্টর গভীর করে দম নিয়ে আবার বললেন, "আপনাদের এ কাজে কোনো ধরা-বাধা সময় নেই। অফিস বলেও কিছু নেই। যদিও আমার এই বিশাল বাড়ির একটা অংশ আপনাদের অফিস হিসেবে সাজিয়ে রাখবো। ইচ্ছে করলে আপনারা এখানে এসে কাজ করতে পারবেন, থাকতেও পারবেন। আপনাদের জন্য আমি তিন-চারটা রুম ছেড়ে দেবো। কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সবই পাবেন এখানে। ইচ্ছে হলে যতোদিন খুশি থাকতেও পারবেন।"

ভুরু কপালে তুললো চারু। মায়া নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। তবে সেটা অবিশ্বাসে।

"একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ও থাকবে না। রহস্যটা সমাধান করতে যতোদিন সময় লাগুক না কেন...সময় নেবেন।"

"কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেবে কে?" চারু জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

"আমি দেবো। অবশ্য আমার সম্মতি নিয়ে আপনারা নিজেরাও অ্যাসাইনমেন্ট বেছে নিতে পারবেন। তবে প্রথম কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি-ই দেবো। বেশ কিছু সত্যিকারের রহস্যজনক ঘটনার খবর আমার জানা আছে।"

চারু আর মায়া কিছু বলল না।

"অ্যাসাইনমেন্টগুলো খুব সহজ কিছু হবে না। ধরে নিন, ওগুলো জটিল আর দুর্বোধ্যই হবে। সমাধান করাটাও হবে কঠিন। তবে আশা করি, আপনারা দু-জন একসাথে কাজ করলে দারুণ কিছু বেরিয়ে আসবে।"

"নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এরকম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে অনুসন্ধানে নামলে লজিস্টিক সাপোর্টের দরকার হয়," যুক্তিবাদি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলল, "আমি যে কাজ করি সেখানেও কিছু সাপোর্ট নিয়েই করি। আমাদের র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির কিছু সদস্য আমাকে সব ধরণের সাহায্য করে। আপনি কি এরকম লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে পারবেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "আশা করি আপনার ঐ র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির চেয়ে বেশিই দিতে পারবো। টাকা থাকলে লজিস্টিক সাপোর্ট পাওয়া কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যরকম সাপোর্ট লাগবে। সেক্ষেত্রে উপরমহলে আমার বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিতজনরা তো আছেই। আমাকে বিমুখ করার মতো মানুষ খুব কমই আছে এ দেশে।" আয়েশি ভঙ্গিতে চওড়া হাসি দিলেন ডক্টর। "বব ডিলান একবার বলেছিলেন, মানি ডাজেন্ট টক...ইট সয়্যারস্! টাকা শুধু কথা-ই বলে না, দিব্যিও দেয়...মাই ডিয়ার!"

"অ্যাসাইনমেন্টগুলো সব দেশের মধ্যেই হবে, নাকি বিদেশেরও কিছু থাকবে?" জানতে চাইলো মায়া।

"বিদেশের মাটিতে গিয়ে এমন কাজ করাটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আপাতত দেশের ভেতরেই কাজ করবেন আপনারা।" কথাটা বলে গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন আজফার হুসেন। "বাড়ির পাশে আরশিনগর...আমি সবার আগে পরশিকেই দেখতে চাই!"

"কোনো অ্যাসাইনমেন্ট সফলভাবে সমাধান করতে পারলে কি আমি সেটা নিয়ে বই লিখতে পারবো?"

চারুর প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "অবশ্যই।"

BanglaBook.org

মায়া বলল, "অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে কাজে নামলে তো টাকা-পয়সারও দরকার–"

"ওগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না," মেয়েটার কথায় বাধা দিয়ে বললেন ডক্টর। "যখন যা দরকার হবে শুধু বলবেন। আপনাদের এই খরচের কোনো হিসেবও আমি নেবো না। কেউ এটা মনিটরিং করবে না। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের উপর বিশ্বাস রাখবো।"

এবার মায়ার মনোভাব জানার জন্য তার দিকে তাকালো চারু।

"আমি রাজি," ডক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

"আর আপনি?" চারুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ডক্টর আজফার।

কাঁধ তুললো সে। "এরকম কাজ পেলে রাজি না-হবার তো কোনো কারণ দেখছি না।"

"দারুণ।" আস্তে করে বললেন ডক্টর। "এবার বলুন, আপনাদের পারিশ্রমিক কতো দিতে হবে।"

চারু আর মায়া ধন্দে পড়ে গেলো। তাদের দু-জনের দিকে পালাক্রমে তাকালেন ডক্টর।

"আমার মনে হয় এটা আপনি বললেই বেশি ভালো হবে," চারু বলল অবশেষে।

"না। আমি আগেই বলেছি, পারিশ্রমিক কতো সেটা আপনারাই ঠিক করবেন। আর এখনই বলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দুয়েকদিন পর জানালেও হবে।"

"ঠিক আছে। তাহলে একটু ভেবে জানাই আপনাকে।"

"অবশ্যই। আপনারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আমাকে জানালেই আমি আপনাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দেবো।"

"মনে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টটা ঠিক করেই রেখেছেন?" চারু বলে উঠলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "যারা প্রচুর ভ্রমণ করে তারা খুব গোছালো আর ডিসিপ্লিন্‌ড থাকে...আমার মতো।" ডক্টরের প্রসন্ন হাসিতে কোনো উন্নাসিকতা নেই। "বেশ কিছু রহস্যময় ঘটনার খোঁজ আছে আমার কাছে যেগুলো এখনও নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। আশা করি আপনাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে চমৎকার কিছুই দিতে পারবো।"

চারু টের পেলো এক ধরণের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। এ

BanglaBook.org

জীবনে কোনো রহস্য সমাধানে ব্যর্থ হয়নি সে। ডক্টর কি অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো।

"স্যার?"

একটা নাকি-নাকি কণ্ঠ শুনে সম্বিত ফিরে পেলো চারু। বামনটা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

"উনাদেরকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসো," কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালেন আজফার হুসেন। "আপনাদের সাথে তাহলে শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। টোটার কাছ থেকে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা নিয়ে নেবেন।"

প্রসন্ন হাসি দিয়ে রাজসিক ভঙ্গিতে ছরি হাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ডক্টর।

মায়া আর চারু অবাক হয়ে দেখতে পেলো প্রস্থেটিক পা নিয়ে রীতিমতো স্বাভাবিক মানুষের মতোই হেটে যাচ্ছেন ভদ্রলোক।

বোঝাই যাচ্ছে না তার একটা পা কৃত্রিম!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

"কী মনে হচ্ছে আপনার?"

মায়ার কথায় ফিরে তাকালো চারু। তারা এখন ডক্টরের বাড়ি থেকে বের হয়ে নিরিবিলি রাস্তার ফুটপাত ধরে হাটছে।

"গভীর জলের মাছ!"

"কে?"

"ঐ পেন্ডুলাম।"

"উনার নাম ডক্টর–"

"জানি, জানি," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো চারু আহসান।

মায়া আর কিছু বলল না। স্বল্পপরিচিত কারোর সাথে তর্ক করতে তার ভালো লাগে না। সত্যি বলতে তর্ক জিনিসটাই তার অপছন্দের।

"আমার ধারণা লোকটার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

"আমার তা মনে হচ্ছে না।"

মেয়েটার দিকে বাঁকাচোখে তাকালো যুক্তিবাদি।

"বয়স্ক আর নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, টাকা-পয়সার কোনো অভাব নেই। একাকীত্ব থেকে এরকম অ্যাডভেঞ্চার করছেন সম্ভবত। ধনীদের অনেক ধরণের বাতিক থাকে, তাই বলে সবাইকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক হবে না।"

"বলে যান, আমি শুনছি," চারু বলল।

"অনেক ধনী আছে এরকম অ্যাডভেঞ্চার করে থাকে। ভার্জিন এয়ারলাইন্সের মালিক...কী যেন নামটা?"

"রিচার্ড ব্র্যানসন।"

"হুম। ব্র্যানসন নানা রকম অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ায়।"

"ওসব করতে গিয়ে একবার মরতেও বসেছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। "আমার মনে হচ্ছে ডক্টর আজফারও সে-রকম একজন মানুষ।"

"আপনি খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে?"

BanglaBook.org

"অনেকটাই। উনি যেমনটা বলেছেন, সব ধনী লোক মদ-জুয়া আর আজেবাজে নেশার পেছনে টাকা নষ্ট করে না।"

"হুম।"

চারুর দিকে তাকালো মায়া। "আপনার কি মনে হচ্ছে, সত্যি করে বলুন তো?"

"লোকটার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটি। তারা এখনও আস্তে আস্তে হাটছে। "আশ্চর্য, আপনি এভাবে ভাবছেন কেন? আমার কাছে মনে হয়েছে উনি একটু আলাদা। মানে, অন্য সবার মতো নন।"

"আপনার পক্ষে এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক। খুব সহজেই বিশ্বাস করে বসেন, যুক্তির ধার ধারেন না।"

চারুর টিটকারিটা হজম করে নিলো মায়া। বেশ শান্ত ভঙ্গিতেই বলল, "আমি যুক্তির চেয়ে অনুভূতিকে বেশি প্রাধান্য দেই...যেটা আপনার পছন্দ নয়। ভালো কথা, আপনি চাকরিটা করছেন তো?"

"আমি তো বলিনি করবো না।"

"ঐ যে বললেন, ডক্টরের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। এরকম লোকের সঙ্গে নিশ্চয় আপনি কাজ করবেন না?"

"করবো। কারণ আমারও একটা উদ্দেশ্য আছে।"

মায়া এবার ভুরু কুচকে তাকালো তার দিকে। "তাই নাকি?"

"এই নতুন পাগলের আসল উদ্দেশ্য কি সেটা আমাকে জানতে হবে।"

"নতুন পাগল!" অবাক হয়ে তাকালো সাবেক রেডিও জকি, তারপর বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে পুরনো পাগলটা কে?"

"আমি।" একটু গর্বিতভাবেই কথাটা বলল যুক্তিবাদি সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তার দৃষ্টি সামনের দিকে। কিছু একটা খুঁজছে সে।

"আর যদি দেখেন ডক্টরের উদ্দেশ্য ভালো?"

মুচকি হাসলো চারু। "তাহলে তো কোনো কথাই নেই। চাকরির নামে তথাকথিত রহস্যময় আর অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো ভুয়া প্রমাণ করার আরেকটি সুযোগ পেয়ে যাবো। এরকম কাজ আমি বিনে পয়সায় করি, ডক্টরের চাকরিটা লুফে নিলে এর বিনিময়ে বেতনও পাবো, সুতরাং এমন সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না।"

"দেখুন, আপনি যে ধরণের কাজ করেন সেটা নিয়ে আমার কোনো

BanglaBook.org

সমস্যা নেই। আপনি এমন সব ভণ্ডদের মুখোশ উন্মোচন করেন যারা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি বলে দাবি করে। আসলে তাদের সে-রকম কোনো ক্ষমতাই নেই।"

"সে-রকম কোনো ক্ষমতাবান মানুষ সত্যি সত্যি আছে নাকি?" বাঁকাহাসি দিয়ে বলল চারু।

"অবশ্যই আছে।"

"তাই? দুয়েকটা নাম বলুন তো? কি কেরামতি আছে তাদের?"

"আপনার কি ধারণা যাদের সত্যি সত্যি এমন ক্ষমতা রয়েছে তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দিয়ে বেড়ায় আপনার হাতে ধরাখাওয়া ঐসব ভণ্ডদের মতো?"

চারু চুপ মেরে কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, "যা-ই হোক, আপনি ঐসব অলৌকিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নিয়ে আসুন আমার কাছে...দেখুন, আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারি কিনা। আরো একবার বুঝিয়ে দেবো, অলৌকিক বলে জগতে কিছু নেই, সব বোগাস।"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের তো এরকম কাজই দেয়া হবে। তখন আপনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েন।"

মুচকি হাসি ফুটে উঠলো চারুর ঠোঁটে।

"তাহলে আপনি আর আমি একই টিমে আছি?"

"না। একই টিমে না। এখানেই আপনি ভুল করছেন।"

"মানে?" মায়ার চোখেমুখে বিস্ময়।

"আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না, ঐ পেন্ডুলাম আপনাকে আর আমাকে একই টিমে রাখেননি?"

"কী বলেন, আজব কথা! উনি তো তা-ই বললেন।"

"হ্যা, বলেছেন, কিন্তু আমরা আসলে একই টিমে নেই। উনি চালাকি করেছেন, আপনি সেটা ধরতে পারছেন না।"

"কিছুই বুঝলাম না। রহস্য না করে খুলে বলবেন কি?" মায়া সত্যি সত্যি কৌতুহলি হয়ে উঠলো।

"এটা খুবই সিম্পল ব্যাপার, পানির মতোই পরিস্কার। আমরা দু-জন একটা খেলার মধ্যে আছি। আপনি আমার প্রতিপক্ষ। কিংবা বলা যায় আমি আপনার প্রতিপক্ষ। দু-জন প্রতিদ্বন্দ্বি একসাথে খেলতে পারে কিন্তু এক টিমে থাকে কী করে, বলেন?"

BanglaBook.org

মেয়েটা বুঝতে পেরে চুপ মেরে গেলো।

"ডক্টর নিজেও কিন্তু বলেছেন, তিনি নিরপেক্ষ। তাহলে আমরা দু-জন দুটো পক্ষ। সহজ হিসেব, বুঝেছেন? আসলে আমরা দু-জন গ্লাডিয়েটর, আর উনি হলেন মহান রোমান সম্রাট সিজার। আমাদের নিয়ে খেলবেন, মজা পাবেন, আমোদিত হবেন!"

"পুরো বিষয়টাকে অন্যসব খেলার মতোই ভাবছেন, এখানেই ভুলটা হচ্ছে আপনার।"

"তাই? তাহলে আমার ভুলটা ভাঙান দয়া করে।"

"উনি কিন্তু বলেছেন, একই টিমে দু-জন ভিন্ন মতের মানুষ রেখেছেন যাতে করে সত্যের কাছে পৌছানো যায়। আমার মনে হয় না, এছাড়া ডক্টরের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

"এই হলো আপনাদের নিয়ে এক সমস্যা, যুক্তির ধার ধারবেন না। শুধু মনে হয়। মনে হলেই হবে? এরকম মনে হওয়া দিয়ে দুনিয়া চলে না।"

"তাহলে দুনিয়া চলে কিভাবে?"

"যুক্তি দিয়ে...বুদ্ধি দিয়ে।"

"শুধু যুক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে?"

"না। সেই সঙ্গে অবশ্যই সীমাহীন বোকামি দিয়েও।" চারুর ঠোঁটে বাঁকাহাসি।

"ওকে। আজ প্রথমদিন আমরা না-হয় ঝগড়া না করলাম?"

কাঁধ তুলল চারু। প্রথমদিন তারও ইচ্ছে করছে না তর্ক-বিতর্ক করতে।

হাটতে হাটতে কিছুক্ষণ পর মেয়েটা বলল, "ঐ ডক্টরকে আপনার ঠিক পছন্দ হয়নি, এটা আমি বুঝতে পেরেছি। তো, পছন্দ না-হবার কারণটা কি বলা যাবে?"

"কারণ ঐ লোক আমাদের সাথে চালাকি করেছে। আমি এরকম চালাকি করা মানুষ পছন্দ করি না। লোকটা ভেবেছে আমাদের দু-জনকে বেশ ভালোই ধোকা দিতে পেরেছে কিন্তু সে জানে না, আমি তার ধোকা ধরে ফেলেছি।"

"ধরে ফেলেছেন?" অবাক হলো মায়া।

"হুম।"

"কি রকম?"

"আপনি কি এটা খেয়াল করেননি, দুটো দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন আর ইন্টারভিউ দিতে উপস্থিত হলাম কেবল আমরা দু-জন?"

BanglaBook.org

"হুম। খেয়াল করেছি। এটার কিন্তু কারণ আছে।"

"কি কারণ?"

"বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে বলা ছিলো, যারা জীবনটাকে টিপিক্যালভাবে যাপন করতে চায় তাদের আবেদন করার দরকার নেই," বলল মায়া। "সেজন্যে খুব বেশি লোকজন আগ্রহি হয়নি, কেবল আমরা দু-জন এসেছি। আরো হয়তো কিছু লোক আসবে। তবে এই চাকরির জন্য লাইন পড়ে যাবে না। এটা একেবারেই ভিন্ন ধরণের চাকরি।"

"হাহ্," চারু বলল। "আপনার মতোই বলেছেন।"

"আচ্ছা। তাহলে এবার আপনার মতো করে বলেন...শুনে তৃপ্ত হই।"

"শুনুন, এ দেশে একটা চাকরির কথা শুনলে শত শত নয়, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আবেদন করে। সেটা যাই হোক না কেন। উনি যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন সেটা দেখে কম করে হলেও কয়েক শ লোকের একটা ভীড় থাকা উচিত ছিলো বাড়ির সামনে। তা-না, কেবল আমরা দু-জন। তা-ও আবার আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন–আপনার প্রোগ্রাম দেখেন, আমার বই পড়েন। এটা কাকতালিয় ব্যাপার বলে মনে করেন? অসম্ভব।"

মায়া কিছু বলল না, চুপ করে থাকলো। কিছু একটা ভাবছে সে। হাটতে হাটতে একটা পেপারস্ট্যান্ডের কাছে এসে পড়লো তারা দু-জন।

"আপনি বাড়িতে কোন্ পত্রিকা রাখেন?" জিজ্ঞেস করলো চারু।

"মহাকাল।"

"আমি রাখি দৈনিক দিনলিপি। আজকের দিনের দুটো পত্রিকা কিনে নিলো চারু। "যে বিজ্ঞাপনটা দেখে আপনি এখানে ছুটে এসেছেন সেটা আবার পড়ে দেখেন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।"

পত্রিকা হাতে নিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো মায়া। যে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এসেছে সেটা পত্রিকার পাতা থেকে উধাও হয়ে গেছে জাদুবলে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

বিস্ফারিত চোখে পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুলে তাকালো মায়া।

"আপনি কি আমার সাথে ফাজলামি করছেন?!"

তার মতো অবিবাহিত এক তরুণীকে লাক্সারি কনডমের আকর্ষণীয় একটি বিজ্ঞাপন দেখানোর মানে কি!

"আমি না, ফাজলামি করেছেন আপনার ঐ প্রিয় ডক্টর," চারু মুচকি হেসে বলল। "ভালো করে দেখুন।

মায়া অনিচ্ছাসত্ত্বে আবারও তাকালো বিজ্ঞাপনের দিকে। "ঐ অ্যাডটা কোথায়?! এখানেই তো ছিলো!"

চারুর চোখেমুখে বিজয়ির হাসি। "বুঝতে পারলেন না?"

মাথা দোলাল মায়া। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

"ঐ ডক্টর আমাদের দু-জনের বাড়িতে দুটো মোডিফাই করা পত্রিকা পাঠিয়েছেন। ঐ দুটো পত্রিকায় কেবল অ্যাডটা ছিলো। তাই আমি আর আপনি ছাড়া অন্য কেউ ইন্টারভিউয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

মায়া হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো হাতের পত্রিকার দিকে। "মাই গড!"

"এবার বুঝুন। কতো কামেল লোক তিনি," মুখ টিপে হেসে বলল চারু। "ভদ্রলোকের পরিকল্পনা কিন্তু পুরোপুরি সফল। আমরা এসেছি, তার অফারটা লুফেও নিয়েছি।"

"আচ্ছা, উনি তাহলে আগে থেকেই আমাদের সিলেক্ট করে রেখেছিলেন? আমাদের উপর হোমওয়ার্ক করেছিলেন, তাই না?"

"নয়তো কি? আপনার ঐ ভূত-প্রেতরা এসে খবর দিয়ে গেছে উনাকে?"

"ওয়াও!" টিটকারিটা গায়ে না মেখে মায়ার চোখেমুখে বরং প্রশংসার ঝিলিক দেখা গেল।

হতাশ হয়ে তাকালো চারু। মেয়েটার খুশির কারণ ধরতে পারছে না।

"তার মানে উনি আমাদেরকেই চাচ্ছিলেন। আমরাই ছিলাম উনার টার্গেট, আর কেউ না। এটা তো ভালোই। এরকম একটা কাজের জন্য উনি বেছে নিলেন আমাদেরকে। আই ফিল প্রাউড অ্যান্ড প্রিভেলেইজ্‌ড!"

BanglaBook.org

"আপনি আসলেই একটা জিনিস। রেডিওতে কী সব প্রোগ্রাম করতে করতে মাথাটা পুরাই গেছে।"

"শাট আপ! প্রোগ্রামটা আপনার ঐ *অলৌকিক বলে কিছু নেই* বইটার চেয়েও জনপ্রিয় ছিলো। আমার শ্রোতা ছিলো কয়েক লাখ, আর আপনার বইটা...কতো কপি বিক্রি হয়েছে, হুম? পাঁচ-ছয় হাজার?"

"কিসের সাথে কী। আমার বইটা টাকা দিয়ে কিনতে হয় আর আপনার ঐ এফএম রেডিও'র ভুত-পেত্নির অনুষ্ঠান মাথামোটা অস্থির টিনএজাররা বিনে পয়সায় গেলে।"

"পেত্নি আসলো কোত্থেকে? অনুষ্ঠানটির নাম ছিলো ভুত-প্রেতের আসর।"

"আরে, ঐ একই কথা," হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো চারু। "এখন কাজের কথায় আসুন।আপনি কতো চাইবেন?"

"কি?" বুঝতে না পেরে বলল মায়া।

"বেতনের কথা বলছি।"

"ও," একটু ভেবে জবাব দিলো মেয়েটি, "আমি সত্তুর চাইবো।"

হাটা থামিয়ে মায়ার দিকে তাকলো সে। "সত্তুর!"

"হ্যা। কেন, বেশি মনে হচ্ছে? মুক্তি রেডিও'তে কিন্তু আমি পঞ্চাশ পেতাম, সে তুলনায় কী খুব বেশি চেয়েছি? কাজটা এসি রুমে বসে কথা বলার মতো সহজ কিছু নয়। বুঝতেই পারছেন...মানে...এটা–"

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো চারু আহসান। "আমি কি বলেছি বেশি?"

মায়া ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো।

"আমার ধারণা এক লাখ চাওয়া উচিত...মিনিমাম।"

"এক লাখ?"

"হুম। ঐ বুড়ো পেন্ডুলামের টাকা-পয়সার কোনো কমতি নেই। কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছেন। আমার ধারণা কম করে হলেও দশ-বারো-কোটি টাকা আছে তার ব্যাঙ্কে। এর অর্থ কী জানেন?" মায়ার কাছ থেকে জবাব পাবার আগেই সে বলতে শুরু করলো, "প্রতি মাসে কমপক্ষে দশ-বারো লাখ টাকা ইন্টারেস্ট পান। দেখলেন না, নিজে থেকেই বললেন, প্রতি মাসে যা পান তা খরচ করেও শেষ করতে পারেন না। সেখান থেকে আমাদের জন্য দু-লাখ খরচ করাটা এমন কী?"

ভুরু কপালে তুললো মায়া। "বাপ্‌রে! আমি তো জানতাম আপনি

BanglaBook.org

যুক্তিতে সেরা, এখন দেখছি অঙ্ক কষতেও কম জানেন না।"

নিঃশব্দে হাসলো চারু। "আমরা দু-জনেই এক লাখ করে চাইবো, ওকে?"

বাঁকা হাসি দিলো মায়া। "আপনি এক লাখ চাইলে আমি তো আর সত্তুরে থাকতে পারি না, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "তাহলে দেরি না করে কালকেই পেন্ডুলামকে এটা জানিয়ে দিন।"

"প্লিজ...পে সাম রেস্‌পেক্ট হিম। কখন থেকে পেন্ডুলাম-পেন্ডুলাম করে যাচ্ছেন! উনাকে ডক্টর বলতে সমস্যা কোথায়? উনি কিন্তু টিটিএন টিভির ওই হোৎকা মালিকের মতো টাকা খরচ করে অনারারি ডক্টরেট খেতাব কিনে নেননি।"

দু-হাত তুলে আত্মসমপর্নের ভঙ্গি করলো চারু। "ওকে। ডক্টরকে কালই ফোন করে জানিয়ে দিয়েন।"

"সরি। আমি না, আপনি জানাবেন। এক লাখ টাকার প্রস্তাবটা কিন্তু আপনার।"

"আপনার কিন্তু তাতে সায় আছে," টিপ্পনি কেটে বলল চারু। "এমন তো নয়, আপনি এর চেয়ে কম বেতনে রাজি আছেন।"

"উফ্!" বিরক্ত হলো মায়া। "সব কথার পিঠে যুক্তি না চড়ালে আপনার ভালো লাগে না বোধহয়।"

চারু জানে কথাটা সত্যি। দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে এই অভ্যেসটা তৈরি হয়েছে ওর। "ঠিক আছে, আমিই বলবো।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

ডক্টর আজফার হুসেন ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে তার বিশাল কিচেনে ঢুকলেন। তার সার্বক্ষণিক সঙ্গি ছরিটা এমনভাবে ঘরের মেঝেতে ঠুকছেন যেন মাথার মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকা কোনো গানের সাথে তাল মেলাচ্ছেন।

ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে শাওয়ার নেবার পর ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে তিন-চারটা দৈনিক পত্রিকা পড়ার পর ব্রেকফাস্ট করেন। সাধারণত নিজের ব্রেকফাস্ট নিজেই বানান, শুধুমাত্র অসুস্থ থাকলেই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে।

হাউজমেড ফ্রিজ থেকে দুধের বোতল, দুটো ডিম, একটুকরো পনির আর চার স্লাইস পাউরুটি আগেই বের করে কিচেন টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে।

কিচেনের একপাশে স্টেরিও ডেক সিস্টেমের কাছে গেলেন ডক্টর। তার ঘরে এখনও বিলুপ্তপ্রায় টার্ন-টেবল রয়েছে, আছে কয়েক শ' লং-প্লে'র কালেকশান। আজকালকার ছেলেপেলেরা এসব জিনিস দেখেনি বললেই চলে। মিউজিক তাদের কাছে 'ভার্চুয়াল' জিনিস। হাত দিয়ে ধরে দেখার স্বাদ এরা পায় না। ইয়ারফোন গুঁজে দিয়ে সস্তা আর নিম্নমানের এমপি-থ্রি শুনে শুনে এদের কান স্থূল হয়ে গেছে। সঙ্গিতের আসল স্বাদ থেকে বঞ্চিত একটি প্রজন্ম। স্থূল জিভ যেমন অসাধারণ মদ চিনতে পারে না, তেমনি ভালো সঙ্গিতের কদর করতেও জানে না এরা।

গুন গুনিয়ে একটা সুর তুলতে তুলতে নিজের লং-প্লে'র কালেকশানের দিকে চলে গেলেন তিনি। মলদোভিয়ার প্রখ্যাত বেহালাবাদক এবং কম্পোজার মিহাই বোটোফি'র একটি লোকজ সুরের অ্যালবাম বেছে নিয়ে টার্ন-টেবলে চাপিয়ে দিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে রান্না করতে লেগে গেলেন ডক্টর। ছন্দময় বেহালার সুরে সুরে দুটো ডিমের সাথে একটুখানি দুধ মিশিয়ে ফেটে নিলেন। উত্তপ্ত ফ্রাই-প্যানে সেগুলো ঢেলে দিয়ে বেশ দক্ষতার সাথে রুটি আকৃতির ডিমটা ভাঁজ করে ফেললেন তিনি।

পঁচিশ বছর বয়সে বাবা মারা যাবার পর থেকে তিনি পুরোপুরি একা।

BanglaBook.org

মাকে হারিয়েছেন আরো আগে। এভাবে একা একা সকালের নাস্তা করতে কখনও খারাপ লাগে না। বরং এটা তার প্রতিদিনকার রীতি হয়ে গেছে। যখন দেশের বাইরে থাকেন তখন অবশ্য হোটেল-মোটেলের রেস্টুরেন্টেই নাস্তা করেন।

ডিমের ওমলেট আর চার স্লাইস পাউরুটি, সাথে একটুখানি পনির–এই হলো তার নাস্তা। বহুকাল আগে থেকেই বুদ্ধের একটি নিয়ম মেনে চলেন তিনি অল্প আহার অধিক বিহার। তার খাবার-দাবারের মেনু আর পাসপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে নিয়মটা কতো কঠোরভাবে মেনে চলেছেন জীবনভর।

ধীরে ধীরে ডিম আর পাউরুটি খেতে শুরু করলেন ডক্টর আজফার। এরপর হাউজমেডের বানানো কফি খাবেন। এই কফি আর চা জিনিসটা ভালো বানাতে পারেন না। এক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই।

আজকে তার মেজাজ খুব ভালো। যখন সব কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে, তার মতো করে ঘটতে শুরু করে তখন মেজাজ-মর্জি বেশ ভালো থাকে। ভালো করেই জানেন, এ জগতের অসংখ্য ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে মানুষ চাইলে অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, নিজের মতো করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে।

ঠিক এমন সময় তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটলো। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন টোটা দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে কিছু বলতে হলো না, ডক্টর মাথা নেড়ে সায় দিতেই চলে গেলো সে।

ডক্টরের প্রাসাদোপম বাড়িতে দ্বিতীয়বারের মতো এসেছে মায়া আর চারু। তারা এখন বসে আছে দোতলার সেই ড্রইংরুমে যেখানে ডক্টরের সাথে দু-দিন আগে তাদের দেখা হয়েছিলো। আজকেও টোটা নামের বামনটি তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে গেটে।

গতকাল চারু যখন ডক্টরকে জানালো তাদের পারিশ্রমিক মাসে একলাখ টাকা তখন ফোনের অপরপ্রান্তে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া টের পায়নি। ডক্টর যেন এমনটাই প্রত্যাশা করেছিলেন। "ও-কে।" টেনে টেনে বলেছিলেন

BanglaBook.org

তিনি। তারপরই চলে আসেন কাজের কথায়। "আপনারা কবে থেকে কাজে যোগ দিতে পারবেন?"

কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা না করেই চারু বলে ওঠে তারা প্রস্তুত, কাল-পরশু থেকেই কাজে যোগ দিতে পারবে। ফোনটা রেখে দেয়ার পর অবশ্য মনে হয়েছিলো মায়ার সাথে আলাপ না করে এটা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু মেয়েটাকে যখন ফোন করে জানালো কথাটা তখন সে "আচ্ছা, ঠিক আছে" বলে তার উদ্বেগ এক নিমেষে দূর করে দেয়।

"এই টোটা লোকটাকে ডক্টর কোত্থেকে কালেক্ট করেছে, জানেন?" আস্তে করে বলল চারু।

ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে তাকালো মায়া। এখানে আসার পরই একটি বিদেশি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। "কোত্থেকে?"

"এক রেস্তোরাঁর মেইনগেটে সঙ সেজে দাঁড়িয়ে থাকতো। ডক্টর ওখানে খেতে গিয়ে ওকে দেখেন, তারপরই সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।"

"তাই নাকি?"

মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করলো চারু আহসান। "এর আগে সার্কাসের জোকার ছিলো। এখন তো সার্কাসের অবস্থা খুব খারাপ, একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বামনটা যে সার্কাসে কাজ করতো সেটা বন্ধ হয়ে গেলে বেকার হয়ে পড়ে সে, তারপর ঐ রেস্তোরাঁয় কাজ নেয়।"

"আপনি এসব জানলেন কিভাবে?"

মুচকি হাসলো 'অলৌকিক বলে কিছু নেই' বইয়ের লেখক। "গুগল করে।"

অবাক হলো মায়া। "গুগলে এসবও খুঁজে পাওয়া যায়?"

"হুম। মনে রাখবেন, যা আছে ভূগোলে সবই পাবেন গুগলে!" কথাটা বলেই নিঃশব্দে হাসলো চারু।

মায়া নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

"ডক্টরের পরিচিত এক ভদ্রলোক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্লগে এটা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছিলো। সম্ভবত ডক্টরকে খুশি করার জন্য।"

"খুশি করার জন্য কেন?"

"ধনীদের সবাই খুশি করতে চায়, আর চিরকুমার ধনী হলে তো কথাই নেই।"

BanglaBook.org

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভুরু একটু উপরে তুলে আবারো ম্যাগাজিনে নজর দিলো মায়া।

"আমি ডক্টরের নাম দিয়ে গুগলে সার্চ দিলে এটাই সবার আগে চলে আসে। সেখান থেকে জেনেছি। বুঝলেন, ম্যাডাম?"

এবার চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। "বুঝলাম কিন্তু আমাকে দয়া করে ম্যাডাম বলবেন না। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় হবো না। মে বি, কয়েক বছরের ছোটোই হবো।"

"তাহলে কি বলে ডাকবো?"

"মায়া। অনলি মায়া।"

"সেই সুযোগে আপনিও আমাকে চারু বলে ডাকার সুযোগ পেয়ে যাবেন, তাই না?" নিঃশব্দ হাসি দিতে লাগলো যুক্তিবাদি। "ভেরি স্মার্ট।"

"জি, না, ভাইয়া," নাটকিয় ভঙ্গিতে বলে উঠলো মায়া। চারুর হাসিতে পানি ঢেলে দিলো যেন। "আমি আপনাকে চারুভাই বলে ডাকবো। হাজার হলেও আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়।"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো চারু আহসান। প্রায় সমবয়সি কোনো সুশ্রী তরুণী যখন ভাইয়া বলে ডাকে তখন আর যাই হোক প্রীতিকর লাগে না। "আপনি কি করে শিওর হলেন আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় হবো?"

স্থিরচোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মায়া বলল, "আপনি নিশ্চয় আমার সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার চেষ্টা করেছেন গুগল থেকে। ধরে নিচ্ছি আমার ফেসবুকেও ঢুঁ মেরেছেন। আমি আমার ডেথ অব বার্থ ফেসবুকে দিয়ে রেখেছি। সুতরাং ওখান থেকে জেনেছেন আমার জন্ম কোন্ সালে। আপনি ভালো করেই জানেন আমি আপনার চেয়ে কয়েক বছরের ছোটো হবো।"

ভুরু কপালে উঠে গেলো চারুর। "ওয়াও! আমি মুগ্ধ!" কণ্ঠে প্রশংসার সুরে বলল সে। "এটা কি আপনার ঐ সাইকি ক্ষমতাবলে বলছেন নাকি বেসিক উইমেন-ইন্সটিঙ্কট?"

"আপনার যেটা সুবিধাজনক বলে মনে হয় সেটাই ধরে নিন।"

"আপনি আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোটো, ওকে?"

"এক বছর তিনমাস আঠারো দিন," কথাটা ম্যাগাজিন থেকে চোখ না তুলেই বলল মায়া।

এবার সত্যি সত্যি তাজ্জব বনে গেলো চারু। বুঝতে পারলো, মায়াও

BanglaBook.org

তার ফেসবুকে ঢুঁ মেরেছে। ওখানে তার ডেট অব বার্থের উল্লেখ আছে। এ নিয়ে সে কিছু বলতে যাবে অমনি সাদা দেবদূতের মতো ধীরপায়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর আজফার।

"গুড মর্নিং।" মুখে হাসি এঁটে বললেন তিনি।

চারু লক্ষ্য করলো তার হাটার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, শুধু ধীরগতি ছাড়া। তবে সেটা তাকে বরং আভিজাত্যই দান করেছে।

"গুড মর্নিং, ডক্টর," মায়া হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

একটু বিরক্ত হয়ে চারুও উঠে দাঁড়ালো তবে কিছু বলল না। ডক্টর তাদেরকে বসার জন্য ইশারা করে একটা সোফায় বসে পড়লেন।

"কথা শুরু করার আগে চা-কফি খেয়ে নিলে ভালো হয়, কী বলেন?"

"আমি কফি," মায়া বলল।

চারুর দিকে তাকালেন ডক্টর।

সে কাঁধ তুললো। "যদি সম্ভব হয় তাহলে চা।"

মুচকি হাসলেন আজফার হুসেন। "ওকে।" হাসি-হাসি মুখটা ধরে রেখেই একটু ভেবে নিলেন তিনি, তারপর কাজের কথায় চলে এলেন। "মানসিকভাবে আপনারা তাহলে প্রস্তুত?"

জবাবটা প্রথমে মায়া-ই দিলো। "জি...আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই।"

এবার চারুর দিকে তাকালেন।

কাঁধ তুললো সে। "আমারও কোনো সমস্যা নেই।"

"গুড। ভেরি গুড।"

"কিন্তু একটা বিষয় পরিস্কার হতে চাইছি আমি," চারু বলল।

"কি বিষয়?" কপালে ভুরু তুলে বললেন আজফার হোসেন। মায়ার দিকে তাকালেন তিনি। মেয়েটা ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারির দিকে।

"আপনি আমাদের দু-জনের বাসায় মোডিফাই করা পত্রিকা পাঠিয়েছিলেন কেন? এই চালাকিটা করার কারণ কি?"

'চালাকি' শব্দটা ব্যবহার করায় ডক্টরের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না, তবে মায়া খুবই অবাক হয়ে চেয়ে রইলো চারুর দিকে। তার অভিব্যক্তি যেন বলছে, শব্দচয়নে আরেকটু ভদ্রতা দেখানোর দরকার ছিলো। চারু আহসান অবশ্য পাত্তাই দিলো না। সে তার প্রশ্নের জবাব চাইছে।

BanglaBook.org

"ওহ্," ডক্টর বলে উঠলেন। "ধরে ফেলেছো তাহলে," তার মুখে চওড়া হাসি।

অবাক হয়ে চারু আর মায়া তাকালো।

"এটা আমাকে বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে।"

"বাধ্য হয়ে?" সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো চারু।

গভীর করে শ্বাস নিলেন আজফার হুসেন। "ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, হাজার-হাজার মানুষের ইন্টারভিউ নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কোনো দরকারও নেই। যে দু-জন মানুষ আমার দরকার ছিলো তাদেরকে আমি আগে থেকেই বাছাই করে রেখেছিলাম। বাকিটা ছিলো তাদের আগ্রহ আর সম্মতি।"

"তাহলে আপনি আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলেন না কেন?"

"কিন্তু তার আগে বলেন, আমাদেরকে কিভাবে বাছাই করলেন?" চারুর প্রশ্নটার পিঠে মায়া প্রশ্ন করে বসলো।

হাত তুলে তাদের দু-জনকে আশ্বস্ত করলেন ডক্টর। "বলছি। চারু আহসানের বই আমি পড়েছি। ওর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অন্য অনেকের মতো আমিও জানি। আর মায়ার রেডিও প্রোগ্রামটা যে মাঝেমধ্যে শুনতাম সে-কথা আগেই বলেছি," একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "এভাবেই আপনাদের দু-জনকে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম। আর সরাসরি কেন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করিনি?" প্রসন্ন হাসি দিলেন আজফার হুসেন। "সেটা করলে আমি জানতেই পারতাম না আপনাদের আগ্রহ আছে কিনা। এ কারণেই পত্রিকার বিজ্ঞাপনটার ব্যবস্থা করেছি। মানে, একটু ভিন্নভাবে আর কি...যাতে করে বাড়ির সামনে চাকরিপ্রার্থিদের লাইন পড়ে না যায়, আবার যে দু-জনকে চাচ্ছি তাদের মনোযোগ যেন আকর্ষণ করতে পারি।" কথাটা শেষ করে তৃপ্তির হাসি দিলেন তিনি।

এই ব্যাখ্যায় মায়া খুশি হলেও চারু যেন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলো না। "আপনি কি শুধু আমাদের দু-জনকেই সিলেক্ট করে রেখেছিলেন?"

রহস্যময় হাসি দিলেন ডক্টর। "এ প্রশ্নের জবাব জানাটা কি খুব দরকার?" একটু থেমে আবার বললেন, "আমি অবশ্য তার কোনো দরকার দেখছি না। আসল কথা হলো, আপনারা কাজটা করতে রাজি হয়েছেন বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। ধরে নিতে পারেন, আমি যাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলাম তাদের মধ্যে আপনারা দু-জনই সেরা।"

BanglaBook.org

"ডক্টর আজফার," মায়া বলল, "আপনি আমাদের তুমি করেই বলবেন, বয়সে আমরা অনেক ছোটো।"

ডক্টরের মুখে আবারো সেই প্রসন্ন হাসি দেখা গেলো। তারপর চারুর দিকে ফিরলেন তার মনোভাব বোঝার জন্য।

কাঁধ তুললো যুক্তিবাদি লেখক। মনে হলো অবশেষে সন্তুষ্ট হয়েছে ডক্টরের ব্যাখ্যায়।

"ঠিক আছে," বলেই দরজার দিকে তাকালেন আজফার হুসেন। টোটা তার প্রায় সমান একটি টি-ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছে।

চারু ভেবে পেলো না তাদের চা-কফির ফরমায়েশ কিভাবে পেয়ে গেলো এই বামন। নিশ্চয় সিসিক্যাম আর সাউন্ড সিস্টেম আছে ঘরে।

উঠে দাঁড়ালো মায়া। ট্রলিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চা-কফি পরিবেশনে লেগে গেলো। "আপনি তো একটা কিউব, তাই না?" ডক্টর হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "আর আপনি...মি. চারু?"

"নো সুগার।"

অবাক চোখে তাকালো মায়া। "আপনার ডায়াবেটিস আছে নাকি?"

চারুর চোখমুখ তিক্ততায় ভরে উঠলো। এরকম প্রশ্ন সে অনেক নাদানের মুখ থেকেই শুনে থাকে। এরা ভাবে চিনি ছাড়া চা কেবলমাত্র ডায়াবেটিসের রোগিরাই খায়। মায়ার মতো সুন্দরি, স্মার্ট তরুণীর কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন মোটেও আশা করেনি। "না," কাটাকাটাভাবে বলল। "আমি কোনো খাবারেই আলগা চিনি নেই না।"

"ও," মায়ার ভুরু সামান্য ঢেউ খেলে গেলো।

"আমিও কিন্তু চায়ে চিনি নেই না," বললেন ডক্টর, "শুধু কফিতে সামান্য নেই, নইলে খুব তেতো লাগে।"

মায়া একে একে দু-জনের হাতে কফি আর চায়ের কাপ তুলে দিয়ে নিজের কাপটা নিয়ে বসে পড়লো।

আল্‌তো করে কফিতে চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন ডক্টর। "আহ্! দারুণ হয়েছে।"

চারু আস্তে করে চায়ে চুমুক দিয়ে মায়ার দিকে তাকালো। মেয়েটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ডক্টর আজফারের দিকে।

"তোমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টটা খুবই ইন্টারেস্টিং," কফিতে

BanglaBook.org

আরেকটা চুমুক দিয়ে বললেন ডক্টর। "ঘটনাটা আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে, আগ্রহি করেছে। সত্যটা জানার জন্য আমিও ব্যাকুল হয়ে আছি।"

চারু আর মায়া কিছু বলল না। তারা আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

"আচ্ছা, তার আগে বলো হ্যালোউইন সম্পর্কে তোমরা কতোটুকু জানো?" পালাক্রমে দু-জনের দিকেই তাকালেন আজফার হুসেন।

"অক্টোবরের শেষ দিন...৩১ তারিখ মৃত আত্মাদের স্মরণে এটা পালন করা হয়," আস্তে করে বলল মায়া।

চারুকে দেখে মনে হলো এসব বালখিল্য ব্যাপারে মোটেও আগ্রহি নয় সে।

"এই হ্যালোইন ডে-র উৎপত্তি কোথায় তা কি তোমরা জানো?" ডক্টর এবার তাকালেন চারুর দিকে। যেন এ প্রশ্নটার জবাব তার কাছ থেকেই আশা করছেন।

কিন্তু চারু কোনো কথাই বলল না।

"হ্যালোউইন শব্দটি এসেছে স্কটিশ শব্দ 'অল হ্যালোজ' ইভ থেকে," ডক্টর বলতে লাগলেন। "এর অর্থ 'শোধিত সন্ধ্যা বা পবিত্র সন্ধ্যা।' সময়ের বির্বতনে এটা 'হ্যালোজ ইভ' থেকে 'হ্যালোইন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। গতবছর হ্যালোউইনের রাতে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান করেছিলো রেডিও মুক্তিতে। তখন এই উৎসবের অনেক তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করে শ্রোতাদের জানাতে হয়েছিলো। হ্যালোইনের প্রতীক 'জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন,' এটা বানানো হয় ফাঁপা মিষ্টি কুমড়ার গায়ে ভীতিকর আকৃতির নাক-মুখ-চোখ খোদাই করে ভেতরে মোম বাতি জ্বালিয়ে। এ দিয়ে বোঝানো হয় আত্মাটা ভীষণ কষ্টে আছে, কিংবা স্বর্গ আর নরকের মাঝা-মাঝি অবস্থানে আছে ওটা।

"প্রায় দু-হাজার বছর আগে আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও উত্তর-ফ্রান্সের যে অঞ্চলটি সেখানে বসবাস করতো কেল্টিক জাতি," বললেন ডক্টর। "নভেম্বরের প্রথম দিনটি তাদের নববর্ষ বা 'সাঁহ-উইন' হিসেবে পালন করা হতো। এই দিনটিকে তারা মনে করতো গ্রীষ্মের শেষ এবং অন্ধকারের বা শীতের শুরু বলে। অক্টোবরের শেষ দিনকে মনে করতো সবচেয়ে বাজে

BanglaBook.org

রাত, যে রাতে সব প্রেতাত্মা আর অতৃপ্তআত্মা তাদের মাঝে ফিরে আসে। এদের সঙ্গে যদি মানুষের দেখা হয় তবে সেই মানুষের ক্ষতি হতে পারে। তাই মানুষজন এ-রাতে বিভিন্ন রকম ভুতের মুখোশ, কাপড় পরে কাটাতো। রাতের বেলা আগুনের পাশে মুখোশ পরে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে মন্ত্র বলতো তারা। নিজের পরিবার ছোট হলে অন্যের বাড়িতে গিয়ে থাকতো। সমাজের সবাই একত্রিত হতো এক জায়গায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে এসব তথ্য সে নেট থেকে জেনে নিয়েছিলো।

"এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে দুটো ব্যাপার জড়িত—একটা হল 'ট্রিক অর ট্রিট' আরেকটি হলো জ্যাকের লণ্ঠন। ছোট ছোট বাচ্চারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে আর দরজা নক করে বলতো ট্রিক অর ট্রিট, তখন তারা বাচ্চাদের ঝুলিতে কিছু ক্যান্ডি বা খাবার দাবার দিয়ে দিতো। এখনও সেটাই করা হয়।"

"যত ভুত-প্রেত আছে, সবাই নাকি এ রাতে চলে আসে লোকালয়ে," মায়া আগ্রহি হয়ে বলল। দেখতে পেলো না চারু আহসান বাঁকাহাসি দিয়েছে তার কথাটা শুনে। "সেই সব ভুত-প্রেতদের খুশি করতে না পারলে বিপদ। সেজন্যে অক্টোবর মাসের শেষ দিনে এই হ্যালোইন উৎসব পালন করা হয়।"

"আমি বেশ কিছুদিন ইউরোপ-আমেরিকায় ছিলাম," ডক্টর বললেন, "এই হ্যালোউইন পালন করা ওসব দেশে মাতামাতির শেষ নেই। এটা উদযাপন করতে মাসজুড়ে প্রস্তুতি চলে। এখন অবশ্য জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও হ্যালোউইন পালন করা হয়।"

"এমন কি আমাদের এখানেও এটা অনেকে পালন করতে শুরু করেছে," মায়া যোগ করলো।

সায় দিয়ে বললেন আজফার হুসেন, "কয়েক বছর ধরে শুরু হয়েছে, তবে খুবই সীমিত পরিসরে। অভিজাত এলাকার ধনী পরিবারের কিছু কিছু তরুণ-তরুণি এটা করে।"

এরকম একটি ইনভাইটেশন গত বছর মায়া পেয়েছিলো, তবে তাতে যোগ না দিয়ে রেডিওতে একটি অনুষ্ঠান করে সে। অনুষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো।

এমন সময় ঘরে আবারো টোটার প্রবেশ, তার হাতে দুটো ফাইল।

BanglaBook.org

বামন চুপচাপ, অনেকটা প্রোগ্রাম করা রোবটের মতো মায়া আর চারুর হাতে ফাইল দুটো দিয়ে ঘর থেকে চলে গেলো।

"এই ডোসিয়ারে বিস্তারিত সব আছে, তোমরা পড়ে দেখো। আশা করি রহস্যটা তোমাদেরও আগ্রহি করে তুলবে।"

চারু তার কাপটা সামনের টেবিলে রেখে ডোসিয়ারটার দিকে নজর দিলো। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে হ্যালোউইনের প্রতীক জ্যাক-ও-ল্যান্টার্নের একটি ভেক্টর ইমেজ আর বাংলা অক্ষরে দুটো শব্দ লেখা আছে।

BanglaBook.org

হ্যালোউইন পার্টির বিভীষিকা

অধ্যায় ৯

বারিধারা ঢাকার অন্যতম একটি অভিজাত এলাকা। এখানে একবার লুঙ্গি নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো।

পরিহাসের বিষয়, উদ্যোক্তাদের প্রায় সবার বাপ-দাদা আর পূর্ব-পুরুষেরা আরামদায়ক লুঙ্গি পরেই ঘুরে বেড়াতো। এমনকি কৈশোরে আর যৌবনে যখন তারা বারিধারায় উঠে আসেনি, তখন আরামদায়ক এই লুঙ্গি পরেই কাটিয়ে দিয়েছে বছরের পর বছর।

লুঙ্গিসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপের এই প্রচেষ্টাই বলে দেয়, ওখানে যারা বসবাস করে তাদের বেশিরভাগই নিজেদের শেকড় উপড়ে ফেলেছে, প্রোথিত করার চেষ্টা করছে অন্য কোথাও। আর এটা বেশ ভালোভাবে বোঝা যায় পরবর্তি প্রজন্মের দিকে তাকালে। কোনোরকম রাখঢাক না করেই নিজেদের উপড়ানো শেকড় পশ্চিমে গাঁড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। এ কারণেই উঠতি বয়সি তরুণ-তরুণীরা পহেলা বৈশাখের চেয়ে থার্টি-ফার্স্ট নাইটেই বেশি 'ফান' খুঁজে পায়। উদ্দাম সেই রাতের জন্য মুখিয়ে থাকে সারাটা বছর।

হয় বছরে একটিমাত্র থার্টিফার্স্ট তাদের তৃপ্ত করতে পারেনি, নয়তো ইংরেজি নববর্ষের এই হুজুগটি শহরের অন্যসব মামুলি জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ে 'গণ' হয়ে যাওয়ায় ওখানকার কিছু তরুণ-তরুণী আরেকটি পশ্চিমা সংস্কৃতির অভাব বোধ করলো। থার্টিফার্স্ট খুব বেশি 'কমন' আর 'ক্ষ্যাত' হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। এখন চাই একেবারেই অন্যরকম কিছু।

কিন্তু সেটা কি হতে পারে?

হ্যালোউইন!

কারোর মাথায় এটা প্রথম আসে, বাকিরা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয়। অসংখ্য চলচ্চিত্রে এই উৎসবটি তারা দেখেছে আর আফসোস করেছে, এমন স্মার্ট আর জঁমকালো একটি উৎসব কেন এ দেশে নেই। তাদের প্রায় সবাই জানে হ্যালোউইন কি। পশ্চিমে বেড়ানোর উসিলায় কেউ কেউ নিজচক্ষেও উৎসবটি দেখেছে।

BanglaBook.org

এই দেশে কেন এটা করা যাবে না?

প্রশ্নটা দীর্ঘদিন ধরে অনেকের মনেই ঘুরপাক খাচ্ছিলো হয়তো, উপযুক্ত সময় আর সুযোগ পেয়ে বিস্ফোরিত হলো অবশেষে।

বারিধারা এলাকার পাঁচ তরুণ-তরুণী এক ফাস্টফুডে হ্যাঙ্গ-আউট করার সময় সিদ্ধান্ত নিলো পরবর্তি হ্যালোউইন উৎসবটি তারা সেলিব্রেট করবে। তাদের অলিখিত দলনেতা মিসকাত, যার মা একজন এমপি, ঘোষণা দিলো সার্কেলের বাকি বন্ধুবান্ধবদের এটা জানিয়ে দেয়া হবে। তাদের পুরো সার্কেলটা অংশ নেবে এই উৎসবে।

মিসকাতদের সার্কেলটা খুব বড় না-হলেও ছোটো বলার অবকাশ নেই–চৌদ্দজনের একটি বন্ধুমহল। কলেজ আর ইউনিভার্সিটির উদ্দাম সময়ে আরো বড় ছিলো এটি। পরবর্তিতে কমে গিয়ে চৌদ্দতে থিতু হয়েছে। তারা সবাই সদ্য পড়াশোনা শেষ করে চাকরি কিংবা পৈতৃক ব্যবসায় ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সপ্তাহের কয়েকটা দিন রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড কিংবা কারোর বাড়িতে হ্যাঙ্গ-আউট করে।

তাদের সার্কেলে ছেলে-মেয়ের অনুপাত সমান না-হলেও সমস্যা হয় না। আটজন ছেলে আর ছয়জন মেয়ের দলটি ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে দলের অন্যতম বিনোদন অ্যাঞ্জেল আর মুস্তফির কারণে। জন্মের দশ বছর পর অ্যাঞ্জেলের মধ্যে ফিফটি-ফিফটি অনুপাত আবিষ্কার করতে শুরু করে সবাই। স্কুলে সহপাঠিরা তাকে চার্লিস অ্যাঞ্জেল বলে ডাকতো। এক্ষেত্রে চার্লি অবশ্যই মিসকাত। বলতে গেলে মিসকাতের সঙ্গেই বেশি সময় কাটে অ্যাঞ্জেলের। সম্ভবত মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড তাকে খুব একটা পছন্দ করে না, কারণ মেয়েটা মনে করে তার বয়ফ্রেন্ড অনেক বেশি সময় কাটায় অ্যাঞ্জেলের সাথে। এমনকি তার সাথে ডেটিং করার সময়ও এই 'হিজড়া'টাকে সঙ্গে রাখে মাঝেসাঝে। প্রায় সবখানেই ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মিসকাত।

মিসকাতদের সার্কেলে অলিখিত একটি নিয়ম আছে : পড়াশোনা শেষ করে তিন-চার বছরের মধ্যে বিয়ে করা যাবে না। এই সময়টাতে তারা জীবনের সমস্ত আমোদ-ফূর্তি করে নেবে। বিয়ে করলেই সার্কেল থেকে বাদ। এক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

মুস্তফি নামের একজনের জন্য এই নিয়মটি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। তার বাবা একটি ইসলামিক দলের বিরাট নেতা।

BanglaBook.org

তারচেয়েও বিরাট ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের অধিকারি। এই ধর্ম-ব্যবসায়ি বাবা এখনই বিয়ের আওয়াজ দেয়া শুরু করে দিয়েছে। আরেক ধর্মের ঝাণ্ডাধারীর মেয়ের সাথে তার বিয়েটা নাকি বহুকাল আগেই, একেবারে নার্সিংহোমে ঠিক করে রাখা আছে! দুই ব্যবসায়িক আর রাজনীতিক বন্ধু তাদের সম্পর্কের বন্ধন আরো দৃঢ় করার জন্য নিজেদের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। মুস্তফির এই ফিক্সড করে রাখা বিয়ের কথা তার বন্ধুরা অনেক আগে থেকেই জানে, আর এ কারণেই বেচারার কপালে কোনো মেয়ে জোটেনি। বারিধারায় লুঙ্গিবিরোধী আন্দোলনে মুস্তফির বাবা সক্রিয় থাকলেও নিজের পরিবারকে সব ধরণের পশ্চিমা-সংস্কৃতি থেকে আগলে রেখেছে কড়া শাসনের মাধ্যমে।

তো, হ্যালোউইন পার্টির প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হবার পর প্রশ্ন ওঠে একদল ছেলেমেয়ে নানান সাজে সজ্জিত হয়ে সারারাত পার্টি করবে তেমন জায়গা কোথায় পাবে তারা? বিশাল বড় একটা বাড়ি লাগবে। বারিধারা কিংবা আশেপাশে এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে এই পার্টি করা যেতে পারে। সবগুলো বাড়িই এখন অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। কোনো ফ্ল্যাটে এরকম পার্টি করে প্রত্যাশিত 'চার্ম'ও পাওয়া যাবে না। তাদের দরকার হ্যালোউইন পার্টি করার জন্য উপযুক্ত একটি জায়গা। ভুতুরে পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে এমন জায়গা হলে দারুণ হয়।

সবাইকে আশ্বস্ত করলো তাদের অলিখিত দলনেতা মিসকাত। সে জানালো গাজীপুরে তার দাদার একটি বিশাল বাড়ি রয়েছে। একতলার একটি পুরনো ভবন ছাড়া পুরো বাড়িটাই ফাঁকা। গাছপালা আর ফুলের বাগান আছে সেখানে, আর আছে ছোট্ট একটি পুকুর। কেয়ারটেকার ছাড়া ওখানে কেউ থাকে না। বাড়িটা এমনি এমনি পড়ে আছে। আগে দু-ঈদে যাওয়া হতো, এখন তা-ও হয় না। কয়েক মাস পর বিশাল জায়গাটি ডেভেলপ করা হবে একটি রিসোর্টে। তার মা সংরক্ষিত মহিলা এমপি হবার পর থেকে নিত্যনতুন ব্যবসায়িক চিন্তায় মশগুল থাকেন এখন। খামোখা পড়ে থাকা স্বামির পৈতৃক বাড়ির স্মৃতির মূল্য হেরে গেছে বাজার মূল্যের কাছে।

হ্যালোউইন পার্টির জন্য এমন একটি বাড়িই তো আদর্শ। ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য একটু ডেকোরেশন করে নিলে দারুণ কিছু হবে। তাদের দলে রাফা একজন শৌখিন ট্যাটু আর্টিস্ট, সেই সাথে ইন্টেরিওর

BanglaBook.org

ডিজাইনারও। ওকে দায়িত্ব দিলে পুরো বাড়িটা হ্যালোউইন পার্টির উপযোগি করে সাজাতে পারবে।

যাই হোক, তারা ঠিক করলো আসন্ন হ্যালোউইন পার্টিতে নিজেদের সার্কেলের বাইরে কাউকে নেবে না। সংখ্যার দিক থেকে তারা চৌদ্দজন– একদম 'পারফেক্ট'। সার্কেলের নেতা মিসকাতের আবার অপয়া তেরোর ভীতি আছে। ট্রিসকাইডেকাফোবিয়া নামে পরিচিত রোগে আক্রান্ত মিসকাত সব সময় তেরো সংখ্যাটা এড়িয়ে চলে।

তো মিসকাতদের সার্কেলের সবাই বেশ আগ্রহভরে অপেক্ষা করলো দিনটির জন্য, প্রস্তুতি আর আয়োজনের কোনো ঘাটতি রাখতে চাইলো না তারা। দুই কেস বিয়ার আর কয়েক বোতল হুইস্কিসহ প্রচুর খাবার-দাবারের আয়োজন করা হলো হ্যালোউইন পার্টির জন্য।

৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকার অদূরে গাজীপুরের নির্জন বাড়িতে জড়ো হলো মিসকাতের সার্কেলের বারোজন। শেষ মুহূর্তে বাইকার বাবুর গার্লফ্রেন্ডের শয্যাশায়ি দাদি মারা গেলে তার পক্ষে হ্যালোউইন পার্টিতে উপস্থিত থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিবারের সাথে বিকেলের দিকে সে গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। এদিকে তার বয়ফ্রেন্ড বাইকার বাবুও কস্টিউম জোগাড় করতে গিয়ে দেরি করে ফেলে। তবে সন্ধ্যার পর নিজের প্রিয় বাইকটা নিয়ে রওনা দিয়ে দেয় সে। এর ফলে ঘটনাচক্রে হ্যালোউইন পার্টির সদস্য সংখ্যা গিয়েঁ দাঁড়াল অপয়া তেরোতে!

গাজিপুরে পৈতৃক বাড়িতে ঢুকেই কেয়ারটেকার শামসু মিয়াকে মিসকাত জানিয়ে দিলো, তাদের আরেকজন বন্ধু একটু দেরি করে আসবে। সে চলে আসার পরই যেন মেইনগেটটা তালা মেরে নিজের ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। আজ তার ছুটি। সকালের আগে তাকে আর দরকার হবে না। এ কথা শোনার চেয়েও পাঁচশ' টাকার একটি নোট হাতে পেয়ে কেয়ারটেকার বেশি খুশি হলো। বাড়ির পেছনে মিসকাতের দাদার ওষুধি গাছের ছোট্ট বাগানের এককোণে নিজের ঝুপড়ি ঘরে গিয়ে আরামে ঘুম দেবে সে। বড়লোকের মাথানষ্ট পোলাপানগুলো সারা রাত ধরে যা খুশি করুক!

রাত আটটার আগেই তারা সবাই নিজেদের হ্যালোউইন পোশাক পরে নিলো। মিসকাত আগেই বলে দিয়েছিলো সে হিথ লেজারের অনুকরণে জোকার সাজবে। তার প্রেমিকা অমি সাজলো হার্লে কুইন, অ্যাঞ্জেল বেছে নিলো ক্যাটওম্যান, রাফা হলো লুসিফার, মুস্তফি সাজলো *নাইটমেয়ার অন*

BanglaBook.org

এল্‌ম স্ট্রিটের ফ্রেডি। রিকি আর তার প্রেমিকা টুপা সাজলো জম্বি কাপ্‌ল। নিমো সাজলো ডোরিয়ান গ্রে, ববি সাজলো লিলিথ, আনিকা হলো উইচ, আর রক্তপিপাসু ড্রাকুলার সাজ বেছে নিলো মারজানা।

দলনেতা মিসকাতের সাজসজ্জা এতটাই নিঁখুত হলো যে, প্রথম দেখায় নতুন যে কেউ চমকে যেতে বাধ্য। চুলের স্টাইল থেকে শুরু করে মেকআপ-গেটআপে কোনো কমতি রাখলো না। এমন সাজ সাজার পর থেকে তার আচরণেও পরিবর্তন চলে এলো। জোকারের স্টাইলে কথা বলতে শুরু করে দিলো সবার সাথে। যেন জোকারের ক্যারেক্টারে ঢুকে পড়েছে–হ্যালোউইন পার্টি শেষ না হলে সেটা থেকে বের হতে পারবে না।

দলের বারোজন সাজগোজ করে প্রস্তুত হয়ে গেলেও তেরোতম সদস্য বাইকার-বাবুর কোনো দেখা পেলো না। স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো কেউ কেউ। অবশ্য মিসকাত সবাইকে আশ্বস্ত করলো এই বলে, বাবুর সাথে তার কথা হয়েছে সন্ধ্যার একটু পরই। বাইক নিয়ে সে রওনা দিয়েছে। একটু দেরি হলেও সে চলে আসবে।

বাড়ির এককোণে ঝোঁপের আড়ালে বারবি-কিউ করার ব্যবস্থা করলো রিকি, তাকে সহায়তা করলো আনিকা। মূল পার্টির আয়োজন করা হলো বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটিতে। আগে থেকেই বলে রাখার কারণে কেয়ারটেকার সাফ-সুতরো করে রেখেছিলো ওটা। সমস্ত বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে মোবাতি আর প্রদীপ জ্বালানো হলো সারা বাড়িতে। বেশ কয়েক জায়গায় মিষ্টি কুমড়ো কেটে হ্যালোউইনের প্রতীক জ্যাক-ও-ল্যান্টার্নও বসানো হলো। এর কৃকিত্ব রাফার। সে বেশ কিছু পুরনো হ্যারিকেনও জোগাড় করে এখানে সেখানে ঝুলিয়ে দিলো। কৃত্রিম মাকড়ের জাল, নরমুণ্ড আর হাড়গোর দিয়ে পুরো বাড়িটাকে নারকিয় করে তোলার জন্য সে বাহবা পেলো সবার কাছ থেকে।

নারকিয় মমুহূর্তকে আরো বেশি মুখর করে তোলার জন্য হ্যালোউইনের উপযোগি গান নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিমোর উপরে।

বড়লোকের সন্তানদের এসব পাগলামি দেখে মেইনগেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কেয়ারটেকার শামসু বাঁকাহাসি হেসে বাড়ির বাইরে গিয়ে তালেবরের টঙ দোকান থেকে সিগারেট কিনে আনলো। আয়েশ করে সিগারেটে টান দিতে দিতে মনে মনে গালি দিলো সে। আর একটা 'তারছেঁড়া পোলা' চলে এলেই সে নিজের ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুম দিতে

BanglaBook.org

পারবে। ভালো করেই জানে, বাড়ির মালেকিন, এমপির ছেলে আর তার বন্ধুরা কি করবে আজ রাতে–ভুত-পেত্নি সাজার উসিলায় মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করা!

এমপিসাহেবা এই পার্টির ব্যাপারে জানেন দেখে শামসু খুবই অবাক হয়েছে। দু-তিনদিন আগেই তাকে ফোন করে বলে দিয়েছেন মিসকাতের মা, তার ছেলে কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা পার্টি করবে, সে যেন সব গুছিয়ে রাখে।

যিমুন মা তিমুনি পোলা! মনে মনে বলেছিলো শামসু। *মায়ে তো পোঙ মারতাছে দ্যাশের...আর পোলায় মারে বড়লোকের বেটিগো!*

যা-ই হোক, রাত এগারোটার পরও বাবু এলো না দেখে তাকে ফোন করা হলো কিন্তু সেই ফোন বাবু ধরলো না। অগত্যা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো হ্যালোউইন পার্টি নিয়ে। অদ্ভুত আর ভীতিকর সব সাজপোশাকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বিশাল বাগান-বাড়িতে। দশফুট উঁচু সীমানা-প্রাচীরের উপর দিয়ে যদি আশেপাশের কোনো কৌতুহলি মানুষ উঁকি মারতো তাহলে বহুল প্রচলিত আর পুরনো ভুতপ্রেতের বিশ্বাসটি আরো সুদৃঢ় হতো, পরদিন থেকে মুখরোচক ভুতের গল্প ছড়িয়ে পড়তো আশেপাশের গ্রামে। সে-রকম কিছু হলে কেয়ারটেকার শামসু মিয়ার জন্য সেটা বাড়তি সুবিধাই বয়ে আনতো–ভুতের বাড়িতে ঢুঁ মারার সাহস করতো না কেউ। আম-কাঠাল, পেয়ারা আর বাগানের ফুল চুরি করা বেশ কমে যেতো। অলীক আর অদৃশ্য ভুতের দল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামসু মিয়ার সাথে পাহারাদারের কাজটা করতো তখন।

রাত বারোটার পর প্রচুর বিয়ার আর মদ্যপানের ফলে পার্টি যখন বেশ জমে উঠেছে তখনই উপস্থিত হলো ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। ততোক্ষণে শামসু মিয়া বাড়ির ভেতরে থাকা 'ভুত-প্রেত'দের দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, নইলে গেট খুলে মূর্তিমান এক আতঙ্ককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে একটু হলেও ভড়কে যেতো।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দেরি করে পার্টিতে যোগ দিলেও কেমন অদ্ভুত আচরণ করতে লাগলো। পার্টির সবাই তখন পানাহার করে একটু বেসামাল। ব্যাপারটা নিয়ে কেউ খুব একটা মাথাও ঘামালো না। শুধুমাত্র অ্যাঞ্জেল এ নিয়ে একটু অনুযোগ করেছিলো। রাগে গজ গজ করতে করতে তার পাশে বসে এ কথা জানাতেও ভোলেনি সে আরে বাবা, হ্যালোউইন পার্টিতে

BanglaBook.org

সবাই সেজেছে, তাই বলে কি সত্যি সত্যি ওরকম আচরণ করতে হবে! তার প্রিয় বন্ধু মিসকিটাও জোকারের সাজ সাজার পর থেকে সেই ক্যারেক্টারের ভেতর ঢুকে পড়েছে। এখন আবার বাবু একই কাজ করছে। এসব হচ্ছে কী!

তাদের দলনেতা মিসকাত থাকলে হয়তো আমুদে ভঙ্গিতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কাঁধে হাত রেখে জোকারের সেই বিখ্যাত ডায়লগটির অনুকরণে বলতো 'হোয়াই সো সিরিয়াস, ম্যান?' কিন্তু ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আসার আগেই সে তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যায়। অমি বেশি মদ খেয়ে হরহর করে বমি করে দিয়েছিলো একটু আগে। বেশি মদ সে কোনোকালেও খেতে পারে না, তারপরও ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে মদ খাবে, আর কিছুক্ষণ পরই উগলে দেবে সবটা। গত থার্টিফাস্ট নাইটে অ্যাঞ্জেলের উপরে যখন বমি করে দিয়েছিলো তখন দুয়েকজন মেয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'অমি আসলে সতীনের উপর ঝাল মিটিয়েছে!'

তো, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামানোর ফুরসত পেলো না। বারবি-কিউ পার্টি তখন জমে উঠেছে। যাদের একটু হুশ আছে তারা আগুনের চারপাশে জড়ো হয়ে বিয়ার খাচ্ছে। মুস্তফি মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে তার ধর্মব্যবসায়ি বাপকে গালাগালি করে যাচ্ছে আপন মনে। কিভাবে তার বাপ তার জীবনটা অতীষ্ঠ করে তুলেছে, কতোটা পরাধীন হয়ে থাকে সে, কতো শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে হয় তাকে, এসবের পাশাপাশি বাপের পছন্দের মেয়েকে যে বিয়ে করতে বাধ্য করা হবে তাকে সেটা নিয়েও ক্ষোভ ঝাড়লো। তার এই বকবকানিকে বাড়তি বিনোদন হিসেবেই দেখলো সবাই। কেউ কেউ টিপ্পনি কেটে তার জ্বালা আরো বাড়িয়ে তোলারও চেষ্টা করলো।

সব বন্ধুমহলেই কমপক্ষে একজন পেটুক থাকে, মিসকাতদের দলে সেটা রিকি। গায়েগতরে শুকনো হলে কি হবে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ওকে হারিয়ে দেবার মতো কেউ নেই তাদের সার্কেলে। বারবি-কিউ পার্টির সমস্ত দায় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। রাত একটার দিকে গ্রিল আর স্টেইক রেডি হবার পরও যখন মিসকাতের দেখা পেলো না তখন সবাই ধরেই নিলো হার্লে কুইনের সাথে জোকার নিশ্চয় অভিসারে মত্ত। তাদেরকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। অনেকের খিদে তখন তুঙ্গে। গ্রিল আর স্টেক না-হলে একদমই চলছে না।

BanglaBook.org

একে একে বাকিরাও জড়ো হতে শুরু করলো বার-বি-কিউ'র সামনে। তবে মিসকাতকে বাদ দিয়ে বার-বি-কিউ পার্টি শুরু করতে ইতস্তত বোধ করছিলো অ্যাঞ্জেল। একান্ত অনিচ্ছায় খেতে শুরু করলে সে দেখতে পায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

ছেলেটা এমন করছে কেন? ওর অদ্ভুত আচরণে অ্যাঞ্জেল বেশ অবাক হলো। কয়েকবার হাত তুলে তাকে ইশারা করলো তাদের সাথে যোগ দেবার জন্য কিন্তু মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সাথে চোখাচোখি হতেই কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হলো তার।

সুস্বাদু খাবার সামনে পেয়ে তারা সবাই যখন খেতে শুরু করেছে তখনই ভেতর বাড়ি থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। কণ্ঠটা তাদের সবার চেনা।

হার্লে কুইন! মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড অমি।

তার চিৎকারে এমন কিছু ছিলো যে, বার-বি-কিউ রেখে সবাই ছুটে গেলো বাড়ির ভেতরে শোবার ঘরের দিকে। অমিকে সেখানে না পেয়ে সবাই ছুটলো ঘরের বাইরে, হলওয়ের শেষ মাথায় বিশাল বড় বাথরুমের দিকে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলো, বাথরুমের খোলা দরজার সামনে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। আর ভেতরের দৃশ্য চোখে পড়তেই ভয়ে আৎকে উঠলো সবাই।

বাথরুমের মেঝেতে জোকাররূপি মিসকাত হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বুকে গেঁথে আছে একটা ছুরি। সারা শরীর ডুবে আছে রক্তে।

মিসকাত খুন হয়েছে! ধারালো ছুরি দিয়ে বীভৎসভাবে খুন করা হয়েছে তাকে।

মুহূর্তে হ্যালোউইন পার্টি বদলে গেলো এক বিভীষিকায়। সুবিধাপ্রাপ্ত ধনী পরিবারের সন্তানেরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়লো। মেয়েগুলো চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলো তীব্র আতঙ্কে। কেয়ারটেকার শামসু মিয়াও ভড়কে গেলো, কিন্তু খবরটা মিসকাতের মা-কে জানানোর মতো বোধবুদ্ধি তার পুরোপুরি লোপ পেলো না।

প্রথমে এলো স্থানীয় থানার পুলিশ। তারপর ঢাকা থেকে মিসকাতের বাবা-মাসহ পরিবারের অনেকেই ছুটে এলো শেষরাতের আগেই।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড অমি জানালো, সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভাঙার পর পাশে মিসকাতকে না দেখে অবাক হয়নি।

BanglaBook.org

ভেবেছে, তাকে রেখে হয়তো বন্ধুদের সাথে বার-বি-কিউ পার্টিতে যোগ দিয়েছে। তলপেটে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করায় বাথরুমের দিকে পা বাড়ায় সে, আর তখনই দেখতে পায় বীভৎস দৃশ্যটি।

খুনের পর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যে লাপাত্তা হয়ে গেছে সেটা সবার আগে লক্ষ্য করে অ্যাঞ্জেল।

বাইকার বাবু, যে কি-না ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে সবার শেষে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো, যার আচার-আচরণ ছিলো খুবই অদ্ভুত, সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সবার অগোচরে। কেউ জানে না ঠিক কখন সে পার্টি ছেড়ে চলে গেছে। বাকিরা পুলিশের জেরার মুখে এ ব্যাপারে কোনো তথ্যই দিতে পারলো না। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ বুঝে গেলো খুনি আর কেউ নয়, ঐ বাইকার বাবু।

মিসকাতের শোকাতুর মা খুব দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন–যতো দ্রুত সম্ভব তার ছেলের হত্যাকারীকে ধরতে হবে। সেই সাথে হ্যালোউইন পার্টির এই ঘটনাটি যেন কোনোভাবেই পত্র-পত্রিকায় আসতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। খুনি কে তারা সবাই বুঝে গেছে, সুতরাং পত্রপত্রিকায় কিংবা টিভি-নিউজে এসব না-আসাই ভালো। এতে করে এমপিসহ বাকি পারিবারগুলোর সম্মান কমবে বৈ বাড়বে না।

পুলিশ ধরে নিলো বাইকার বাবুকে ধরতে পারলেই সব কিছু পরিস্কার হয়ে যাবে। খুনটা যে সে করেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে ধরে প্যাদানি দিলেই সব বেরিয়ে আসবে ঠিক কি কারণে মিসকাতকে এভাবে হত্যা করা হলো।

নিহতের শরীরে কম করে হলেও দশ-বারোটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকুটা আলামত হিসেবে জব্দ করলো পুলিশ। বারবি-কিউ করার জন্য কিছু কিচেন-নাইফ নিয়ে এসেছিলো মিসকাতের বন্ধুরা, তারই একটা ব্যবহার করেছে খুনি।

মিসকাতের লাশ ঢাকায় পৌছানোর আগেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খবরটা জানার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দিলেন।

একদল পুলিশ বাইকার বাবু হিসেবে পরিচিত চৌধুরি ইবনুল আহসান বাবুর বাড়িতে গিয়ে হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়লো। পুলিশের চেয়েও বেশি অবাক হলো বাবুর পরিবার। তারা জানালো, গতকাল সন্ধ্যায় বাইক অ্যাকসিডেন্ট করে বাবু হাসপাতালে ভর্তি আছে। তার ডান পা-টা দু-

BanglaBook.org

জায়গায় ভেঙে গেছে, মাথায়ও আঘাত পেয়েছে সে। রাতেই অপারেশন করতে হয়েছে পায়ে। ভাগ্য ভালো, এ যাত্রায় বেঁচে গেছে তাদের ছেলে।

হাসপাতালে গিয়ে এ কথার সত্যতা খুঁজে পেলো পুলিশ। ডাক্তাররা জানালো, গতকাল সন্ধ্যার পর পর, সম্ভবত সাতটার দিকে মারাত্মক আহত অবস্থায় বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার পায়ের আঘাতটি ছিলো বেশ গুরুতর। দ্রুত অপারেশন করতে হয়েছে। রোগি এখন অনেকটাই আশঙ্কামুক্ত।

এই হতবুদ্ধিকর ঘটনায় পুলিশসহ মিসকাতের পরিবার আর বন্ধুবান্ধব যারপরনাই বিস্মিত হলো। মিসকাতের মা, এমপিসাহেবা বিশ্বাসই করতে পারলেন না এটা। পুলিশকে আরো বেশি তদন্ত করার জন্য প্রবল চাপে ফেলে দিলেও শেষ পর্যন্ত একটা সত্যই জানা গেলো–৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে বাইকার বাবু গাজীপুরে রওনা দেবার পর পরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারাত্মক আহত হয়েছে।

আর একটা প্রশ্নেই পুলিশের তদন্ত থমকে দাঁড়ালো ঐদিন হ্যালোউইন পার্টিতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে কে গিয়েছিলো?

ডক্টর আজফার চেয়ে আছেন মায়া আর চারুর দিকে। ছরিটা যে হাতে ধরে আছেন সেই হাতের উপরে অন্য হাত দিয়ে টোকা দিচ্ছেন উত্তেজনাবশত। তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন ডোসিয়ারটা পড়ে কার কি রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

দীর্ঘ সময় নিয়ে হ্যালোউইনের ডোসিয়ারটা পড়ার পর তারা দু-জন মুখ তুলে তাকালো।

"এটা তো অবিশ্বাস্য!" বলল মায়া। তার কাজল দেয়া চোখদুটো যেন বিস্ফারিত হচ্ছে। ।

চারুর কপালে ভাঁজ। যদিও নিজের বিস্ময় জোর করে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে।

"তোমার কি মনে হচ্ছে?" ডক্টর জিজ্ঞেস করলেন তাকে।

একটু গাল চুলকে নিলো সে। "ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে তদন্তটা খুব চ্যালেঞ্জিং হবে।"

মাথা দোলাল মায়া। "পুলিশ অলরেডি তদন্ত করেছে, তারা কিছুই বের করতে পারেনি!"

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। "শুধু পুলিশ নয়, ডিবিও ইনভেস্টিগেট করছে এটা, তারাও কিছু করতে পারেনি। সবকিছু ঐ একটা জায়গায় গিয়ে থমকে আছে–ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে হ্যালোউইন পার্টিতে কে গিয়েছিলো।"

চারু কিছু বলল না।

"খবরটা কোনো নিউজ-মিডিয়াতেই কিন্তু আসেনি," বললেন আজফার হুসেন। "ধনী আর ক্ষমতাবান বাবা-মায়েরা চায়নি এটা। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে খবরটা যেন পত্রপত্রিকা কিংবা টিভি-নিউজে না-আসে।"

"এটা গত বছরের হ্যালোউইনের ঘটনা," বলল মায়া। "সেই রাতে আমি হ্যালোউইন উপলক্ষ্যে স্পেশাল একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম।"

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপে মাথা দোলাল চারু আহসান। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কী করে এমন অনুষ্ঠান করতে পারে তার মাথায় ঢোকে না।

"কেসটা কি এখনও তদন্ত করা হচ্ছে নাকি ডিপ ফ্রিজে চলে গেছে?" জানতে চাইলো চারু।

ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। "চলছে, তবে কাগজে কলমে। কোনো অগ্রগতি নেই। ঐ সাংবাদিক দম্পতির খুনের কেসটার মতো অবস্থা আর কি। এক জায়গায় থেমে আছে।"

"তাহলে এটাই আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্টট?"

চারুর কথায় ভুরু কপালে তুললেন ডক্টর, তারপর মুচকি হেসে বললেন, "হ্যা, এটাই তোমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট।"

মায়া কিছু বলল না।

"কবে থেকে আমরা কাজ শুরু করবো?" জিজ্ঞেস করলো যুক্তিবাদি।

"ডোসিয়ারটা তোমরা বাসায় নিয়ে যাও, ভালো করে পড়ো। যখন মনে করবে তোমরা প্রস্তুত তখন কাজে নেমে পড়বে।"

চারু আহসান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মায়ার দিকে তাকালো। মেয়েটা যেন গভীর ভাবনায় ডুবে আছে।

"ডোসিয়ারের শেষে ঐ পার্টিতে যারা ছিলো তাদের সবার নাম-ঠিকানা আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেয়া আছে," বললেন ডক্টর। "তবে একটা কথা মনে রেখো, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা মোটেও সহজ হবে না।"

এটা চারু আন্দাজ করতে পারছে এখনই। অনেক অনুসন্ধানি কাজ

BanglaBook.org

করেছে সে, এরকম অ্যাসাইনমেন্টে কি রকম বাধা-বিপত্তি আসতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারনা আছে তার।

"তাহলে তোমারা একটু ব্রেইন-স্টর্ম করে দেখো কাজটা কিভাবে, কোত্থেকে শুরু করবে," বললেন আজফার হুসেন।

"আমি কাল থেকেই শুরু করতে চাই," দৃঢ়ভাবে বলল চারু।

কাঁধ তুললেন ডক্টর। "দ্যাটস গুড। তোমাদের মতো আমিও এই রহস্যটা জানার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

নিজের ঘরে ফিরে এলে চারুর মধ্যে সব সময়ই ভালো লাগার একটি অনুভূতি তৈরি হয়। বিশেষ করে যখন দেখে তার রুমমেট নেই। কিংবা থাকলেও তার কোনো গেস্ট আসেনি।

দীর্ঘকাল একা থাকতে থাকতে তার এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে, ঘরে অন্য কোনো মানুষের উপস্থিতি একদমই সহ্য হয় না। মাঝেমধ্যে পাশের রুমের বন্ধু আশফাকের কাছে দুয়েকজন গেস্ট আসে, তখন মেহমানকে নিয়ে আড্ডা দিতে, তাস খেলতে চলে আসে তার ঘরে। চারু হাসিমুখে মেনে নিলেও ভেতরে ভেতরে অখুশিই থাকে।

তবে খুব জলদি এই অবস্থা পাল্টে যাবে। তাকে আর কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। তার রুমমেট আশফাক সামনের মাস থেকে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিচ্ছে। বিরাট বড় এক কর্পোরেট অফিসে ভালো বেতনের চাকরি করে সে। কয়েক মাস আগে বিয়েও করে ফেলেছে, তবে তার স্ত্রী চট্টগ্রাম মেডিকেলে ইন্টার্নশিপ করছে বলে এখনও একসাথে সংসার শুরু করতে পারেনি। এ বছরের শেষের দিকে বিয়ের অনুষ্ঠান করবে তারা।

ডক্টরের অদ্ভুত চাকরিটা পাবার আগে ভেবেছিলো আশফাকের বদলে অন্য আরেকজনকে তুলবে ফ্ল্যাটে, কিন্তু সেটার কোনো দরকার দেখছে না এখন। সে একা থাকতে চেয়েছে সব সময় কিন্তু সাধ্যে কুলায়নি বলে ফ্ল্যাটটা শেয়ার করেছে। পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে, টুকটাক আউটসোর্সিং করে যেটুকু আয়রোজগার করে তা দিয়ে মাসে পনেরো হাজার টাকার একটি ফ্ল্যাট একা ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো না। এখন সেটা অনায়াসে করতে পারে।

ডক্টরের বিশাল বাড়িতে থাকার সুযোগও আছে তাঁর। ইচ্ছে করলে এই পনেরো হাজার টাকাও বাঁচানো যায়, কিন্তু অন্যের বাড়িতে গিয়ে থাকার কথা ভাবতে পারে না সে। প্রাইভেসি জিনিসটা তার ভীষণ দরকার। অন্যের বাড়িতে সেটা পুরোপুরি আশা করা বোকামি।

দ্রুত জামা-কাপড় পাল্টে ডোসিয়ারটা নিয়ে বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে দু-তিনবার পড়ে ফেলল। আজফার হুসেন নিশ্চয় অন্য কাউকে দিয়ে এসব

BanglaBook.org

তথ্য জোগাড় করে চমৎকারভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করেছেন। প্রচুর তথ্য ছাড়াও পুলিশি তদন্তের অনেক কিছুই দেয়া আছে ডোসিয়ারে।

ডক্টরের বাড়ি থেকে বের হবার আগে মায়ার সাথে এ নিয়ে অল্প একটু কথা হয়েছে তার। মেয়েটা জানতে চেয়েছিলো কিভাবে কাজ শুরু করবে তারা। সে ভেবেছিলো তথাকথিত সাইকি ক্ষমতার অধিকারিনী এসব তদন্ত-ফদন্ত নিয়ে আগ্রহি হবে না। কারণ বিশ্বাসিরা তদন্ত করে না, খতিয়েও দেখতে চায় না। এটা করে তার মতো যুক্তিবাদিরা।

"যেকোনো তদন্ত শুরু করতে হলে একদম শুরু থেকে শুরু করতে হয়। সুতরাং আমাদেরকে সবার আগে গাজীপুরে যেতে হবে," মেয়েটার প্রশ্নে বলেছিলো চারু।

"কিন্তু এতদিন পর ঐ জায়গাটা কি ক্রাইম-সিন হিসেবে আছে? ওখানে কিছু পাওয়া যাবে?"

"আপনি ফরেনসিক এভিডেন্সের কথা বলছেন...আমাদের তদন্তে ওসবের দরকার হবে না।"

"তাহলে ক্রাইম-সিনে যাচ্ছি কেন?" অবাক হয়েছিলো সাবেক আর.জে।

"কারণ, শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। আমরা এই কেসের যতটুকু জানি সবটাই ডক্টরের দেয়া ইনফর্মেশন থেকে। ওগুলো চোখবন্ধ করে বিশ্বাস করা যাবে না। সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে।"

"আপনি ডক্টরের দেয়া সবগুলো তথ্য চেক করে দেখতে চাইছেন?"

"অবশ্যই," জোর দিয়ে বলেছিলো চারু। "তদন্ত শুরু করতে হলে একেবারে প্রথম থেকে সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে।"

"ডক্টরের ইনফর্মেশনের উপর আপনার আস্থা নেই, তাই না?"

কথাটা শুনে বিরক্ত হয়েছিলো সে। ডক্টরের ডোসিয়ারকে বাইবেল মনে করার কোনো কারণ নেই। ভুতুরে আর অলৌকিক ব্যাপারগুলো তদন্ত করতে গিয়ে সে দেখেছে, শোনা কথা, বর্ণনা আর অন্যের মুখ থেকে শোনা গালগল্প বিভ্রান্তিতে ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

"আস্থা, বিশ্বাস...এই শব্দগুলো তদন্তের সময় কোনো উপকারে আসে না, বরং ভুলপথে নিয়ে যায়।" একটু থেমে আবার বলেছিলো মেয়েটাকে, "ভুতের গল্পগুলো কেন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে জানেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই বলেছিলো, "কারণ ওগুলো সব সময় সেকেন্ড-হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সড। কেউ স্বচক্ষে দেখে না। সব সময়ই শুনবেন, অমুকে

BanglaBook.org

দেখেছে, তমুকে বলেছে। শোনা কথার উপরেই মানুষ বিশ্বাস করে বসে থাকে। খতিয়ে দেখতে যায় না কেউ।"

"কেউ খতিয়ে দেখে না সেটা নিশ্চয়ই বলতে পারেন না," মায়া বলেছিলো তাকে, "আপনি তো দেখেন...এরকম অনেকেই নিশ্চয়ই করে?"

"হুম, তা করি। করতে গিয়ে কি দেখি, জানেন? নিজর চোখে ভুত দেখেছে এরকম কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"কাউকেই পাওয়া যায় না?" অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলো মায়া।

"যায়...তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম।"

"এরকম কম সংখ্যক মানুষজন যখন পেয়ে যান তখন কি জানতে পারেন?"

"তারা বেশ জোর দিয়ে বলে নিজের চোখে ভুত দেখেছে। এর বেশি কিছু বলতে পারে না।"

"আর আপনি সেসব কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ তাদের কাছে কোনো প্রমাণ থাকে না, তাই তো?"

চারুর কাছে মনে হচ্ছিলো এই মেয়ে দিন দিন এরকম আরো অনেক বিষয় নিয়ে তর্ক করবে, শক্ত প্রমাণও চাইবে তার কাছে। অথচ নিজেদের বিশ্বাসের সপক্ষে যে কোনো প্রমাণ দিতে হয় না সেটা বেমালুম ভুলে থাকে। বিশ্বাসিদের চরিত্র এমনই হয়।

"কি ভাবছেন?"

সম্বিত ফিরে পেয়ে চারু বলেছিলো, "যা বলছিলাম, অনেক সময় আমি বুঝতে পারি তারা আসলেই নিজের চোখে ভুত দেখেছে, কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়। আসলে তারা যেটা দেখেছে সেটা হয় দৃষ্টিবিভ্রম নয়তো কারোর সাজানো ভুত।"

"সাজানো ভুত?"

"হুম। কিছু মানুষ ভুত সেজে ভুতের ভয় সৃষ্টি করে। এরকম কয়েকজনকে আমি চিনিও।"

"তারা এ কাজটা কেন করে? তাদের কী লাভ?"

"কেউ কেউ নিজেদের ব্যবসার অংশ হিসেবে এটা করে থাকে। এ যুগেও ওঝা, প্রেতসাধক আর বাবাদের ব্যবসা আছে। তাদের ব্যবসার একমাত্র পুঁজি হলো ভুতের অস্তিত্বে বিশ্বাসি মানুষজন। সোজা কথায় ভুত-বিশ্বাস। তো, মাঝেমধ্যে যদি ভুতদর্শন না ঘটে এই বিশ্বাস কিভাবে টিকে থাকবে?"

BanglaBook.org

“তারা এই বিশ্বাস টিকিয়ে রাখার জন্য ভুত সেজে ঘুরে বেড়ায়?”

“সহজভাবে বলতে গেলে সেটাই। ওঝারা টাকা দিয়ে কিছু লোককে ভাড়া করে, ওদেরকে ভুত সাজিয়ে নিজেদের এলাকার আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর কাজ দিয়ে থাকে। এ কাজটা করা হয় গভীর রাতে।”

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলো মায়া।

“দুনিয়ার সব মানুষ তো আর রাতে ঘুমিয়ে থাকে না। নিশাচর আছে, দরকারি কাজে বাইরে যাওয়া লোকজন আছে, দেরি করে রাতে ফেরা জুয়ারি কিংবা মাতালও থাকে। চোর-ডাকাতের কথা না-হয় বাদই দিলাম। তাদের কারোর না কারোর চোখে এরকম সাজানো ভুত ধরা পড়েই, আর তাতেই কাজ হয়ে যায়। তাদের মুখ থেকে এইসব ‘ভুতদর্শন’-এর গল্প ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত গতিতে।” একটু থেমে আবার বলেছিলো, “কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেউ হয়তো মজা করার জন্যেও ভুতের ভয়ও দেখায়, এমন ঘটনাও কিন্তু আছে।”

“হুম, বুঝেছি।” আস্তে করে বলেছিলো মায়া।

“এখন কাজের কথায় আসি। আমাদেরকে গাজীপুরে যেতে হবে।”

“কিন্তু সেটা কিভাবে করবেন? মিসকাতের মা নিশ্চয় ওখানে যাবার অনুমতি দেবে না আমাদেরকে?”

“তা তো দেবেই না।”

“তাহলে কি ডক্টরের হেল্প নেবেন? উনার কিন্তু অনেক ক্ষমতা। রিসোর্সফুল একজন পারসন।”

“না।” মায়ার প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছিলো সে। তদন্তের শুরুতেই ডক্টরের কাছে হেল্প চাওয়ার অর্থ নিজের অক্ষমতা-অযোগ্যতা প্রকাশ করা। চারু নিজেও কম রিসোর্সফুল নয়, তবে সেটা মুখ ফুটে বলেনি। “ওটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।”

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে মায়া বলেছিলো, “তাহলে কবে যাচ্ছি ওখানে?”

“সম্ভবত পরশু।”

“ঠিক আছে। সেটাই ভালো হয়। আমার আবার মাইগ্রেনের পেইন শুরু হয়েছে। ভাবছি, কাল সারাটা দিন বিশ্রাম নেবো।”

“তাহলে কাল ডক্টরের বাড়িতে যাচ্ছেন না?”

“না।”

“ঠিক আছে। গাজীপুরে যাবার ব্যবস্থা করতে পারলে আপনাকে জানাবো।”

BanglaBook.org

"গাজীপুর থেকে আসার পর কি ওদের সঙ্গে কথা বলবেন?"

"হুম। নিহত মিসকাতের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।"

চারু জানে, এই অ্যাসাইনমেন্টের সবচেয়ে কঠিন অংশই হলো হ্যালোউইন পার্টিতে অংশ নেয়া মিসকাতের বন্ধুবান্ধবদের নাগাল পাওয়া, তাদের সঙ্গে কথা বলা।

পুরো ডোসিয়ারটা আরেকবার মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর এখন বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছে সে।

একদল ধনীর সন্তান পশ্চিমের অনুকরণে হ্যালোউইন পার্টি করতে গেলো গাজীপুরের বিরান এক বাড়িতে। তারপর ওখানে তাদের একজন খুন হলো। সম্ভাব্য খুনি তাদেরই কোনো বন্ধু। সংখ্যাটা একাধিকও হতে পারে। খুনের পর পরই ওদের একজন লাপাত্তা হয়ে গেলো, ছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া গেলো ঢাকার একটি হাসপাতালে। খুন হবার বহু আগেই সে বাইক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে সেখানে ভর্তি হয়েছিলো। তার এক পায়ে অপারেশন করতে হয়েছে। মাথার আঘাতটিও গুরুতর ছিলো। ওই ছেলের পক্ষে গাজীপুরে গিয়ে খুন করা তো দূরের কথা নার্সের সাহায্য ছাড়া শৌচকর্ম করাও তখন সম্ভব ছিলো না।

ডোসিয়ারে যে তথ্য আছে সেটা বলছে, মিসকাত খুন হবার সময় অ্যাকসিডেন্টে আহত বাবু নামের ছেলেটি অপারেশন থিয়েটারে ছিলো। সুতরাং এটা নিশ্চিত, বাইকার বাবু খুনটা করেনি। তবে খুনটা যে করেছে তার সাথে বাবুর সম্পর্ক থাকতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় তেমনটাই মনে হচ্ছে।

নিশ্চয় হ্যালোউইন পার্টির বহু আগেই ওদের বন্ধুমহলে কিছু একটা ঘটেছিলো। কোনোকিছু নিয়ে নিহত মিসকাতের সাথে কারোর সম্পর্ক খারাপ হয়েছিলো, কিংবা মিসকাতের সাথে কারোর গোপন শত্রুতা থেকে থাকবে হয়তো। সেই সুযোগটাই নেয়া হয়েছে হ্যালোউইন-নাইটে।

এইসব ধনী ছেলেমেয়েদের সাথে এ নিয়ে কথা বলাটা যে মোটেও সহজ কিছু হবে না সেটা ভালোমতোই বুঝতে পারছে। খুনি ওদের মধ্যেই কেউ একজন। কিংবা একাধিক। আবার যারা খুন করেনি, অথবা এ কাজের সাথে মোটেও জড়িত নয় তারাও অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে কথা বলতে চাইবে না।

বাইকার বাবুকে যেহেতু এই খুনের সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে দেখা

Bangla Book.org

হয়েছিলো, তার সাথে যোগাযোগ করাটা হবে আরো বেশি কঠিন কাজ।

ঘটনার প্রায় এগারো মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ডোসিয়ার বলছে, নিহত মিসকাত আর বাবুকে বাদ দিলে বাকি যারা থাকে তাদের মধ্যে কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে দুটো ছেলে। সম্ভবত ওদের বাবা-মা ঝামেলা এড়াতে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবেছে। ঐ দু-জন ছেলের মধ্যে যদি সত্যিকারের খুনি থেকে থাকে তাহলে এই অ্যাসাইনমেন্টের অবস্থাও হবে পুলিশের তদন্তের মতো।

গতমাসে আবার ওই দলের এক মেয়ে বিয়ে করে সংসারি হয়েছে। সুতরাং বাকি থাকে ন-জন। যেভাবেই হোক তাদের নাগাল পেতে হবে। চারু মনে মনে আশা করলো, এই নয়জনের মধ্যেই যেন খুনি থেকে থাকে।

তবে গাজীপুরে মিসকাতের দাদার বাড়িতে কিভাবে যাওয়া যায় ভাবতেই একজনের কথা মনে পড়ে গেলো তার। ঐ লোক শুধু তাদেরকে গাজীপুরে যাওয়ারও ব্যবস্থাই করে দিতে পারবে না, এই কেসের ব্যাপারেও অনেক সাহায্য করতে পারবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

পরদিন সকালে সবার আগে র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটিতে গেলো চারু।

তার সংগঠনকে জানালো সে একটা চাকরি পেয়েছে। যদিও অদ্ভুত এই চাকরি ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই জানালো না কাউকে। র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সদস্যরা এতে একটু অবাকই হয়েছে, তবে এ নিয়ে কেউ চাপাচাপি করেনি।

কিছুক্ষণ সোসাইটিতে সময় কাটিয়ে সোজা চলে গেলো মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চের অফিসে। মিসকাতের কেস তদন্ত করছে ডিবির যে লোকটা সেই মুর্তজা আহমেদের সঙ্গে তার সরাসরি পরিচয় না থাকলেও এক সাংবাদিক বন্ধুর সহায়তা নিয়েছে সে। মহাকাল-এর ক্রাইম-রিপোর্টার আবেদুর রহমান তার বেশ ঘনিষ্ঠ, তাদের যুক্তিবাদি সমিতির একজন সদস্য সে। তারচেয়েও বড় কথা, তার সঙ্গে সম্পর্কটা দারুণ। কখনও তার কাছে সাহায্য চেয়ে বিমুখ হয়নি চারু। মহাকাল-এর মতো প্রথমশ্রেণীর সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের ক্রাইম-রিপোর্টার হিসেবে প্রশাসনের অনেক উঁচুতলার লোকজনের সাথে তার খাতির রয়েছে। আবেদুর রহমান জরুরি একটা অ্যাসাইনমেন্টের কারণে ঢাকার বাইরে আছে। তার সাথে চারুর ফোনে কথা হয়েছে একটু আগে, সে বলেছে, চারু যেন সরাসরি ডিবি অফিসে চলে যায়। মুর্তজাকে তার নাম বললেই হবে।

চারুর ধারণা, ওখানে পৌঁছানোর আগেই তদন্তকারি কর্মকর্তাকে ফোন করে তার আসার কথা বলে দেবে আবেদুর।

তার ভাগ্য ভালো, নিজের অফিসেই আছে গোয়েন্দা ভদ্রলোক। রুমে ঢুকে আবেদুরের পরিচয় দিতেই হাসিমুখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ডিবি অফিসার।

"আবেদ আমারে ফোন দিছিলো একটু আগে," আন্তরিকভাবেই বলল মিসকাত হত্যার তদন্তকারি কর্মকর্তা। "বসেন, বসেন।" ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল সে।

চারু বসে পড়লো।

"চা খাইবেন?"

BanglaBook.org

"থ্যাঙ্কস। আমি একটু আগেই খেয়েছি।"

হাসি দিলো মুর্তজা। "তাইলে বলেন, সমস্যাটা কি?"

সরাসরি কাজের কথায় চলে আসায় স্বস্তি বোধ করলো চারু। "একটা কেসের ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম। আপনিই কেসটা তদন্ত করছেন।"

"কোন্ কেসের কথা বলছেন?"

ভদ্রলোকের ভঙ্গি দেখে মনে হলো, তাকে সম্ভবত তদবিরকারি বলে মনে করছে। "গাজীপুরে হ্যালোউইন পার্টির কেসটা। এমপির ছেলে মিসকাত খুন হয়েছিলো।"

"ওহ্," সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে বলে উঠলো অফিসার। "ঐ আজব কেসটার কথা বলতাছেন?"

"জি।"

"আপনি কি ভিক্টিমের পরিচিত, নাকি সাসপেক্টের?"

"ওদের কারো সাথে আমার পরিচয় নেই। আমি যুক্তিবাদি সমিতির সাধারণ সম্পাদক। অলৌকিক দাবি করা হয় এমন বিষয়গুলো নিয়ে কেস-স্টাডি করে থাকি। মিসকাতের ঘটনাটা নিয়ে সে-রকম কিছু করতে চাচ্ছি আমরা।"

"ও, আচ্ছা," একটু চুপ থেকে আবার বলল মুর্তজা, "আবেদ অবশ্য আমারে ডিটেইল কিছু বলে নাই। খালি বলল আপনেরে যেন একটু হেল্প করি। আপনি তার ক্লোজ ফ্রেন্ড। তো, বলেন কি জানতে চান?"

"ঐ কেসটা কি অবস্থায় আছে এখন?"

"কোনো অবস্থায় নাই, জ্যামে আটকা পড়ছে। পুলিশ যেখানে গিয়া থামছিলো আমরাও সেইখানে গিয়া আটকা পড়ছি। এমপি চাপ দিলে মাঝেমইদ্যে একটু নড়াচড়া করি, আর কিছু না।"

"বাইকার বাবু কি এখনও প্রাইম সাসপেক্ট হিসেবে আছে আপনাদের তদন্তে?"

ঠোঁট উল্টালো মুর্তজা আহমেদ। "না। ওরে কেমনে সাসপেক্ট লিস্টে রাখি, বলেন? ঘটনার বহুত আগেই তো ঠ্যাং ভাইঙ্গা হাসপাতালে," খামোখাই দাঁত বের করে হাসলো অফিসার, "ও তখন হাগামুতাও করতো বেডে শুইয়া শুইয়া, খুনখারাবি করবো কেমনে, তা-ও আবার গাজীপুরে গিয়া।"

"তা ঠিক," মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "আপনারা কি বাবু ছেলেটার মোবাইলফোন আর ব্যাগ হারানোর ঘটনাটা তদন্ত করে কিছু পাননি? এই চুরির সাথে খুনের সরাসরি সম্পর্ক আছে কিন্তু।"

BanglaBook.org

"এই চুরির ব্যাপারটা পুলিশ ঐ সময়েই তদন্ত করছিলো, কিচ্ছু পায় নাই। আমরাও কিছু বাইর করতে পারি নাই। তয় এইটা শিওর, যেই সিএনজি ড্রাইভার পোলাটারে হাসপাতালে নিয়া আসছিলো কামটা সে-ই করছে। পোলাটারে হাসপাতালে দিয়াই চম্পট মারছে হারামজাদা।"

"আপনাদের কি মনে হয়নি ব্যাগ আর ফোনটা যে চুরি করেছে সে-ই খুনি হতে পারে?"

মাথা দোলাল ডিবি অফিসার। "ঐ সিএনজি ড্রাইভার চোর হইতে পারে কিন্তু খুনি কেমনে হয়? সে হয়তো লোভ সামলাইতে না পাইরা চুরিটা করছে কিন্তু মিসকাতরে সে কেন খুন করতে যাইবো গাজীপুরে? আর বাবু পোলাটা যে মিসকাতের বন্ধু সেইটা সে কেমনে জানবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "আমি এজন্যে বলছিলাম, কারণ ঐ ব্যাকপ্যাকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোশ আর পোশাকটা ছিলো...যেটা পরে খুনি খুনটা করেছে।"

"ওরা কে কি সাজবো সেইটা তো আগে থেইকা সবাই জানতো, এইটা গোপন কিছু ছিলো না। আমি ওগোরে পুছতাছ করছি। ওরাও স্বীকার করছে এইটা। বুঝবারই পারতাছেন, খুব সহজেই অন্য কেউ সুযোগটা নিবার পারে।"

"তাহলে কি ওদের মধ্যে কেউ জড়িত বলে সন্দেহ করছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো অফিসার। "হুম।"

"আপনারা কি বাবুকে সন্দেহের মধ্যে রাখছেন? মানে, সরাসরি না হোক, অন্য কোনোভাবে জড়িত ছিলো হয়তো?"

"না।" জোর দিয়ে বলল মুর্তজা। "মনে রাইখেন, যে-ই কামটা করছে তার লগে খালি ভিক্টিমেরই না, বাবু পোলাটারও সম্পর্ক ভালো আছিলো না।"

চারু নড়েচড়ে উঠলো। "আপনার কেন এটা মনে হলো?"

মুর্তজা বিজ্ঞের মতো হাসি দিলো। "খুনির ইনটেনশন ছিলো বাবুরে ফাঁসানো!"

"তাই নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো তদন্তকারি কর্মকর্তা। "হুম। কিন্তু লাভ হয় নাই। খুনি কি করছে জানেন?" চারুর জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "এমুন আলামত রাইখা দিছিলো যেন্ বাবুরে আমরা সন্দেহ করি।"

"কি রকম?"

BanglaBook.org

"ঘটনার পর পুলিশ গাজীপুরের ঐ বাগানবাড়ির বাইরের রাস্তায় বাবুর জুতা খুঁইজ্যা পাইছিলো। জুতাটা সুন্দর কইরা রাস্তার উপর রাখা ছিলো।"

চারুর কাছে যে ডোসিয়ার আছে তাতে এ তথ্যটা দেয়া নেই। "পুলিশ এটা আলামত হিসেবে জব্দ করেছে?"

"পুলিশ্রে আপনারা এত ইনকম্পিটেন্ট ভাবেন কেন বুঝি না।"

"আমি কিন্তু পুলিশকে ওরকম ভাবি না। তারা অনেক জটিল কেস সল্ভ করতে পারে।"

ডিবি অফিসার খুশি হলো কথাটা শুনে। "তয় আলামতটা জব্দ করলেও কোনো কাজে আসে নাই। বাবু পুলিশের কাছে স্বীকার করছে ওইটা ওর জুতা।"

"তাহলে তো এটা সন্দেহজনক ব্যাপার না?"

চারুকে হতাশ করে দিয়ে মাথা দোলাল ডিবির কর্মকর্তা। "হাসপাতালে যখন বাবুরে নিয়া আসা হয় তখন ওর পায়ে কোনো জুতা আছিলো না। ব্যাগ আর ফোনের সাথে এইটাও চুরি হইছিলো।"

"ওহ্," চারু এবার বুঝতে পারলো। এই পয়েন্টগুলো তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। সে ভেবেছিলো বাইকার বাবু নিজে খুন না করলেও এসবের সাথে হয়তো জড়িত। কিন্তু এখন একজোড়া জুতো বলে দিচ্ছে অন্য কথা। খুনটা যে-ই করেছে সে নিশ্চয় তার পার্টনারকে ফাঁসানোর জন্য এমন কাজ করবে না। আবার বাবুকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যটাও পরিস্কার নয়। তার জুতোটা ওভাবে রেখে দিয়ে তাকে খুনি হিসেবে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়ার যে চেষ্টা সেটা নিতান্তই বালখিল্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

"কুনো ক্রিমিনাল কিন্তু এইভাবে আলামত ডিসপ্লে করবো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান।

"তাছাড়া, আমাগো ফরেনসিক এক্সপার্টরা ডেডবডির সুরতহাল রিপোর্ট আর ইনজুরিগুলান দেইখা বলছে, খুনি বাউয়া...মানে, বামহাতি।"

চারু মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলো তদন্তকারির কথা।

"ভিক্টিমরে প্রথমে পিছন থেইকা স্টেইব করছে কয়েকটা। ওইসব ইনজুরির হাইট, ভিক্টিমের হাইট থিকা আমরা আন্দাজ করবার পারছি খুনির হাইট পাঁচফুট চাইর-পাঁচ ইঞ্চির মতো হইবো। কিন্তু বাবুর হাইট তো পাঁচফুট না। আর সে বাউয়াও না।" ডিবি অফিসার তৃপ্তির হাসি দিলো। "এই কেসের সবকিছু আমার মুখস্ত হইয়া গেছে, কেউ এই বিষয়ে পরীক্ষা নিলে আমি একশ'তে একশ' পামু।"

BanglaBook.org

মুচকি হাসলো চারু। "আচ্ছা, আমি গাজীপুরের ঐ বাড়িতে একটু যেতে চাইছি, সেটা কি সম্ভব?"

একটু ভাবনায় পড়ে গেলো অফিসার।

"শুধু একটু ঘুরে দেখবো। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবো না। শুনেছি, ওখানে এক কেয়ারটেকার ছাড়া আর কেউ থাকে না। পুরো বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। সেজন্যেই বলছিলাম, আপনি যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা, আপনি চাইলে এটা ম্যানেজ করতে পারবেন।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো মুর্তজা। "আমি ওইখানকার থানারে বইলা দিলে কোনো সমস্যা হইবো না মনে হয়। কবে যাইবার চান?"

"আগামিকাল?"

অফিসার একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে, আমি থানারে বইলা দিমুনে।"

"থ্যাঙ্কস, ভাই।" চারু দন্তবিকশিত হাসি দিলো এবার। অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো সে। "আপনি নিজে কি মনে করছেন কেসটার ব্যাপারে? মানে, খুনটা কে করতে পারে?"

কাঁধ তুললো অফিসার। "এইটা বলা খুব কঠিন। এইরকম আজব কেস আমি বাপের জনমেও দেখি নাই। পুরা সিনেমার মতো। মাঝেমইদ্যে আমার কি মনে হয়, জানেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "খুনটা ওরা সবাই মিইল্যা করছে।"

অফিসারের কথায় চমকে উঠলো যুক্তিবাদি সমিতির সাধারণ সম্পাদক। "সবাই মিলে?"

হেসে ফেলল মুর্তজা। "কলেজে থাকতে একটা ডিটেক্টিভ নভেলে পড়ছিলাম, নামটা মনে করবার পারতাছি না। চলন্ত ট্রেনের মইদ্যে একটা খুন হয়...ট্রেনেরই কেউ খুনটা করছে, কিন্তু কে-সেইটা কেউ জানে না। পরে দেখা গেলো সবাই মিল্যা করছে।"

অফিসার যে আগাথা ক্রিস্টির একটি উপন্যাসের কথা বলছে সেটা বুঝতে পারলো চারু।

"মনে হইতে পারে পুরাই আজগুবি, কিন্তু এমন কইলাম হইবারও পারে, পারে না?"

"হুম...তা তো হতেই পারে।"

"আমার হিসাব খুব সোজা, বুঝলেন। বারো-তেরোটা পোলা-মাইয়া পার্টির নামে ফুর্তি করতে গেছিলো, মদ-গাঞ্জাসহ আজিব আজিব সব

BanglaBook.org

নিশাপানি করছে ওরা, হুঁশ-জ্ঞান কিছু আছিলো না। ওগোর মইদ্যে কেউ এইটা করছে। বাবু পোলাটার অ্যাকসিডেন্টের খবর পাইয়া চান্স নিছে।"

"ওখান থেকে কি মাদকও রিকভারি করেছিলো পুলিশ?"

দাঁত বের করে হাসলো ভদ্রলোক। "গাঞ্জা, মদ, বিয়ার, সিগারেট, ইয়াবা আর কনডম।" শেষ কথাটা বলার সময় ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চোখ টিপে দিলো অফিসার। "ইউজড-আনইউজড...দুই রকমেরই।"

মুখ টিপে হাসলো চারু।

"কিন্তু এইসব জিনিস কইলাম সিজার লিস্টে নাই।"

ডিবি অফিসারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে। "কেন?"

"আপনে কুটি কুটি ট্যাকা খরচ কইরা এমপি হইবেন আর এইটুকু সুবিধা পাইবেন না, তা কি হয়?"

"এমপি চাননি এইসব জিনিসের কথা কেউ জানুক?"

সায় দিলো অফিসার। "একে তো জোয়ান পোলাটা মরছে, এরপর যদি এইসব কুকীর্তির কথা জানাজানি হয়া যায় তাইলে পোলাটার অসম্মান হইবো না? খারাপ ভাববো না?"

"হুম, বুঝলাম। কিন্তু এর ফলে মামলায় সমস্যা হতে পারে, সেটা উনার বোঝা উচিত ছিলো। সিজার লিস্টে যদি এমন কিছু না থাকে তাহলে পরবর্তিতে দরকার হলে আদালতে এসব জিনিসের প্রমাণই দেয়া যাবে না। এমনও হতে পারে, এই সামান্য জিনিসের কারণে পুরো মামলাটা অন্য রকম হয়ে গেলো।"

"আপনের কি ধারণা এমপি মামলা নিয়া ভাবতাছে?" দাঁত বের হাসলো ডিবি অফিসার। সেই হাসি যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ।

ভুরু কুচকে ফেলল চারু।

"উনি যদি খালি একবার জানবার পারেন খুনটা কে করছে তারপর কি আইন-আদালতের জন্য বইসা থাকবেন?" মাথা দোলাল সে। "বিচারের জন্য উনি বইসা থাকবেন না।"

"তাহলে কি করবেন?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো চারু।

"কি করবেন সেইটা আমি কেমনে কই। তার ভাবসাব দেইখা মনে হইছে বিচারের জন্য বইসা থাকবেন না।" নিঃশব্দে হাসি দিলো অফিসার। যেন বাকি কথাটা চারু তার আক্কেল দিয়ে বুঝে নেয়। "যাউকগা, যেটা কইতাছিলাম," ডিবি অফিসার আবার বলতে শুরু করলো, "এইরকম একটা পার্টির মাঝ-রাইতে ওগোর একজন খুন হইছে, খুনটা হইছে বাড়ির

BanglaBook.org

মইদ্যেই...যে চাকুটা দিয়া খুন করা হইছে ওইটাও পোলাপানগুলা ঢাকা থেইকা নিয়া গেছিলো। ঐ বাড়ির কেয়ারটেকার্‌রে আমি নিজে পুছতাছ করছি, সে বলছে, খুনের পর চেক কইরা দেখছে, মেইনগেটটা তালা মারা-ই ছিলো।"

খুব মনোযোগ দিয়ে ডিবি অফিসারের কথাগুলো শুনে গেলো চারু।

"কামটা আসলে করছে ঐ এগারোজনের মইদ্যে কেউ...আমার ধারনা খুনি একজনের বেশি হইবার পারে। "

"তাহলে আপনি ওদের উপর কনসার্নট্রেইট করছেন না কেন? ওদেরকে ভালোমতো জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিছু একটা নিশ্চয় জানা যেতো?"

"কী যে বলেন না...কাউরে বাকি রাখছি? ঠ্যাং ভাঙ্গা পোলাটারেও দুই-তিনবার ইন্টেরোগেট করছি আমি নিজে। বাকি পোলা-মাইয়াগুলানও তো সব বড়লোকের, খালি ভিক্টিমের মা এমপি বইলা ওগোরে ইন্টেরোগেট করবার পারছি, নাইলে কি পারতাম?"

"ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু পাননি?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কর্মকর্তা। "বেশিরভাগ তো ড্রাঙ্ক আছিলো, কোনো কিছুই ঠিকঠাক কইতে পারে না। খালি এক কথা-ই কয়...কেমনে যে কী হইয়া গেলো তারা নাকি কিছু বুঝবার পারে নাই।"

"ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে যে ছেলেটা ওখানে গেছিলো তার মুখটা কি ওদের কেউ দেখেছিলো?"

মাথা দোলাল মুর্তজা আহমেদ। "না। ওরা বলছে, পোলাটা নাকি আজিব কিসিমের আচরণ করতাছিলো। কারো সাথে কথা কয় নাই। থম মাইরা আছিলো। কিন্তু পোলাপানগুলা এতো বেশি ড্রাঙ্ক আছিলো যে, এইটা নিয়া মাথা-ই ঘামায় নাই। হেরা মওজ-ফুর্তি করতেই মশগুল আছিলো।"

"বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ওদের কথাবার্তায় কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পাননি?"

"পাইছি," সোজাসুজি বলে দিলো তদন্তকারি কর্মকর্তা। "কিন্তু এইটা তো বিরাট কোনো বিষয় না। বার বার পুছতাছ করলে একটু এদিক ওদিক হইতেই পারে। দেখতে হইবো, বড়সর কোনো ফারাক আছে কি-না। সেইরকম কিছু পাই নাই।"

কথাটা শুনে হতাশ হলো চারু। তারপরও এই অফিসারের সাথে কথা বলে মূল্যবান তথ্য সে পেয়েছে–বাবুর জুতো জোড়া বাগানবাড়ির বাইরে পাওয়া গেছে। আর খুনের পর পর কেয়ারটেকার-কাম দারোয়ান মেইনগেট

BanglaBook.org

চেক করে দেখেছে ওটা ভেতর থেকে তালা মারা ছিলো। চাবি ছিলো তার কাছেই। সুতরাং বাইরে থেকে এসে কেউ খুনটা করেনি।

"আপনি কি গাজিপুরের ঐ বাড়িতে গিয়েছিলেন?"

"দুইবার গেছি।"

"ওখানকার বাউন্ডারি ওয়াল কতো উঁচু?"

"দশফুটের মতো হইবো। চোখের আন্দাজে বলতাছি আর কি, মাইপা-টাইপা তো দেখি নাই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "তাহলে তো সহজেই দেয়াল টপকানোর কথা নয়।"

"ভেতর থেইকা ওইখানকার দেয়াল টপকানো কঠিন কামও হইবো না। দেয়াল ঘেইষা অনেক গাছগাছালি আছে।"

"ও।" কথাটা বলেই একটু ভেবে নিলো চারু। "আচ্ছা, খুনি, মানে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে যে গেছিলো সে কিসে করে গাজীপুরে গেছিলো?"

অফিসার একটু কাচুমাচু খেলো। যেন পরীক্ষার হলে একটা প্রশ্ন কমন পড়েনি। "কিসে কইরা গেছে সেইটা তো জানা যায় নাই। কেয়ারটেকার গেইট খুইল্লা খালি মুখোশ পরা একজনরে দেখছিলো...আর কিছু দেখে নাই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। এটা খুবই দরকারি একটা তথ্য যেটা ডিবি এখনও বের করতে পারেনি। ঐ রাতে খুনি কিভাবে গাজীপুরে গেলো সেটা জানতে পারলে অনেক কিছু অনুমাণ করা যেত, বোঝা যেত।

চারুকে চুপ থাকতে দেখে মুর্তজা বলল, "আসলে এই কেসটা পুরাই গোলকধাঁধা...বুঝলেন? আজিব একখান কেস!"

"হুম।" ছোট্ট করে বলল চারু আহসান। *গোলকধাঁধাই বটে! তবে সেটা কেউ তৈরি করেছে!*

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

পুরো একটা দিন বিশ্রাম নেবার পর মায়ার মাইগ্রেন ঠিক হয়ে যাবার কথা কিন্তু সেটা হয়নি, তার কারণ আমেরিকা প্রবাসি তার ছোট বোন স্নেহ।

মায়ার এই ছোটবোন শৈশব থেকেই স্বার্থপর। তার স্বার্থপরতা দিন দিন বেড়েই চলছে। আপন বোন হলেও এই মেয়ের ফোনকল পেলে মায়ার মেজাজ বিগড়ে যায়। তার কথাবার্তা সব সময়ই উন্নাসিক। খোঁচা দিয়ে কথা বলার অভ্যেস। অহঙ্কারি, আর মায়ার ভাষায় 'ইনসেনসিটিভ' একটা মেয়ে। স্নেহের মধ্যে আসলেই মায়ার অভাব প্রকট!

গতকাল রাত বারোটার পর এই বোনের কল পেয়ে তার মাইগ্রেনের যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেছে। বিপরীত গোলার্ধে থাকে সে। নিজের সুবিধামতো সময়ে ফোন দেয় সব সময়। বুঝতেও চায় না, যাকে ফোন দিচ্ছে সে হয়তো সারাদিনের পর একটু ঘুমুতে গেছে।

যাই হোক, স্নেহের ফোনকলে তার কাঁচাঘুম ভাঙলেও দুঃখ ছিলো না, তার দুঃখ বোনটা দিন দিন আরো বেশি স্বার্থপর হয়ে উঠছে। সে কখনও অন্যের দিকটা ভেবেও দেখে না। নিজের ভালো ছাড়া আর কোনো চিন্তা তার মাথায় থাকে না কখনও।

মায়ার এই ছোটবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না হতেই এক ছেলের সাথে জড়িয়ে পড়ে। খুব দ্রুত বিয়েও করে ফেলে তার মায়ের অমতে। মা চাননি বড়মেয়েকে রেখে ছোটমেয়ে বিয়ে করুক। কিন্তু তার বোন এমন কথা শুনে নিজের যুক্তি দিয়েছিলো : মায়াকে তো কেউ আটকে রাখেনি বিয়ে করার জন্য, সে কেন করছে না? তার কি বিয়ের বয়স হয়নি?

কথাটা মায়ার কানে গেলে সে তার মাকে জানিয়ে দেয়, বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। সুতরাং তার জন্য অপেক্ষা করার দরকারও নেই। স্নেহ বিয়ে করতে চাইলে মা যেন বাধা না দেন।

এরপর ছোটবোনটা বিয়ে করলো, ছয়মাসের মাথায় আমেরিকায় চলে গেলো স্বামির সঙ্গে। মায়া আর তার মায়ের ছোট্ট সংসার ভালোই চলছিলো। মডেলিং ছেড়ে রেডিও'র চাকরিটা উপভোগ করছিলো ভীষণ। কিন্তু তার এই সুখ দীর্ঘস্থায়ি হলো না। বছর যেতে না যেতেই স্নেহ

BanglaBook.org

আবারও বাগড়া দিলো। তার বাচ্চা হবে, এ মুহূর্তে মাকে খুব দরকার। মায়াও সায় দিয়েছিলো এতে। তার মতো স্বাবলম্বি মেয়ে কিছুটা দিন একা একা থাকতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। তার মা চলে গেলেন আমেরিকায়। স্নেহর বাচ্চা হলো। ছয়-সাত মাস পার হয়ে গেলেও মায়ের ফিরে আসার নামগন্ধ নেই। স্নেহ কিছু মনে করবে বলে মায়া জিজ্ঞেসও করতো না মা কবে দেশে ফিরে আসবেন।

এখন তার বোন নতুন বায়না ধরেছে। গতরাতে ফোন করে সে বলেছে, তার ছোটবাচ্চাটার দেখভাল করার জন্য মাকে আরো কিছুটা দিন থাকতে হবে তার সঙ্গে। এত ছোটবাচ্চা রেখে স্বামি-স্ত্রী কাজে যাবে কিভাবে? তারা তো আর বাংলাদেশে থাকে না যে, ঘরে বসে বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করবে। আমেরিকা খুব কঠিন জায়গা। ওখানে সবাইকে কাজ করতে হয়।

মায়া ভালো করেই জানে তার বোন আসলে বিনে পয়সায় একজন 'বেবিসিটার-কাম-হাউজমেইড'কে হাতছাড়া করতে চাইছে না। ছোটবোনের এমন স্বার্থপরতায় আরেকবার কষ্ট পেয়েছে সে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, তার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। মাকে যতোদিন ইচ্ছে নিজের কাছে রাখতে পারে স্নেহ।

এ কথার পরও যদি ফোনটা রেখে দিতো তার মাইগ্রেন হয়তো এতটা বেড়ে যেত না কিন্তু ফোন রাখার আগে একগাঁদা উপদেশ দিয়েছে তাকে। সে কেন একা থাকে? এভাবে আর ক-দিন? ঢাকা শহরে এভাবে একা থাকা কি ঠিক হচ্ছে? বিয়ের বয়সও তো হয়েছে। কবে বিয়ে করবে?

এসব কথা শুনে মায়ার মাইগ্রেন আরো বেড়ে যায়। তার খুব ইচ্ছে করছিলো মুখের উপর বলে দিতে, মাকে তোর প্রয়োজনে আমেরিকায় নিয়ে রেখেছিস, নইলে কি আমি একা থাকি? আর আমার বিয়ে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। ওটা করা না করা আমার মর্জি।

কিন্তু মায়া এসব বলতে পারেনি। মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে পারে না সে। এমনকি সেটা সত্যি হলেও।

তো, সারারাত মাইগ্রেনের সমস্যায় কাবু হয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠেই চারুর ফোন পায়—আজ দুপুরের দিকে গাজীপুরে যাচ্ছে তারা। মায়া যেন রেডি থাকে।

চলন্ত গাড়ির দুলুনি খেতে খেতে গতরাতের কথাগুলো ভেবে যাচ্ছিলো মায়া। গাড়িটা ঝাঁকি খেলে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকালো। তার পাশে বসে

BanglaBook.org

আছে চারু। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

এই গাড়িটা ডক্টর আজফারের। বলামাত্রই নিজের প্রাইভেটকার আর ড্রাইভারকে দিয়ে দিয়েছেন ওদের জন্য। ভদ্রলোক আজ সারাটাদিন বাড়িতেই থাকবেন। বিদেশ থেকে একটা ইন্টারেস্টিং বই নাকি এসেছে তার কাছে, ওটা পড়েই কাটিয়ে দেবেন পুরো একটা দিন।

তাদের আজকের গাজীপুর সফরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ডিবির মুর্তজা। তবে ব্যাপারটা মিসকাতের মা যেন বুঝতে না পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানিয় থানায় ফোন করে সে বলে দিয়েছে ঢাকা থেকে ডিবির দু-জন 'ইনভেস্টিগেটিভ কনসালটেন্ট' যাবে এমপিসাহেবার বাড়িতে, তাদেরকে যেন ওখানে ঘুরে ফিরে দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

ইনভেস্টিগেটিভ কনসালটেন্ট!

আইডিয়াটা খারাপ না। কেয়ারটেকার-কাম-দারোয়ান মনে করবে এটা মিসকাতের মামলার তদন্তেরই একটা অংশ। বার কয়েক পুলিশ সেখানে গেছে, সুতরাং এ নিয়ে কোনো সন্দেহই করবে না। হয়তো এমপিকেও জানাবে না সেটা। আর যদি জানায়ও, মিসকাতের মা এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ভদ্রমহিলা জানেন, তদন্তের প্রয়োজনে যেকোনো সময় সেখানে পুলিশ-ডিবি যেতেই পারে।

জ্যামের কারণে একটু দেরি করে গাজীপুরে পৌছাল তারা। এরপর আগে থেকে বলে রাখা লোকাল থানার এক এসআইকে থানা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে মিসকাতের দাদার বাড়িতে ঢুকলো। তাদেরকে দেখে সম্ভ্রমের সাথে সালাম ঠুকলো মাঝবয়সি কেয়ারটেকার শামসু মিয়া।

মিসকাত খুন হবার পর থেকে মনে হয় না এই বাড়িতে কেউ থাকতে এসেছিলো। মেইনরোড থেকে দীর্ঘ একটি পথের শেষে এই বিশাল বাড়িটার চারপাশে শুধু ক্ষেতি জমি। দূরে লোকালয় থাকলেও বাড়ির সীমানা ঘেষে কোনো জনবসতি নেই। সম্ভবত আশেপাশের নিচু জমি আর ক্ষেতিগুলোও মিসকাতের বাপ-দাদাদের।

বাড়িটার প্রবেশমুখ উত্তরদিকে। সামনের অংশ বিরাট একটি মাঠের মতোই। চারপাশে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। উচ্চতায় আট-দশফুটের নিচে হবে না। একতলা একটি পুরনো দালান দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দক্ষিণ দিকে। দু-পাশে ইটবিছানো সরু দুটো পথ চলে গেছে বাড়ির পেছনে। তবে ডানদিকের পথটি ব্যবহার না করার কারণে ঝোঁপঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বামদিকের পথটির দু-পাশে আবার কিছু আম-কাঠাল আর নাম-না-জানা

BanglaBook.org

গাছের সারি। বৃক্ষশোভিত একটি গ্রামীন পথ যেন।

লোকাল থানার এসআইকে বাইরে রেখে কেয়ারটেকার শামসু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চারু আর মায়া ঢুকে পড়লো বাড়ির অন্দর মহলে। ঘুরে ঘুরে সবগুলো ঘর দেখে নিলো তারা।

মোট চারটা বড় ঘর, একটা ডাইনিং আর কিচেন দেখতে পেলো। ঘরগুলো পুরনো আসবাবে সাজানো। খুন হবার আগে মিসকাত যে ঘরে তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ছিলো সেখানে চলে এলো এই বাড়ির কেয়ারটেকারকে নিয়ে।

একটা বিশাল শোবার ঘর। আজকাল এরকম আয়তনের ঘর দেখা যায় না। পুরনো দিনের বিশাল নক্সা করা একটি পালঙ্ক, কারুকাজ করা আলমিরা, আলনা, সিন্দুক, আরামকেদারা, কফি টেবিল, এক সেট সোফাসহ আরো কিছু আসবাব আছে।

ঘরের উত্তর দিকে আরেকটা দরজা দেখতে পেলো। কেয়ারটেকার তাদেরকে সেই দরজা দিয়ে সরু একটি হলওয়ের শেষমাথায় বাথরুমে নিয়ে এলো।

এখানেই মিসকাতকে খুন করা হয়েছিলো।

পুরনো দিনের বাড়ি, অ্যাটাচড বাথরুমের কথা তখনও কেউ চিন্তাও করতো না। ঘর-বাড়ি থেকে যতোটা দূরে এসব 'পঙ্কিল' আর 'নোংরা' জিনিস রাখা যায় ততোই ভালো–এমনই ছিলো তখনকার দিনের রীতি।

বাথরুমের পুরনো মডেলের বেসিন, কমোড আর ট্যাপ-শাওয়ার দেখে চারু ধারণা করলো, মূল বাড়িটা বানানোর আরো পরে এটা বানানো হয়েছে। হয়তো শোবার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা কামড়া ছিলো চাকরবাকরদের জন্য, সেটাকে বাথরুমে বদলে ফেলা হয়েছে।

বাথরুমটার আকার কম করে হলেও দশ বাই বারো ফুটের হবে। দরজাটা এখনকার দিনের মতো পিভিসি শিটের নয়, নক্সা করা ভারি কাঠের তৈরি। হাইপ্যান-লোপ্যান দুটোই আছে পাশাপাশি। পুরনো দিনের বাথরুমে পুরনো দিনের লালচে বাল্ব। একদম মানানসই। আয়নাটা বেশ মলিন আর নোংরা হয়ে আছে।

এখানেই মিসকাতকে একা পেয়ে যায় ফ্রাঙ্কেনস্টাইনরূপি খুনি। মিসকাত যদি চিৎকার দিয়েও থাকে, শোবার ঘরে বেঘোরে পড়ে থাকা তার বান্ধবির কানে সেটা পৌঁছায়নি। এই সুযোগে খুনি ইচ্ছেমতো চাকুটা ব্যবহার করে জিঘাংসা মিটিয়েছে। তারপর কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই

BanglaBook.org

চলে যেতে পেরেছে বাড়ি থেকে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে মায়া আর চারু বাড়ির পেছন দিককার অংশে চলে এলো। সামনের অংশের চেয়ে পেছনের অংশ অনেক বেশি বড় আর বৈচিত্র্যময়। বিশাল একটি পুকুর, ওষুধি বাগান আর পুকুরের অন্যপাশে ছোট্ট টিনশেডের ঘর। পুকুরের এক পাশে তিন-চারটা পাকা কবরও দেখতে পেলো। সম্ভবত মিসকাতের পূর্ব-পুরুষদের।

সারা বাড়িতে প্রচুর গাছপালা। এটা বাড়ির সীমানা প্রাচীর থেকেই শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড গরমেও ঝিরিঝিরি বাতাসের কারণে ভালো লাগছে মায়ার। এরকম পরিবেশে এলে সব সময়ই তার ভালো লাগে। একটা গাছের নিচ থেকে মার্বেল আকৃতির ছোট্ট একটা ফল কুড়িয়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে শুরু করলো সে।

"কি এটা?" জিজ্ঞেস করলো চারু।

"লটকন," জবাবে বলল মেয়েটি। "খাবেন?"

হাত নেড়ে না করে দিলো। সে এখানে লটকন খেতে আসেনি, ঘটনার জট খুলতে এসেছে। চারুর দৃষ্টিতে তদন্তকারির তীক্ষ্ণতা থাকলেও মায়াকে দেখে মনে হচ্ছে সে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চাইছে ক্ষণিকের জন্যে।

পুরো বাড়িটা এক পাক ঘুরে এসে আবারো মেইন গেটের সামনে চলে এলো তারা। সীমানা প্রাচীরের দিকে ভালো করে তাকালো চারু। আট-দশ ফুটের মতো উঁচু প্রাচীর ঘেষে বিভিন্ন ধরণের গাছ-গাছালি। মেইনগেটের ডানদিকে, দশ-বারো গজ পরে একটা নাম-না-জানা গাছ চোখে পড়লো। গোড়া থেকে একটু বেঁকে এমনভাবে উঠে গেছে যে, খুব সহজেই গাছে চড়তে অভ্যস্ত মানুষ সেটা বেয়ে সীমানা প্রাচীর ডিঙাতে পারবে।

যদিও চারুর এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তারপরও চেষ্টা করে দেখলো। একটু বেগ পেলেও প্রাচীরের উপরে ওঠার মতো উঁচুতে উঠতে পারলো সে। কেয়ারটেকার আর লোকাল থানার এসআই হা করে চেয়ে রইলো তার দিকে।

"এভাবে তো দেয়াল টপকানো সম্ভব," গাছ থেকে নেমে দু-হাত ঝাড়া দিয়ে আলগা ময়লা পরিস্কার করতে করতে চারু বলল।

"হ, যাইবো তো," শামসু মিয়া সায় দিলো।

"তাহলে খুনি এভাবেই দেয়াল টপকে চলে গেছে," অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো সে।

কথাটা শুনে কেয়ারটেকার আর এসআই একে অন্যের দিকে তাকালো।

BanglaBook.org

"ঐ দিন পার্টিতে সবার শেষে যে ছেলেটা এসেছিলো সে কিসে করে এখানে এসেছিলো? তুমিই তো গেট খুলে তাকে ঢুকতে দিয়েছিলে, তাই না?" কেয়ারটেকারের কাছে জানতে চাইলো চারু।

"এইটা তো আমি দেহি নাই," বলল শামসু মিয়া। "গেট খুইল্যা দেহি একটা ভুত খাড়ায়া আছে। আমি তো পারলে চিক্কুরই দিয়া দিতাম কিন্তু রাইতে মিসকাতভাই আর তার বন্ধুবান্ধবগো ভুত সাজতে দেখছিলাম বইলা না ডরাই নাই।"

"ঐ ছেলেটা মুখোশ পরেই ঢুকেছিল তাহলে?" চারু আরেকটু নিশ্চিত হতে চাইলো।

"হ।"

"কিন্তু সে কিসে করে এখানে এসেছিল তুমি সেটা দেখোনি?"

"না।"

চারু জানে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়াটা খুব জরুরি। কিন্তু কেয়ারটেকার যদি এটা না জেনে থাকে তাহলে অন্য কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ঐদিন কিভাবে এখানে এসে পৌছালো।

চারুকে চুপ থাকতে দেখে কেয়ারটেকার বলল, "এইহানে ভুতের আছর আছে...জায়গাটা খারাপ। ঐ ঘটনার পর থিকা তো আমার চক্ষে ঘুম নাই। রাইত-বিরাইতে মানুষের পায়ের আওয়াজ পাই। মনে অয় কেউ হাটতাছে বাগানে। মিসকাত ভায়ের আত্মা মনে অয়।"

এ নিয়ে কেয়ারটেকারের সাথে কোনো তর্ক করলো না চারু। যেখানে শিক্ষিতেরাই অশরীরি আত্মায় বিশ্বাস করে সেখানে শামসু মিয়াদের মতো স্বল্পশিক্ষিত একজনকে দোষ দেয়া যায় না।

"সবার শেষে যে ছেলেটা ঢুকেছিলো তার সাথে তোমার কোনো কথা হয়নি?"

"না। হে তো দরজায় জোরে জোরে বাড়ি মারছে খালি। আমি গেটের ফুটা দিয়া দেহি একটা ভুত খাড়ায়া আছে। মিসকাতভাই আগেই কইছিলো, হে গো আরেকজন বন্ধু আইবো।"

"তাহলে তুমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ভেতরে ঢুকতে দিয়ে দিলে?"

চারুর এমন কথায় লোকটার কেয়ারটেকারসত্তায় আঘাত লাগলো। "জিগামু না ক্যান, জিগাইছি তো," জোর দিয়ে বলল সে। "হে কুনো জওয়াব দেয় নাই। মিসকাত ভায়ের এক বন্ধু আইসা আমারে কইলো এইটা

BanglaBook.org

তাগোর বন্ধু, তাই আমি আর কিছু না জিগায়া গেট খুইল্যা দিসি।"

"কোন বন্ধুর কথা বলছো তুমি?"

কেয়ারটেকার একটু লজ্জা পেলো মনে হয়। "ঐ যে...ইয়ের মতো...মাইগা টাইপের একটা পোলা আছে না?"

চারু বুঝতে পারলো কার কথা বলছে। অ্যাঞ্জেল। "তারপর তুমি কি করলে?"

"আর কি করমু...গেটে তালা দিয়া সোজা আমার ঘরে আইসা শুইয়া পড়ছি।"

"খুনের আগপর্যন্ত তুমি তোমার ঘরেই ছিলে?"

"হ। যহন আমার চোখ লাইগ্যা আইছে তহন হেগোর চিল্লাচিল্লি শুইন্যা ঘুম ভাঙছে।"

"ঠিক আছে।" কথাটা বলে মায়ার দিকে তাকালো সে। "আপনার কিছু জানার নেই? ওকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"না। আমার কিছু জানার নেই," মায়া উদাস হয়ে বাড়ির চারপাশটা দেখতে দেখতে জবাব দিলো।

বাঁকাহাসি দিলো চারু আহসান। তদন্ত করা এ মেয়ের কাজ নয়। এসআই আর কেয়ারটেকারকে রেখে তারা দু-জন হাটতে হাটতে একটু দূরে চলে এলো। মায়া এখনও লটকন না ফটকন মুখে দিয়ে চিবিয়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টিতে কোনো কৌতুহল নেই।

"ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে যে-ই ঢুকে থাকুক তাকে অ্যাঞ্জেল সহায়তা করেছে।"

মায়া অবাক হয়ে তাকালো চারুর দিকে। "আপনার ধারণা অ্যাঞ্জেল এই খুনের সাথে জড়িত?"

"হুম। অনুমাণ করছি আর কি।"

"আমার অবশ্য সে-রকম মনে হচ্ছে না।"

"মনে হচ্ছে না!" মায়ার কথাটা পুণরুক্তি করলো যুক্তিবাদি। "তদন্তের সময় 'মনে হয়' জাতীয় কথা বলবেন না। মন একটা বোগাস জিনিস। সেই বোগাস জিনিসের উপরে বেশি নির্ভর করলে পস্তাতে হবে।"

চারুর খোঁচাটা এবার হজম করলো না মায়া। "মন বোগাস, অলৌকিকত্ব বোগাস! দারুণ! সবই বোগাস। আমরা তাহলে বোগাস একটা দুনিয়াতে বোগাস বোগাস সব জিনিস নিয়ে বাস করছি।"

মেয়েটার তীর্যক কথায় চ্যালেঞ্জের গন্ধ পেলো চারু। "মন আসলেই

BanglaBook.org

পুরোপুরি বোগাস জিনিস। *বোগাস* বু কবিতাটা পড়েছেন? মন **হলো** সবচাইতে বড় বোগাস বু।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, মনের কোনো অস্তিত্ব নেই?"

মায়ার চোখে চোখ রেখে দৃঢ়ভাবে বলল চারু, "না, নেই।"

"তাহলে মানুষ হলো হৃদয়হীন একটি প্রাণী?"

"মন আর হৃদয় এক জিনিস না। একটা আছে, আরেকটা নেই।"

"বুঝলাম না," মায়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো চারুর দিকে। "আমি এতদিন জানতাম আপনাদের মতো লোকজন আত্মায় বিশ্বাস করে না...এখন দেখছি মনেও বিশ্বাস নেই!"

আত্মবিশ্বাসি হাসি দিলো চারু।

"তাহলে আমাদের কিভাবে মনে হয়?...মন খারাপই বা হয় কিভাবে?"

"আপনি যেটার কথা বলছেন তা আসলে অন্য জিনিস...মন না।"

"একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

চারু খুব উৎসাহি হয়ে বলল, "আপনি কখনও পান খেয়েছেন?"

একটু অবাকই হলো মায়া। এই জিনিসটা সে প্রায়ই খায়। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করাটা তার অনেক অদ্ভুত বাতিকের একটি। তবে স্বাস্থ্যকর নয় বলে মাঝেমধ্যে শখেরবশে কাজটা করে। তার গৃহকর্মি মেয়েটা প্রায়ই আয়েশ করে পান খায়। তার কাছ থেকে নিয়ে মাঝেমধ্যে সে-ও পরখ করে দেখে। "হুম, খাই তো।"

"পান খেলে লাল রঙটা পাওয়া যায়, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। এই সহজ সত্যটা কে না জানে।

"কিন্তু পান, সুপারি আর চুনে কি লাল রঙটার অস্তিত্ব আছে?"

মাথা দোলাল সাবেক রেডিও জকি। নেই।

"তাহলে লাল রঙটা কোত্থেকে এলো?"

"পান, সুপারি আর চুনের মিশ্রণের ফলে লালটা আসে," ঝটপট জবাব দিলো মায়া।

"ঠিক।" চারুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "সেভাবেই, আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার ফলে মন নামক একটি বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে। আসলে ওটার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই।"

"আচ্ছা, তাহলে মন সম্পর্কে আপনার এই ধারণা!"

"এটা আমার ধারণা নয়, হাজার বছর আগে এই উপমহাদেশের একটি দার্শনিক গোষ্ঠির ধারণা।"

BanglaBook.org

"তাই নাকি?" মায়া অবাকই হলো। "তারা কারা?"

"আপনি তাদের নাম শুনেছেন কিনা জানি না, তবে তাদের আরেকটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে, সেটা নিশ্চয় শুনে থাকবেন। 'ঋণ করে হলেও ঘি খাও।' "

"হুম, প্রবাদটা শুনেছি। কারা বলেছে এটা?"

"চার্বাক নামের একটি দার্শনিক গোষ্ঠি।" চারু+বাক থেকে যে চার্বাক নামটা এসেছে সেটা আর বলল না। "হাজার বছর আগে এই জনপদে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। মন সম্পর্কে যা বললাম সেটা তাদেরই ব্যাখ্যা। তারা আরো কি বলতো জানেন?"

মায়া কিছু না বলে চেয়ে থাকলো।

"পরকাল বলে কিছু নেই।" কথাটা বলেই হো হো করে হেসে ফেলল চারু। "ভাবুন একবার, হাজার বছর আগে তারা এসব কথা বলতো অথচ মানুষ তাদের কিছুই করতো না। আর এখন, প্রকাশ্যে তো দূরের কথা, ছোটখাটো কোনো মজলিশে বললেও খবর হয়ে যাবে।"

মায়া চুপ করে রইলো।

"আমাদের অবনতিটা একবার ভাবুন। ছাব্বিশ শ বছর আগে এক যুবরাজ বলল এ জগত অনিত্য, কোনো কিছুই স্থায়ি নয় এখানে। আর বেদ মোটেও কোনো ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়। এ কথা সে বেদপন্থিদের মধ্যে থেকেই প্রচার করে গেলো দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে, তাকে কেউ কিছু করলো না। কিন্তু এখন এসব কথা বললে কি পরিণতি হবে?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মায়া বলল, "আমরা কি এখন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো, নাকি বাকি কাজগুলো করবো?"

"ওহ্, সরি," লাজুক হাসি দিলো চারু। "চলুন। এখানকার কাজ শেষ।"

এসআইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিয়ে মায়াকে নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে এলো সে। ডক্টরের গাড়িটা বাইরে পার্ক করা আছে। তাদেরকে আসতে দেখে ড্রাইভার গেট খুলে দিলো।

গাড়িতে ঢোকার আগে বাড়ির বাইরে একটু ভালো করে দেখে নিলো চারু। আশেপাশে বলতে গেলে কিছুই নেই। একটু দূরে, রাস্তার পাশে একটা টঙ দোকান ছাড়া।

কী যেন ভেবে মায়ার দিকে ফিরলো। "আপনি চাইলে গাড়িতে গিয়ে বসতে পারেন...আমি একটু টঙ দোকানির সাথে কথা বলে আসি।"

BanglaBook.org

"কথা বলবেন নাকি সিগারেট কিনবেন?"

"দুটোই।" মুচকি হাসি টঙ দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

মিসকাতের দাদার বাড়ির সীমানার পরে, প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে একটা টঙ দোকান আছে। মাটি থেকে দুই-তিনফুট উঁচুতে কাঠ দিয়ে বানানো ছোট্ট একটি দোকান। সামনের এক চিলতে খোলা জায়গা, বাঁশ-কাঠ দিয়ে দোকানের দু-পাশে দুটো বেঞ্চি বসানো আছে। পড়ন্ত দুপুরে বেঞ্চিগুলো ফাঁকা, কোনো কাস্টমার নেই।

চারুকে আসতে দেখে অলসভাবে বসে থাকা দোকানি নড়েচড়ে বসলো।

"বেনসন আছে?"

"কয়টা লাগবো?" দাঁত বের করে হেসে বলল লোকটা।

"একটা।"

দোকানির মুখ অনুজ্জ্বল হয়ে গেলো। হয়তো ভেবেছিলো এক প্যাকেট বিক্রি করবে এই শহুরে কাস্টমারের কাছে। এমপির বাড়িতে যারা আসে তাদের কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা করতেই পারে, তাই বিরসমুখে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো সে।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে চারু বলল, "রাত ক-টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখেন?"

এমন প্রশ্নে দোকানি একটু অবাক হলো। "ঠিক নাই। কোনোদিন দশটা, কোনোদিন এগারোটা।"

পকেট থেকে টাকা বের করে দোকানির দিকে বাড়িয়ে দিলো। "এমপির বাড়িতে যে-রাতে খুন হলো সেদিন কয়টার দিকে বন্ধ করেছিলেন?"

চারু আশা করেছিলো দোকানি একটু সতর্ক হয়ে উঠবে, কিন্তু লোকটা যেন কথা বলার মানুষ পেয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো, "অনেকদিন আগের কথা তো..." একটু মনে করার চেষ্টা করলো। "মনে হয় এগারোটার আগেই।"

হতাশ হলো চারু। এখানে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এসেছিলো আরো পরে। তবুও জানতে চাইলো সে, "ঐদিন রাতে শেষ গাড়িটা কখন এসেছিলো দেখেছেন?"

"মেলা রাইতে আইছিলো...ঘড়ি তো দেহি নাই তাই কইতে পারুম না কয়টা বাজে আইছিলো।"

BanglaBook.org

দোকানির কথা শুনে অবাকই হলো সে। "আপনি তখনও দোকানে ছিলেন? এগারোটার আগেই না বন্ধ করে দেন?"

"আমি তো রাইতে এই দোকানেই থাকি।"

"ও," চারু বলল।

"ঐদিন রাইতে আমি ঘুমাইতে ছিলাম, শামসু মিয়া আইসা আমার ঘুম ভাঙাইছে। হে কইলো তালেবর মিয়া, সিগারেট লাগবো। আমি কইলাম, এত রাইতে জাইগা আছো ক্যান...তুমি তো তাড়াতাড়ি ঘুমায়া পড়ো? সে কইলো, এমপির পোলায় ইয়ার-দোস্ত লইয়া পার্‌টি করতাছে, তার ডিউটি বাইরা গেছে। আইজকা ঘুমাইতে অনেক দেরি হইবো।"

চারু বুঝতে পারলো লোকটা গপ্পোবাজ। "তারপর?"

"তারপর আর কি, ঘুম থেইকা উইঠা হেরে সিগারেট দিলাম। কাঁচা ঘুম ভাঙলে কি আর ঘুম আসে সহজে, কন?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো চারু। আড়চোখে ডানদিকে তাকালো। বেশ কিছুটা দূরে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে মায়া উৎসুক চোখে চেয়ে আছে তাদের দিকে।

"হের মইদ্যে আবার ধরলো পেশাব। আমি আবার দোকানের পিছনে কাম সারি। পেশাব করার টাইমেই গাড়ির আওয়াজ পাইয়া দোকানের পিছন থেইকা ফুচকি দিয়া দেহি একটা সিএনজি আইসা থামছে আমার দোকানের সামনে।"

"ঠিক এখানে?"

"এই তো...এইখানে..." দোকান থেকে আট-দশ হাত দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল। "আমি তো তাজ্জব...এত রাইতে সিএনজি ক্যান! এমপির বাড়িতে তো সিএনজি আসে না। এরা বিরাট বড়লোক, বিরাট বিরাট গাড়িতে কইরা লোকজন আসে এখানে।"

"আপনি কি করে বুঝলেন সিএনজিটা এমপির বাড়িতে এসেছিলো? ওটা তো ঐ বাড়ির সামনে থমেনি, অন্য কারোর বাড়িতেও তো আসতে পারে?"

"এই বাড়ির পর আর কোনো বাড়ি নাই।" সহজ-সরল জবাব দিলো দোকানি।

"ওহ্," বাড়িটার দিকে তাকালো চারু। সত্যি, বাড়িটার পরে পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ক্ষেতিজমির দিকে।

"দোকান দিবার পর একবারই এইখানে সিএনজি ঢুকতে

BanglaBook.org

দেখছি...শামসু মিয়া কী জানি একটা জরুরি কামে ঢাকায় গেছিলো এমপির বাড়িতে, মেলা রাইতে একটা সিএনজি নিয়া ঢাকা থিকা ফিরা আইছিলো সে।"

"এটা কবেকার ঘটনা? মিসকাতের খুনের আগে না পরে?"

দোকানি মনে করার চেষ্টা করলো। "খুনের ঘটনার আগেই..."

"আচ্ছা, এবার ঐ সিএনজিটার কথা বলেন। ঐ যে, আপনার দোকানের সামনে এসে থামলো...তারপর কি হলো?"

"আমি দোকানের পিছন থেইকা দেখলাম একজন নাইমা হাটা ধরলো এমপির বাড়ির দিকে।"

"লোকটার চেহারা কেমন ছিলো?" উদগ্রিব হয়ে জানতে চাইলো চারু।

"ঘুট ঘুইটা আন্ধার...চেহারা কেমনে দেখুম! ঠাওর করবার পারছি এক ব্যাটা নাইমা বাড়ির দিকে গেলো।"

"আর সিএনজিটা?"

"ঐটা দোকানের সামনেই আছিলো...ব্যাটা নাইমা যাওনের পর গাড়িটা ঘুরায়া রাখছে ডেরাইবার।"

কথাটা শুনে নড়েচড়ে উঠলো চারু আহসান। "একজনকে নামিয়ে দেবার পর গাড়িটা ঘুরিয়ে রেখেছে?"

"হ।"

তার মানে দু-জন এসেছিলো! মনে মনে বলল চারু।

"তারপর আমি দোকানে ঢুইক্যা দিলাম ঘুম," দোকানি বলে যাচ্ছে, "চিল্লাচিল্লি শুইন্যা ঘুম ভাঙলো আমার। উইঠ্যা দেখি ঘটনা তো প্যাচ লাইগা গেছে। এমপির পোলায় নাকি মার্ডার হইছে।"

"তখন কি সিএনজিটা আপনার দোকানের সামনে ছিলো?"

একটু ভেবে বলল দোকানি, "না। গাড়িটা তো তখন দেখি নাই।"

কিছু একটা ভেবে যেতে লাগলো চারু। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোশ পরে ভেতরে ঢুকেছিলো খুনি, আর বাইরে সিএনজি নিয়ে অপেক্ষা করেছে ড্রাইভার। কাজ শেষ হলে ঐ সিএনজিটা নিয়েই সটকে পড়ে।

সিএনজি ড্রাইভারকে সে সন্দেহের বাইরেই রাখছে আপাতত। লোকটা নিছক ভাড়া নিয়ে একজন প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিতে এসেছিলো। তার প্যাসেঞ্জার হয়তো আপ-ডাউন হিসেবে ভাড়া করেছিলো গাড়িটা। কাজ সেরে আবার একই সিএনজিতে করে ফিরে গেছে। নইলে অতো রাতে ফিরে যেতে সমস্যায় পড়তে হতো খুনিকে।

BanglaBook.org

"কি ভাবছেন?"

চারুর চিন্তা-ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে বলে উঠলো মায়া। দূর থেকে অনেকক্ষণ তাকে কথা বলতে দেখে অবশেষে মেয়েটা টঙ দোকানে চলে এসেছে।

"না, কিছু না," চারু আহসান বলল। দোকানির দিকে ফিরে তাকালো। "আচ্ছা, এমপির ছেলের খুনের ব্যাপারে পুলিশ কখনও আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি?"

"না। হেরা আমার দোকানে আইসা চা-সিগরেট খাইছে...গপসপ করছে, কিচ্ছু জিগায় নাই।"

চারু বুঝতে পারলো পুলিশ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, অর্থাৎ বাবুর ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত হয়ে গেছিলো যে, এসব ছোটখাটো বিষয় খতিয়ে দেখেনি।

"জিগাইলে আমি যা দেখছি তা-ই কইতাম। এই যে, আপনেরে যা কইলাম, এইটাই কইয়া দিতাম পুলিশ্‌রে।"

দোকানির কথা শুনে মনে হলো পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করেনি বলে এক ধরণের আফসোস রয়ে গেছে।

"ঠিক আছে, ভালো থাকবেন।" কথাটা বলে মায়ার দিকে ফিরলো সে। "চলুন, ফিরে যাওয়া যাক। এখানকার কাজ শেষ।"

তারা দু-জন চুপচাপ গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

মিসকাতের বন্ধুদের সাথে কথা বলাটা জরুরি হলেও খুবই কঠিন একটি কাজ। এর মধ্যে বাইকার বাবুর সাথে কথা বলাটা আরো বেশি কঠিন, কারণ সে মিসকাত হত্যাকাণ্ডের প্রধান সন্দেহভাজন আসামি ছিলো। তার পক্ষে শক্তিশালি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও খুনের রহস্য সমাধান হবার আগ পর্যন্ত পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারবে না সে।

এরকম একজন নিশ্চয় চারুর মতো অচেনা লোকের সাথে কথা বলতে রাজি হবে না। তবে মায়া তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলো, এ নিয়ে ভাবতে হবে না। রেডিও মুক্তিতে তার এক কলিগের সাথে বাবুর বেশ সখ্যতা রয়েছে। ওর মাধ্যমে চেষ্টা করলে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে।

কথাটা শুনে খুশি হয়েছিলো চারু। এই মেয়েটাকে সে ভেবেছিলো লেজের মতো পেছন পেছন থাকবে আর তার কাজে বাগড়া দেবে, কিন্তু পশুপাখির লেজের মতো এটারও যে ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকতে পারে সেটা বুঝতে পারেনি।

কথামতোই মায়া খুব দ্রুত তার কলিগের মাধ্যমে বাবুর সাথে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। এখন বাবুর সাথে দেখা করার জন্য তারা দু-জন চলে এসেছে ধানমণ্ডির রবীন্দ্র সরোবরে। ছেলেটার জন্য অপেক্ষা করছে। একটু আগে ফোন করে মায়া নিশ্চিত হয়েছে, বাবু তার বাবার অফিস থেকে বের হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে।

পাঁচমিনিট পর রবীন্দ্র সরোবরে একটা প্রাইভেটকার এসে থামলো। গাড়ি থেকে স্টাইলিস ক্রাচ হাতে বের হয়ে এলো বাবু। প্রায় এক বছর পরও তার পা-টা পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। এই সময়ের মধ্যে বাইকের হ্যান্ডেল ধরেও দেখতে পারেনি সে। এটা তার জন্য চরমতম দুঃখের ঘটনা। ভেবেছিলো মাসখানেকের মধ্যেই পা-টা ভালো হয়ে যাবে কিন্তু সেটা

BanglaBook.org

হয়নি। গতমাসে সিঙ্গাপুরে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করিয়ে এসেছে। সেখানকার ডাক্তার বলেছে আরেকটা অপারেশন করতে হবে, তবেই পুরোপুরি আগের মতো হাটাচলা করতে পারবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সামনের মাসেই দ্বিতীয়বারের মতো সিঙ্গাপুরে যাবে।

আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

রবীন্দ্র সরোবরে এ সময়ে খুব বেশি মানুষজন থাকে না। মাত্র এক ঘণ্টা আগে লাঞ্চ-আওয়ার শেষ হয়েছে। বিকেল হলেই লোক সমাগম বাড়বে এখানে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো বেশ মেঘাচ্ছন্ন। নির্ঘাত বৃষ্টি হবে। গতকাল তার ভার্সিটি-ফ্রেন্ড অপু ফোন করে জানায়, আর.জে মায়া তার সঙ্গে কী একটা বিষয় নিয়ে দেখা করতে চাইছে। পারলে সে যেন লাঞ্চের পর একটু সময় দেয়। খুব বেশি দূরে যেতে হবে না, তার ধানমণ্ডির অফিস থেকে খুব কাছে, রবীন্দ্র সরোবরে আসলেই হবে। কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলো বাবু।

আজ থেকে বছর তিনেক আগে র‍্যাম্পে দেখে মায়ার উপর ক্রাশ খেয়েছিলো সে। মেয়েটার সাথে সামনাসামনি একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে পারলে মন্দ হয় না। আজকাল তার জীবন বড্ড একঘেয়ে আর রুটিনমাফিক হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং ধানমণ্ডিতে বাবার বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হেড-অফিসে বসতে হচ্ছে তাকে। কাজ বলতে কিছুই করে না, শুধু দেখে আর মোবাইলে ফেসবুকিং করে টাইমপাস করে। তার বাবার ধারণা, কিছু না-করলেও নিয়মিত অফিসে বসলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছেলে অনেক কিছুই শিখতে পারবে। নইলে এম্প্লয়িরা মনে মনে অবজ্ঞা করবে। বাবার জোরে অফিসের বিরাট পদ জুটিয়ে নেয় যারা তাদেরকে কোনো কর্মচারিই সুনজরে দেখে না।

বাবু নিজেও চায় না হুট করে উত্তরাধিকারী সূত্রে বাবার অফিসে গিয়ে চেয়ারে বসতে। তবে কোনোভাবেই অফিসে মন বসাতে পারছে না সে। খুব যে চেষ্টা করছে তা-ও নয়। আসলে খোঁড়া পা নিয়ে এক ধরণের হীনমন্যতায় ভোগে। যদিও ডাক্তার বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে তারপরও তার মনে একটি আশংকা উঁকি মারে প্রতিনিয়ত–আর কখনও যদি পা-টা আগের অবস্থায় ফিরে না যায় তাহলে?

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সুনশান লেকের দিকে তাকালো।

BanglaBook.org

এ জায়গাটায় সচরাচর আসা হয় না তার। ধানমণ্ডিতে অফিস করলেও সে থাকে বারিধারায়। গুলশান-বনানী আর বারিধারার সবই তার নখদর্পনে, ধানমণ্ডির বেশিরভাগ এলাকা তার কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়।

"সরি...একটু লেট করে ফেলেছি।"

নারী কণ্ঠটা শুনে পেছন ফিরে তাকালো বাবু। আর.জে মায়ার বেশভুষা দেখে একটু ভিমরিই খেলো। এ মেয়েকে মডেলিং আর র‍্যাম্পে দেখেছে কয়েকবার, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি বাস্তবেও সে এমন অদ্ভুত সাজ-পোশাকে ঘুরে বেড়ায়।

চওড়া একটা হাসি দিলো বাবু। "ইটস ওকে, আমিও এইমাত্র এসেছি," এরপরই তার চোখ গেলো মায়ার পেছনে এক যুবক ধীরপায়ে হেটে আসছে।

"আমি মায়া," হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল সাবেক আর.জে।

"চৌধুরি ইবনুল আহসান...বাবু," মেয়েটার সাথে করমর্দন করে মাপা হাসি দিয়ে নিজের পরিচয়টা দিলো। অফিসে বসার পর থেকে তার বাবার কঠিন আদেশ, সে যেন পরিচয় দেবার সময় তার আসল নামটি বলে। আমি বাবু–এটা কোনো পরিচয় হতে পারে না। একদম নন-সেন্স!

তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে মায়া পেছন ফিরে তাকালো ঐ যুবকের দিকে। প্যান্টের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে তাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। "আসো..." পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ডাকলো মায়া। তারপর বাবুর দিকে ফিরে বলল, "আমার কাজিন...চারু।"

বাবু একটু হতাশই হলো। সে ভেবেছিলো মেয়েটা তার সাথে একা-ই দেখা করতে আসবে, সাথে করে যে একটা লেজ নিয়ে আসবে কল্পনাও করেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চারুর সাথে হাত মেলালো সে।

"ও আমার নতুন প্রজেক্টে হেল্প করছে," সুন্দর করে বানিয়ে বলল মায়া।

"নাইস টু মিট ইউ," বলল চারু।

মাপাহাসি দিলো বাবু।

"চলো...ওখানে গিয়ে একটু বসি," একটু দূরে লেকের দিকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির মতো ধাপগুলো দেখিয়ে বলল। ইচ্ছে করেই সে তুমি করে সম্বোধন করছে। সমবয়সি কলিগের বন্ধু, তাই কমিউনিকেশনে অভিজ্ঞ মায়া এমন সুযোগ হাতছাড়া করলো না।

BanglaBook.org

তারা তিনজন চুপচাপ ইট দিয়ে বাঁধানো ধাপের উপর গিয়ে বসলো। বাবুর পাশে বসলো মায়া, তার পাশে চারু।

"আমি আপনাকে আগেই বলে দেই–"

"অ্যাই," বাবুর কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বলে উঠলো মায়া। "আমি তোমাকে তুমি করে বলছি...তুমি কেন আমাকে আপনি করে বলছো? স্ট্রেইঞ্জ। আমরা কিন্তু সমবয়সি।"

বোকার মতো হেসে ফেলল বাবু। "সরি।" তারপর কথার খেইটা খুঁজে নিয়ে আবার বলল, "তোমাকে আগেই বলে দেই, ঐ ঘটনাটা নিয়ে তোমাদের রেডিও'র প্রোগ্রামে কিন্তু আমি পার্টিসিপেট করতে পারবো না। আব্বুর কঠিন নিষেধ আছে। তাছাড়া কেসটা এখনও তদন্ত হচ্ছে। পুলিশও এটা ভালো চোখে দেখবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মায়া তাকে আশ্বস্ত করলো। "আই নো...আই নো, বাবু।" একটু থেমে আবার বলল সে, "তোমাকে কোনো প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতে হবে না। তুমি শুধু ঐ দিনের ঘটনাটা আমাকে বলো।"

ভুরু কুচকে তাকালো ছেলেটা। "তুমি কি এটা নিয়ে রেডিও'তে প্রোগ্রাম করবে?"

"না। সে-রকম কিছু না।"

"তাহলে এটা জানতে চাইছো কেন?" কথাটা বলেই আড়চোখে মায়ার পেছনে বসে থাকা চারুর দিকে তাকালো।

"আমি আসলে নতুন একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। এটার সাথে রেডিওর কোনো সম্পর্ক নেই।" মায়া যে এখন রেডিও'তে নেই সেটা চেপে গেলো ইচ্ছে করেই।

"কি প্রজেক্ট?" কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলো বাবু।

"আমি এখন সুপারন্যাচারাল ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করছি। ইচ্ছে আছে একটা বই লেখার, আমার এই কাজিন আমাকে বইটা লিখতে সাহায্য করছে। ওর লেখার হাত খুব ভালো।" একনাগারে কথাগুলো বলে গেলো মায়া। সে ভালো করেই জানে, বাবুর মতো ধনী পরিবারের সন্তানেরা আর যাই-হোক বাঙলা বই নেড়েও দেখে না। এটা তার কলিগ অপুও নিশ্চিত করেছে। বাইকার বাবুর হাতে অ্যাকাডেমিক বই ছাড়া কখনও অন্য কোনো বই দেখেনি।সুতরাং চারুর আসল পরিচয়টা তার জানার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

BanglaBook.org

ঠোঁট ওল্টালো বাবু। "ওয়াও, সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং টু মি।"

মায়া কেবল হাসলো। "তোমাদের ঐ ঘটনাটা আমাকে খুবই অ্যাট্রাক্ট করেছে।"

"বুঝতেই পারছো আমাদের প্যারেন্টস্‌রা চায় না এ নিয়ে মিডিয়ার সামনে কিছু বলি।"

"হুম। সেটাই স্বাভাবিক। তাদের জায়গায় আমি হলেও একই কাজ করতাম হয়তো।"

বাবু কিছু বলল না।

"তবে এখন ঘটনাটা আমার কাছে শেয়ার করতে তো আর সে-রকম কোনো সমস্যা নেই?"

"না, তা নেই, কিন্তু..." একটু দ্বিধা দেখা গেলো বাবুর মধ্যে। "মানে, বইতে কি আমাদের নাম-"

"আমি তোমাদের কারোর নাম-পরিচয় উল্লেখ করবো না," কথার মাঝখানে বলে উঠলো সে। "শুধু ঘটনাটা...আর কিছু না। আমি আসলে জানতে চাইছি, ঐ দিন কি হয়েছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবু। "ওকে। যদি এরকম হয় তাহলে আমার বলতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। মানে, কোত্থেকে শুরু করবো? আমি তো পার্টিতে যেতেই পারিনি, তার আগেই অ্যাকসিডেন্ট করে ফেললাম। সো, পার্টির কথা আমি কিছুই বলতে পারবো না।"

"হুম, তা জানি। তুমি তোমার পার্টটাই বলো। আমি ওটা-ই বেশি শুনতে চাচ্ছি।"

একটু চুপ মেরে গেলো বাবু। সে বুঝতে পারছে না কিভাবে বলবে। যদিও ঘটনা ঘটার পর প্রায় চার-পাঁচবার এই গল্পটা বলতে হয়েছে বিভিন্নজনকে। বিশেষ করে পুলিশ আর গোয়েন্দারা তার কাছ থেকে সব শুনে এমন ভঙ্গি করেছিলো, যেন আষাঢ়ে গল্প বলছে সে। তবে সবচাইতে বিব্রতকর ছিলো মিসকাতের মায়ের জেরা করার ভঙ্গিটি। দারোগার মতো দাপট নিয়ে আন্টি তাকে রীতিমতো ধমকের সুরে বলেছিলেন, তার বানোয়াট গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভদ্রমহিলার সমস্ত দাপট অবশ্য চুপ্‌সে গেছিলো ডাক্তারদের স্টেটমেন্টের পর।

BanglaBook.org

"ঐ দিন আমি সারাটা দিনই ব্যস্ত ছিলাম কস্টিউম জোগাড় করতে," অবশেষে বলল বাইকার-বাবু। "কে কি সাজবে সেটা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা ছিলো। আমি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সাজবো ঠিক করি। মিসকাতও বলেছিলো সেটাই ভালো হবে। কিন্তু ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোশ জোগাড় করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। শপিংমলে গিয়ে যেসব মুখোশ দেখলাম সেগুলো একদমই বাচ্চাদের। দেখতেও খুব হাস্যকর..." একটু থামলো সে। "অনেক খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে পরিচিত এক ছোটোভায়ের কাছে পেলাম মুখোশটা।"

"তাকে কি আপনি বলেছিলেন ওই মুখোশটা কেন খুঁজছেন?" চারু জিজ্ঞেস করলো। "মানে, আপনাদের হ্যালোউইন পার্টির কথা কি তাকে বলেছিলেন?"

মাথা দোলাল বাবু। "না, ওকে ওসব জানাইনি। বলেছিলাম, একজনকে ভয় দেখাবো, তাই একটু বেশি রিয়েলিস্টিক মুখোশ চাইছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"এরমধ্যে আবার আমার গার্লফ্রেন্ডের দাদি মারা গেলো বিকেলের একটু আগে, ফলে ও আর পার্টিতে যেতে পারেনি। ওরা সপরিবারে চলে যায় গ্রামের বাড়িতে। যাবার আগে আমার সাথে দেখা করে গেছিলো। এসব কারণে সবার সাথে গাজীপুরে যেতে পারিনি আমি।"

"মুখোশ আর কস্টিউমটা কখন কালেক্ট করতে পারলে তুমি?" মায়া জানতে চাইলো।

"উমমম...সন্ধ্যার দিকে ঐ ছোটোভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে মুখোশটা নিয়ে আসি।"

"তারপর?"

"কস্টিউমটা আমি দুপুরের আগেই জোগাড় করে রেখেছিলাম। তো, মুখোশ আর কস্টিউমটা ব্যাকপ্যাকে ভরে বাইক নিয়ে রওনা দিলাম সন্ধ্যার পর পর। ঐদিন বিকেল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিলো। সন্ধ্যার পর বেশ জোরে নামতে শুরু করে। ফুলার রোডে ভাস্কর্যের চত্বরটার কাছে মোড় নিতে গিয়ে আমার বাইক পিছলে গেলো। আমি খুব জোরে চালাচ্ছিলাম টাইম কাভার করার জন্য, বাঁক নেবার সময় তাই কন্ট্রোল করতে পারিনি...বাইকসহ ছিটকে পড়ি রাস্তার পাশে।"

BanglaBook.org

"ফুলার রোডে কেন গেছিলে?" মায়া জানতে চাইলো।

"যে ছেলেটার কাছ থেকে মুখোশটা নিয়েছিলাম সে থাকে পুরনো ঢাকার চাঁনখার পুলে।"

"তারপর কি হলো বলো।"

"আমার মাথায় হেলমেট ছিলো, নইলে যে কী হতো কে জানে। অ্যাকসিডেন্ট হবার পর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে পাবার পর দেখি আমি হাসপাতালে...ডান-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।"

"আপনাকে হাসপাতালে কে নিয়ে গেছিলো সেটা কি মনে আছে?" চারু জানতে চাইলো।

কাঁধ তুললো বাবু। "অ্যাকসিডেন্টের পর আমার আসলে সেন্সই ছিলো না। তবে একটা সিএনজিতে তোলা হয়েছিলো, এটুকু মনে আছে। কিন্তু কারা তুলেছিলো সেটা মনে নেই।"

"আপনার বাড়িতে খবর দিলো কে?"

"এটাও আমি জানি না। আম্মু বলেছে আমার মোবাইলফোন থেকে কেউ একজন কল করে আমার অ্যাকসিডেন্টের খবরটা দিয়েছিলো।"

"আপনার জুতো জোড়া নাকি গাজীপুরে মিসকাতদের বাড়ির সামনে পাওয়া গেছিলো?"

চারুর এমন প্রশ্নে বাবু অবাক হলো না তবে মায়া চেয়ে রইলো বিস্ময়ে। সে এটা জানতো না।

"পরদিন পুলিশ এটা আমাকে বলেছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো *অলৌকিক বলে কিছু নেই* বইয়ের লেখক।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। সেই নীরবতা ভাঙলো মায়া।

"তুমি বলছো হ্যালোউইন পার্টির কথা কাউকে বলোনি...কিন্তু বাকিরা? ওরা-ও কি কাউকে বলেনি? আমার তো মনে হয় ওদের মধ্যে কেউ বাইরের কাউকে এটা বলেছে।"

"হতে পারে, তবে আমি কাউকে কিছু বলিনি।" একটু থেমে আবার বলল বাবু, "যদি কেউ বলেও থাকে তাহলেই বা কি? আমাদের সার্কেলের বাইরে কেউ জানলে কি আমার অ্যাকসিডেন্টের সুযোগ নিয়ে খুনটা করে আসবে? সে কিভাবে জানবে আমি কখন, কোথায়, কিভাবে অ্যাকসিডেন্ট করবো?"

BanglaBook.org

"হুম...তা ঠিক। তোমার অ্যাকসিডেন্টটা তো আর অন্য কোনো গাড়ির সাথে হয়নি। তুমি নিজেই কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলে, সুতরাং কন্সপিরেসির ব্যাপারটা ধোপে টেকে না।"

"ঐ ঘটনার আগে দিয়ে আপনাদের বন্ধুমহলে কি কোনো ঝামেলা হয়েছিলো?" জানতে চাইলো চারু।

মাথা দোলাল বাবু। "না। আমাদের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা কখনও ঘটেনি। টুকটাক মনোমালিন্য বলতে যা বোঝায় তা-ও হোতো না। আমরা সবাই বেশ ক্লোজ ছিলাম। আড্ডাতে হয়তো কাউকে পচাতাম, খুব পিঞ্চিং করতাম কিন্তু সেটা আমাদের হ্যাঙ্গ-আউটের পার্ট ছিলো। ওসব নিয়ে কেউ কোনোদিন কম্প্লেইন করেনি।"

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলল বাবু।

"মিসকাতের সাথে কি কারোর কোনো ঝামেলা ছিলো? মানে, আপনাদের গ্রুপের বাইরের কারোর সাথে?"

চারুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো বাবু। তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। "নাহ্।"

"ইয়ে, কিছু মনে কোরো না," মায়া বলল, "তোমাদের গ্রুপে তো বেশকিছু মেয়ে ছিলো, ওদের নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি কখনও? হয় না, এমন তো হয়-ই।"

মাথা দোলাল বাবু। "আমাদের গ্রুপে ওসব নিয়ে কোনো ঝামেলা হতো না। একদমই না।"

"হতো না মানে?" বলে উঠলো চারু। "আপনাদের গ্রুপটা কি এখন আর নেই?"

বাবুর চোখেমুখে বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠলো। "ঐ ঘটনার পর আমাদের গ্রুপটা ভেঙে গেছে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

"ওদের কারোর সাথে তোমার যোগাযোগ হয় না?"

"কয়েক জনের সাথে হয়, তা-ও ফেসবুকে কিন্তু হ্যাঙ্গ-আউট করা আর হয় না।"

মায়া কিছু বলতে যাবে এমন সময় বাবুর ফোনটা বেজে উঠলো।

"হ্যা, বাবা?" কলটা রিসিভ করেই বলল সে। মায়া আর চারু একে অন্যের দিকে তাকালো। "না...আমি চলে যাইনি...ধানমণ্ডিতে এক ফ্রেন্ডের

BanglaBook.org

সাথে দেখা করতে এসেছি...ঠিক আছে, এক্ষুণি আসছি।"

মায়ার দিকে চেয়ে কাষ্ঠহাসি দিলো বাবু। "বাবা...আমাকে এখনই অফিসে ব্যাক করতে হবে," ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

মায়া আর চারুও উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সাবেক আর.জে। "থ্যাঙ্কস...আমাকে সময় দেবার জন্য অনেক থ্যাঙ্কস।"

মেয়েটার সাথে হাত মেলাতে মেলাতে বলল বাবু, "ইটস ওকে।"

তারপর চারুর সাথে হাত না মিলিয়ে কেবল সৌজন্যমূলক হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলো খোলা পার্কিং এরিয়ার দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

"আপনি আমাকে জুতোর কথাটা বলেননি কেন?" বাবু চলে যেতেই অভিযোগের সুরে জানতে চাইলো মায়া।

"বলার সুযোগ পেলাম কোথায়...মাত্র গত পরশু জেনেছি।"

এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না সাবেক আর.জে। "কাল প্রায় সারাটাদিন আমরা একসাথে ছিলাম কিন্তু?"

বিরক্ত হলো যুক্তিবাদি সমিতির নেতা। "খেয়াল ছিলো না, ভুলে গেছিলাম।"

"হাহ্!" কথাটা বিশ্বাসই করলো না মায়া।

"সামান্য একটা বিষয় নিয়ে আপসেট হবার কোনো মানে হয় না।"

"ঠিক আছে। ইটস ওকে," হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো মেয়েটি। "এখন বলেন, আপনার কি মনে হচ্ছে?"

"কিসের কথা বলছেন?"

"এই যে, বাবুর কথা শুনলেন...ওর কথা শুনে কি মনে হচ্ছে?"

কাঁধ তুললো চারু। "ডোসিয়ারে যেরকমটি বলা আছে বাবু তার বাইরে কিছু বলেনি। আরো কিছু বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে। অন্যদের সাথেও কথা বলতে হবে।"

"হুম। কিন্তু কাকে দিয়ে শুরু করবেন?"

"সেটাই ভাবছি।"

হঠাৎ বলে উঠলো মায়া, "কফি খাবেন? ঐ যে টেম্পোরারি ফুডকোর্টগুলো দেখছেন, ওরা চা-কফি ভালোই বানায়।"

সায় দিলো চারু, "হুম...খাওয়া যায়।"

মায়া আর কিছু না বলে সামনের একটি ফুডকোর্টের দিকে এগোলো। "বাবুর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাজটা আপনার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে।"

মেয়েটার পাশাপাশি হাটতে হাটতে বললো চারু, "যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার কথা বলছেন তো?"

"হুম," সামনের দিকে তাকিয়েই বলল সাবেক আর.জে।

BanglaBook.org

"বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি সব সময়ই কঠিন...এটা নিয়ে আমি ভাবছি না। মাত্র কাজে নামলাম...একটু অপেক্ষা করুন, দেখেন কি বেরিয়ে আসে।"

ফুডকোর্টের সাজানো চেয়ার-টেবিলগুলোর একটাতে গিয়ে বসলো ওরা দু-জন।

"আমার কাছে মনে হচ্ছে ঘটনাটা খুবই অস্বাভাবিক।"

বাঁকাহাসি হাসলো চারু। "শুরুতে অনেক ঘটনাই অস্বাভাবিক, রহস্যময় আর ভুতুরে বলে মনে হতে পারে।"

তার কণ্ঠে বিদ্রূপের সুরটা ধরতে পারলো মায়া। "আর শেষে? সব ঘটনার কি ব্যাখ্যা মেলে? সব সময় মেলে?"

মেয়েটার দিকে তাকালো চারু। বামচোখের নিচে টিয়ারড্রপ ট্যাটুর কারণে কাজল দেয়া মায়াবি চোখদুটো অসম্ভব সুন্দর লাগছে। এই মেয়ের সান্নিধ্যে যুক্তির মতো বিষয়টাকে খুবই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে এখন। পড়ন্ত দুপুরে নিরিবিলি লেকের পাশে বসে এর সাথে তর্ক করার কোনো মানেই হয় না।

"সব সময় ব্যাখ্যা দেয়া যায় এ কথা আমি কখনও বলিনি," অবশেষে বলল সে। "এটা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপরে।"

"ওয়েট," বলেই ছেলেদের মতো তুড়ি বাজিয়ে ফুডকোর্টের এক লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করলো মায়া। দুই আঙুল তুলে বলল, "দুটো কাপুচিনো।" তারপর চারুর দিকে ফিরলো, "হুম...এবার বলুন।"

"যে ব্যাখ্যা করছে তার জ্ঞান, মেধা, বিষয়টার উপরে তার দখল, এসব কিছুর উপরে নির্ভর করে। আবার সময়ের উপরেও নির্ভর করে। আজকে হয়তো ব্যাখ্যা করা গেলো না কিন্তু ভবিষ্যতে ঠিকই করা যাবে। এরকম আরো অনেক কিছু আছে।"

"হুম।"

"যাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হবে তাদের উপরেও এটা নির্ভর করে। তারা কতোটা বিজ্ঞান বোঝে, যুক্তি মানে সেটাও দেখা দরকার।"

"যেমন?"

"আপনি হয়তো একটা রহস্যময় অতিপ্রাকৃত ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন, এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনাকে বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম আর সূত্রের সহায়তা নিতে হলো, কিন্তু দেখা গেলো যাদের কাছে এসব ব্যাখা করছেন তারা এসবের কিছুই বুঝতে পারলো না। তখন কি হবে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া।

BanglaBook.org

"তাদেরকে আপনি কোনোভাবেই এটা বোঝাতে পারবেন না।"

"এরকম ঘটনা আপনার বেলায় অনেক ঘটেছে মনে হয়?"

মুচকি হাসলো সে। "হুম...প্রায়ই এমনটা হয়।"

এমন সময় দু-মগ কফি চলে এলো তাদের টেবিলে।

"গণেশের মূর্তি দুধ পান করে–এই ঘটনাটার কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে?" নিজের মগটা তুলে নিয়ে বলল চারু।

"হুম," মায়াও তার মগটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে চুমুক দিলো। "প্রথমে ভারতে শুরু হয়েছিলো এটা, তারপর এখানেও শুরু হয়ে যায়।"

"আমি তখন এসএসসি দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, বেশ হাউ-কাউ শুরু হয়ে গেলো এটা নিয়ে। টিভিতেও দেখানো হলো কিভাবে গণেশের মূর্তি দুধ পান করছে চামচ থেকে। আমি ছুটে গেলাম বাড়ির কাছে এক মন্দিরে, কয়েক শ' লোকের লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে নিজের চোখে দেখলাম গণেশ চামচ থেকে সত্যি সত্যি দুধ শুষে নিচ্ছে!"

মায়ার ভুরু কুচকে গেলো। "আপনি ঐ বয়স থেকেই এসব করে বেড়াচ্ছেন?"

দাঁত বের করে কৃত্রিম হাসি মুখে ফুটিয়ে বলল চারু, "জি, ম্যাডাম।"

"তারপর...বলেন?" কফিতে চুমুক দিলো মেয়েটি। বেশ আগ্রহ বোধ করছে সে।

"বাড়ি ফিরে এসে আমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে এটা নিয়ে পড়ে থাকলাম। গণেশের মূর্তি কি করে দুধ শুষে নিচ্ছে চামচ থেকে–মাথায় কিছুই ঢুকলো না। কোনোভাবেই আমি এটার ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। দু-দিন ধরে ভেবে গেলাম কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না। বয়স আর অভিজ্ঞতা দুটোই অনেক কম ছিলো, তারপরও হাল ছেড়ে দিতে রাজি ছিলাম না আমি। ঐ দু-দিন মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো–গণেশ কিভাবে তার শুড় দিয়ে দুধগুলো শুষে নিলো চামচ থেকে।"

"দু-দিন পর কি হলো?"

মায়ার দিকে তাকিয়ে কফিতে চুমুক দিলো সে। "দ্বিতীয় দিন বিকেলে শুয়ে শুয়ে এটা নিয়ে যখন ভাবছিলাম তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আমি জানালার পাশে শুয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম, হঠাৎ করে আমার চোখ গেলো ছাদের কার্নিশের দিকে। বৃষ্টির পানি কার্নিশের নিচের পৃষ্ঠ দিয়ে ক্ষীণ ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে।"

BanglaBook.org

"বুঝলাম না..." মায়া বলল।

"পানিসহ সবকিছু মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে কিন্তু কার্নিশের নিচের দিকে পানির ধারাকে বিবেচনায় নিলে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় না?"

"হুম।"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম বের করে দ্রুত কিছু এঁকে দেখালো চারু আহসান।

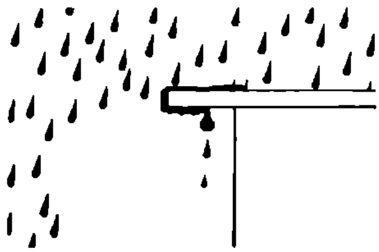

"এই যে...দেখেন, এরকমটা হতে দেখেছেন কখনও?"

চারুর ঝটপট আঁকা দেখে মুগ্ধই হলো মায়া। "আপনার আঁকার হাত তো বেশ ভালো।"

"থ্যাঙ্কস," হেসে বলল যুক্তিবাদি। "এটা কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের একটি নিয়ম। সারফেস টেনশন বলে একে। সারফেস টেনশনের কারণে পানির কণাগুলো আটকে যায়, ফলে পানির ধারা নিচের দিকে না পড়ে একটু ভিন্ন আচরণ করে।"

"এ থেকে আপনি বুঝে গেলেন গণেশের দুধ খাওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে হয়?"

"হুম," কফিটা পুরোপুরি শেষ করে ফেলল সে। আবারো ঝটপট একটা চিত্র এঁকে ফেলল কাগজে। সম্ভবত মায়ার প্রশংসা তাকে উৎসাহি করে তুলেছে। "এই যে...দেখেন এটা।"

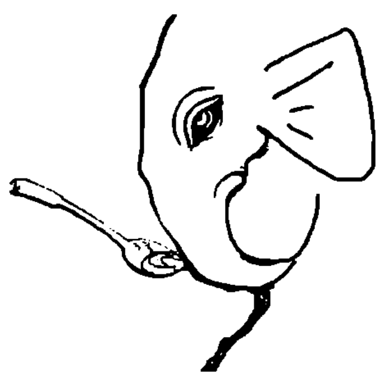

মায়া দেখতে পেলো একটা গণেশের মাথা আর চামচ এঁকেছে চারু। যথারীতি এবারও তার আঁকা বেশ ভালো। বিশেষ করে সময়ের হিসেব করলে এত দ্রুত এমন ছবি আঁকা নিশ্চয় গুণের মধ্যে পড়ে।

"হুম...ছবিটা দেখে বুঝতে পারছি।"

যুক্তিবাদি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো, "গণেশের বাঁকানো শুড়ের কাছে দুধের চামচ একটু কাত করে ধরলেই সরফেস টেনশনের কারণে শুড় বেয়ে দুধ কিংবা যেকোনো লিকুইড নিচে পড়ে যায়, তবে সেটা কেউ খেয়াল করে না, কারণ সবার নজর থাকে চামচের দিকে, আর চিকন একটি ধারায় দুধগুলো পড়ে বলে ভালো করে না দেখলে সেটা চোখে ধরা পড়ে না। শুধু দেখা যায় চামচের তরল আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

"ওয়াও!" মায়ার চোখেমুখে প্রশংসা।

"মজার ব্যাপার কি জানেন, চামচটা কায়দা করে না ধরলে কিন্তু এই কেরামতিটাও দেখানো সম্ভব হবে না। একটু আস্তে করে চামচটা কাত করলেই বিভ্রান্তিটা সৃষ্টি হয়।"

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো মায়া। "আপনি এটা প্রমাণ করলেন ঐ বয়সেই?"

মিটিমিটি হেসে মাথা দোলাল চারু। "হ্যা। আমি তাদেরকে দেখালাম, ওভাবে গণেশ শুধু দুধই খাবে না মদও খাবে, সব ধরণের তরলই খাবে! এ কথা শুনে তারা তো পারলে আমাকে মারতেই আসে।"

"কিন্তু পত্রিকায় এ নিয়ে কোনো খবর দেখিনি কেন?"

"পত্রিকাগুলো সেনসেশন নিউজ ছাপাতে আগ্রহি। রহস্যের সমাধান অতোটা সেনসেশন বলে মনে হয় না ওদের কাছে।"

"যাদেরকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তারা আপনার কথা বিশ্বাস করেনি কেন?"

"ওরা বিজ্ঞানের এসব নিয়ম সম্পর্কে কিছুই জানতো না। ওদেরকে সারফেস টেনশন বোঝাতে গিয়েই টেনশনে পড়ে গেছিলাম!"

হেসে ফেলল মায়া। কফির মগ খালি করে টেবিলে রেখে দিলো সে। "ভালোই বলেছেন।"

"সুতরাং যাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন তাদের জ্ঞানের পরিধির উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেয়েটি। "দেখা যাক হ্যালোউইনে খুনের

BanglaBook.org

ঘটনাটাও আপনি এরকম কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিনা।"

মেয়েটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো চারু। "ব্যাখ্যা আমি ঠিকই দেবো, কিন্তু যাদের দেবো তারা আদৌ সেটা বুঝতে পারবে কিনা জানি না। আর বুঝতে পারলেও মানতে পারবে কিনা সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।"

আল্‌তো করে মুখ বাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকালো মায়া। অপলক চোখে চেয়ে রইলো চারু। মেয়েটার কপট অভিমান আরো বেশি মোহনীয় লাগছে তার কাছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

ডক্টর আজফার হুসেন নিজের সুবিশাল ড্রইংরুমে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। ত্রিশ বছরের পুরনো টার্নওভারের উপর মৃদু টাল খেয়ে অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে কালো রঙের একটি ভিনাইল লং-প্লে। ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে রবি শঙ্করের সেতারে রাগ মিশ্র ভৈরবি।

নির্দিষ্ট রাগ শোনার নির্দিষ্ট সময়-ক্ষণ আছে কিন্তু আজফার হুসেন সে-সব মানেন না। তার কাছে এগুলো বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। মানুষের মন-মেজাজই হলো আসল নিয়ামক। দিনের কোন্ সময়ে কি শুনতে হবে তার চেয়ে কখন কোন্ মুড থাকবে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার যখন মিশ্র ভৈরবি শুনতে ইচ্ছে করবে শুনবেন। হোক না সেটা দিনের যে-কোনো সময়ে।

একটু আগে নাস্তা করে এখানে এসে বসেছেন। তাকে দেখে মনে হতে পারে ফিটফাট হয়ে বাইরে কোথাও যাবেন, আদতে নাস্তা করার পর এভাবে পরিপাটি হয়ে থাকেন তিনি। আর পছন্দের গান শুনে দিনের শুরু করতে পারলে বেশ ভালো লাগে।

বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে তাকালেন ডক্টর। টোটা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। সোফার পাশে সাইড-টেবিল থেকে রিমোটটা তুলে ভলিউম কমিয়ে দিয়ে বামনটাকে শুধু বললেন, "এখানে নিয়ে আসো।"

কিছুক্ষণ পর টোটার সাথে ঘরে ঢুকলো মায়া আর চারু।

"গুড মর্নিং, ডক্টর," সুললিত কণ্ঠে বলল মায়া।

"গুড মর্নিং," বেশ আমোদের সাথে জবাব দিলেন ডক্টর।

চারু অবশ্য এসবের ধার ধারলো না, শুধু সৌজন্যমূলক হাসি দিয়ে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে পড়লো।

"কেমন আছো তোমরা?"

"ভালো," জবাব দিলো মায়া।

"কি খাবে, চা না কফি?"

"আমি কফি।"

BanglaBook.org

চারুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডক্টর।

"চা।" ছোট্ট করে বলল সে।

চওড়া হাসি দিয়ে টোটার দিকে তাকালেন আজফার হুসেন। বামন কোনো কথা না বলে চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলো। "এখন বলো, কি খবর? কাজে নেমে পড়েছো নাকি?"

"হুম," মায়া বলল, "শুরু করে দিয়েছি।"

"বাহ্...দারুণ।"

"আপনি কি বেরুচ্ছেন?"

মেয়েটার প্রশ্নে মুচকি হাসলেন ডক্টর। "নো, ডিয়ার। ব্রেকফাস্টের পর আমি সব সময় এরকম ফিটফাট হয়েই থাকি।"

"ওয়াও!" সাবেক রেডিও-জকি এমনভাবে বলল যেন সত্যি সত্যি সে মুগ্ধ হয়েছে। "আই লাইক দ্যাট।"

"থ্যাঙ্কস।" প্রসন্নভাবে হাসি দিলেন ডক্টর। "বাই দ্য ওয়ে...তোমাদের কাজ কেমন চলছে?"

"আমরা শুরু করেছি মাত্র," এবার সচেতনভাবেই 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করলো চারু। "প্রথমে নিজেরা খতিয়ে দেখবো সবকিছু, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো তদন্তের পরবর্তি ধাপ কোনটা হবে।"

"গুড।"

"ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ," আস্তে করে বলল মায়া। "ওদের বাবা-মা'রা ওভার প্রটেক্টিভ হয়ে গেছে।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "তবে তোমাদের দু-জনের উপরে আমার বিশ্বাস আছে, তোমরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে।"

কথাটা শুনে মায়া খুব খুশি হলেও চারু নির্বিকার রইলো।

"আমার বাড়িতে একটা লাইব্রেরি আছে। তোমরা এখনও সেটা দেখোনি। মোটামুটি ভালো কালেকশানই আছে। চাইলে ওটা যখন তখন ব্যবহার করতে পারো। আর তোমাদের যদি কিছু লাগে টোটাকে বলবে, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

কথাটা শুনে চারু একটু আগ্রহি হয়ে উঠলো। "রিকয়্যারমেন্টে আমরা কি স্পাই গেজেট দিতে পারবো?"

মায়া অবাক হলো কথাটা শুনে।

BanglaBook.org

ভুরু কপালে তুলে ডক্টর বললেন, "স্পাই গেজেট?"

"হুম।"

একটু ভেবে নিলেন তিনি। "শিওর। লোকাল মার্কেটে যদি পাওয়া যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই, নইলে বাইরে থেকে আনাতে হবে। তোমরা অনলাইন-শপিং করতে পারো। আমার ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিটকার্ড আছে...আই ক্যান বাই দেম ফর ইউ।"

"থ্যাঙ্কস," আস্তে করে বলল চারু।

মায়া তার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালো। "আমরা কি কারো পেছনে স্পাইং করবো?"

"দরকার হলে করতে হবে।"

ডক্টরের দিকে তাকালো মায়া কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। যেন ব্যাপারটায় তার সায় আছে।

"ভুলে যাবেন না, এটা ক্রিমিনাল কেস," চারু মনে করিয়ে দিলো তাকে। "একজনকে খুন করা হয়েছে, তবে সেটা যে-ই করেছে অ্যালিবাই হিসেবে ভুতুরে একটা কাহিনী ফেঁদেছে।"

"হুম," গম্ভির কণ্ঠে বললেন ডক্টর। "ওর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে।"

"আমরা গতকাল সন্দেহভাজন খুনির সাথে কথা বলেছি," মায়া বলল খুব উৎসাহি হয়ে।

"আচ্ছা!" আগ্রহি হয়ে উঠলেন ডক্টর।

চারু অবশ্য কথাটা এখনই বলার পক্ষে ছিলো না, কিন্তু মায়া যখন বলেই ফেলেছে তখন আর কী করা।

"তার সাথে কথা বলে মনে হয়েছে আর যা-ই হোক, খুনের সাথে সে জড়িত নয়।"

"এটা বলার সময় এখনও আসেনি," আস্তে করে বলল চারু আহসান। "ইটস টু আর্লি টু সে।"

মায়া আর ডক্টর তার দিকে তাকালো।

"সে খুনটা করেনি, শুধু এটুকু বলা যেতে পারে কিন্তু খুনের সাথে সে জড়িত নয় এ মুহূর্তে এটা বলা যাচ্ছে না।"

মায়া খুব অবাক হলো। "আপনি বলতে চাইছেন ও নিজে না করলেও খুনের সাথে জড়িত থাকতে পারে? হাউ কাম?!"

"সেটা তদন্ত শেষ হলেই বোঝা যাবে," বেশ আত্মবিশ্বাসি কণ্ঠে জবাব

BanglaBook.org

দিলো চারু।

ডক্টর তাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে বেশ আমোদিত হলেন যেন।

"ও জড়িত থাকলে নিজেকে জড়ানোর জন্য জুতো জোড়া খুলে রেখে আসতো?"

মায়ার কথায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডক্টর হুসেন। "জুতো?"

"এটা আপনার ডোসিয়ারে ছিলো না," বলল চারু। "আমি আমার এক সোর্সের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। পরে বাইকার বাবু নিজেও এটা স্বীকার করেছে।"

"জুতোর ব্যাপারটা কি?" ডক্টর আজফার প্রশ্নটা না করে পারলেন না।

"মিসকাতের খুনের পর গাজিপুরের ঐ বাড়ির বাইরে বাবুর জুতো জোড়া পাওয়া গেছিলো। সুন্দর করে রাস্তার উপরে রেখে দেয়া ছিলো ওটা।"

"স্ট্রেইঞ্জ!"

"সেজন্যেই আমার মনে হচ্ছে কাজটা করেছে অন্য কেউ," বলল মায়া।

"অন্য কেউ মানে?" কপালে ভাঁজ ফেলে বলল চারু।

"মানে, ওদের কেউ না...অন্য কেউ।"

"আপনার এটা মনে হচ্ছে?"

মায়া কয়েক মুহূর্ত স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারুর দিকে। সে জানে তার সামনে বসে থাকা যুক্তিবাদি মানুষটি এই 'মনে হওয়া'কে কিভাবে দেখে। "হুম," অবশেষে ছোট্ট করে বলল সে।

কিছুটা আক্ষেপে মাথা দোলাল চারু। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই তদন্তে 'মনে হচ্ছে' জাতীয় কথার কোনো জায়গা নেই। এটা একটা সিরিয়াস ক্রাইমের ঘটনা। যে বা যারা কাজটা করেছে তারা বোঝাতে চেয়েছে ঘটনাটি সুপারন্যাচারাল, অতিপ্রাকৃত কিছু। এটা তাদের কাভার-আপ।"

"তোমার কথায় যুক্তি আছে," বললেন ডক্টর। "কিন্তু ওর মনে হওয়াটা কিন্তু আর দশজনের মতো করে দেখলে হবে না।"

ডক্টর আজফার হুসেনের দিকে তাকালো চারু। মায়া চুপ মেরে আছে, কিছু বলছে না।

"ওর একটা সাইকি ক্ষমতা আছে, সেটা তুমি হয়তো মানতে চাইবে

BanglaBook.org

না, তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। এক সময় হয়তো তুমিও এটা টের পাবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল চারু। "কি ধরণের সাইকি ক্ষমতার কথা বলছেন?" এরকম ক্ষমতার অধিকারি অনেক ভণ্ডের মুখোশ খুলে দেবার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

"কখনও কখনও ও এমন কিছু দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে, যেটা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।"

মায়া আস্তে করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

চারু আহসানের কপালে ভাঁজ পড়লেও ঠোঁটে ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের হাসি। "তাই নাকি!"

"হুম। অন্তত একটার কথা আমি বলতে পারি তোমাকে।"

অন্য দিকে তাকিয়ে থাকা মায়াকে চকিতে দেখে ডক্টরের দিকে ফিরলো চারু। "বলেন...শুনি।"

"ইন্টারভিউয়ের সময় আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার সম্পর্কে ওর অনুভূতি কি...ও বলেছিলো, আমার সঙ্গে সব সময় অন্য একজন থাকে!" শেষ কথাটা বলার সময় ডক্টরের কণ্ঠ কেমন গম্ভির হয়ে উঠলো।

"তো?" কাঁধ তুললো চারু। "এরকম হেয়ালিপূর্ণ কথা দিয়ে কী বোঝায়?"

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। কপালের ডানপাশটা একটু চুলকে নিলেন তিনি। "তোমরা হয়তো জানো না, আমি সিয়ামিজ টুইন হিসেবে জন্ম নিয়েছিলাম।"

চারুর কপালে আবারো ভাঁজ পড়লো। যেসব জমজ শারীরিকভাবে সংযুক্ত থাকে তাদেরকে সিয়ামিজ টুইন বলে। ব্যাপারটা জমজদের জন্য মোটেও সুখকর কিছু নয়।

"তবে সুখের ব্যাপার হলো আমাদের দু-জনের কেবল একটা হাত সামান্য জোড়া লাগানো অবস্থায় ছিলো। আমাদেরকে আলাদা করার জন্য ঐ সময়কার ডাক্তারদের খুব একটা ঝক্কি পোহাতে হয়নি। জন্মের পর দ্বিতীয় সপ্তাহেই আমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হয়। আমার বামহাতে এখনও সেই দাগ রয়েছে।"

"এটা নিশ্চয় অনেকে জানে?"

চারুর কথায় মুচকি হাসলেন আজফার হুসেন। "আমার বাবা-মা ছাড়া

BanglaBook.org

দাদা-দাদিসহ হাতেগোনা পাঁচ-ছয়জন লোক এটা জানতো, তাদের কেউই এখন বেঁচে নেই। সত্যি বলতে, এই মেয়ের জন্মের বহু আগেই তারা মারা গেছে। আর আমিও আজকের আগে কারো কাছে এটা বলিনি।"

"তাদের কেউ কথাটা কাউকে বলেনি এটা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন না।" চারু নাছোরবান্দা। "নিশ্চয় কাউকে না কাউকে তারা এটা বলেছে। কথাটা একদম গোপন থাকবে সেটা আপনি আশা করতে পারেন না।"

"হুম...তা অবশ্য পারি না। কিন্তু মায়ার ঐ কথাটা আমার জমজ নিয়ে ছিলো না।"

কিছুটা আৎকে উঠলো চারু। "তাহলে?"

ডক্টরের মুখ থমথমে হয়ে গেলো। "আমার ঐ ভাই সাতবছর বয়সে মারা যায়," কথাটা বলেই চুপ মেরে গেলেন আজফার হুসেন। "ব্যাপারটা আমার জন্য ছিলো প্রচণ্ড শকের মতো।"

চারু দেখলো মায়া চোখ বন্ধ করে রেখেছে, যেন ডক্টরের আবেগের সাথে, গভির দুঃখবোধের সাথে একাত্ম হবার চেষ্টা করছে।

"আমার মনে হতো আমার ভাইটি বেঁচে আছে!"

চারু আহসান কিছু না বলে চেয়ে রইলো কেবল।

"আমি তার সাথে কথা বলতাম, খেলতাম। এখনও আমার মনে হয়, আমার ঐ মৃত ভাইটি সব সময় আমার সাথেই থাকে! অদৃশ্য, অশরীরি কেউ আমাকে সব সময় ছায়ার মতো অনুসরণ করে!"

"এটা এক ধরণের ডিল্যুশন। অনেকের বেলায় এমনটা হয়।"

যুক্তিবাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ডক্টরের অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন হলো না। "সেটা নিয়ে আমি তোমার সাথে তর্ক করবো না...কিন্তু ও এটা কিভাবে জানলো?"

মায়ার দিকে তাকালো চারু। "আপনি এটা কিভাবে বললেন?"

ছেলেটার কথার মধ্যে যে শ্লেষ আছে সেটা ধরতে পারলেও নিজেকে শান্ত রাখলো সে। "আমি জানি না। এটা আমি কাউকে বোঝাতেও পারবো না।" একটু চুপ থেকে আবার বলল, "এটা এক ধরণের অনুভূতি, এক ধরণের ভাবনা, আমার ভেতরে একটা কণ্ঠ যেন কথা বলে ওঠে। এর বেশি আমি নিজেও জানি না।"

চারু সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো। এমন জবাবে সে সন্তুষ্ট নয়।

BanglaBook.org

হওয়ার কথাও না।

"আমি জানি আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না," আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মায়া আবার বলল, "আমার মা-বাবাও প্রথমে বিশ্বাস করেনি।"

"আপনার মা-বাবা?" কৌতূহলি হয়ে উঠলো চারু।

ছেলেটার দিকে তাকালো সে। "এটা আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

"কিন্তু আমি শুনতে চাচ্ছি।"

"আমিও," ডক্টরও আগ্রহ দেখালেন।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো মায়া। "আমার বয়স তখন বারো। বাবা তার ব্যবসার প্রয়োজনে প্রচুর টুর করতেন। প্রায়ই সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড যেতেন। তো, এরকম এক টুরের আগে আমি স্বপ্ন দেখলাম বাবার প্লেনটা সাগরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে!"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারু আহসান।

"ঘুম থেকে জেগে উঠে খুব কান্নাকাটি করলাম, মাকে সব বললাম। আমার কথা শুনে মা অবাক হলেও সেটা বুঝতে দিলো না। আমাকে বোঝালো, এটা নিছক স্বপ্ন...দুঃস্বপ্ন। সত্যি নয়।"

আজফার হুসেন উদাস হয়ে গেলেন।

"বাবাকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলল মা, বাবা সেটা হেসেই উড়িয়ে দিলো। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে আদর করে বোঝালো এটা দুঃস্বপ্ন। মানুষ তার প্রিয়জনকে নিয়ে এরকম আশঙ্কা আর দুঃস্বপ্ন দেখে থাকে, এটা নিয়ে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমি নাছোরবান্দার মতো আব্দার করে বসলাম, বাবা যেন এই টুরটা বাতিল করে।"

"তারপর কি হলো?"

চারুর দিকে তাকিয়ে আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটি। "বারো বছরের বাচ্চামেয়ের কথায় কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো বাবা বিদেশ টুর বাতিল করবে, এমনটা আপনি আশা করতে পারেন না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"বাবা কোনোভাবেই আমার কথায় টুর বাতিল করলো না। আমি অনেক কান্নাকাটি করেও তাকে বোঝাতে পারলাম না, তার প্লেনটা ক্রাশ করবে।"

"তাহলে তিনি টুরে গেলেন?" বলে উঠলো চারু।

BanglaBook.org

"না। ফ্লাইটের ঠিক আগে দিয়ে আমি বাবার প্লেনের টিকেটটা ছিঁড়ে ফেলি।"

ডক্টরের মুখ হা হয়ে গেলো। কিন্তু চারু মাথা দোলাল আক্ষেপে। যেন বারো বছরের নাদান বাচ্চার ছেলেমানুষি ছিলো ওটা।

"শুধু তা-ই না...বাবা যে ব্রিফকেসটা নিয়ে টুরে যাবে সেটাও লুকিয়ে ফেললাম।"

"তাহলে আপনার বাবা আর টুরে যেতে পারেননি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। "বাবা খুব রেগে গেলো...খুব..." একটু থেমে আবার বলল সে, "আমার মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে, আমি না-বুঝে কতো বড় ক্ষতি করে ফেললাম সেটা যদি বুঝতাম...এরকম অনেক কথা বলল সারাটা দিন। খুব মুষড়ে পড়েছিলো বাবা। মা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে শান্ত করে।"

"তারপর?" ডক্টর আজফার উদগ্রিব হয়ে জানতে চাইলেন।

"রাতে সিঙ্গাপুর থেকে ফোন করে বাবার বিজনেস অ্যাসোসিয়েটরা জানায় ঐ প্লেনটা সত্যি সত্যি সাগরে ক্রাশ করেছে।"

ডক্টর আজফার মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকলেও চারুর মধ্যে সেরকম কিছু দেখা গেলো না। আপাতত নিরবতাকেই বেছে নিলো সে।

"খবরটা শোনার পর আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো।"

ভুরু কুচকে ফেললেন ডক্টর। "কেন?"

"ঐ সময়ে বুঝিনি। পরে দেখলাম, যখনই এমন হয়...মানে, আমি আগেভাগে কিছু বলে দেই কি ঘটবে, তার পর পরই শরীর খারাপ হয়ে যায়। গুরুতর কিছু না, মাথাব্যথা, শরীর নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, বমি-বমি ভাব...এরকম কিছু।"

"ডাক্তার দেখাও না তখন?"

"আগে দেখাতাম, এখন আর দেখাই না।"

"কেন?"

"ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু না, একটা দিন পরই সব ঠিক হয়ে যায়।"

"তাহলে ঐ ঘটনার পর...তোমার বাবার প্লেনটা ক্রাশের পর আরো অনেকবারই এমন ভবিষ্যৎবাণী করেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া।

"সবগুলোই মিলে গেছিলো?"

BanglaBook.org

"হুম।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আজফার হুসেন। "সাতানব্বই সালে গুয়াতেমালায় গেছিলাম কানাডার একটি এক্সিপিডিশান টিমের সাথে, ওখানে এক রেডইন্ডিয়ান মেয়ে মেদার সাথে আমাদের দেখা হয়, তখন ওর বয়স তোমার মতোই ছিলো...ঐ মেয়েটাও ঠিক এভাবে অনেক কিছু আগেভাগে বলে দিতে পারতো। ওদের গ্রামে, মানে হেসিয়ান্দায় তিনদিন থাকার পর আমরা যখন গভীর জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো তখন মেদা আমাকে বলেছিলো আমি যেন ওখানে না যাই। আমার জন্য নাকি অমঙ্গল অপেক্ষা করছে।"

মায়া স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ডক্টরের দিকে।

"মেয়েটার কথা পাত্তাই দিলাম না। অশিক্ষিত এক রেডইন্ডিয়ান মেয়ে, কী সব আবোল-তাবোল বলছে। তার কথা শুনে আমি এতোদূর এসে থেমে যাবো?" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "আমি আমার টিমের সাথে ঢুকে পড়লাম গুয়াতেমালার গভীর আর আদিম বনে। গল্পটা অনেক লম্বা। শুধু জেনে রাখো, মেয়েটার কথাই সত্যি হয়েছিলো। আমি আমার একটা পা হারাই ঐ জঙ্গলে। সেটাকেও চরম ভাগ্য বলতে পারো, অন্তত জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম।"

চারুর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে। "অ্যাকসিডেন্টটা কি ছিল?"

"মারাত্মক বিষাক্ত একটি সাপ আমার পায়ে ছোবল দিয়েছিল। ওটার কামড় খেলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। ওখানকার সবাই তাই বলতো। তবে আমার ভাগ্য ভালো ছিলো, সঙ্গে থাকা এক অভিজ্ঞ রেড-ইন্ডিয়ান আমার হাটুর উপরে শক্তভাবে বেধে দিয়ে কিছু ভেষজ পাতা লাগিয়ে দেয়।"

"কিন্তু পা-টা কেটে ফেলতে হলো কেন?"

চারুর দিকে চেয়ে রইলেন ডক্টর। "জঙ্গল থেকে হেইসিন্দায় ফিরে যেতে আটঘণ্টার মতো লেগেছিল। এই সময়ের মধ্যে হাটুর নিচের অংশ বিষের প্রভাবে পচে যায়। মেদা যদি পা-টা কেটে ফেলে না দিতো তাহলে আমি মারাই যেতাম।"

"ঐ মেয়েটাই আপনার পা কাটলো?" বিস্মিত হলো চারু।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর আজফার। "হেইসিন্দার চারশ

BanglaBook.org

কিলোমিটারের মধ্যে কোনো হাসপাতাল ছিলো না। সেই চারশ' কিলোমিটার বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে কমপক্ষে দু-দিন লাগতো। তাই মেদা-ই আমার চিকিৎসা করেছিলো। তখনই জানতে পারলাম, মেয়েটা ওদের হেসিয়ান্দার একজন ডাক্তার...মানে বৈদ্য। রেডইন্ডিয়ানদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, মেদা সে-সব বিদ্যায় পারদর্শি ছিল।"

চারু আর কিছু বলল না।

একটু চুপ থেকে ডক্টর আবার বলে উঠলেন, "মজার ব্যাপার কি জানো? স্থানীয়রা ওকে মেদা নামে ডাকতো কিন্তু আসলে ওর নাম ছিলো চিহানুকা। মেদা'র অর্থ 'নারী-পয়গম্বর।' " হাতের ছরিটা তুলে ধরলেন তিনি। "এই যে এটা...আমাজনের হাজার বছরের প্রাচীন গাছ থেকে তৈরি। মেদা নিজহাতে বানিয়ে দিয়েছিলো আমাকে। ও আবার কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র বানাতেও পারদর্শি ছিলো।" ডক্টর যেন নস্টালিজ হয়ে পড়েছেন। "সাময়িক ব্যবহারের জন্য একটা কাঠের পা-ও বানিয়ে দিয়েছিলো মেয়েটি।"

ডক্টর এবার মায়ার দিকে তাকালেন।

"ওখানকার লোকজন আমাকে বলেছে, এরকম ভবিষ্যৎবাণী করার পর মেদার শরীরও তোমার মতোই খারাপ হয়ে যেতো। সামান্য জ্বর, মাথাব্যথা...এইসব।"

চোখ বন্ধ করে ফেলল মায়া। তারপর কাউকে কিছু না বলে ধীরপায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

ডক্টর আর চারু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না।

"তোমার মতো আমিও রহস্য শব্দটা পছন্দ করি না। তবে এ জগতে অব্যাখ্যাত অনেক ঘটনা ঘটে। যুক্তি দিয়ে ওগুলো সব সময় ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।"

ডক্টরও আস্তে করে উঠে বড় একটি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের লনে মায়া খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চোখেমুখে শিশুর সারল্য।

"তুমি যেসব ভণ্ডদের মুখোশ উন্মোচন করো, এই মেয়েটি সে-রকম কেউ না," কথাটা বলেই চারুর দিকে তাকালেন।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো চারু আহসান।

"ধরো, এক লোক দাবি করলো সে জ্ঞানী। কিন্তু লোকটা যে

BanglaBook.org

সত্যিকারের জ্ঞানী নয় সেটা প্রমাণ করে ছাড়লে তুমি। তার মানে কী দাঁড়ালো, পৃথিবীতে সত্যিকারের জ্ঞানী নেই? সবাই ভণ্ড?"

চারু এরকম যুক্তির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। সে বুঝতে পারছে ডক্টর আজফারকে খাটো করে দেখেছে। লোকটা আসলে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

"আমার অভিজ্ঞতা বলে, সত্যিকারের জ্ঞানীদের মতোই যাদের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে তারা এটা দাবি করে না। এটা ব্যবহার করে ফায়দাও লোটে না।" একটু থেমে আবার বললেন, "ঠিক আমাদের মায়ার মতো।"

চারু চুপ মেরে রইলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ঘুম থেকে ওঠার পর বেলকনিতে বসে পত্রিকা হাতে নিয়ে চা খাচ্ছে মায়া। কফি তার যতোই প্রিয় হোক, সকালবেলা তার চাই এক কাপ চা। দিনের শুরুটা নরম আর হালকাভাবে করতে পারলে ভালো লাগে। চায়ের তুলনায় কফি অনেক বেশি কড়া। সকাল সকাল কড়া কিছু দিয়ে শুরু করার ঘোর বিরোধি সে।

কিন্তু কড়া শুধু কফিই নয়, পত্রিকাও এরমধ্যে পড়ে। প্রথম পৃষ্ঠায় বিভৎস ছবিসহ তিনটি খুনের সংবাদ অনায়াসে দিনটা বাজেভাবে শুরু করে দিতে পারে। অবশ্য সূক্ষ্ম রুচিবোধসম্পন্ন কারোর বেলায়।

মায়া পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশে রেখে দিয়ে বাইরে তাকালো। একটু পরই বৃষ্টি নামবে। আকাশ কালচে হতে শুরু করেছে, বাতাসের বেগ বাড়ছে ক্রমশ। চৌদ্দতলার উপরে বসে ভালোই টের পাচ্ছে সে। উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলো, বেশ দূরে, সম্ভবত শহরের শেষ সীমায় বৃষ্টি হচ্ছে। ওখান থেকে প্রবল বেগে ছুটে আসা বাতাসেও রয়েছে বৃষ্টির গন্ধ।

"আপা, দুপুরে কি খাবেন?"

পাশ ফিরে তাকালো মায়া। কাজের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেলকনির স্লাইডিংডোরের সামনে। "দুপুরে বাইরে খাবো। তুই তোর জন্য রান্না করিস।"

মেয়েটা কিছু না বলে চলে গেলো।

এ ব্যাপারটা মায়ার খুব ভালো লাগে। এই মেয়ে কখনও প্রয়োজনের চেয়ে একটা কথাও বেশি বলে না। এর কারণ অবশ্য মেয়েটার দুঃখময় অতীত। তার পাষণ্ড স্বামি তাকে ঢাকায় এনে শহরটা ঘুরিয়ে দেখানোর নাম করে এক দেহব্যবসায়ি দালালের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। কিন্তু মেয়েটার ভাগ্য ভালো, লোভি খদ্দেরের কাছে পড়ার আগেই একটি এনজিও'র তৎপরতায় উদ্ধার পেয়ে যায়। ঐ এনজিওটি জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মেয়েদের উদ্ধার করে থাকে। এনজিও'র একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতো মায়া। তো সোহেলিকে উদ্ধার করার পর

BanglaBook.org

দেখা গেলো তার আসলে যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। মেয়েটা কোনোভাবে তার গ্রামে ফিরে যেতে চাইছিলো না। বাবা-মা নেই। তার চাচা যেনতেন এক ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন কোথায় ফিরে যাবে?–মায়া তখন এগিয়ে আসে, মেয়েটাকে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। সেই থেকে তার ছোট্ট সংসারের অংশ হয়ে আছে মেয়েটি।

বেলকনিতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়ায় মায়ার চিন্তায় ব্যঘাত ঘটলো, খুশি হয়ে উঠলো সে। এতোটা দ্রুত বৃষ্টি নামবে আশা করেনি। তার ইচ্ছে করছে বেলকনিতে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজতে। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে যাবে তখনই শুনতে পেলো তার ফোনটা বাজছে। চেয়ারের উপর থেকে ফোনটা হাতে তুলে নিলো মায়া।

"হ্যালো?" ওপাশ থেকে বলল চারু।

"হাই...কেমন আছেন?"

"এই তো...ভালো।"

"বাইরে নাকি?"

"না তো।"

"অনেক নয়েজ হচ্ছে।"

"আমি বেলকনিতে...বৃষ্টি দেখছি।"

"ও," চারু বলল। "শুনুন, আমার মনে হয়, ঐদিন পার্টিতে যারা ছিলো তাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলা দরকার এখন। ডোসিয়ারে দেখলাম মিসকাতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো অ্যাঞ্জেল, তার সাথে কথা বলতে হবে।"

"হুম।" মায়ার দৃষ্টি বাইরের বৃষ্টির দিকে।

"ওর সাথে একটা মিটিং ম্যানেজ করতে পারবেন?"

"না।"

"না?" অবাক হলো চারু।

"শুনুন, এটা আপনি করলেই বেশি ভালো হবে। হাজার হলেও চিজটা অ্যাঞ্জেল...বুঝলেন?"

"কি!"

"আরে বাবা, ও তো একটু ইয়ে...মানে, আপনারা যাকে বলেন ফিফটি-ফিফটি।"

BanglaBook.org

"হুম। সেটা ডোসিয়ারে বলা ছিলো।"

"আমি সিরিয়াসলি বলছি, আপনি ট্রাই করে দেখুন...কাজ হবে।"

"কিভাবে করবো? ডোসিয়ারে কেবল ওর ফোন নাম্বার দেয়া আছে। আমি কি ওকে ফোন করবো? আমার তো মনে হয় না এতে কাজ হবে।"

"না, প্রথমে ফোন করার দরকার নেই। আপনি ফেসবুকে ওর সাথে হাই-হ্যালো করেন, একটু ভাব জমান, তাতেই কাজ হবে।"

"আজব। আপনি কী করে ধরে নিলেন, ও আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আছে?"

"আপনার কি ধারণা আমি না জেনে এটা বলছি?"

মায়ার এমন কথায় অবাকই হলো সে। "আমার ফ্রেন্ডলিস্টে ও কেন থাকবে?!"

"সেটা আমি কী করে বলবো। হতে পারে ও আপনার ফ্যান।"

"শুনুন, আমার ফ্রেন্ডলিস্টে অ্যাঞ্জেল নামে কেউ নেই।"

"ফেসবুকে সবাই নিজের নাম ব্যবহার করে এটা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন?"

মায়ার কথায় টনক নড়লো তার। সত্যিই তো, ফেসবুক মানে ভুরি ভুরি ফেইক আইডি, ছদ্মনাম। "আপনি বলতে চাচ্ছেন অ্যাঞ্জেল অন্য নামে আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আছে?"

"হুম।"

"এটা আপনি জানলেন কিভাবে?" তার কণ্ঠে ঘোরতর সন্দেহ।

"আপনার কি ধারণা আপনি একাই গুগল করে অন্যের হাঁড়ির খবর বের করেন? শুনুন, তথ্য খোঁজার জন্য গুগল ঠিক আছে কিন্তু মানুষজন খুঁজতে হলে ফেসবুকের চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না।"

চারু কিছু বলল না।

"আপনার ফ্রেন্ডলিস্টে 'আমি বনলতা' নামের একটা আইডি আছে না?"

"মনে হয় আছে।" সত্যি বলতে চারু আসলে পুরোপুরি নিশ্চিত এ নামে একজন আছে। মাঝেমধ্যে চ্যাটও হয় সেই 'আমি বনলতার' সাথে।

"ওটাই অ্যাঞ্জেলের আইডি।"

"কী বলেন!? কোত্থেকে এসব খবর পান? আপনি কিভাবে জানলেন, একটু বলবেন?" চারুর কণ্ঠে অবিশ্বাস।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো মায়া। "আমি অ্যাঞ্জেলের ব্যাপারে

BanglaBook.org

একটু খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে পরিচিত একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম ও 'আমি বনলতা' নামের আইডি ব্যবহার করে ফেসবুকে। অ্যাঞ্জেল নামে ওর কোনো আইডি নেই। তো, সেই আইডিতে ঢুকে দেখলাম ও আপনার ফ্রেন্ডলিস্টে আছে।"

"ওহ্।" চারু এবার বুঝতে পারলো। "ওই আইডির প্রোফাইল পিকচারে চোখ ধাঁধানো সুন্দরি একটি মেয়ের ছবি দেয়া আছে। সম্ভবত ওটা ফেইক ছবি।"

"না। ওটা ওরই ছবি। বাস্তবে তো বেচারা সাজুগুজু করতে পারে না তাই প্রোফাইল পিকচারে মনের মাধুরি মিশিয়ে সাজুগুজু করে ছবি তুলে দিয়েছে...হ্যান্ডসাম পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। তার উদ্দেশ্যটা অবশ্য সফল হয়েছে বলেই মনে হয়। নামি-দামি লেখকেরাও তার ফ্রেন্ড!"

টিটকারিটা গায়ে মাখলো না চারু। "থ্যাঙ্কস।"

"কিসের জন্যে?"

"ওর ব্যাপারে এসব জানানোর জন্য। আমি তো জানতামই না ঐ চিজটা বনলতা হয়ে আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আগে থেকেই ঢুকে আছে।"

"আপনার পাঁচহাজার ফ্রেন্ড, বিশ হাজার ফলোয়ার। তার মধ্যে কাকতালিয়ভাবে অ্যাঞ্জেলের থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। জানেনই তো, দুনিয়াটা আসলে খুবই ছোটো।"

চারু জানে তার তুলনায় মায়ার ফ্রেন্ডলিস্ট অনেক বেশি 'সমৃদ্ধ।' শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণেই ফেসবুকে হাজার-হাজার ফ্রেন্ডস আর ফলোয়ার জুটে যায়। মায়ার মতো আর.জে হলে তো কথাই নেই। এই মেয়ের ফলোয়ারের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি।

"আপনি দেখি বই-টই লিখে আসলেই বিখ্যাত হয়ে গেছেন। যাক, যেটা বলছিলাম। আপনার ঐ বনলতা...চোখ ধাঁধানো সুন্দরি ফ্যানকে আপনিই হ্যান্ডেল করুন, ঠিক আছে?"

"হুম, দেখি কী করা যায়। তবে আমাকে বিখ্যাত বলে টিটকারি মারার দরকার ছিলো না। লেখালেখি করার কারণে কিছু পাঠক আছে আমার, এর বেশি কিছু না।"

"যাই হোক, আপনি কি আজ ডক্টরের বাড়িতে যাচ্ছেন?"

"যদি আপনি যান তো যেতে পারি।"

BanglaBook.org

"আমি আজ যেতে পারবো না। দুপুরে একটা ইনভাইটেশন আছে। কাল সকালে যাবো, ঠিক আছে?"

"ওকে, তাহলে কাল দেখা হচ্ছে।"

"বাই।"

ফোনটা রেখে মায়া মুখ টিপে হাসলো। বাইরে এখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এতো উপর থেকে শহরের উপর আছড়ে পড়া বৃষ্টির দৃশ্য দেখতে দারুণ লাগে। মনে হয় আকাশ করুণা করে নোংরা শহরকে পরিস্কার করে দিচ্ছে।

বেলকনির রেলিংয়ের সামনে চলে গেলো সে। বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

মায়ার সাথে কথা শেষ করে ল্যাপটপটা ওপেন করলো চারু। তার মেজাজ সামান্য বিগড়ে আছে। 'আমি বনলতা' নামের এই ভক্তের সাথে মাঝেমধ্যে চ্যাট হয়। এতোদিন তার ধারণা ছিলো মেয়েটা সম্ভবত তার বিশাল ভক্ত। এখন আসল সত্যটা জানার পর বিবমিষা লাগছে।

যথেষ্ট উদার আর যুক্তিবাদি হওয়া সত্ত্বেও অ্যাঞ্জেলদের মতো মানুষজনদের সাথে সে খুব সহজে মিশতে পারে না। কেন পারে না সেটারও কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে গত বছর যখন তাদের যুক্তিবাদি সমিতি সিদ্ধান্ত নিলো সমকামি বিয়েতে সমর্থ দেবে তখন চারু বেঁকে বসেছিলো। এ নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে ছোটখাটো একটি তর্কও করেছিলো সে। তার যুক্তি ছিলো, সমকামিতা আসলে অসুখ। এক ধরণের মানসিক বৈকল্য। কথাটা শুনে র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হতবাক হয়ে গেছিলেন। তার মতো যুক্তিবাদি আর উদার ছেলের কাছ থেকে তিনি নাকি এটা আশা করেননি। তবে চারু যুক্তি দিয়ে বলেছিলো, সমকামিতা যদি অসুখ না-হয়ে থাকে তাহলে পেইডোফিলিয়াও অসুখ নয়। সমকামিদের পাশাপাশি পেডেরাস্টদেরকেও স্বীকৃতি দেয়া উচিত!

তিন সন্তানের জনক প্রেসিডেন্ট কয়েক মুহূর্ত গম্ভির হয়ে ভেবে বলেছিলেন, সমকামিদের নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামানোই ভালো। তাদের সোসাইটির আসল কাজ বাদ দিয়ে খামোখা এসব নিয়ে গৃহবিবাদ সৃষ্টি করার কোনো মানে হয় না।

যাই হোক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেসবুকে লগ-ইন করেই 'আমি বনলতা' আইডিতে প্রবেশ করলো চারু। সব খারাপ জিনিসেরই ভালো একটা দিক থাকে, তেমনি বনলতার আইডিটির মালিক অ্যাঞ্জেল হওয়াতে একটু সুবিধা হয়ে গেলো তার জন্য। এজন্যে ফেসবুককে ধন্যবাদ দেয়া যেতেই পারে। দুনিয়াটা আসলেই ছোট। আর ফেসবুক আসার পর সেটা আরো ছোট হয়ে উঠেছে। একেবারে আঙুলের ডগায় চলে এসেছে এখন।

চারু দেখতে পেলো অ্যাঞ্জেলের ছদ্ম-আইডিটি অফলাইনে আছে এখন। দ্রুত একটি মেসেজ লিখে ফেলল সে :

BanglaBook.org

'হ্যালো অ্যাঞ্জেল। কেমন আছো? ☺
তুমি হয়তো জানো না, আমি তোমার আসল পরিচয় বহু আগে থেকেই জানতাম। যদিও এই বিষয়টা নিয়ে তোমাকে কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি, কারণ তোমার ফেসবুকের নামটা আমার খুবই ভালো লাগে। জীবনান্দ দাশ আমার খুবই প্রিয় কবি। তার বনলতাও আমার কাছে সমানভাবে প্রিয়। বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়। ☺
এবার কাজের কথায় আসি। তুমি জানো আমি যুক্তিবাদি সমিতির সাধারণ সম্পাদক। সামনের সপ্তাহে আমরা কমন-জেন্ডারদের সামাজিক-মানবিক অধিকার নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করতে যাচ্ছি। এই ইসুটার উপরে একটি প্রবন্ধ লিখবো, সেজন্যে তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই। আমি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিলাম, আশা করি তুমি খুব জলদি আমার সাথে যোগাযোগ করবে। ☺'

মেসেজের শেষে ফোন নাম্বারটা লিখে সেন্ড করে দিলো সে। তার ধারণা অ্যাঞ্জেল খুব দ্রুতই সাড়া দেবে। হয়তো কাল-পরশুর মধ্যে কথা বলা যাবে তার সাথে।

ল্যাপটপের সামনে থেকে উঠে পাশের রান্নাঘরে গেলো চারু। তার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। রেস্টুরেন্ট আর রাস্তার পাশে টঙের চা খেয়ে তৃপ্তি পায় না, তাই ঘরে থাকলে নিজেই বানিয়ে নেয়।

কেটলিতে পানি ভরে চুলায় বসাতেই শুনতে পেলো তার ফোনটা বাজছে। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে ফোনটা হাতে তুলে নেবার আগেই রিং-টোন বন্ধ হয়ে গেলো। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখলো অপরিচিত একটি নাম্বার। সঙ্গে সঙ্গে কলব্যাক করলো সে।

"হ্যালো, কে?" কলটা রিসিভ করা হলে বলল।

"চারু আহসান বলছেন?" ন্যাকা-ন্যাকা একটি কণ্ঠ বলে উঠলো। কণ্ঠস্বরই বলে দিলো ফোনের ওপাশে যে আছে সে না-পুরুষ না-মহিলা।

অ্যাঞ্জেল! এতো তাড়াতাড়ি? অবাক হলো সে। "হুম...চারু আহসান বলছি।"

"ওয়েল...আমি সেই বনলতা!"

BanglaBook.org

একটা অস্বস্তি জেঁকে বসেছে চারুর মধ্যে, আর সেটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে লোকজনের চোরা চাহ্নির কারণে। সে যতোই উদার মনোভাবাপন্ন, মানবিক আর যুক্তিবাদি হোক না কেন, এরকম একজনের সাথে রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। ছেলেটা (?) যদি প্লাক করা ভুরু না নাচাতো, 'ওদের' মতো হাত নেড়ে নেড়ে কথা না বলতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিলো না।

চোখ ধাঁধানো সুন্দরি মেয়েদের মতোই দেখতে সে। ঠোঁটে সম্ভবত হালকা গোলাপি লিপস্টিকও দিয়েছে। সর্বনাশের চূড়ান্ত আর কী!

বিকেলের শুরুতে রেস্টুরেন্টে খুব একটা লোকজন নেই, তারপরও যে কয়জন আছে তাদের সবার দৃষ্টি অ্যাঞ্জেলের দিকে।

"রাইটার কোনো কথা বলছে না কেন?" ভাববাচ্যে বলল অ্যাঞ্জেল।

মুখে কৃত্রিম হাসি এঁটে চারু বলল, "না, মানে...কি খাবে?"

"তেমন কিছু না...জাস্ট সফট ড্রিঙ্কস হলেই চলবে।"

"ফ্রেঞ্চ ফ্রাই?"

ভুরু আর চোখ নাচিয়ে একটু ভেবে বলল, "ও-কে।"

ওয়েটারকে ডেকে ঝটপট অর্ডার দিয়ে দিলো চারু। খেয়াল করলো ওয়েটার ছেলেটা পর্যন্ত অ্যাঞ্জেলের দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।

"হাউ ডিড ইউ নো দ্যাট, ম্যান? মানে, আমিই যে অ্যাঞ্জেল সেটা কিভাবে বুঝলেন?"

"ওহ্," আবারো মুখে কৃত্রিম হাসি ধরে রেখে দ্রুত ভেবে নিলো সে। "বাইকার বাবু বলেছে।"

বিস্মিত হলো মেয়েলি স্বভাবের ছেলেটা। "বাবু?!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "ওকে আমি চিনি। ও-ই বলল, তুমি নাকি অলরেডি আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আছো।"

"ওহ্...নাউ আই গট ইট।"

"বাবুর সাথে কি তোমার যোগাযোগ হয় না আজকাল?"

"খুব একটা না। আগে খুব হতো...খুব ক্লোজ ছিলাম আমরা।"

"মিসকাত মারা যাবার পর থেকে তোমাদের সার্কেলটা বোধহয় ভেঙে গেছে, তাই না?"

"হুম, ঠিক বলেছেন। ওই ঘটনার পর থেকে সব কেমন যেন হয়ে গেলো। রিকি আর রাফা বিদেশে চলে গেলো। আনিকার বিয়ে হয়ে গেছে

BanglaBook.org

কিছুদিন আগে। আর যাকে ঘিরে আমাদের সব আড্ডা হতো সে...” কথাটা শেষ করতে পারলো না, আস্তে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “বাবুকে যখন চেনেন তখন নিশ্চয় জানেন মিসকাতের মার্ডারের কথাটা?”

“হ্যা। ঘটনাটা খুবই ইন্টারেস্টিং।”

“ইটস হরিবল, ম্যান।”

“হুম। শুনলে মনে হয় ভৌতিক সিনেমার গল্প।”

“জানেন, ঐ দিনের কথা মনে পড়লে এখনও আমার গা ছমছম করে ওঠে।” অ্যাঞ্জেল সত্যি সত্যি শরীর কাঁপানোর ভঙ্গি করলো, বাদ গেলো না তার চোখ-মুখও।

“মিসকাতের মা একজন এমপি হবার পরও পুলিশ এখনও সল্‌ভ করতে পারেনি কেসটা...খুবই প্যাথেটিক ব্যাপার, তাই না?”

“লিসেন, পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আই থিঙ্ক, শার্লোক হোমস্‌কে নিয়ে এলেও এটা আনসল্‌ভই থেকে যাবে। ইটস লাইক, নাইটমেয়ার অন এল্‌ম স্ট্রিট। পুরাই ভৌতিক ঘটনা।”

“তোমরা সবাই কি তা-ই বিশ্বাস করো নাকি?”

“ওয়েল, এছাড়া আর কী বলবো, বলুন? বাবু এটা করেনি...দ্যাটস ফর শিওর। ও তখন অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে।”

“হুম, খুবই ইন্টারেস্টিং একটি ঘটনা। যে খুন করলো সে ঘটনার অনেক আগে থেকেই হাসপাতালে ভর্তি।”

এমন সময় ওয়েটার ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই আর সফটড্রিঙ্কস নিয়ে এলো।

“প্লিজ,” ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল চারু আহসান। “ঘটনা যে ইন্টারেস্টিং সেটা নিয়ে কারো সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় না ব্যাপারটা ভুতুরে।”

“ভুতুরে না-হলে এটা কিভাবে হলো, হুম? হাউ ডিড ইট হ্যাপেন, ম্যান?” একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তুলে নিয়ে বলল অ্যাঞ্জেল। লিপস্টিক দেয়া মেয়েরা যে-রকম সর্তকতার সাথে কোনো কিছু মুখে দেয় ঠিক সেভাবে মুখে পুরলো সে।

চারুও একটা ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই তুলে নিলো। “অনেকভাবেই হতে পারে। যে বা যারা কাজটা করেছে তারাই আসলে ভালো বলতে পারবে।”

“এরকম কাজ কে করতে যাবে?” অবাক হয়ে বলল অ্যাঞ্জেল, “মিসকাতের সাথে তো কারো কোনো ঝামেলা ছিলো না। নাথিং অ্যাট অল।”

BanglaBook.org

"মিসকাতের সাথে কারো কোনো ঝামেলা ছিলো না, তুমি কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি শিওর?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। ওরকম কোনো শত্রু থাকলে আমরা জানবো না? স্পেশালি, আমি তো জানবোই।"

মুচকি হাসলো চারু। সফট ড্রিঙ্কটা হাতে তুলে নিলো, একটু গলা ভেঁজানো দরকার। "তা ঠিক। মিসকাতের সাথে তোমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো...বাবু আমাকে বলেছে।"

"রাইট ইউ আর," ভুরু নাচিয়ে বলল অ্যাঞ্জেল, "ওর সব গোপন ব্যাপার আমি জানতাম। স-অ-অ-ব!" শেষ কথাটা কেমন করে টেনে আর ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলল।

চারু কিছু না বলে অপেক্ষা করলো আরো কি বলে শোনার জন্য।

"ইভেন, ওসব ব্যাপারও," বলেই চোখদুটো নাচালো। সফট ড্রিঙ্কটা তুলে নিয়ে আল্‌তো করে চুমুক দিলো তাতে।

মাথা দোলাল *অলৌকিক বলে কিছু নেই* বইয়ের লেখক। "এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রতিটি মানুষেরই শত্রু আছে। কখনও সেটা প্রকাশ্য কখনও সেটা গোপন। শত্রু ছাড়া মানুষ হয় না, অ্যাঞ্জেল। সম্ভবত তুমি জানো না এমন কোনো শত্রু ছিলো মিসকাতের। নইলে সে এভাবে খুন হতে পারে না।"

"লিসেন," একটু রেগেই বলল সে, "আমি ওর সব জানতাম। আপনি হয়তো এটা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এটাই ফ্যাক্ট। বাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, ও আরো ভালো বলতে পারবে।"

"তুমি বলতে চাইছো, মিসকাতের সাথে কারো কোনোদিন কোনো রকম ঝামেলা হয়নি? সামান্যতমও নয়?"

চারুর দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো অ্যাঞ্জেল।

"যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে ওকে এরকম নৃশংসভাবে খুন করতে যাবে কে?" একটু থেমে আবার বলল, "একটা নয় দুটো নয় দশ-বারোটা স্টেইব...ভাবা যায়, কী রকম প্রতিহিংসাপরায়ন ছিলো খুনি?"

"কি জানি, বাবা...আমি যতোটুকু জানি মিসকাতের কোনো শত্রু ছিলো না। দ্যাটস অল আই ক্যান সে ইউ।"

অ্যাঞ্জেলের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারু। মানুষের অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে অনেক কিছুই বুঝতে পারে। বিশেষ করে মিথ্যে বলার সময় মানুষ কেমন আচরণ করে সেটা সে জানে। তার কাছে মনে হচ্ছে এইমাত্র অ্যাঞ্জেল মিথ্যে বলেছে।

BanglaBook.org

"আমি কিন্তু আগেই সন্দেহ করেছিলম...ইউ নো?"

"কীসের কথা বলছো?" কৌতূহলি হয়ে জিজ্ঞেস করলো চারু।

"ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ঐদিন খুবই উইয়ার্ড বিহেইভ করছিলো, কারো সাথে কথা বলছিলো না। কিন্তু আমাদের বাবু তো ওরকম ছেলে না। খুবই হাসিখুশি আর চঞ্চল একটা ছেলে।"

মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে চারু।

"সবাই তখন পার্টিতে এতোটাই মশগুল যে এটা খেয়ালই করেনি। কিন্তু আমার চোখে ঠিকই ধরা পড়েছিলো।"

"তুমি তাকে কিছু বলোনি, কেন সে এমন আচরণ করছে?"

"বলেছি তো...কিন্তু কোনো রেসপন্স করেনি। আমি ভাবলাম, মিসকির মতো সে-ও বুঝি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ক্যারেক্টারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।"

"মিসকাতের সাথে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কথা হয়নি?"

"ও আসার অনেক আগেই তো মিসকি তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বেডরুমে চলে গেছিলো। ওর সাথে কথা হবে কেমনে?"

"তাহলে মিসকাত কোন্ ঘরে আছে, কার সাথে আছে সেটা সে জানলো কিভাবে?"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করলো অ্যাঞ্জেল। "সম্ভবত আমাদের কথাবার্তা থেকে এটা জানতে পেরেছিলো।"

"কি রকম?"

"ইয়ে...মানে, আমরা তো ওর সামনে এটা ওটা নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম...তখন হয়তো মিসকির ব্যাপারেও বলেছিলাম। আমি ঠিক শিওর না। ঐদিনের সবকিছু আমার মনেও নেই।"

চারু বুঝতে পারলো। এরা সবাই মদ্যপানসহ নেশা-টেশা করে বেসামাল ছিলো। মনে না থাকারই কথা। "হতে পারে, তোমরা হয়তো নিজেদের মধ্যে মিসকাতকে নিয়ে কথা বলছিলে, সেখান থেকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন জেনে গেছে ব্যাপারটা।"

"হুম। আমারও তাই মনে হচ্ছে। ও খুব অদ্ভুত আচরণ করলেও আমাদের আশেপাশেই ছিলো। আমাদের কথাবার্তা অবশ্যই শুনেছে।"

এরপর কী জিজ্ঞেস করবে ভেবে পেলো না।

"বাই দ্য ওয়ে!" যেন হুট করেই একটা কথা মনে পড়েছে এমনভাবে

BanglaBook.org

বলে উঠলো অ্যাঞ্জেল, "আপনি না আমাকে বলেছিলেন কমন-জেন্ডার ইসু নিয়ে কথা বলতে চান? আমি তো ভুলেই গেছিলাম!" ওকে খুবই অবাক দেখালো।

এতোক্ষণ যে এই প্রসঙ্গটা ভুলে ছিলো সেটা চারুর জন্য বেশ ভালোই কাজে দিয়েছে। এটার পুরোপুরি ফায়দা লুটেছে সে।

"হুম...তাই তো," চারুও অবাক হবার ভান করলো। "আমিও তোমার মতো ভুলে বসেছি।" একটু থেমে আবার বলল, "আসলে মিসকাতের খুনের ঘটনাটা আমার কাছে এতোটাই ইন্টারেস্টিং মনে হয় যে, তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা হলে ও-ই প্রসঙ্গটাই চলে আসে।"

"ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল," অ্যাঞ্জেল বলল। "আপনি তো আবার এরকম ইন্টারেস্টিং ঘটনা নিয়েই বই-টই লেখেন।"

সৌজন্যমূলক হাসি দিলো সে। "আসলে আমরা...মানে, বাংলাদেশ র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটি চাইছি আগামি মাসে কমন জেন্ডার ইসুটা নিয়ে যে কনফারেন্স করবো সেখানে তুমি অতিথি হিসেবে থাকবে। একটা লেকচার দেবে।"

"হোয়াট!" ভয় পাবার ভঙ্গি করলো অ্যাঞ্জেল। "আর ইউ গন ম্যাড?" মাথা দোলাল জোরে জোরে। "আমার ফ্যামিলি জানলে আমাকে...উফ্! আপনি বুঝতে পারছেন না, ওরা কি রকম রি-অ্যাক্ট করবে।" হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে বলল সে, "এটা আমি করতে পারবো না। নো ওয়ে।"

চারু হতাশ হবার ভান করলো। "আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আশা করেছিলাম, তুমি আমাদের একজন গেস্ট হবে।"

"আই কান্ট। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড," হাতজোড় করে বলল সে।

কাঁধ তুললো যুক্তিবাদি। "তাহলে কী আর করা। তোমাকে গেস্ট করতে পারলে ভালো হতো। আমরা সমাজের সব শ্রেণি থেকে রিপ্রেজেন্টিটিভ চাচ্ছিলাম। এই ইসুটা কে কিভাবে হ্যান্ডেল করে সেটা সবার জানা দরকার ছিলো।"

"সরি, ম্যান..." দুঃখি দুঃখি ভাব করে বলল অ্যাঞ্জেল।

"ইটস ওকে," মন খারাপ করা অভিব্যক্তি দিলো চারু। "আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।"

"থ্যাঙ্কস অ্যা লট।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"কি?!" অ্যাঞ্জেল অবাক হয়ে চেয়ে রইলো চারুর দিকে।

"মিসকাতের খুনটার রহস্য নিয়ে আমি একটা প্রাইভেট-ইনভেস্টিগেশন শুরু করবো ক-দিন পর, তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। কারোর কোনো নাম উল্লেখ করবো না।"

"তাই?" আবারো অবাক হলো অ্যাঞ্জেল।

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান। "শুধু কাহিনীটা জানতে চাই। তোমাদের সবার নাম-পরিচয় বদলে দেবো...এমনকি মিসকাতেরও।"

"দেন ইট ওন্ট বি অ্যা প্রবলেম," মিষ্টি করে হেসে বলল অ্যাঞ্জেল। "ইউ নো, আমাদের প্যারেন্টস্‌রা চায় না এসব নিয়ে কারো সাথে কথা বলি।"

"হুম, জানি। সেজন্যেই নাম-পরিচয় সব বদলে দেবো।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর হঠাৎ করে অ্যাঞ্জেলের ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে উঠলো। আদুরে গলায় বলল সে, "অ্যাই যে...মি. রাইটার?"

"কি?" অবাক হয়ে গেলো চারু।

"আপনার সাথে কি একটা সেল্‌ফি তুলতে পারি?" ষাটের দশকের চলচ্চিত্রের নায়িকাদের মতো দ্রুত চোখের পলক ফেলছে সে।

মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো চারুর চেহারা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

একা একা হেসে চলেছে মায়া। এই ফ্ল্যাটে এমন কেউ নেই যে নিজের হাসি চেপে রাখতে হবে।

রাতে শোবার আগে বিছানায় বসে ঘণ্টাখানেক ফেসবুকে ঢুঁ মারাটা তার অনেকদিনের অভ্যোস। এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেলের ওয়ালে যে ছবিটা দেখছে সেটাই তার হাসির কারণ। চারু আহসানের সাথে একটা সেল্ফি তুলে পোস্ট দিয়েছে সে। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কোনো ফাস্টফুডে বসে ছবিটা তোলা হয়েছে।

অ্যাঞ্জেলের দৃষ্টিকটু ডাকফেস সেল্ফি দেখে হাসির পাবার কথা কিন্তু তার হাসি পাচ্ছে চারুর অভিব্যক্তি দেখে।

বেচারা!

মনে মনে সমবেদনা অনুভব করলো তার জন্য। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে চারু কতোটা অপছন্দ করছে এভাবে ছবি তুলতে কিন্তু না-তুলেও বোধহয় কোনো উপায় ছিলো না।

মায়া এখন পরে আছে টি-শার্ট আর সুতির ট্রাউজার। অনেকক্ষণ ছবিটা দেখে বিনোদন পাবার পর অবশেষে ঠিক করলো কমেন্ট করবে। 'আমি বনলতা' নামের আড়ালে থাকা অ্যাঞ্জেলের ফ্রেন্ড এখন সে। গতকাল রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলো, রাতের মধ্যেই অ্যাকসেপ্ট করেছে।

'হ্যাপি কাপ্‌ল' কমেন্টটা লেখার পর তার মনে হলো একটু বেশি হয়ে যায়। ডিলিট করে নতুন একটা কমেন্ট লিখলো আবার : 'কংগ্র্যাটস।'

এটুকুই যথেষ্ট। মুখ টিপে হেসে কমেন্টটা পোস্ট করে দিলো সে।

তিন-চার মিনিট পরই মায়ার ফোনটা বেজে উঠলো। ডিসপ্লে না দেখেও আন্দাজ করতে পারলো চারু কল করেছে। আর এতো রাতে কেন ফোন করেছে সেটা ভালো করেই জানে। কলটা রিসিভ করে খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলল সে।

"হ্যালো...কি খবর?"

"কংগ্র্যাটস বললেন কেন? এসবের মানে কি? কংগ্র্যাটস দিয়ে কী

BanglaBook.org

বোঝাতে চেয়েছেন, অ্যা?" ওপাশ থেকে রেগেমেগে একনাগারে বলে গেলো চারু।

"আরে, আপনি তো দেখি ক্ষেপে যাচ্ছেন? এমন কী লিখেছি?"

"কি লিখেছেন আপনি জানেন না?"

"আশ্চর্য, শুধু লিখেছি 'কংগ্র্যাটস'...আর তো কিছু লিখিনি।"

"আরো কিছু লেখার ইচ্ছে ছিলো নাকি?" রেগেমেগে বলল চারু।

"হুম। অনেক কষ্টে লোভ সামলিয়েছি। প্রথমে তো লিখলাম হ্যাপি কাপ্‌ল...পরে দেখলাম এমন কমেন্ট করা ঠিক হবে না। হাজার হলেও আমরা একই টিমে কাজ করি।"

"হ্যাপি কাপ্‌ল!" রেগেমেগে বলে উঠলো চারু। "আপনি কি আমার সাথে মজা করছেন?"

"আশ্চর্য, এটা বুঝতে আপনার এতো দেরি হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না।"

ওপাশ থেকে কোনো জবাব এলো না।

"সত্যি কথা হলো, আপনাদের কিন্তু খুব মানিয়েছে।"

"রাখেন আপনার মানামানি! আপনি ভালো করেই জানেন কী বিপদে পড়ে এটা আমি করেছি।"

"হুম...তা-ও অবশ্য ঠিক।" টিটকারি মারার ভঙ্গিতে বলল মায়া, "আমার আসলে 'বেচারা' লেখা উচিত ছিলো।"

"আপনার আসলে কিছুই লেখা উচিত ছিলো না!"

"হা-হা-হা," হেসে উঠলো সে। "আরে, বাদ দিন তো...ফেসবুকের কমেন্ট এমন কোনো সিরিয়াস বিষয় নয়। কাজের কথা বলুন। আপনার বনলতা কি বলল? ওর কাছ থেকে কোনো ক্লু পেলেন?"

"আমার বনলতা!" ঝাঁঝের সাথে বলল চারু।

"উফ! আপনি না..." কপট অভিমান দেখালো মায়া। "ও কি বলল সেটা বলুন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর ফোনের ওপাশ থেকে বলল চারু আহসান, "মনে হচ্ছে ওদের মুখ থেকে কথা বের করাটা খুব কঠিনই হবে। সবাই একই কথা বলে। পুলিশ রিপোর্টে যা আছে তার বাইরে কিছু বলে না।"

"তাহলে কি করবেন?"

BanglaBook.org

"মিসকাতের অন্য বন্ধুদের সাথে একটু কথা বলতে চাইছি। পার্টিতে যারা ছিলো তাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু সেটা তো মনে হয় সম্ভব হবে না। তারপরও কয়েকজনের সাথে কথা বলতেই হবে।"

"ওকে...আমি অ্যাঞ্জেলের ফেসবুক থেকে বাকিদের খোঁজ করছি। দেখি, ওদের প্রোফাইলে কি কি ইনফর্মেশন আছে।"

"কাল সকালে ডক্টরের ওখানে দেখা হচ্ছে তাহলে।"

"হুম। দশটার পরে।"

"বাই।"

ফোনটা রেখে আবার ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকালো মায়া। মেয়েরা কেনজানি সেল্ফি তুলতে গেলেই ডাকফেস করে ফেলে। কিন্তু ছবিতে অ্যাঞ্জেল যেটা করেছে সেটা আরো বেশি প্রকট!

তবে ওকে দেখে মনে হচ্ছে দারুণ খুশি। অন্যদিকে তার পাশে বেজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে চারু।

বেচারা!

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

ডক্টর আজফার বলেননি রোজ রোজ তার বাড়িতে এসে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, তারপরও নিয়মিত ব্রিফিং করার ব্যাপারে নিজে থেকেই এক ধরণের তাড়না অনুভব করে চারু। মায়াও নিশ্চয় একই রকম চিন্তা করে। যদিও এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি।

চারু এখন বসে আছে ডক্টরের স্টাডি-কাম-ড্রইংরুমে। মায়া এখনও এসে পৌঁছায়নি। সম্ভবত জ্যামে আটকা পড়েছে। চারু আজ তার বন্ধুর বাইকটা ব্যবহার করেছে বলে জ্যাম থেকে নিস্তার পেয়েছে। সে জানতো, আজ ঢাকায় মারাত্মক জ্যাম হবে। গতকালও জ্যামের মধ্যে পড়তে হয়েছিলো তাকে।

সৌম্যকান্তির ডক্টর অভিজাত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন। যথারীতি আজও পরে আছেন ফিটফাট পোশাক। ডক্টরের প্রিয় রঙ যে সাদা তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না চারুর।

"মায়া ফোন দিয়েছিলো একটু আগে," ঘরে ঢুকেই বললেন আজফার হুসেন। একটা সোফায় বসে পড়লেন তিনি। "জ্যামে আটকা পড়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। তুমি কি একদফা চা খেয়ে নেবে?"

কাঁধ তুললো চারু। খাওয়া যেতেই পারে।

"গুড।" ডক্টর আর কিছু না বলে নিজের হাসি হাসিমুখটা ধরে রাখলেন কয়েক মুহূর্ত। "কাজ কেমন চলছে?"

"বলতে পারেন, প্রাইমারি স্টেজে আছি।"

"ইন্টারেস্টিং লাগছে তো?"

"হুম। বেশ ইন্টারেস্টিং।"

"আমিও অনেক ভেবেছি এই কেসটা নিয়ে কিন্তু কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারিনি," অকপটে বলে ফেললেন আজফার হুসেন। "ছোটবেলা থেকেই আমি ধাঁধা, পাজল, এসব ভালো পারি না। আমার আগ্রহ আছে কিন্তু এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলেই কেমনজানি জট পাকিয়ে যায়।"

চারু কেবল সৌজন্যমূলক হাসি দিলো।

"সবাই সব কিছু পারে না। আমি পছন্দ করি ঘুরতে, দেখতে। রহস্য

BanglaBook.org

নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলেই তালগোল পাকিয়ে ফেলি। ব্যাপারটা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না।"

"এটা খুব স্বাভাবিক," আস্তে করে বলল চারু আহসান। "আমাদের যুক্তিবাদি সমিতিতেও এমন অনেক সদস্য আছে যারা এসব নিয়ে খুব আগ্রহি কিন্তু সমাধানের কাজটা করতে পারে না। এর মানে এই নয়, তাদের মেধা নেই।"

মুচকি হাসলেন ডক্টর। "তোমাদের সোসাইটিতে কি তুমি একাই এইসব ইনভেস্টিগেট করো নাকি আরো অনেকে আছে?"

"মূলত আমি-ই করি, তবে আমাকে কয়েকজন সদস্য বেশ ভালোমতো সহযোগিতা করে থাকে।"

"তোমার আগে এ কাজটা কে করতো?"

"জুয়েল আইচ।"

ভুরু কপালে তুললেন ডক্টর। "আমাদের সেই বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো যুক্তিবাদি সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

"ভদ্রলোক এখন আর তোমাদের সাথে নেই?"

"আছেন, তবে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনাগুলো এখন আর তিনি চ্যালেঞ্জ করেন না। উনার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে এটা আমি করি।"

"উনার ক্যান্সারের কি অবস্থা?"

"এখন পুরোপুরি সুস্থই বলা যায়। তবে সুস্থ হবার পর উনি এ কাজ বাদ দিয়েছেন। ম্যাজিক শো-ও কমিয়ে দিয়েছেন।"

"হুম...বুঝেছি।"

এমন সময় টোটা চায়ের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ঘরে ঢুকলো।

মায়ার অনুপস্থিতিতে টোটা-ই চা পরিবেশনের কাজটা করে যথারীতি ঘর থেকে চলে গেলো চুপচাপ।

"তুমি কি ড্রাইভিং জানো?" চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে জানতে চাইলেন ডক্টর।

"না।"

"আমার গ্যারাজে আরেকটা গাড়ি আছে, ড্রাইভিং জানা থাকলে ওটা ব্যবহার করতে পারতে। আমার আবার একজনই ড্রাইভার, তাই সব সময় ওকে ধার দেয়া সম্ভব হবে না।"

চারু আহসান কিছু না বলে চুপচাপ চায়ে চুমুক দিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

ডক্টরও কয়েক মুহূর্ত কিছু বললেন না। তাদের এই সংক্ষিপ্ত নিরবতা ভাঙলো মায়ার আগমনে।

"সরি, প্রচন্ড জ্যামে আটকা পড়েছিলাম," ঘরে ঢুকেই বলল সে।

"ইটস ওকে," হেসে বললেন ডক্টর আজফার হুসেন।

চারু কেবল সৌজন্যমূলক হাসি দিলো। মেয়েটা আজ সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছে বলে তাকে দেখতে একেবারেই অন্যরকম লাগছে। একে নিশ্চয় শাড়িতে আরো ভালো লাগবে। ভাবনাটা ভাবতেই তার চোখের সামনে দৃশ্যটা ভেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে জোর করে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো নিজেকে।

"আমি ঠিক করেছি, তোমাদের কর্মকাণ্ডগুলো একটি অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হলেই বেশি ভালো হয়," বললেন ডক্টর। "তোমরা দু-জনসহ আরো অ্যাসোসিয়েট থাকবে, তাদের প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেয়া হবে। বাজেট, বেতন-ভাতা, বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধাসহ যাবতিয় সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা হবে।"

"তাহলে তো ভালোই হয়," বলে উঠলো মায়া। চারু অবশ্য নির্বিকার রইলো।

"তোমাদের কেসস্টাডিগুলোর সমস্ত রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একটি আর্কাইভ করা হবে। আমার এই বিশাল বাড়িটা খামোখাই পড়ে আছে। এখানে অনেক রুম, ওখান থেকে দু-তিনটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।"

"হঠাৎ আপনার এই আইডিয়াটা মাথায় এলো কেন?" চারু জানতে চাইলো।

"বয়স হয়েছে, যেকোনো সময় মরে-টরে যেতে পারি," কথাটা বলেই বিষন্নভাবে হাসলেন আজফার হুসেন। "আমি মরে গেলে এই কাজের কি হবে? আমরা বাঙালিরা ব্যক্তিনির্ভর, প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে জানি না। তৈরি করলেও সেটা টিকিয়ে রাখতে পারি না, আর সেজন্যেই আমাদের কোনো লিগ্যাসিও তৈরি হয় না। সব হারিয়ে যায় এক সময়।"

চারু আর মায়া কিছু বলল না।

"একটা অর্গানাইজেশন দাঁড় করাতে না পারলে স্বাভাবিকভাবেই এটাও শেষ হয়ে যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই আমার মৃত্যুর পরও তোমরা এটা

BanglaBook.org

অব্যাহত রাখবে। সেজন্যে একটা ফাউন্ডেশন করার কথা মাথায় এলো।"

"এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য কি হবে?" চারু কাজের কথায় চলে এলো দ্রুত।

"এখন যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছো সেটাই। অলৌকিক আর অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলোর মীমাংসা করা। রহস্যের অতলে ডুব দিয়ে সত্যকে তুলে আনা।"

"সেটা তো আমাদের র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটি অনেকদিন ধরে করে যাচ্ছে, আমি নিজেও এখন এই কাজটা–"

"মাই ডিয়ার চারু," তার কথার মাঝখানে বলে উঠলেন ডক্টর, "তুমি...মানে, তোমরা যেটা করছো সেটা কিন্তু একটা পক্ষ নিয়ে করছো।"

চারুর কপালে হালকা ভাঁজ পড়লো।

"তোমরা ধরেই নিয়েছো, যুক্তি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিজ্ঞান আর অতিপ্রাকৃত–এ দুয়ের মধ্যে তোমরা বিজ্ঞানের পক্ষে আছো।"

"যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই সেটা কি করে পক্ষ হয়?" যুক্তি দিলো চারু। "অতিপ্রাকৃত বলে তো কিছু নেই, ডক্টর।"

স্মিত হেসে মাথা দোলালেন আজফার হুসেন। "তুমি বিশ্বাস করো সাদাকাক নেই। জগতে কেবল কালো কাকই আছে। এটা তোমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস জন্মেছে তোমার অভিজ্ঞতা থেকে। তুমি কখনও শোনোনি সাদাকাকের কথা। দেখোওনি। তাই তুমি ধরে নিয়েছো কাকমাত্রই কালো, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন একটা সাদাকাক দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিশ্বাস বদলে যাবে। তাই নয় কি?"

"সব প্রাণীর মধ্যেই অ্যালবিনো আছে। মানে, সাদারঙের একটি প্রজাতি থাকে...সংখ্যায় খুব কম। বলতে পারেন বিরল। এটা একেবারেই ব্যতিক্রমি ঘটনা।"

প্রসন্নভাবে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "ঠিক।"

"অ্যালবিনোর ব্যাপারটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়," চারু বলল।

"অবশ্যই যায় কিন্তু আমার কথা সেটা নয়, আমি বলতে চাইছি, যেকোনো বিশ্বাসই খুব নাজুক হয়ে থাকে। খুবই নাজুক। এ জগতে একমাত্র সন্দেহই দৃঢ়ভাবে জেঁকে বসে থাকে সব সময়।"

চারুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। যুক্তিবাদি আর বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে সব কিছুকে সন্দেহ করাটাই তার ধর্ম। সন্দেহ শব্দটা তার জন্য স্বস্তিদায়ক।

BanglaBook.org

"আমি জানি ধর্মে তোমার বিশ্বাস নেই। তোমার বই পড়েই জেনেছি এটা। আমার মনে হয় না, তুমি নিজেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত।"

"হুম। আমি এটা প্রকাশ্যেই বলি।"

স্মিত হাসি দিলেন ডক্টর।

মায়া নির্বিকার রইলো এ কথা শুনে।

"আমি নিজে অবশ্য অজ্ঞেয়বাদী।"

"এখানেও আপনি পেন্ডুলামের মতো দুলছেন?" হালকাচালে বলল চারু।

হেসে ফেললেন ডক্টর। "আলবৎ।"

"কিন্তু আমি বিশ্বাস করি," দৃঢ়কণ্ঠে বলল মায়া।

কথাটা শুনে চারু অবাক হলো না। "ওটা বিশ্বাস না করলে তো অলৌকিক ব্যাপারগুলো ধোপেই টিকবে না।"

"হুম। একদম ঠিক বলেছেন," মায়াও তার সাথে একমত পোষণ করে বলল। "আর এটা আপনারা যুক্তিবাদিরাও ভালোমতোই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

ভুরু কুচকে গেলো চারুর। "আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি!?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবেক আর.জে।

"আপনি একটু পরিস্কার করে বলবেন কি?"

ডক্টর আজফার চুপচাপ তাদের দু-জনের কথাবার্তা উপভোগ করতে লাগলেন।

"এ জগতের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?"

"এটা এখন স্কুলের ছেলেপেলেরাও জানে।"

"হ্যা...তো সেটা বলুন না?"

"বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে।"

"মানে, শূণ্য থেকে হঠাৎ করে একদিন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"শূণ্য থেকে!" মায়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

"পর্দাথবিজ্ঞান তাই বলে।"

"আর আপনি কি বলেন, মি. চারু আহসান?"

বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। "আমিও সেটা বিশ্বাস করি।"

"দারুণ। তাহলে তো আপনি এ বিশ্বের সবচাইতে বড় অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন। সবচেয়ে বড় অলৌকিকতায় বিশ্বাস আপনার!"

BanglaBook.org

"এটা অতিপ্রাকৃত নয়...বিজ্ঞানীরা-"

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো মায়া। "বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যাটা আমি জানি, বলার কোনো দরকার নেই।"

স্থিরচোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইলো চারু আহসান।

"আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, তাদের মহান বৈজ্ঞানিক সত্য কতোটা অলৌকিক, কতোটা অতিপ্রাকৃত, কতোটা অবিশ্বাস্য!" একটু থেমে আবার বলল সে, "এ কথা যদি আমি বাস্তবে প্রয়োগ করি তাহলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন। আমি যদি বলি, এই বাড়িটা শূণ্য থেকে হুট করে জন্ম নিয়েছে, আপনি ভাববেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি যদি বলি, আমার পকেটে শূণ্য থেকে টাকা চলে আসে, আপনি আমাকে উন্মাদ ছাড়া কিছু ভাববেন?"

"বিষয়টা এরকম না, আপনি পদার্থবিজ্ঞান-"

"আমি ওসব জানি," আবারো চারুকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলো মেয়েটি।

ডক্টরকে হাসতে দেখে ভুরু তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো চারু।

"তুমি এখনও জানো না, মায়া পর্দাথবিজ্ঞান থেকে অনার্স করেছে?" আজফার হুসেন খুব মজা পাচ্ছেন যেন।

চারুকে দেখে মনে হলো বজ্রাহত। অবিশ্বাসে তাকালো মায়ার দিকে।

"এটা কি বলার মতো কিছু?" মায়া বলল।

পদার্থবিজ্ঞানের এক স্নাতককে সে সারফেস টেনশন বুঝিয়েছে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র! তা-ও আবার ড্রায়াগ্রাম এঁকে! নিজেকে খুব হাস্যকর লাগলো চারুর। তারচেয়ে বেশি মনে হলো প্রতারিত। মেয়েটা তার সাথে মজা করে গেছে। ভান করেছে কিচ্ছু বোঝে না।

"কি হলো?"

মায়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেলো চারু আহসান। "না...কিছু না।

মুচকি হেসে সাবেক রেডিও-জকি বলতে শুরু করলো, "আমি বলতে চাইছি, আপনার যে যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের উপর, সেই বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে শূণ্যের উপরে! এ বিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে তারা এমন এক তত্ত্বের কথা বলছে, যেটা কোনোভাবেই যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না। তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করছে!"

"মনে হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানেও আপনার আস্থা নেই। আপনার জন্য

BanglaBook.org

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে বলুন, আপনি কিভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করবেন?"

মায়া হেসে ফেলল। "এক্ষেত্রে আপনার আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমিও বলবো, এ জগতের সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। অলৌকিক আর অতিপ্রাকৃত শক্তিই সবকিছুর শুরু করেছে। সবকিছুর শেষেও ঐ শক্তির দেখা পাবেন। কেবল মাঝখানে যে ধূসর এলাকা সেখানে আপনি বিচরণ করছেন। সেটাতেই আপনার যতো আস্থা!"

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলো যুক্তিবাদি।

অনেকক্ষণ পর বললেন ডক্টর, "আমার যৌবনে আমি ইনফিনিটি বিষয়টা নিয়ে খুব ভাবনায় পড়ে গেছিলাম। কোনোভাবেই এটা আমার বোধগম্য হয়নি। যদি অসীম বলে কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে তার কি শুরু আছে?" কারো জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললেন, "এর যদি শুরু থেকে থাকে তাহলে তো অসীম পর্যায়ে পৌছাতে অসীম সময় লাগবে! আমরা কি করে তাকে অসীম হিসেবে ডিফাইন করবো? কখন করবো?"

চারু আহসান ভাবনায় পড়ে গেলো কথাটা শুনে।

"আর যদি অসীমের শুরু না থাকে তাহলে কি হবে?" আবারো নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিলেন, "শুরু নেই মানে তো ঐ জিনিসটা জন্মায়নি! যার জন্ম নেই, শুরু নেই, সেটা কি?"

ঘরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

"আমি স্বীকার করছি, এই ভাবনাটা আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো। আমি আমার ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক দিয়ে এটার কোনো সুরাহা করতে পারিনি। সসীম এবং অসীম দুটোরই অস্তিত্ব আছে। সসীম হলো আমাদের বোধের জগত। যুক্তি দিয়ে যেটা আমরা ডিফাইন করতে পারি, বুঝতে পারি, ব্যাখ্যা করতে পারি। আর অসীম হলো আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে কিছু। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এটাকে উপলব্ধি করা যায় না। এটা যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে অবস্থান করে। সম্ভবত এটাই হলো সেই অতিপ্রাকৃত শক্তি।" ডক্টর চুপ মেরে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আমার মনে হয় সব মানুষই জীবনের কোনো না কোনো সময় এরকম দোদুল্যমনতার শিকার হয়," আস্তে করে বলল মায়া। "কেউ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সমাধান টানে, কেউ বিজ্ঞানের মধ্যে এর জবাব খুঁজে পেতে চায়।"

BanglaBook.org

"আবার কেউ আমার মতো দুলতেই থাকে," হেসে বললেন ডক্টর। চারুকে চুপ থাকতে দেখে একটু অবাকই হলেন তিনি।

"পুরোপুরি বিজ্ঞানমনস্ক না-হলে এরকমটা হতে পারে," অবশেষে বলল যুক্তিবাদি।

মায়া কিছু বলতে যাবে কিন্তু তার আগেই ডক্টর বলে উঠলেন, "তাই?"

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"তাহলে তোমাকে এক নাস্তিক শিক্ষক আর ঈশ্বরে বিশ্বাসি এক ছাত্রের গল্প বলি," ডক্টর বললেন। "বিজ্ঞান কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের চারপাশের জগতকে পরখ করতে পারি, অবজার্ভ করতে পারি। তাহলে তুমি এখন বলো, আমরা কি ঈশ্বরকে দেখতে পাই? ছাত্রের সহজ-সরল জবাব, 'না, স্যার।' " ডক্টর একটু থেমে বললেন, "শিক্ষক এরপর জানতে চাইলেন, 'তাহলে কি তুমি ঈশ্বরের কথা শুনতে পেয়েছো কখনও? এবারও ছাত্র জবাবে না বলল। সে কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো কিছু শুনতে পায়নি। শিক্ষক তখন বললেন, 'তাহলে কি তুমি কখনও তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পেরেছো?' এবারও ছাত্র জানালো, এরকম কোনো কিছু সে অনুভব করতে পারেনি।"

চারু আর মায়া কিছু না বলে চেয়ে আছে ডক্টরের দিকে।

'তারপরও তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?' প্রশ্ন করলেন শিক্ষক। ছাত্র কোনো রকম দ্বিধা না করেই জবাব দিলো, হ্যা। সে বিশ্বাস করে। 'গবেষণা, পরীক্ষণযোগ্য এবং ডেমনস্ট্রেশন ছাড়া বিজ্ঞান কোনো কিছুকে মেনে নেয় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তোমার ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে তুমি কি বলবে?' শিক্ষক জানতে চাইলেন তার ছাত্রের কাছে। ছাত্র আবারো সরাসরি জবাব দিলো, কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, সে কেবলই বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছে। শিক্ষক তখন বলে উঠলেন, 'ঠিকই বলেছো। বিশ্বাস। এটাই বিজ্ঞানের সমস্যা। তখন সেই ছাত্র তার শিক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন করলো : 'প্রফেসর, উত্তাপ বলে কি কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে?' প্রফেসর বললেন, 'অবশ্যই আছে।'

" 'তাহলে শীতলতাও আছে?' শিক্ষক এবারও সায় দিয়ে বললেন, 'আছে।' কিন্তু ছাত্র বলল, 'এরকম কিছু আসলে নেই।' তার এ কথার পর পুরো ক্লাসে পিনপতন নিরবতা নেমে এলো। সে বলতে লাগলো তার শিক্ষকের উদ্দেশ্যে 'স্যার, আপনি সামান্য থেকে প্রবল উত্তাপ পেতে পারেন, কিংবা উত্তাপহীনতাও পেতে পারেন কিন্তু ঠাণ্ডা বলে কোনো কিছু

Banglabook.org

পাবেন না। আমরা ৪৫৮ থেকে শূন্য ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ পেতে পারি, এরচেয়ে বেশি সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এটা আমরা ব্যবহার করি উত্তাপের অনুপস্থিতিকে বোঝানোর জন্য। উত্তাপ একটি শক্তি, ঠাণ্ডা কিন্তু উত্তাপের বিপরীত কিছু নয়। কেবলমাত্র এটার অনুপস্থিতি।" একটু থেমে ডক্টর চারুর দিকে তাকালেন। যুক্তিবাদির মুখ পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের মতো হয়ে আছে। ডক্টর আবার বলতে লাগলেন, " 'অন্ধকার কি জিনিস, স্যার? অন্ধকার বলে কি আদৌ কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে?' সেই ছাত্র আবার জিজ্ঞেস করলো।

"শিক্ষক জবাব দিলেন, 'অবশ্যই আছে। যদি না থাকে তাহলে রাত বলে কোনো কিছু থাকতো না।' ছাত্র জোর দিয়ে বলল, 'স্যার, আপনি আবারও ভুল বলছেন। অন্ধকার হলো আলোর অনুপস্থিতি। আলো বলে একটা শক্তি আছে কিন্তু অন্ধকার কোনো শক্তি নয়, এটা কেবলই আলো নামের একটি শক্তির অনুপস্থিতি।'

"শিক্ষক এবার রেগেই গেলেন। তিনি জানতে চাইলেন তার ছাত্র আসলে কি বলতে চাচ্ছে। ছাত্র বলল, 'স্যার আমি কেবল আপনার দর্শনের ভুলটা ধরিয়ে দিতে চাইছি।' এ কথা শুনে শিক্ষক নিজের রাগ দমন করে জানতে চাইলেন, সে যেন পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। ছাত্র বলল, 'স্যার, আপনি বলতে চাইছেন জীবন আছে যেহেতু মৃত্যুও আছে। আপনি ঈশ্বরকে সসীম সত্তা হিসেবে ভাবছেন। এমন কিছু যা পরিমাপ করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান সামান্য চিন্তাকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিজ্ঞান বলে এটা নিছক ইলেক্ট্রিসিটি আর চুম্বকিয় ব্যাপার-স্যাপার তবে সেটা কখনও দেখা যায়নি। পুরোপুরি বোধগম্যও নয়। মৃত্যুকে জীবনের বিপরীত কিছু ভাবাটা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু না। কারণ মৃত্যু হলো জীবনের অনুপস্থিতি মাত্র। এটা জীবনের বিপরীত অবস্থা নয়। এবার আমাকে বলুন, স্যার...আপনি কি আপনার ছাত্রদেরকে বলবেন, তারা সবাই বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে?'

"শিক্ষক জবাবে বললেন, 'তুমি যদি বির্বতনবাদ আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলো, তাহলে অবশ্যই সেটা বলবো।' ছাত্র তখন বলে উঠলো, 'আপনি কি কখনও সেটা নিজের চোখে দেখেছেন, স্যার?' শিক্ষক মুচকি হেসে মাথা দোলালেন। তিনি বুঝতে পারলেন তার ছাত্র কোন যুক্তি ব্যবহার করতে চাইছে। ছাত্র তখন বলল, 'যেহেতু বিবর্তন বিষয়টি কেউ চোখে দেখেনি, এমনকি এখনও চোখের সামনে হতে দেখছে না তাহলে কি আপনি আপনার অভিমত জানাচ্ছেন না? আপনি কি তাহলে বিজ্ঞানের কথা

BanglaBook.org

না বলে ধর্মযাজকদের মতো কথা বলছেন না?' এ কথা শুনে পুরো ক্লাসে শোরগোল পড়ে গেলো। ছাত্র আরো বলতে লাগলো, 'এই ক্লাসের কেউ কি আমাদের শিক্ষকের মস্তিষ্কটি নিজের চোখে দেখেছে?' ক্লাসের সবাই হেসে ফেলল কথাটা শুনে। 'আমাদের মধ্যে কেউ কি প্রফেসরের মস্তিষ্কটি স্পর্শ করে দেখেছে? অনুভব করতে পেরেছে? অথবা এর গন্ধ নিতে পেরেছে? না। কেউই তা করতে পারেনি। সুতরাং একটু আগে প্রফেসরের বলা বিজ্ঞানের তিনটি নিয়মের আওতায় ফেললে, তার কোনো মস্তিষ্কই নেই। বেয়াদ্দপি মাফ করবেন, স্যার। তাহলে আপনি আপনার লেকচারের উপরে কি করে আস্থা রাখেন?' পুরো ক্লাসে নিরবতা নেমে এলো। ছাত্রের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'আমার মনে হয় এটা তোমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে।' ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'ঠিক স্যার! মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে যে সংযোগ সেটা হলো বিশ্বাস। এটাই সবকিছুকে জীবন্ত রেখেছে, সচল রেখেছে।' " ডক্টর আজফার অনেকক্ষণ একটানা বলার পর একটু সময়ের জন্য থামলেন। গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। "ছাত্রটি কে ছিলো জানো?"

মাথা দোলাল চারু।

"আইনস্টাইন।"

"এরকম গালগল্প ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই," সোজাসুজি বাতিল করে দিলো যুক্তিবাদি। "কে খুঁজতে যাবে আইনস্টাইন এরকম কথা আসলেই বলেছিলো কিনা? কিভাবে খুঁজবে? সব বোগাস!"

ডক্টর মুচকি হাসলেন। "গল্পের সেই ছাত্র আদতেই আইনস্টাইন ছিলো কিনা সে নিয়ে কিন্তু আমিও নিশ্চিত নই। হতে পারে এটা কারোর মনগড়া গল্প।"

"আইনস্টাইনের মতো বিখ্যাত কাউকে ব্যবহার করা হয়েছে সর্বসাধারণের কাছে সহজেই বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য। বিশ্বাসিরা সব সময় এরকম গল্প ফেঁদে থাকে।"

মিটিমিটি হাসলেন ডক্টর। "হুম। বিখ্যাত মানুষজনকে নিয়ে এরকম অনেক গল্পই প্রচলিত আছে। সবগুলো যে সত্যি সে কথা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই।"

চারুর ঠোঁটে বাঁকাহাসি দেখা গেলো।

বেশ গম্ভির কণ্ঠে বললেন আজফার হুসেন, "তবে গল্পটা কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারো না।"

BanglaBook.org

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো যুক্তিবাদি।

"ধরো এই গল্পের ছাত্র সাধারণ কেউ। আর শিক্ষক হলে তুমি। এখন বলো, তোমার কাছে কী জবাব আছে?"

চারু এমন প্রশ্নের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেয়ে রইলো ডক্টরের দিকে।

ডক্টর আজফার আস্তে করে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। থুতনিটা বুকের উপর ঠেকিয়ে নিচু করে রাখলেন মাথাটা।

"ডক্টর, আপনি ঠিক আছেন তো?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলো মায়া।

এবার চারু লক্ষ্য করলো ডক্টরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

মুখ তুলে তাকালেন ডক্টর হুসেন। "আমি ঠিক আছি। ডোন্ট ওরি। আই জাস্ট নিড মেডিকেশন।" বলেই উঠে দাঁড়ালেন। "সরি...কিছু মনে করবে না...আমাকে একটু রেস্টও নিতে হবে। তোমাদের সঙ্গে পরে কথা হবে।"

আস্তে করে উঠে অভিজাত ভঙ্গিতে হেটে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ডক্টর আজফার হুসেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

“একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?”

মায়ার কথায় ফিরে তাকালো চারু। **ডক্টর চলে যাবার পরও তারা দু-জন বসে আছে সুবিশাল স্টাডিতে।**

“কিছু মনে করবেন না তো?”

“বলুন...কিছু মনে করবো না।”

“আপনি যে ধর্মে বিশ্বাস করেন না তার নিশ্চয়ই কারণ আছে। আমাকে কি সেটা বলা যাবে?”

“আপনার কেন এটা মনে হলো?”

মায়া আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “কী জানি। আমার শুধু মনে হচ্ছে গভীর এক দুঃখবোধ থেকে আপনি...” কথাটা শেষ করলো না সে।

মেয়েটার দিকে চেয়ে রইলো চারু আহসান।

“বলতে না চাইলে থাক,” তাকে চুপ থাকতে দেখে বলল মায়া।

“বলতে কোনো সমস্যা নেই।” কথাটা বলেই গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো সে। “যদিও ঘটনাটা আমি কাউকে কোনোদিন বলিনি।”

এ সময় দেখা গেলো মায়ার চোখদুটো ছলছল করে উঠেছে, কিন্তু কেন, চারু বুঝতে পারলো না।

“আমি বেশ অল্প বয়স থেকে ধর্মে বিশ্বাস করি না।” অনেকটা ঘোষণা দেবার মতো করে বলল সে। “সম্ভবত ক্লাস সিক্স থেকে।”

বিস্মিত হলো মায়া। “এতো অল্পবয়স থেকে?!”

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান।

“বলেন কি? ঐ বয়সে তো এসব বোঝারই কথা নয়।”

“হুম, বোঝার কথা নয়। আমিও বুঝতাম না, যদি আমার বাবা মারা না যেতো।”

মায়া স্থিরচোখে চেয়ে রইলো তার দিকে।

“সিক্সে পড়ার সময় আমার বাবা ক্যান্সারে মারা যায়।” আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারু। “বাবার মৃত্যুর সময় কিছু ঘটনা আমার মনে খুব দাগ কেটেছিলো। আমাদের পরিবার...বিশেষ করে আমার বাবা খুবই

BanglaBook.org

অন্যরকম মানুষ ছিলো। কোনো রকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো না। একটু বামপন্থি রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছিলো যৌবনে, তো সেটার প্রভাব রয়ে গেছিলো তার মধ্যে। নকশাল আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের ভক্ত হিসেবে আমার নাম রাখে 'চারু'। পরিবারের অনেকে আপত্তি জানালেও বাবা কারো কথা কানে তোলেনি।"

"আপনার বাবা কি নাস্তিক ছিলেন?"

"না। অবশ্য ধর্মকর্মও খুব একটা করতো না। প্রতি শুক্রবার আর ঈদে নামাজ পড়তে দেখেছি, তবে কখনও রোজা রাখতো না।" একটু থেমে আবার বলল, "তবে বাবা একদম কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন। ভুত-প্রেতে বিশ্বাস করতো না। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভুত কোথায় থাকে, বাবা আমার মাথায় টোকা মেরে বলেছিলো, এখানে থাকে। যারা ভুতে বিশ্বাস করে ভুত কেবল তাদের মাথাতেই বাসা বাঁধে। অনেক পরে আমি এ কথাটার মানে বুঝেছিলাম।" হেসে ফেলল চারু। একটু থেমে আবার বলল, "আমার বাবা-মায়ের পরিবার খুবই রক্ষণশীল, প্রচণ্ড ধার্মিক বলতে পারেন। কিন্তু বাবা আমাকে কখনও ধর্ম নিয়ে ভালোমন্দ কিছুই বলতো না। অবশ্য আমার বয়স তখন খুবই কম, বড় হলে বলতো কি-না আমি জানি না।"

মায়া কিছু বলল না, সে গল্পটা শুনতে চাচ্ছে।

"আচমকা বাবার ক্যান্সার ধরা পড়লে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে আমার মা। চিকিৎসার পাশাপাশি পীড়-ফকির, কামেল লোকজন, সবার কাছেই ছুটে যেতো। খুব ডেসপারেট হয়ে পড়েছিলো। মা যখন খালা, ফুপু, চাচি, মামিদের সাথে ওসব জায়গায় অলৌকিক কিছুর আশায় ছুটে যেতো আমিও তখন সঙ্গে থাকতাম। সেই অল্পবয়সেই আমি ওসব বুজরুকি চোখের সামনে দেখেছি। তাদের সমস্ত কেরামতি যে অসাড় সেটা বুঝতে খুব বেশি দেরি হয়নি।" একটু গম্ভির হয়ে গেলো সে। "অনেক চেষ্টার পরও বছরখানেকের মধ্যেই বাবা মারা গেলো।"

"এরপরই ধর্মের উপর থেকে আপনার বিশ্বাস চলে গেলো?"

মায়ার কথায় মাথা দোলাল চারু। "ঠিক তার পর পর নয়...আরো পরে।"

চুপ মেরে রইলো মায়া, যদিও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

"বাবা যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে তখন প্রতি সন্ধ্যায় মাগরেবের পর পর আমাকে নিয়ে দোয়া-দুরুদ পড়তো। মা বলতো এসব করলে বাবাকে বাঁচানো যাবে। আমি সেই অল্পবয়সে বাবার জন্য নামাজ পড়তাম, রোজা

BanglaBook.org

রাখতাম। তারপরও কোনো কিছুতেই বাবার মৃত্যু ঠেকানো গেলো না। তার মৃত্যু আমাকে নতুন একটি সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো–ধর্মকর্ম কোনো কাজের না। তখন থেকেই আমার ধর্মবিশ্বাস ফিকে হয়ে যেতে শুরু করলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া।

"আসলে আমার মধ্যে ধর্মিয়বিশ্বাস পুরোপুরি চলে গেলেও মুখে কিন্তু সেটা বলতাম না। কলেজে ওঠার পর থেকে আর কোনো কিছু পরোয়া করিনি।"

"আপনি বলছেন ধর্মিয়বিশ্বাস চলে গেছিলো...কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস? সেটা কি ছিলো তখনও?" মায়া জানতে চাইলো আস্তে করে।

ঠোঁট ওল্টালো চারু। ধর্ম আর ঈশ্বর যে আলাদা বিষয় সেটা সে জানে। যদিও অনেকেই গুলিয়ে ফেলে। ধর্ম মানে না এমন অনেক মানুষ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সেটা ধর্মান্ধ আর নাস্তিকেরা বুঝতেও চায় না।

"কঠিন প্রশ্ন করে ফেললাম নাকি? যদি বলতে না চান তাহলে বলার দরকার নেই।"

মায়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকালো চারু আহসান। "না বলার কিছু নেই। আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে কোনো লুকোছাপা করি না। কিন্তু..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মায়া।

"সত্যি বলতে ঈশ্বরের ব্যাপারে আমি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই। আমার মনে হয় ধর্মগুলো যে ঈশ্বরের কথা বলে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে ইউনিভার্সাল ফোর্স হিসেবে...এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিফ কমান্ডার হিসেবে হয়তো কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে।"

"চিফ কমান্ডার?!" অবাক হলো মায়া।

মুচকি হাসলো যুক্তিবাদি। "এটা আমার নিজের দেয়া নাম।"

মায়াও হেসে ফেলল কথাটা শুনে। তারপরই ঘরে নেমে এলো নিরবতা। দু-জনের কেউ কোনো কথা বলল না।

"আপনি আপনার বাবাকে খুব মিস্ করেন, না?" অবশেষে বলল মায়া।

"হুম।"

"আমিও," আস্তে করে বলল সাবেক রেডিওজকি। "বাবাকে খুব মিস্ করি। এই একটা জায়গায় অন্তত আপনার আর আমার মধ্যে মিল আছে।"

BanglaBook.org

মায়ার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারু।

"আমার মনে হয় অন্যদের সঙ্গেও আমাদের কথা বলা দরকার," হুট করে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল মেয়েটা। "ঐদিন হ্যালোউইন পার্টিতে যারা ছিলো তাদের কথা বলছি।"

প্রসঙ্গ পাল্টানোতে চারুও খুশি হলো। বাবার মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে তার ভালো লাগে না।

"মারজানা নামের একজনের সাথে কথা বলা যেতে পারে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি মেয়েটা র‍্যাম্পে কাজ করেছিলো দু-বছর আগে।"

"আপনার সাথে ওর পরিচয় আছে?"

"না। তবে যে মডেল এজেন্সির হয়ে ও র‍্যাম্পে কাজ করেছিলো সেখানকার অনেকের সাথে আমার বেশ ভালো পরিচয় আছে। মনে হয় ওর সাথে কালকে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান। "সেটা করতে পারলে তো ভালোই হয়।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

হঠাৎ করেই গতকাল থেকে ডক্টর আজফারের শরীর খারাপ করেছে, এখন ইউনিভার্সাল হাসপাতালে ভর্তি আছেন তিনি।

গতকাল তার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর মায়া রাতে ফোন করে তার শরীরের খবর নিতে গিয়ে জানতে পারে সন্ধ্যার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চারুকে ফোন করে জানায় এটা। তারা ঠিক করে পরদিন হাসপতালে যাবে ডক্টরকে দেখতে।

এখন ইউনিভার্সাল হাসপাতালের করিডোরে বিরসমুখে বসে আছে মায়া। তার বাড়ি থেকে এটা খুব বেশি দূরে নয়। একটা রিক্সা নিয়ে চলে এসেছে। একটু আগে চারু ফোন করে জানিয়েছে সে-ও আসছে। পথে আছে এখন। কিন্তু এসেই বা কী করবে, হাসপাতালের লোকজন ডক্টরের সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না। মায়া জানতে চেয়েছিলো, রোগির শরীর বেশি খারাপ কি-না, ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, রোগি বিপদমুক্ত আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে ভিজিটর অ্যালাউ করা ঠিক হবে না। তার হার্ট মনিটরিং করা হচ্ছে। চব্বিশঘণ্টা পর ডাক্তাররা ঠিক করবেন ডক্টরকে হাসপাতালে রাখার দরকার আছে নাকি ওষুধপত্র দিয়ে রিলিজ করে দেয়া হবে।

"কি খবর?" মায়া মুখ তুলে দেখলো চারু দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, হাতে একটা হেলমেটটা ধরা।

"দেখা করা যাবে না," বলল মেয়েটি, "তবে উনার শরীর ভালোই আছে...ডাক্তার আমাকে সেরকমই বলল।"

"হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো নাকি?"

"সেরকম কিছু না। উনার বুকে খুব পেইন হচ্ছিলো, সেজন্যে চব্বিশ ঘণ্টা অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছে।"

আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ মায়ার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লো চারু। "উনার সেন্স তো আছে, নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবেক আর.জে। "নার্স বলল উনি বই পড়ছেন।"

BanglaBook.org

"বই পড়ছেন?" অবাক হলো চারু।

"হুম। *অ্যাডভেঞ্চার অব টিন টিন*।"

ভুরু কুচকে তাকালো র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি। "টিন টিন?!"

"কেন, উনি কি এটা পড়তে পারেন না?"

বাঁকাহাসি দেখা গেলো চারুর ঠোঁটে। "এখন তো মনে হচ্ছে অসুখটা উনার হার্টের না...মাথার!"

কটমট চোখে তাকালো মায়া। "এক্সকিউজ মি?!" তার কণ্ঠে ক্ষোভ। "আমি কিন্তু এখনও টিন টিন পড়ি।"

বাঁকাহাসি দিলো চারু। "এটা না বললেও চলতো।"

"মানে?"

"কিছু না।"

"বুলশিট!" বলেই মুখ ঝামটা দিয়ে অন্যদিকে তাকালো মায়া।

মুখ টিপে হাসলো চারু। অপেক্ষা করলো মেয়েটা কখন তার দিকে ফিরে তাকায়। "আশ্চর্য, আমি তো মজা করলাম...এটাও বোঝেন না?"

এবার মায়া তার দিকে তাকালো। "আপনি মোটেও মজা করেননি। সব সময় খোঁচা মেরে কথা বলা আপনার বদঅভ্যাস।"

ভুরু কপালে তুলল যুক্তিবাদি।

"এটা নিয়ে ঘুরছেন কেন?" চারুর হাতের হেলমেটটার দিকে ইঙ্গিত করলো।

মুচকি হাসলো সে। "বাইক নিয়ে এসেছি আজ।"

"আপনার বাইক?"

"আমার রুমমেটের বাইক। ও সামনের মাসে গাড়ি পাচ্ছে অফিস থেকে, বাইকের আর দরকার হবে না। আমি ভাবছি ওর বাইকটা কিনে নেবো। আগে থেকে চালিয়ে দেখে নিচ্ছি জিনিসটা কেমন।"

"আপনি কি আশা করছেন আমাকে আপনার বাইকে চড়িয়ে মারজানার সাথে দেখা করতে যাবেন?"

চারু অবাক হয়ে তাকালো মেয়েটার দিকে। "ওহ্, ভুলেই গেছিলাম...আজ তো ঐ মেয়েটার সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা।" অভিনয়টা নিজের কাছেই দুর্বল মনে হলো তার।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি এটা ভুলে গেছেন?"

BanglaBook.org

"হুম। একদমই খেয়াল ছিলো না।"

"ও," মায়া বলল। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে কথাটা বিশ্বাস করেনি।

"এক কাজ করি," বলল চারু আহসান। "আপনি একটা সিএনজি নিয়ে রওনা দিয়ে দেন, আমি আপনার সাথে সাথে বাইক নিয়ে আসছি।"

চারুর দিকে তাকালো মায়া। "সেটার কোনো দরকার নেই, আমরা একসাথেই যাবো।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো যুক্তিবাদি। "আমাকে বাইক নিয়ে যেতে হবে। বাইকটা এখানে রেখে যেতে পারবো না। আজকাল বাইক চুরি অনেক বেড়ে গেছে।"

"স্টুপিড!" নিচুকণ্ঠে বলেই গটগট করে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে গেলো মায়া।

তার পেছন পেছন চলে এলো চারু। বাইরের প্রাঙ্গনে পার্কিংএরিয়ার কাছে এসে একটা বাইকের সামনে থেমে গেলো মেয়েটা।

"এটাই কি আপনার বাইক?"

"হুম।"

কথাটা শুনে মুচকি হাসলো মায়া। "প্রস্তুতি দেখি ভালোই নিয়েছেন!"

বুঝতে না পেরে হা করে চেয়ে রইলো চারু। "কী?"

সাবেক আর.জে মুখ টিপে হাসলো শুধু।

তখনই চারু দেখতে পেলো জিনিসটা। বাইকের পেছনের সিটের পাশে আরেকটা হেলমেট লক করে রেখেছে সে। একটু কাচুমাচু খেলো এবার।

"শুনুন, বাইকে চড়ার পর ভদ্রভাবে চালাবেন, ওকে?" শাসন করার মতো ভঙ্গি করে বলল। "আর আমি আপনার কোমর জড়িয়ে ধরতে পারবো না।"

কাঁধ তুললো চারু। "পড়ে টরে গেলে কিন্তু আমি দায়ি থাকবো না।"

"হাহ্!" হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো মায়া।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

মারজানা মেয়েটি প্রচণ্ড নার্ভাস আর ভীতু প্রকৃতির। চারু ওকে দেখামাত্রই বুঝে গেছিলো এই মেয়ের পেট থেকে কথা বের করা সহজ হবে না। খুব বেশি সতর্ক। সামান্য নির্দোষ প্রশ্ন শুনেও দশবার ভেবে জবাব দেয়। ভীত হরিণীর মতো চঞ্চল তার দৃষ্টি।

চারু নিশ্চিত, হ্যালোউইন পার্টিতে এই মেয়ে ড্রাগ নিয়ে কিংবা অ্যালকোহল পান করে বেসামাল ছিলো। মিসকাতের খুনের আগে-পরে কোনো ঘটনাই তার পরিস্কার মনে নেই। তার বেশিরভাগ কথার সূত্র হলো বাকিরা।

চারু, মায়া আর মারজানা বসেছে বনানীর একটি ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে।

"বাইকার-বাবুর আচরণ নাকি কেমনজানি ছিলো," কোকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল সে।

"কেমন?" মায়া জানতে চাইলো।

চারু অবশ্য আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ কথা অ্যাঞ্জেল তাকে বলেছে।

"ইয়ে মানে," আবারো কোকে চুমুক দিলো মারজানা। "আমি ঠিক বলতে পারবো না। অ্যাঞ্জেল, মুস্তফি...ওরা বলেছে।"

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস জোর করে আটকে রাখলো চারু। আজকের মিটিংটা যে একদমই অনর্থক আর নো-ইউজ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মায়াকে বাইকে করে গুলশান থেকে বনানীর সংক্ষিপ্ত পথ পাড়ি দেয়া ছাড়া আর কোনো সার্থকতা নেই বললেই চলে। মেয়েটার সাথে পাঁচ মিনিট কথা বলার পরই তাকে প্রশ্ন করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে। যা করার মায়াই করে যাচ্ছে। আর সেটা যেমন খাপছাড়া তেমনি অদরকারি।

"তুমি বাবুকে, মানে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে দেখোনি ঐদিন?" মায়া উদগ্রিব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

মাথা দুলিয়ে কোকে চুমুক দিলো মারজানা। "না। আমি যেন কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন...মনে নেই।"

বয়ফ্রেন্ডের সাথে ইয়ে করছিলি...শালি! মনে মনে বলল চারু।

"আচ্ছা, আমাকে অন্য একটা কথা বলো তো," মায়া প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলো, "মিসকাতের সাথে কি কারোর কোনো ঝামেলা ছিলো, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে?"

"না-হ্! এরকম কিছু হবার প্রশ্নই ওঠে না।" মাথা দুলিয়ে সরাসরি বাতিল করে দিলো মেয়েটি।

আবারো বাঁকাহাসি দেখা গেলো চারুর ঠোঁটে। *ফেরেস্তাদের গ্রুপ!* মনে মনে বলে উঠলো সে। *শুধু মওজ-ফূর্তি করে...ঝগড়া-ঝাটি করে না!*

"এটা কিন্তু আমার কাছে খুবই আনইউজুয়্যাল ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে," মায়া দ্বিমত পোষণ করে বলল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মারজানা। "কোনটা?"

"এই যে, তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-ঝাটি হয়নি কখনও।"

"এটা কিন্তু সত্যি। আমাদের মধ্যে আসলেই ওরকম কিছু হয়নি কখনও।"

চারুর ইচ্ছে করলো মেয়েটার গালে কষিয়ে একটা চড় মারতে।

"তবে..."

নড়েচড়ে উঠলো যুক্তিবাদি।

"তবে কি?" আগ্রহি হয়ে জানতে চাইলো মায়া।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো মারজানা। "না, মানে..." তার মধ্যে আবারো দ্বিধা, জড়তা, অনিশ্চয়তা। কিছুটা নার্ভাসও সে।

"কি হলো, বলো?" তাড়া দিলো সাবেক আর.জে।

"আসলে তেমন কিছু না...ক্লোজ-সার্কেলে এমনটা তো হতেই পারে?"

আক্ষেপে মাথা দোলাল চারু। "সেটা তো হতে পারে...কিন্তু আমরা সেরকম কিছুই জানতে চাইছি।"

"বলো, কোনো সমস্যা নেই। আমরা এটা কাউকে বলবো না," আশ্বস্ত করলো মায়া।

ঢোক গিললো মারজানা। "আমাদের গ্রুপে একটা পেইন ইন অ্যাজ আছে..." চারু আর মায়ার দিকে তাকালো সে। "নাথিং সিরিয়াস...বাট,

BanglaBook.org

অমি ওকে ঠিক লাইক করতো না।"

"অমি মানে মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড?" চারু জানতে চাইলো।

"হুম।"

"তুমি কার কথা বলছো?" মায়া উদগ্রিব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"অ্যা-অ্যাঞ্জেল," আস্তে করে বলল মারজানা।

চারুর কপালে ভাঁজ পড়লো। "ওকে নিয়ে কি হয়েছিলো?"

মাথা দোলাল মেয়েটা। "না-না, কিছু হয়নি। আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম কিছু না।"

বিরক্ত হয়ে উঠলো চারু কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মায়া মুখ খুললো।

"মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড অ্যাঞ্জেলকে কেন লাইক করতো না? ওকে নিয়ে ঝগড়া হয়েছিলো?"

"ওরকম কিছু হয়নি। ও খুব হেল্পফুল...খুবই ফ্রেন্ডলি...কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

ফ্যালফ্যাল চোখে তাকালো মেয়েটা। "অমি ওকে একদমই সহ্য করতে পারতো না।"

"কেন?"

এবার চারু আর মায়া দু-জনের দিকে পালাক্রমে তাকালো মারজানা। "মিসকাত সারাক্ষণ অ্যাঞ্জেলকে সঙ্গে রাখতো।"

"তো?"

"এটা অমি লাইক করতো না।"

কাঁধ তুললো চারু। "একটা গ্রুপে এরকম লাইক-ডিজলাইক থাকতেই পারে। এটা আর এমন কী ব্যাপার?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মারজানা। "হুম, সেটাই বলছি...নাথিং সিরিয়াস। অমি জাস্ট লাইক করতো না অ্যাঞ্জেলকে।"

"শুধু অমি নাকি তোমরাও ওকে লাইক করতে না?"

মায়ার এমন প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলো মেয়েটা। "আসলে..." আবারো নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। "ওরকম একজনকে...ইউ নো...সার্কেলের অনেকেরই আনইজি লাগতো। কিন্তু মিসকাতের কারণে এ নিয়ে কেউ কিছু বলতো না। মিসকাত সব সময় অ্যাঞ্জেলের পক্ষ নিতো, ওকে আগলে রাখতো। তার সামনে অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে বাজে কথা বললে কিংবা হাসাহাসি

BanglaBook.org

করলে ভীষণ ক্ষেপে যেত। এ নিয়ে একবার পিজ্জাহাটে পাশের টেবিলের এক ছেলেকে খুব মেরেছিলো মিসকাত।"

হঠাৎ মেয়েটার হাত ধরে ফেলল মায়া। "তুমি কিছু একটা লুকাচ্ছো, মারজানা। আমাকে সেটা বলো, প্লিজ।"

মায়ার এমন আচরণে চারুও বেশ অবাক হলো।

ঢোক গিললো মেয়েটা।

"অমি একটা কিছু সন্দেহ করতো অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে, তাই না?"

মায়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো মারজানা।

"কি নিয়ে সন্দেহ করতো?" উদগ্রিব হয়ে জানতে চাইলো চারু।

গ্লাসের বাকি কোকটুকু দ্রুত শেষ করে ফেলল মেয়েটা, তারপর গভীর করে দম নিয়ে বলল, "অমি ডাউট করতো মিসকাত বাইসেক্সুয়াল!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

মিসকাত বাই-সেক্সুয়াল ছিলো!

তথ্যটা আগ্রহি করে তুলেছে চারু আহসানকে।

মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে সন্দেহ করতো। মেয়েটা ধারণা করতো, মিসকাত আর অ্যাঞ্জেলের মধ্যে কিছু একটা চলছে। এই সন্দেহের কারণ, মিসকাত যতোটা না তার গার্লফ্রেন্ড অমির সাথে থাকতো তারচেয়ে অনেক বেশি থাকতো অ্যাঞ্জেলের সাথে। বলতে গেলে সার্বক্ষণিক সঙ্গি হিসেবে রাখতো অ্যাঞ্জেলকে।

চারু ভেবেছিলো মারজানার সাথে কথা বলে কোনো কিছু জানতে পারবে না কিন্তু এই একটা তথ্য সামান্য হলেও তাকে পথ দেখাচ্ছে। হ্যালোউইন পার্টির রহস্যময় হত্যাকাণ্ডটি যে সহজ কিছু হবে না সেটা সে জানতো। কিন্তু তদন্তে নেমেই বুঝে গেছিলো, ধারনার চেয়েও বেশি কঠিন হতে যাচ্ছে কাজটা।

"এটা এমন কী," মায়া বলল। মারজানাকে বিদায় দিয়ে তারা বসে আছে রেস্তোরাঁয়। "মিসকাত যে আসলেই বাই-সেক্সুয়াল ছিলো সেটা কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে না। এটা স্রেফ ওর গার্লফ্রেন্ডের সন্দেহ।"

মাথা দোলাল চারু। "মিসকাত আসলেই বাই-সেক্সুয়াল ছিলো কি-না সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।"

"তাহলে?"

"মেয়েটা যদি ভুল সন্দেহও করে থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। যেটা গুরুত্বপূর্ন সেটা হলো, এরকম একটা সন্দেহ করতো মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড।"

"বুঝলাম না?"

"ওরা বলছে ওদের গ্রুপে কোনো রকম ঝগড়া-ঝাঁটি হতো না। কোনো ঝামেলা হয়নি কখনও...ব্যাপারটা কিন্তু অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো আমার কাছে।"

"হুম।" মায়া আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কিন্তু আমি ভালো করেই জানতাম, কিছু একটা সমস্যা ছিলো ওদের

BanglaBook.org

গ্রুপে। কিছু বাঙালি একসাথে হ্যাঙআউট করবে আর ঝামেলা হবে তা হতেই পারে না।"

"স্বজাতি সম্পর্কে ধারণা দেখি বেশ ভালোই রাখেন," টিপ্পনি কেটে বলল মায়া।

"এটা আমার ধারণা নয়, প্রতিষ্ঠিত সত্য। বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আর মহারথিদের বই পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

"জোকস অ্যাপার্ট, বাবা...আসল কথা বলুন," মোহনীয় কণ্ঠে বলল মায়া।

মাথা দোলাল চারু। কাজের সময় এই মেয়ের মনে পড়ে যায় জীবনে রঙ্গ-রসিকতা করাটা খুব জরুরি। আবার কাজের কথায় ফিরে গেলো সে, "শুনুন, ওদের মধ্যে কিছু একটা ঝামেলা অবশ্যই ছিলো, নইলে পার্টিতে একজনকে খুন করা হবে কেন?"

সায় দিলো মায়া। "তাহলে কি মিসকাতের প্রেমিকা নিছক সন্দেহের বশে মিসকাতকে-"

"আরে না," মেয়েটার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো চারু। "সেটা যদি হতো তাহলে মিসকাত নয়, ঐদিন খুন হতো অ্যাঞ্জেল।"

"হুম, তা ঠিক।"

"তাছাড়া খুনি যে-ই হোক, আমার মনে হয় না সে ওদের গ্রুপের কেউ ছিলো।"

"আপনি বলতে চাইছেন বাইরের কেউ করেছে কাজটা?"

"অবশ্যই। তবে ওদের গ্রুপের কেউ এটা করিয়েছে।"

"আপনার এরকম মনে হবার কারণ?"

"আমার ধারনা ওদের গ্রুপে বিরাট কোনো ঝামেলা ছিলো। মানে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ, এইসব। তবে সেটা প্রকাশ হয়নি কখনও। এর কারণ হতে পারে, মিসকাতের মা একজন ক্ষমতাবান মহিলা। আবার এমনও হতে পারে, যারা ক্ষুব্ধ ছিলো তারা ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলো যাতে পরবর্তিকালে তাদেরকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।"

"ঝামেলাটা কি নিয়ে হতে পারে?"

কাঁধ তুললো চারু। "এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। তবে একটা ঝামেলা যে ছিলো সেটা তো প্রমান পেলেনই-মিসকাতের গার্লফ্রেন্ড অ্যাঞ্জেলকে সহ্য করতে পারতো না। নিশ্চয় এরকম আরো অনেক কিছু ওদের গ্রুপে ছিলো। এখন সেটা বের করতে হবে।"

BanglaBook.org

"এটা আপনি কিভাবে করবেন?" মায়া কৌতুহলি হয়ে উঠলো।

"অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে আরেকটু নাড়াচাড়া করতে হবে। এখন বুঝে গেছি, এই রহস্যের কূল-কিণারা করতে হলে সবার আগে ঐ ফিফটি-ফিফটিটাকেই বাগে আনতে হবে। ও-ই আমাদের বলতে পারবে এটা।"

"এটা আর এমন কী কঠিন কাজ," বাঁকাহাসি দিলো মায়া, "আপনি একটু প্রশ্রয় দিলেই দেখবেন ও সব বলে দিচ্ছে।"

"আশ্চর্য, আমরা একটা মিস্ট্রি তদন্ত করছি, ফান করছি না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারু। "এইসব ঠাট্টা-তামাশা বাদ দিয়ে একটু সিরিয়াস হোন। আমাকে হেল্প করুন।"

"আমি তো হেল্প করছিই...আজব। এই যে মারজানার সাথে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম, তার আগে বাইকার বাবুর সাথেও মিট করিয়ে দিয়েছি, ভুলে গেছেন?"

চারু কিছু বলল না।

"আমি বলতে চাচ্ছি, ঐ বনলতাকে আপনি সামলালেই ভালো হয়। এখানে আমাকে জড়ালে কোনো লাভ হবে না।" কথাটা বলেই মুখ টিপে হেসে ফেলল মায়া।

আক্ষেপে আবারও মাথা দোলাল চারু। এই মেয়েকে এ ব্যাপারে যত নিষেধ করবে ততই বেশি বলবে। তারচেয়ে বরং এই প্রসঙ্গটা আর না তোলাই ভালো। তবে মনে মনে সে মায়ার সাথে একমত না হয়েও পারছে না। ঐ অ্যাঞ্জেলের পেট থেকে যদি কথা বের করতে হয় তাহলে তার নিজেরই সেটা করা ভালো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

অ্যাঞ্জেল যে ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি সেটা তার অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর এই ব্যাপারটা চারুকে এক ধরণের অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো।

কাজ করতে গেলে অনেক ঝক্কি ঝামেলাই পোহাতে হয়, কিন্তু এর আগে কখনও এমন অবস্থায় পড়েনি। ছোটবেলা থেকেই চারু অ্যাঞ্জেলদের মতো মানুষজনের সংস্পর্শে একটু অস্বস্তিবোধ করে।

"ওয়াও!"

"কি?" অ্যাঞ্জেলের কথা বুঝতে না পেরে বলল সে।

"ইউ লুক গ্রেট টুডে," কথাটা বলেই ভ্রু নাচালো।

কাষ্ঠহাসি দিলো চারু। "থ্যাঙ্কস।"

"স্পেশালি ইউর শার্ট..." চারুর শার্টের দিকে ইঙ্গিত করে বলল। "দারুণ লাগছে আপনাকে।"

আবারো কাষ্ঠহাসি দিতে বাধ্য হলো চারু। বুঝতে পারছে দ্রুত কাজের প্রসঙ্গে চলে না গেলে তাদের এই দ্বিতীয় মোলাকাতটি আরো বেশি বিব্রতকর হয়ে উঠবে।

"কি খাবে?" জানতে চাইলো সে।

"জাস্ট অ্যা ড্রিঙ্ক...স-ফ্-ট ড্রিঙ্ক," মোহনিয় ভঙ্গিতে বলল অ্যাঞ্জেল। বিশেষ করে 'সফট' শব্দটি।

মনে মনে প্রমাদ গুনলো চারু। দ্রুত ওয়েটার ডেকে দুটো ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়ে দিলো। "আচ্ছা, মিসকাতের গার্লফ্রেন্ডের সাথে কি তোমার কোনো সমস্যা আছে?" একেবারে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলো এবার। সময় নষ্ট করতে চাচ্ছে না।

"হোয়াট!" অ্যাঞ্জেল একটু বিস্মিত হলো কথাটা শুনে। "কে বলেছে এটা?"

"কেউ বলেনি। তবে মিসকাতের গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে সে তোমাকে ঠিক পছন্দ করে না।" একটা টোপ দিলো

BanglaBook.org

অ্যাঞ্জেলের পেট থেকে কথা বের করার জন্য। "অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে।"

তেতে উঠলো অ্যাঞ্জেল। "ঐ বিচটা কি বলেছে, ঠিক করে বলেন তো? চান্স পেলেই মানুষের কাছে আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলে। আই হেইট দ্যাট বিচ!"

চারু খুশি হলো। এই আগুনে ঘি ঢালতে হবে। "নাহ, তেমন কিছু না। আমার মনে হয়েছে ও তোমাকে ঠিক পছন্দ করে না।" একটু থেমে আবার বলল, "কিন্তু কেন? মানে, তুমি তো খুবই মিশুক, ভদ্র একটা..." কথা শেষ করতে পারলো না সে। 'ছেলে' শব্দটা ব্যবহার করলে অ্যাঞ্জেল খুশি হবে নাকি হবে না বুঝতে পারছে না।

"ইউ নো, আমি সব সময় মিসকাতের সাথে থাকতাম...ওর সুখে-দুঃখে আমিই থাকতাম ওর পাশে। এটা অমি লাইক করতো না। খুব হিংসে করতো।"

"শুধু এজন্যে? নাকি অন্য কোনো কারণও ছিলো?"

চারুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অ্যাঞ্জেল। "হোয়াট ডু ইউ মিন?"

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলো যুক্তিবাদি। "না, মানে...তোমার মতো একটা গর্জেস..." আবারো 'ছেলে' শব্দটা মুখে চলে আসার আগেই থেমে গেলো। "...যা হয় আর কি। গার্লফ্রেন্ডরা খুবই পজেসিভ হয়ে থাকে। বুঝতে পারছো নিশ্চয়।"

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো অ্যাঞ্জেল। "অমি আমাকে নিয়ে শুধু হিংসাই করতো না, অনেক উল্টাপাল্টাও ভাবতো। আমিও জানতাম সে কী ভাবতো, কিন্তু সত্যি হলো, মিসকাতের সাথে আমার সম্পর্কটা জাস্ট ফ্রেন্ডশিপের ছিলো, আর কিছু না। বিলিভ মি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। তুমি মিসকাতের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলে, এটাই হয়তো অমি সহ্য করতে পারতো না।"

সফট ড্রিঙ্কস চলে এলে অ্যাঞ্জেল তার গ্লাসটা নিয়ে স্ট্র-তে এমনভাবে দুই ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরলো যে, চারু অন্য দিকে না তাকিয়ে পারলো না। তারপরই চুম্বন দেবার ভঙ্গি করে ধীরে ধীরে পান করতে লাগলো। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরালো না চারুর উপর থেকে। রেস্টুরেন্টের

BanglaBook.org

কাঁচের দেয়াল দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি। যেন বাইরে পার্ক করে রাখা বাইকটা ঠিক আছে কিনা দেখছে।

"অমির জন্য আমার খুব করুণা হয়, ইউ নো।"

চারু ফিরে তাকালো অ্যাঞ্জেলের দিকে। "কেন?"

"ও একটা বোকা। শুধু শুধু উল্টাপাল্টা ভেবে কষ্ট পেয়েছে। ও কখনও জানতেই পারবে না মিসকাত ওকে কতোটা ভালোবাসতো।"

চারু কিছু না বলে নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে লাগলো।

"অমির সাথে ইনভল্ভ হবার আগে মিসকাত প্লে বয় টাইপ ছিলো। বাট, অমির ব্যাপারে অনেক কমিটেড ছিলো ও।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেলো চারু আহসান।

"অমির উচিত আমার কাছে গ্রেটফুল থাকা। কতো বড় বিপদ থেকে আমি মিসকাতকে বাঁচিয়েছি। ওর জন্যে কতো বড় মিথ্যে বলেছি, ঐ বিচটা কি সব ভুলে গেছে?"

"কিসের বিপদের কথা বলছো?" একটু নড়েচড়ে বসলো চারু। "মিথ্যে কথাটাই বা কি?"

স্ট্র দিয়ে জোরে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা এক পাশে সরিয়ে রাখলো অ্যাঞ্জেল। "অনেক বড় বিপদ ছিলো ওটা। ইউ কান্ট ইমাজিন। উফ্! ভাবলেই আমার গুজ বাম্প হয় এখনও।" কথাটা বলেই দু-হাত টেবিলের উপর প্রসারিত করে রাখলো। "দেখুন, দেখুন হাত দিয়ে...এখনও গুজ বাম্প হচ্ছে।"

চারু বুঝতে পারলো না কী করবে। কিন্তু কাজের স্বার্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলতো করে অ্যাঞ্জেলের ডানহাতটা স্পর্শ করলো। তার সামান্য স্পর্শ পেয়ে অ্যাঞ্জেল যে রকম শিহরিত হবার ভঙ্গি করলো তাতে করে নিজের চুল ছেঁড়ার ইচ্ছে জাগলো তার।

"ঘটনাটা কি ছিলো?" দ্রুত কাজের কথায় চলে এলো সে।

"কী আর বলবো, হরিবল একটা অবস্থা ছিলো।" কথাটা বলেই আবার গলা ভিজিয়ে নিলো। "আমি মিসকাতকে অনেক বলতাম, ড্রিঙ্ক করে ড্রাইভ না করার জন্য। কিন্তু ও আমার কথা শুনতোই না। হি ওয়াজ অ্যা হেভি ড্রিঙ্কার, ইউ নো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

BanglaBook.org

“একদিন বেশ ড্রিঙ্ক করে ড্রাইভ করছিলো ও, আমি ছিলাম ওর পাশেই। উফ! কী যে ভয় পেয়েছিলাম। মিসকাতকে অনেক বলছিলাম, প্লিজ, স্লো ডাউন করো, কিন্তু ও আমার কথা শুনছিলো না। বেসামাল হয়ে পড়েছিলো। ঢাকা শহরে লং ড্রাইভ করার মতো তো তেমন রোড নেই, পথেঘাটে প্রচুর গাড়ি, মানুষজন গিজ গিজ করতে থাকে সব সময়। কুড়িল রেললাইন ক্রশ করার পরই অ্যাকসিডেন্ট করে বসলো মিসকাত।”

“বলো কি?”

“হুম। ছেলেটা সাইকেল চালাচ্ছিলো...উফ! যা তা অবস্থা।”

“ছেলেটা মানে, কোন ছেলেটা?”

“ঐ যে...যার উপর দিয়ে গাড়ি তুলে দিয়েছিলো মিসকাত।”

“একটা ছেলের উপর গাড়ি তুলে দিয়েছিলো?”

“হুম...আর বলছি কি।” হাফ ছাড়লো যেন অ্যাঞ্জেল।

“তারপর?”

“আর কি...ভাগ্য ভালো আমাদের, ছেলেটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছিল। নইলে যে কী হতো।” একটু থেমে আবার বলল, “বস্তির কাছে ছিলো জায়গাটা...ইউ নো, কতো আজেবাজে লোকজন থাকে ওখানে। চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসার আগেই আমরা কেটে পড়েছিলাম।”

“ওহ্,” চারু বলল। ভেতরে ভেতরে সে হতাশ। বড়লোক ছেলেপেলেদের হাতে অল্পবয়সে গাড়ির স্টিয়ারিং তুলে দিলে এমন দুর্ঘটনা হরহামেশাই হয়ে থাকে। সে ভেবেছিলো কাউকে বুঝি গাড়িচাপা দিয়েছিলো মিসকাত। এখন দেখতে পাচ্ছে সামান্য একটা দুর্ঘটনা ছিলো ওটা। বিরাট বড় কোনো ঘটনা নয়।

“ঘটনাটা যে এত বড়সর ঝামেলা হয়ে যাবে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতেই পারিনি।”

“বিরাট বড় ঝামেলা!?” অবাক হলো চারু।

“আরে বাবা, যে ছেলেটাকে অ্যাকসিডেন্ট করেছিলো সে তো কেস করে দিলো মিসকাতের বিরুদ্ধে। ভাবতে পারেন, সে গাড়ির নাম্বার মনে রেখে দিয়েছিলো। কিভাবে সম্ভব এটা? মানে, ওভাবে অ্যাকসিডেন্ট করার পর কেউ গাড়ির নাম্বার মুখস্ত রাখতে পারে, বলেন? আমি তো অনেকবার চেষ্টা করলেও একটা নাম্বার মুখস্ত করতে পারি না। সে কিভাবে পারলো এত অল্প সময়ে?”

BanglaBook.org

"ছেলেটার মুখস্ত করার ক্ষমতা ভালো ছিলো মনে হয়।"

"অফকোর্স," চারুর কথার সাথে সায় দিলো অ্যাঞ্জেল। "শুধু তাই-ই না, খুব অ্যাডামেন্টও ছিলো। আন্টি কতো চেষ্টা করেছেন কিন্তু মামলা তুলে নেয়নি।"

"কিসের মামলা করেছিলো ছেলেটা? তুমি তো বললে অ্যাকসিডেন্টে তার কিছু হয়নি?"

"আমি বলেছি মারা যায়নি, বেঁচে গেছিলো...দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে, কিছুই হয়নি।"

"কি হয়েছিলো ছেলেটার?" চারু আগ্রহি হয়ে উঠলো একটু।

"মিসকাত তো ওর পায়ের উপর গাড়ি তুলে দিয়েছিলো, ইউ নো?"

"বলো কি?"

"হুম। দুটো পা-ই ভেঙে গেছিলো। যা তা অবস্থা।"

"আচ্ছা, মিসকাতের মা মামলা তুলে নেবার জন্য বলেছিলো কেন?" জানতে চাইলো সে। "ছেলেটাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলেই তো হতো, তাই না?"

"হাহ্," মুখ দিয়ে হতাশা প্রকাশ করলো অ্যাঞ্জেল। "আন্টি কি সেটা করেননি ভেবেছেন? বলেছিলেন, ট্রিটমেন্টের সব খরচ দেবেন, কিন্তু ছেলেটা মামলা তুলে নিতে রাজি হয়নি।"

"তাই নাকি?" একটু থেমে আবার বলল চারু, "ছেলেটার রাজি হওয়া উচিত ছিলো।"

"হুম। আমিও সেটাই মনে করি। বোকার মতো গোয়ার্তুমি করে লাভটা কি হলো, অ্যা? ক্ষতি যা হবার তোরই তো হলো।"

"ক্ষতি মানে? ছেলেটার পা কি ভালো হয়নি আর?"

"কিভাবে হবে? প্রচুর টাকার দরকার ছিলো না? ওদের কি অতো টাকা ছিলো নাকি।"

"গরীব ছিলো ছেলেটা?"

"হুম। কুড়িল বস্তিতে থাকতো...এক সিএনজি ড্রাইভারের ছেলে, বুঝতেই পারছেন। বিদেশে নিয়ে গিয়ে যে ট্রিটমেন্ট করাবে সেই অ্যাবিলিটি ছিলো না তো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "আচ্ছা, ওই মামলাটার কি হয়েছিলো?"

"কি আর হবে...ড্রাইভারের দু-বছরের জেল হয়েছিলো।"

BanglaBook.org

"ড্রাইভারের?" বুঝতে পারলো না চারু। "তুমি না বললে, মিসকাত গাড়ি চালাচ্ছিলো?"

অ্যাঞ্জেল রহস্য করার চেষ্টা করলো চোখেমুখে, কিন্তু সেটা হয়ে গেলো হাস্যকর। "আন্টির ল-ইয়ার কোর্টে বলেছে গাড়িটা তখন চালাচ্ছিলো ওদের ড্রাইভার। আমি আর মিসকাত ছিলাম প্যাসেঞ্জার সিটে।"

"বলো কি?" অবাক হলো চারু। "ড্রাইভার এটা মেনে নিলো?"

"আরে না, ল-ইয়ার বলেছে, ড্রাইভার পলাতক। আর আমি কোর্টে গিয়ে সাক্ষি দিয়ে সেটাকে স্ট্যাবলিশ করেছি। উফ! মিথ্যেটা বলতে আমার যে কী কষ্ট হয়েছিলো, ইউ নো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"আমি আবার ছোট থেকেই মিথ্যে বলি না, তাই ভীষণ সমস্যা হয়েছিলো। তারপরও, শুধু মিসকাতের জন্য আমি ওটা করেছি।"

চারু বুঝতে পারলো পুরো ব্যাপারটা। ড্রাইভারের কথা বলে, তাকে পলাতক দেখিয়ে, সেই ভুয়া-পলাতক ড্রাইভারকে দুই বছরের সাজা খাটিয়ে খুব সহজেই মামলা থেকে মিসকাতকে মুক্ত করা হয়েছিলো।

"মিসকাত কিন্তু রেগেমগে কাজটা করেছিলো...ওর এটা করা উচিত হয়নি," বলে যেতে লাগলো অ্যাঞ্জেল। "অনেক ড্রিঙ্ক করলে ওর এই সমস্যা হতো, মাথা ঠিক থাকতো না।"

"মিসকাত রেগেমেগে অ্যাকসিডেন্ট করেছে মানে?" চারু আবারো নিজের সিটে নড়েচড়ে বসলো। "বুঝলাম না?"

"প্রথমে তো ছেলেটার সাইকেলে হিট করে মিসকাত...ছেলেটা সাইকেল নিয়ে পড়ে যায়, তখনও তেমন কিছু হয়নি, সামান্য ব্যথা পেয়েছিলো। তারপর ছেলেটা যখন মাটিতে পড়ে রেগেমেগে মিসকাতকে গালাগালি করতে শুরু করলো তখনই ও মাথা গরম করে গাড়িটা তুলে দিলো...উফ! কী ভয়ঙ্কর অবস্থা।" গ্লাসের বাকি সফট ড্রিঙ্ক শেষ করে ফেলল স্ট্র দিয়ে। "আমি ওকে অনেক বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ড্রিঙ্ক করলে মিসকাতের মাথা ঠিক থাকতো না। তাছাড়া ছেলেটা বাপ-মা তুলে গালাগালি করেছিলো, বড়লোক নিয়েও যা-তা কথা বলেছিলো। এসব শুনে মিসকাত আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি।"

BanglaBook.org

দৃশ্যটা চারু কল্পনা করে নিতে পারলো। বড়লোকের ছেলের গাড়ি বস্তির এক গরীব ছেলের সাইকেলে মেরে দিলো, ছেলেটা মাটিতে পড়ে

গিয়ে ইচ্ছেমত গালাগালি করলো। মদ্যপ ধনীর দুলাল মাথা গরম করে গাড়িটা তুলে দিলো ছেলেটার উপরে। এ দেশের বাস্তবতায় খুবই সাধারণ ঘটনা। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের এমপির সন্তানের জন্য।

"ছেলেটার জন্যেও আমার মায়া হয় খুব।"

অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকালো চারু। "কার কথা বলছো?"

"ঐ যে, বস্তির ছেলেটা...ও তো পঙ্গু হয়ে গেছিল। বেচারা।" অ্যাঞ্জেলের চোখেমুখে করুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। "সাক্ষি দিতে আমাকেও কয়েকবার কোর্টে যেতে হয়েছে, তখন ছেলেটাকে দেখেছি। খুবই মায়া হয়েছিলো আমার। মিসকাত আর আমার দিকে বাপ-ছেলে কেমন করে যেন তাকিয়েছিলো।"

ঐ ছেলে আর তার বাপের ক্ষোভের কারণ বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না চারুর। গরীব ঘরের ছেলে, বাবা সামান্য সিএনজি ড্রাইভার, একজন এমপির ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করে যে সুবিধা করতে পারবে না সেটা বলাই বাহুল্য।

হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়তেই চারুর ভাবনা ধাক্কা খেলো।

সিএনজি ড্রাইভারের ছেলে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

"এটা কতোদিন আগের ঘটনা?" মায়া জিজ্ঞেস করলো।

অ্যাঞ্জেলের সাথে কথা বলে যা জানতে পেরেছে সেটা গতকালই মায়াকে ফোনে বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছে চারু। এখন তারা ডক্টর হুসেনের বিশাল ড্রইংরুমে বসে আছে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর ডক্টর রেস্টে আছেন বলে তাকে আর বিরক্ত করা হয়নি।

"প্রায় দু-বছর আগের," একটু আগে টোটার দেয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল চারু। "অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকে যখন শুনলাম ছেলেটার বাবা সিএনজির ড্রাইভার ছিলো তখনই আমার মনে পড়ে গেলো, অ্যাকসিডেন্টের পর বাবুকে এক সিএনজি ড্রাইভারই নিয়ে গেছিলো হাসপাতালে। আবার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে যে গেছিলো হ্যালোউইন পার্টিতে সে-ও একটা সিএনজিতে করেই ওখানে গেছিলো। এটা কোনভাবেই কাকতালিয় হতে পারে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। সে-ও চায়ের কাপে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে।

"একবার ভাবুন, মিসকাতের কারণে লোকটার ছেলে পঙ্গু হয়ে গেছে, সঠিক বিচারও পায়নি...এর চেয়ে বড় মোটিভ আর কী হতে পারে?"

"হুম, মিসকাত যা করেছে সেটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলা যায় না। ও ইচ্ছে করে, সজ্ঞানে গাড়িটা তুলে দিয়েছে।"

"মিসকাত তখন ড্রাঙ্ক ছিলো," শুধরে দিলো চারু। "সজ্ঞানে ছিলো বলা যাবে না।"

"যাই হোক, এটাকে আমি অ্যাটেম্প টু মার্ডারই বলবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"তাহলে আপনি মনে করছেন, মিসকাতের এই অ্যাকসিডেন্টটা ধরে এগোলেই আসল সত্যটা জানা যাবে?"

মায়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো চারু। "আসল সত্য জানা

BanglaBook.org

যাবে কিনা জানি না, তবে আমি এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে চাইছি। বাইকার বাবুকে একজন সিনএজি ড্রাইভার হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো। মনে রাখবেন, সে বাবুর মোবাইলফোন আর ব্যাগটাও নিয়ে গেছিলো। আর ওই ব্যাগেই ছিলো ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ড্রেস আর মুখোশটা।"

"তাহলে ঐ সিএনজি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করতে হবে এখন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"কিন্তু কাজটা কিভাবে করবেন?"

"এটা করতে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। অ্যাঞ্জেল বলেছে, কুড়িল বস্তিতে থাকে ঐ লোক। নামটাও বলেছে আমাকে–চাঁন মিয়া। তাছাড়া ঐ কেসটার কাগজপত্র জোগাড় করলেও ওর ঠিকানাসহ অনেক কিছু জানা যাবে।"

"কিন্তু এতদিন পর কি লোকটা ওখানে আছে?"

"হুম, এটা একটা সমস্যা। যদি না থেকে থাকে তাহলেও ওখান থেকেই তাকে খুঁজে বের করার কাজটা শুরু করতে হবে।"

"গুড আইডিয়া," একটু থেমে মায়া আবার বলল, "তাহলে কি মিসকাতের অন্য বন্ধুদের সাথে এখন আর কথা বলবেন না?"

"আগে এটা খতিয়ে দেখি, তারপর দরকার হলে ওদের সাথে কথা বলবো।"

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। "সিএনজি ড্রাইভারের পক্ষে কি এরকম একটা খুন করা সম্ভব?" অবশেষে নিরবতা ভাঙলো সে।

কাঁধ তুলল চারু। "একেবারে অসম্ভবও তো নয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। "কিন্তু মোবাইলফোন আর ব্যাগটা তো অ্যাকসিডেন্টের পর পর অন্য কেউ-ও সরিয়ে ফেলতে পারে, পারে না? মানে, সিএনজির ড্রাইভার ঘটনাস্থলে আসার আগেই ওগুলো চুরি হয়ে গেছিল কিনা কে জানে?"

"ওগুলো তখন চুরি হয়নি, সিএনজি ড্রাইভারই চুরি করেছে। কারণ হাসপাতালে নিয়ে আসার পর বাবুর মোবাইলফোন থেকে কল করে ওর বাসায় অ্যাকসিডেন্টের কথাটা জানানো হয়েছিলো।"

"কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। ঐ লোক কিভাবে জানতে পারলো বাবুর বন্ধু হয় মিসকাত?" একেবারে মোক্ষম প্রশ্নটা করলো মায়া।

BanglaBook.org

“এটা আসলে এখনও বুঝতে পারছি না। এই একটা খটকা রয়ে গেছে। আশা করছি আরেকটু তদন্ত করলে এই প্রশ্নটার জবাবও পেয়ে যাবো।”

“তাহলে সিএনজি ড্রাইভার কোনো না কোনোভাবে বাবুর পরিচয় জানতে পেরে দ্রুত খুনের পরিকল্পনা করে ফেলেছিলো?”

“হুম। সেটাই তো মনে হচ্ছে।”

“কিন্তু হ্যালোউইনের ব্যাপারটা জানলো কিভাবে? আর কোথায় হচ্ছে সেটাই বা কিভাবে জানতে পারলো? বাবু নিশ্চয় তাকে এসব বলেনি?”

“এখন মনে হচ্ছে, বাবু সেটা বলেনি। তবে বাবু যে মিসকাতের বন্ধু এই পরিচয়টা সে যেভাবেই জেনে থাকুক, ওখান থেকেই বাকি তথ্যগুলো জানতে পেরেছিল। আমি অন্তত সেটাই মনে করছি।”

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল মায়া “ধরে নিলাম, সিএনজি ড্রাইভার যেভাবেই হোক জেনে গেলো গাজীপুরের কোথায় হ্যালোউইন পার্টি করছে মিসকাতরা, কিন্তু ওরকম একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে কি এ কাজটা করা সম্ভব হবে? পার্টিতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে যে গেছিলো তাকে দেখে কিন্তু কেউ সন্দেহ করেনি ওটা বাবু নয়।”

“ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোশ আর ড্রেসের আড়ালে কে ছিলো এটা কেউ জানে না। আর এটা না জানলে বয়সের আন্দাজ কিভাবে করা সম্ভব?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। তাকে দেখে মনে হলো সে এই ব্যাখ্যাটায় সন্তুষ্ট।

“মনে রাখবেন, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কিন্তু কারো সাথে কথা বলেনি। অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলো।”

“হুম। সেটা অবশ্য সত্যি।”

“ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যে-ই সেজে থাকুক সে নিশ্চয় জানতো, কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়েই অমন আচরণ করেছিলো।”

“ঠিক।”

“মুখোশ আর পোশাকের আড়ালে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলো সে। কিন্তু ওদের সাথে কথাবার্তা বললে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো তাই স্বাভাবিক আচরণ করেছে।”

“হ্যালোউইন পার্টিতে অবশ্য এমন আচরণকে ড্রামাটিক হিসেবেই দেখেছে সবাই। এ নিয়ে খুব একটা সন্দেহ করেনি কেউ।”

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

এমন সময় টোটা ঘরে ঢুকলো। এই বামনকে দেখে এখন আর সার্কাসের জোকার বলে মনে হয় না। ডক্টরের সাথে থেকে থেকে বেশ গুরুগম্ভির ব্যক্তিত্ব অর্জন করে ফেলেছে। তার ভাবসাব দেখলে চারুর অবশ্য হাসিই পায়।

"আপনাদেরকে এখানেই লাঞ্চ করতে বলেছেন ডক্টর," টোটা বলল অনেকটা হুকুম জারি করার মতো ভঙ্গি করে। কিন্তু বামনদের নাকিকণ্ঠের কারণে সেটা ইচরেপাকা ছেলেপেলেদের কথার মতোই শোনালো।

"ডক্টর কি ঘুম থেকে উঠেছেন?" মায়া জানতে চাইলো।

"না। উনি ঘুমানোর আগেই আমাকে বলে দিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।"

বামনটা চলে যাবার পর মায়া ফিরে তাকালো চারুর দিকে। "একজন সিএনজি ড্রাইভারের পক্ষে এতটা স্মার্টলি কাজ করা কেমন জানি বেখাপ্পা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। তার ছেলে হলেও এটা মেনে নেয়া যেত।"

"আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন কাজটা ঐ ড্রাইভার একাই করেছে?"

অবাক হলো মেয়েটি। "আপনি বলতে চাচ্ছেন কাজটা বাবা-ছেলে দু-জনে মিলে করেছে?"

"সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বরং এটাই বেশি যৌক্তিক বলে মনে হয়।"

"তাই নাকি।"

"হুম। আমরা কিন্তু জেনে গেছি, গাজীপুরে যে সিএনজিতে করে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গেছিলো সেই সিএনজিটা নিয়েই সে খুন করার পর চলে যায়। ঐ সিএনজির একজন ড্রাইভারও ছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা নিছক ভাড়া করা সিএনজি হবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অন্য কিছু। একজন ড্রাইভার আর অন্যজন খুনি। সুতরাং সিএনজি ড্রাইভার আর তার ছেলের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।"

মাথা দোলাল মায়া। "আপনি তো বললেন ঐ ছেলেটা অ্যাকসিডেন্টের পর পঙ্গু হয়ে গেছিলো, তার পক্ষে কী করে এটা করা সম্ভব হবে?"

কাঁধ তুলল চারু। "দু-বছর আগের ঘটনা সেটা। এখন ছেলেটা কি অবস্থায় আছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না। তাছাড়া প্রস্থেটিক পা ব্যবহার করতে পারে সে।"

BanglaBook.org

ভুরু কুঁচকে ফেলল মায়া। "আমাদের ডক্টরের মতো?"

"হুম। আর ডক্টরকে প্রথম দিন দেখে আমরা কিন্তু বুঝতে পারিনি তার একটা পা প্রস্থেটিক।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবেক আর.জে। "হুম। উনি দেখানোর আগে আমরা একদমই বুঝতে পারিনি।"

"সেটাই। আপনি যদি খুব দ্রুত রপ্ত করতে পারেন তাহলে একটা প্রস্থেটিক পা দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো হাটতে পারবেন। হয়তো দৌড়াতে গেলে সমস্যা হবে, কিন্তু হাটাচলা করলে ধরার উপায় থাকবে না।"

"তা ঠিক। তাহলে বাবা বাইরে ছিলো, ছেলে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ড্রেস আর মুখোশ পরে মিসকাতদের বাড়িতে ঢুকে কাজটা করে সবার নজর এড়িয়ে চলে গেছে?"

"হুম, এরকমটাও হতে পারে আবার উল্টোটা হতে পারে। ছেলেটা সিএনজি চালিয়েছে, কাজটা করেছে বাবা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া। "এখন আমাদের কাজ হলো ঐ সিএনজি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করা।"

"ড্রাইভার আর তার ছেলেকে," শুধরে দিলো চারু।

"হুম। আমরা তাহলে লাঞ্চ করার পর ওখানে যাচ্ছি?"

মায়ার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি। "এখন গেলে কোনো লাভ হবে না।"

"কেন?"

"লোকটা সিএনজি চালায়, এখন নিশ্চয় বাসায় নেই। আমার ধারণা রাত বারোটার আগে ঐ লোককে তার ঘরে পাওয়া যাবে না।"

"কিন্তু ছেলেকে তো পেতে পারি?"

"বাবা আর ছেলেকে একসঙ্গে পেতে হবে," বলল চারু। "নইলে যেকোনো একজন সতর্ক হয়ে যাবে। গা ঢাকাও দিতে পারে।"

"তাহলে আমরা অত রাতেই যাচ্ছি ওখানে?"

আবারো মাথা দোলাল চারু। "শুধু আমি যাচ্ছি, আপনি না।"

ভুরু কুচকে তাকালো মেয়েটি।

"অত রাতে ওরকম বস্তিতে একজন মেয়েকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।"

BanglaBook.org

"রাবিশ!" ঝট করে বলে উঠলো মায়া। যেন তাকে মেয়ে বলাতে চটে গেছে। "আমার সিকিউরিটি আমি দেখবো, আপনাকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"আশ্চর্য, আপনি অতো রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবেন? আপনার বাসা এটা অ্যালাউ করবে?"

"অ্যালাউ করবে মানে?" রেগেমেগে বলল সে। "আমি একা থাকি। উইথ অ্যা হাউজমেইড। হাজব্যান্ড কিংবা বাবা-মা'র সাথে না।"

"ওহ্," চারু আর কিছু বলল না।

"নেক্সট টাইম আপনি আর কখনও 'মেয়ে মেয়ে' করবেন না। আই হেইট দিস্।"

দু-হাত তুলে আত্মসমপর্নের ভঙ্গি করলো চারু আহসান। "ওকে ওকে...করবো না! আপনি শান্ত হোন।"

"তোমরা চাইলে আমি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

ডক্টরের ভরাট আর ক্লান্ত কণ্ঠটা শুনে চমকে উঠলো তারা দু-জন।

একটা হুইলচেয়ারে নাইটড্রেস পরে বসে আছেন ডক্টর হুসেন, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে টোটা। বামনটাকে দেখা যাচ্ছে না, তবে হুইলচেয়ারের নিচে তার পা দুটো বলে দিচ্ছে চেয়ারটা সে-ই ঠেলে এনেছে।

তারা দু-জন উঠে দাঁড়ালো।

"আপনার শরীর কেমন, ডক্টর?" জানতে চাইলো মায়া।

"বেশ ভালো। রেস্ট নিতে নিতে হাপিয়ে উঠেছি। কিন্তু ঐ নচ্ছার ডাক্তার বলেছে আমাকে আরো দুটো দিন এভাবে থাকতে হবে। ও মার্শাল ল জারি করেছে। এরজন্যে ওকে আমি শাস্তি দেবো। কঠিন শাস্তি।"

মায়া হেসে ফেলল। "ডাক্তার কি আপনার পরিচিত?"

"হুম। বয়সে আমার চেয়ে দশ-বারো বছরের ছোট, কিন্তু বন্ধুই বলতে পারো। আমরা একসাথে দাবা খেলি, তাসও পিটাই। ব্যাটা আবার ধুরন্ধর গ্যাম্বলার। কোনো কোনো দিন আমাকে ফতুর করে দেয়।"

ডক্টর আজফার জুয়াখেলার কথা অকপটে বলে দেয়ায় মায়া খুবই অবাক হলো।

আজফার হুসেন তাদের দু-জনকে ইশারা করলেন বসে পড়ার জন্য। "যা বলছিলাম, তোমরা চাইলে আমি কিন্তু সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে পারবো।"

BanglaBook.org

"সেটার কোনো দরকার দেখছি না," চারু বলল। "তারচেয়ে বরং আপনি ওকে বলুন, অত রাতে আমার সাথে ঐ বস্তিতে যেন না যায়।"

মায়া কটমট চোখে তাকালো চারুর দিকে। "স্টুপিড!" দাঁতে দাঁত পিষে, ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো সে।

কথাটা শুনে চারু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মেয়েটার দিকে।

"শোনো," হুইলচেয়ারটা এবার নিজেই চালিয়ে একটু সামনে চলে এলেন ডক্টর। টোটা চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলো। "মায়াকে বাদ দিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারো না। তোমরা এক টিমে কাজ করছো, এটা ভুলে গেলে চলবে না।"

চারু কিছু বলল না। ডক্টর যে মায়ার পক্ষ নেবেন সেটা তার জানাই ছিলো।

"আমি তোমাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কখন যাবে বলো?"

ডক্টরের দিকে চেয়ে রইলো চারু। "সিকিউরিটি মানে? কি ধরণের সিকিউরিটি?"

"দু-জন সশস্ত্র বডিগার্ড হলে চলবে? নাকি আরো বেশি?"

"দু-জন হলেই চলবে।"

"গুড। এছাড়া যেখানে যাবে সেখানকার লোকাল থানায় বলে দেয়া থাকবে। চাইলে ওদের সাপোর্টও নিতে পারবে।"

"দ্যাটস এনাফ।"

মায়ার দিকে তাকালেন ডক্টর। "ঠিক আছে?"

"থ্যাঙ্কস, ডক্টর। আসলে সিকিউরিটি না থাকলেও আমার কোনো সমস্যা হতো না। আমি অন্যদের মতো অতোটা ভীতু নই।"

কথাটা খোঁচা হিসেবেই নিলো চারু, তবে কিছু বলল না।

"গুড।" ডক্টর হেসে বললেন। "আমি সাহসিদের পছন্দ করি। বিশেষ করে সাহসি মেয়ে। প্রকৃতিতে দেখবে নারীরাই বেশি সাহসি। পশুপাখি, জীবজগতে স্ত্রী প্রজাতিটি যে সাহস রাখে সেটা কিন্তু পুরুষ প্রজাতিটির মধ্যে দেখা যায় না।"

মায়ার চোখেমুখে হাসির ঝিলিক দেখা গেলো।

"শুধু সাহসই না...সেই সাথে রেসপন্সিবিলিটিও।"

BanglaBook.org

আল্‌তো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারু।

"কিন্তু তোমরা ওখানে যাচ্ছো কেন, সেটা কি আমি জানতে পারি?"

চারু কিছু বলতে যাবে তার আগেই মায়া বলে উঠলো, "এক সিএনজিওয়ালা আর তার ছেলেকে সাসপেক্ট হিসেবে দেখছেন উনি। ঐ লোকটা কুড়িল বস্তিতে থাকে।"

ডক্টরের কপালে ভাঁজ পড়লো। যেমন বিস্মিত তেমনি সন্দেহগ্রস্ত তার অভিব্যক্তি। "সিএনজিওয়ালা?"

"বছর দুয়েক আগে মিসকাত কুড়িল বস্তির এক সিএনজি চালকের ছেলেকে অ্যাকসিডেন্ট করেছিলো। ছেলেটা মামলা করলেও হেরে যায়। আমরা জানতে পেরেছি ছেলেটা পঙ্গু হয়ে গেছে।"

চারুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডক্টর আজফার। যারপরনাই বিস্মিত বোঝাই যাচ্ছে। "এ কারণে সে মিসকাতকে খুন করবে?"

"ওই লোক আর তার ছেলে কাজটা করেছে কিনা জানি না, কিন্তু বাইকার বাবুকে এক সিএনজিচালক হাসপাতালে নিয়ে গেছিলো...ঐ একই লোক বাবুর ব্যাগ আর ফোনটা নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। সেই ব্যাগে ছিলো কস্টিউম আর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোশ...ওসব পরেই খুনটা করেছে খুনি।" একটু থামলো যুক্তিবাদি। "কিন্তু একজন সিএনজিওয়ালা কেন এসব জিনিস চুরি করে মিসকাতকে খুন করবে–অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের জবাব পাইনি এতদিন। এখন সবকিছু জানার পর মনে হচ্ছে সিএনজিওয়ালার ব্যাপারে একটু খতিয়ে দেখা দরকার।"

অনেকক্ষণ চুপ মেরে রইলেন ডক্টর। "তাহলে কখন যাচ্ছো?" জানতে চাইলেন অবশেষে।

"রাত বারোটার পর," বলল চারু আহসান।

"ঠিক আছে। আমি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

সিকিউরিটির ব্যাপারটা প্রথমে মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও সঙ্গে থাকা দু-জন সশস্ত্র বডিগার্ড নিয়ে কুড়িল বস্তিতে যাবার সময় নিজেকে ভিআইপি বলে মনে হচ্ছে চারুর।

মায়ার সাথে গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছে সে। গাড়িটা চালাচ্ছে বডিগার্ডদের একজন, মাথায় ক্যাপ পরা কালোমতো এক যুবক। ছয়ফুট দুই ইঞ্চির কম হবে না। পোলো শার্টের আড়ালে পেশিবহুল শরীরটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার কোমরে, বেল্টের পাশে দৃশ্যমান একটি অটোমেটিক পিস্তলের হোলস্টার। তার সঙ্গি বসে আছে তার পাশেই। পুরোপুরি ন্যাড়া মাথা। শ্যামবর্নের লোকটার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-গোঁফ চেহারায় জাঁদরেল একটি ভঙ্গি দান করেছে। সঙ্গির মতো সে-ও পেশিবহুল, তবে উচ্চতায় একটু কম। ছয়ফুটের কাছাকাছি হবে। মুহিদ নাম বলেছে সে। ক্যাপওয়ালার নাম আলম। মায়া আর চারুর সাথে খুব বেশি কথা বলেনি তারা। যেন প্রোগ্রাম করা রোবট। দরকারের বাইরে একটা হু-হা-ও করছে না।

চারু নিশ্চিত, এরা কোনো সিকিউরিটি এজেন্সির লোক। ডক্টর ওদেরকে আজকের জন্য ভাড়া করেছেন।

এই নিশুতি অভিযানের জন্য মায়া তার রেগুলার ড্রেসকোড থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার পরনে এখন কালো প্যান্ট সাদাশার্ট আর ধূসর রঙের ব্লেজার। একেবারে অফিস এক্সিকিউটিভদের মতো লাগছে তাকে। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে পেছনে খোপা করে রেখেছে। চোখে পরেছে চশমা। চারুর ধারণা এই চশমার কোনো পাওয়ার নেই।

"মাইনাস না প্লাস?" মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

"কি?"

"আপনার চশমার কথা বলছি।"

"প্লেইন।" বলেই সামনের দিকে তাকালো মায়া।

সে-ও দুটো রোবটের উপস্থিতিতে রোবোটিক আচরণ করছে। তবে চারুর মনে হচ্ছে, ভেতরে ভেতরে এখনও রেগে আছে মেয়েটি।

"চশমা পরলে অবশ্য আপনাকে অন্য রকম লাগে।"

BanglaBook.org

চারুর দিকে তাকালো মায়া। "কি রকম লাগে?"

"অঙ্কের ম্যাডামদের মতো।" কথাটা বলেই মুচকি হাসলো।

"হুম," বলেই সামনের দিকে তাকালো আবার। যেন বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক।

"অবশ্য আমাদের কলেজের বায়োলজির ম্যাডামকেও চশমা পরলে ঠিক এরকম দেখাতো।"

"আর আপনি ক্লাশের পড়া বাদ দিয়ে সেই ম্যাডামের দিকে হা করে চেয়ে থাকতেন, তাই না?" রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে নির্বিকারভাবে বলল মায়া।

"আমি হা করে তাকিয়ে থাকতাম?"

"হুম। ঠিক এখন যেমন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।"

কিছু বলতে গিয়েও বলল না চারু। শুধু মুখটা ঘুরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলো। সত্যি বলতে গাড়িতে ওঠার পর সে মায়ার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলো।

"বস্তির বাইরে গাড়ি থামাবো, ম্যাডাম?" মুহিদ নামের লোকটা জানতে চাইলো।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়া তাকালো চারুর দিকে।

"হুম। বাইরেই রাখেন।"

তাদের গাড়িটা বস্তির বাইরে থামলে কিছু নিশাচর আর নেশাখোর দূর থেকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। বিড়ি-সিগারেট ফুকতে থাকা কিছু লোক এখানে ওখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। একটা চায়ের টঙে বসে আছে অল্পবয়সি তিনজন ছেলে। তাদের সবার হাতে সিগারেট আর চা। পরনের জামা-কাপড় দেখে মোটেও বস্তির বলে মনে হচ্ছে না। এরা সম্ভবত মাদকের সন্ধানে এখানে এসেছে। গাঁজা-ফেন্সিডিল খেয়ে প্রচুর চিনি দিয়ে মিষ্টি চা খাচ্ছে এখন। টঙের দোকানিও ভয়ার্ত আর সতর্ক চোখে চেয়ে আছে গাড়িটার দিকে।

"আপনারা কেউ গাড়ি থেকে নামবেন না," বলেই দরজা খুলে বের হয়ে গেলো চারু।

এমনিতেই সে বেশ সাহসি, সঙ্গে সশস্ত্র বডিগার্ড থাকায় তার সাহস এখন তুঙ্গে। গটগট করে টঙ দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র পোশাকের অল্পবয়সি তিনজন ছেলে চায়ের কাপ রেখে সটকে পড়লো আস্তে করে। চারু ফিরে তাকালো পেছনে পার্ক করা গাড়ির দিকে। মায়া আর মুহিদ গাড়ি থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে

BanglaBook.org

পারলো, ওদের দেখে ছেলেগুলো অন্য কিছু ভেবেছে। বিশেষ করে মুহিদের কোমরে পিস্তল আর মায়ার এক্সিকিউটিভ ড্রেস এক ধরণের ভীতি আর রহস্য তৈরি করেছে।

চারু হাত তুলে মায়া আর মুহিদকে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকার ইশারা করলো। এরপর ভয়ার্ত দোকানিকে জিজ্ঞেস করলো সে, "নাম কি আপনার?"

"হু-হু-হুরা...হুরা মিয়া," তোতলালো লোকটা।

"সিএনজি চালায় যে চাঁন মিয়া সে কোন ঘরে থাকে?"

দোকানি একটু ভেবে জবাব দিলো, "অয় তো ভিত্রে থাহে," আঙুল তুলে বস্তির ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করলো লোকটা। "র‍্যাললাইনের ধারে।"

"এখন কি ঘরে আছে?"

"কইবার পারুম না, ছার," ঢোক গিলল হুরা মিয়া। "সারাদিন তো দেহি নাই।"

"ওর ঘরটা চেনে এরকম কেউ আছে আশেপাশে?" একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষাকৃত সাহসি কিছু লোকজনকে দেখিয়ে বলল সে।

"ওই ট্যাপা...এদিকে আয়।" বিড়ি ফুকতে থাকা হ্যাংলা মতোন এক লোককে ডাকলো হুরামিয়া।

হ্যাংলাটা বিড়ি ফুকতে ফুকতে কাছে চলে এলো। তাকে দেখে কম বয়সি বলে মনে হলেও সত্যিকারের বয়স মনে হয় বেশিই হবে। চারুদের দেখে সে মোটেও ভয় পাচ্ছে না।

"কি হইছে?"

"ছারেরে চাঁন মিয়ার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া আয় তো।"

চারুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলো ট্যাপা নামের লোকটা। "আমার লগে আহেন," বলল সে।

হনহন করে বস্তির দিকে এগিয়ে গেলো ট্যাপা। তাকে অনুসরণ করলো চারু। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো মায়া আর মুহিদও আসছে তাদের পেছন পেছন।

এখানে আসার আগেই মুহিদ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, তার দৃষ্টির আড়ালে থাকা যাবে না। তবে চাইলে তারা দূরত্ব বজায় রাখবে। এর কোনো ব্যত্যয় করা যাবে না।

দু-পাশে বস্তির ঘুপচি ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে একটি সরু কাঁচা পথ থাকলেও ট্যাপা তাদেরকে বস্তির ডানপাশ দিয়ে নিয়ে চলল। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। পাশ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। কিছুদূর যাবার পর বামে

BanglaBook.org

মোড় নিয়ে বস্তির পেছন দিকে চলে এলো তারা। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে বস্তিটা শেষ হবার পর এক চিলতে মাঠের মতো একটি জায়গা আছে এখানে, ভাঙ্গারির জিনিসপত্রের স্তূপ, সারি করে চেইন দিয়ে বাধা কিছু রিক্সা আর পুরনো টায়ার পড়ে আছে। এই এক চিলতে জায়গাটার পরই বাঁক নিয়ে চলে গেছে রেললাইন। প্রায় অর্ধবৃত্তাকারের রেললাইন আর তার বিপরীত দিকে কুড়িল সড়ক, এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে এই বস্তি।

ইনফর্মার ট্যাপা থমকে দাঁড়ালো একটা টিনশেডের ঘরের সামনে এসে। "এইযে...এইটা চাঁন মিয়ার ঘর।"

"ঠিক আছে," চারু বলল।

ট্যাপা নামের লোকটা আর কিছু না বলে চারুর পেছনে আসতে থাকা মায়া আর মুহিদকে আড়চোখে দেখে চলে গেলো চুপচাপ।

"এই ঘরে থাকে?" কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো মায়া।

"হুম," বলল চারু।

মুহিদ বিশ-ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বামকানে ব্লুটুথ ইয়ারফোন লাগানো। সেটাতে কারো সাথে কথা বলছে। সম্ভবত আলমের সাথে। সে গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এরকম বস্তির বাইরে গাড়ি রেখে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না।

টিনশেডের ঘরটার দরজা আর একমাত্র জানালা বন্ধ আছে। তবে জানালার কপাটের ফাঁকফোকর দিয়ে লালচে বাতির আলো দেখা যাচ্ছে ভেতরে। কেউ আছে কিনা সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

দরজায় টোকা দিতে গিয়ে থেমে গেলো চারু। ভেতরে কেউ কথা বলছে বেশ নিচু কণ্ঠে। কণ্ঠটা বেশ জড়ানো। শব্দগুলো বাইরে থেকে একটুও বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটাই মাত্র কণ্ঠ কথা বলছে কারোর সঙ্গে।

মোবাইলফোনে?

ছেলেটার সঙ্গে?

বেলিফুলের হালকা গন্ধ নাকে আসতেই চারু টের পেলো মায়া তার খুব কাছে চলে এসেছে। মেয়েটা আজ জেসমিন ফ্লেভারের বডিস্প্রে ব্যবহার করেছে।

মেয়েটা দরজার খুব কাছে এসে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে। তাদের দু-জনের চোখাচোখি হলো। মায়াও কিছু বুঝতে পারেনি কথাগুলো।

বাপ-ছেলে কথা বলছে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

বেশ কয়েক বার দরজায় টোকা দেবার পর আস্তে করে সেটা খুলে গেলো।

চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে দরজার একটা কপাট খুলে বাইরে তাকালো মাঝবয়সি এক লোক। মাঝারি উচ্চতা, মুখে বাড়ন্ত দাড়ি, মাথার চুল এলোমেলো। লুঙ্গি পরা খালি গায়ের শরীরটা বেশ শুকনো। মেদহীন বলা যেতে পারে আবার রোগাপটকা বললেও ভুল বলা হবে না। গায়ের রঙ রোদেপোড়া। একহাতে কপাটটা ধরে রেখেছে। অন্যহাতটা পেছনে।

“আপনি কি চাঁন মিয়া?” জানতে চাইলো চারু।

পাঁচফুট এগারো ইঞ্চির উচ্চতার চারু আহসান পাঁচফুট চার ইঞ্চির লোকটার মাথার উপর দিয়ে এক নজর ঘরের ভেতরটাও চোখ বুলিয়ে নিলো। কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখতে পেলো না। তার মানে, ফোনে কথা বলছিলো এতক্ষণ। মৃদু লালচে আলোতেও ঘরের এককোণে দুটো ক্রাচ নজরে পড়লো। তার ধারনাই ঠিক, ছেলেটা এখন আর ক্রাচ ব্যবহার করে না, সম্ভবত প্রস্থেটিক পা ব্যবহার করে।

চাঁন মিয়া প্রশ্নের জবাব দেবার আগে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মায়াকে ভালো করে দেখে নিলো। তার হিসেব মিলছে না। রাতের এ সময় তার সামনে যে দু-জন দাঁড়িয়ে আছে তারা না পুলিশ, না বস্তির লোক।

“হ,” আস্তে কলে বলল চাঁন মিয়া। কপালে ভাঁজ পড়লো তার। “আপনেরা কারা?”

“আমাদেরকে চিনবেন না, আমরা...” কথা খুঁজে পেলো না চারু।

“আমরা একটা এনজিও'তে কাজ করি,” পেছন এগিয়ে এসে বলল মায়া। “যেসব মানুষজন সুবিচার পায় না তাদের সাহায্য করি আমরা।”

মেয়েটার এমন কথায় মুগ্ধই হলো চারু।

চাঁন মিয়া বুঝলো কী বুঝলো না কে জানে, সন্দেহগ্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

চাঁন মিয়াকে সরাসরিই বলল চারু, “আসিমার ছেলে কোথায়?”

লোকটার সন্দেহ এবার প্রকট হলো। “ওরে ক্যান চান?” বাজখাই গলায় বলল সিএনজি ড্রাইভার।

"আপনার ছেলে অ্যাকসিডেন্ট করেছিলো, কিন্তু সুবিচার পায়নি," মায়া বলতে লাগলো, "আমরা সেটা খতিয়ে দেখতে চাচ্ছি। সেজন্যেই আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

চোখেমুখে আরো গভীর সন্দেহ ফুটে উঠলো চাঁন মিয়ার। "এত রাইতে এই বস্তিতে আইছেন কথা কওনের লাইগ্যা?!"

"আপনি তো সিএনজি চালান," চারু বলল, "দিনের বেলায় আপনাকে পাওয়া মুশকিল...তাই..."

মায়া আর চারুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে বার কয়েক তাকালো সিএনজি ড্রাইভার। "কি কথা কইবার চান, আমারে কন?"

"আপনার ছেলে থাকলে বেশি ভালো হতো। আপনাদের দু-জনের সাথেই কথা বলা দরকার। সে কখন আসবে?"

"কহন আসে কহন যায় আমি কী জানি। রোজ রোজ তো আসেও না।"

"ও কি অন্য কোথাও থাকে?" মায়া জানতে চাইলো।

"না, এই মোকামেই থাকে। কই আর যাইবো! তয় রোজ রোজ বাড়িত আসে না। তার যহন ইচ্ছা আসে, আবার চইলা যায়।"

অবাক হলো চারু। পঙ্গু একটা ছেলে কোথায় থাকে, কী করে সেটা তার বাবা জানে না! "মামলায় হেরে যাবার পর আপনারা তো আর উচ্চ আদালতে যাননি, তাই না?" এটা সে অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিলো।

"গিয়া কি কুনো লাভ হইতো?" পাল্টা বলল চাঁন মিয়া। "খামাখা উকিলের পকেটে ট্যাকা ঢাইল্যা কী লাভ।"

"আপনার ছেলে চায়নি উচ্চ আদালতে যেতে? শুনেছি সে খুবই শক্তভাবে মামলাটা লড়েছিলো।"

চোখেমুখে বিষন্নভাব ফুটে উঠলো চাঁন মিয়ার। "নাহ্...মামলায় হারনের পর ও আর কিচ্ছু চায় নাই। বুইঝা গেছিল, কুনো লাভ হইবো না।"

"আপনার ছেলে এখন কি করে?"

চারুর দিকে তাকিয়ে রইলো চাঁন মিয়া। তার চোখমুখ কেমন উন্মাদগ্রস্ত। চোখের মণিদুটো যেন শূন্যে দুলতে থাকা দুটো বিন্দু। "কী আর করবো...ওর আর এহন কিছু করনের নাই।"

BanglaBook.org

আস্তে করে পাশ থেকে মায়ার দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেলো চারু আহসান। "আপনি কি জানেন, যে ছেলেটা আপনার ছেলেকে গাড়িচাপা দিয়েছিলো সে খুন হয়েছে গত বছর?"

কথাটা শোনামাত্র চাঁন মিয়ার চেহারা মুহূর্তে পাল্টে গেলো। চোখেমুখে কেমন ক্রুদ্ধ একটা অভিব্যক্তি এনে বলল, "আপনেরা আসলে কারা?...পুলিশ?"

"আরে না," চারু জোর দিয়ে বলল। "বললাম না, আমরা একটা...এনজিও থেকে এসেছি।"

"আমাদের দেখে কি পুলিশ মনে হচ্ছে আপনার?" হেসে বলল মায়া।

"কে খুন হইছে না হইছে সেইটা আমারে কইতে আইছেন ক্যান, অ্যা?" সিএনজি ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল। "বড়লোকের নেশাখোর পোলাপান মরলো না বাঁচলো তাতে আমার কী!"

মিসকাত নেশা করতো কথাটা শুনে অবাক হলো চারু। এই সিএনজি ড্রাইভার এটা কিভাবে জানলো? "আপনি কিভাবে জানলেন ঐ ছেলেটা নেশা করতো?" প্রশ্নটা না করে পারলো না সে।

"নেশা কইরা গাড়ি চালাইয়াই তো আমার পোলাটারে মারছে কুত্তারবাচ্চায়!"

চারু এবার বুঝতে পারলো। মিসকাত অ্যাকসিডেন্ট করার সময় যে মদ্যপ ছিলো চাঁন মিয়া সেটা জানে।

"আপনেগো মতলব কি, অ্যা?" বাজখাই গলায় জানতে চাইলো লোকটা।

"আমি তো বললামই আমরা একটা এনজিও থেকে–"

চারুর কথা শেষ হবার আগেই ধমক দিয়ে বলে উঠলো সুরুজের বাপ, "রাখেন আপনের এনজিও!" তারপর গভীর করে দম নিয়ে বলল, "হুনেন, আমার পোলার মনে অনেক দুক্খু, ওরে আর ডিসটাব কইরেন না। ওরে ওর মতোন থাকবার দেন। আমার মনেও অনেক কষ্ট, আমারেও জ্বালায়েন না। আমি কইলাম ভালার ভালা আবার খারাপের খারাপ। বেশি জ্বালাইলে..."

চারু খেয়াল করলো চাঁন মিয়ার ভাবভঙ্গি মুহূর্তে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। চোখদুটো দিয়ে যেন আগুনের হলকা বের হচ্ছে এখন।

হঠাৎ পেছনে থাকা বামহাতটা সামনে চলে এলো তার। সেই হাতে একটা দা।

BanglaBook.org

ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেলো চারু। মায়া সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটস্বরে কিছু বলেই চারুর বামহাতটা ধরে ফেলল আনমনে।

দা-য়ের চেয়েও ভীতিকর ব্যাপার হলো সিএনজি ড্রাইভারের চোখেমুখের অভিব্যক্তি। তার লাল টকটকে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হয়ে যেতে চাইছে। যে হাতে দা-টা ধরা সেটা তার সমস্ত শরীরের সাথে মৃদু কাঁপছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চারু কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। তার সাহায্যে এগিয়ে এলো বডিগার্ড লোকটা। মুহূর্তে হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছে সে। বোঝাই যাচ্ছে নিজের কাজে বেশ দক্ষ।

"উল্টাপাল্টা কিছু করার কথা চিন্তাও করবেন না!" দৃঢ়ভাবে বলল মুহিদ। চারুর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা তাক করে রেখেছে চাঁন মিয়ার দিকে।

সিএনজি ড্রাইভার মুহিদকে পাত্তাই দিলো না। দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলো, "এইহানে যদি আর আইছোস...তাইলে মাথা নিয়া আর বাড়িত যাওন লাগবো না! ঘ্যাচাং কইরা একটা কোপ মাইরা দিমু!"

মুহিদ আস্তে করে একহাতে পিস্তলটা তাক করে রেখে চারুর কাঁধে হাত রাখলো। মায়া আর চারুকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করলো সে।

চারু আর মায়া কয়েক পা পিছিয়ে গেলে মুহিদও পিস্তল তাক করে পিছু হটলো।

চাঁন মিয়ার সাথে দূরত্বটা বাড়িয়ে তোলার পর নিশ্চিত হলো, এখন আর বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই।

তারা যখন ত্রিশ গজ দূরে চলে এসেছে তখনই চাঁন মিয়া আবার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

"মাই গড!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো মায়া। যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। "কী ভয়ঙ্কর লোক।"

মুহিদ পিস্তলটা কোমরে গুঁজে বলল, "লোকটা মেন্টালি সুস্থ না। এরকম মানুষ কখন কী করে বসে কোনো ঠিক নেই।"

চারু কিছু বলল না।

এরইমধ্যে বস্তির কিছু বাসিন্দা জড়ো হতে শুরু করেছে। উৎসুক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। তাদের সবার দৃষ্টি এক নারী আর দু-জন পুরুষের দিকে–যাদেরকে দেখেই বলে দেয়া যায় এই বস্তির কেউ না।

BanglaBook.org

"কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে কোনো কথা বলবেন না," মুহিদ ইন্সট্রাকশন দিলো তাদেরকে। "চুপচাপ আমার সাথে আসুন। কোনো সমস্যা নেই।"

চারু চুপচাপ মুহিদের কথা মেনে নিলো। বস্তি থেকে তারা বের হতে যাবে এমন সময় ভুতের মতো নাজেল হলো ট্যাপা নামের সেই লোকটি, যে তাদেরকে চাঁন মিয়ার ঘরটা চিনিয়ে দিয়েছিলো।

"কেসটা কি, ছার?" কৌতুহলি হয়ে জানতে চাইলো সে। "চাঁন মিয়া কুনো আকাম করছেনি?"

ভুরু কুচকে লোকটার দিকে তাকালো চারু। "না।" তারপর লোকটাকে অবজ্ঞা করে মায়াকে নিয়ে মুহিদের কাছে এগিয়ে গেলো।

"কিছু একটা তো করছেই..." তাদের পেছন পেছন আসতে আসতে বলল ট্যাপা।

চারু কোনো জবাব দিলো না। ছেলেটাকে সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না।

"কিছু না করলে এত রাইতে আপনেরা ওরে ক্যান খুঁজতে আইবেন? আমি এই বস্তির ইনফর্মার...এইহানে কি অয় না অয় সব আমারে রিপুট করন লাগে পুলিশের কাছে। আপনে আমারে খুইল্যা কইলে হেল্পও করবার পারি।"

"আচ্ছা, তুমি তাহলে এই বস্তির সব খবর রাখো?" চারু আগ্রহি হলো ছেলেটার ব্যাপারে।

নোংরা দাঁত বের করে হাসলো ইনফর্মার। "রাখি দেইখাই তো ওসিসাব আমারে ইনফর্মার বানাইছে।"

"বেশ ভালো," চারু বলল। "তাহলে আমাদের জন্যে একটা কাজ করে দিতে পারবে?"

"কন দেহি কি কাম।" ট্যাপা খুশিই হলো কাজের কথা শুনে। তার নোংরা দাঁত বের হয়ে আছে খামোখা।

"এরজন্যে অবশ্য তোমাকে টাকা দেবো আমি, তবে কাজটা করতে হবে গোপনে।"

"কুনো সমস্যা নাই। পুরা গোপন থাকবো।"

"চাঁন মিয়ার ছেলে কোথায় থাকে, কখন আসে সেটা আমাদের জানাতে পারবে? আমি তোমাকে আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিচ্ছি, তুমি শুধু ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবে ছেলেটা কখন আসে।"

BanglaBook.org

ট্যাপা এমনভাবে তাকিয়ে রইলো চারুর দিকে যেন তার সাথে মশকরা করছে সে। "কার কথা কইতাছেন, কিছুই তো বুঝবার পারতাছি না?"

"চাঁন মিয়ার ছেলে...সুরুজ। ঐ যে, অ্যাকসিডেন্ট করে পঙ্গু হয়ে গেছিলো?"

ট্যাপা চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইলো।

"চাঁন মিয়া বলেছে, তার ছেলে কখন আসে কখন যায় সে নাকি কিছুই জানে না। আমার মনে হয় সে মিথ্যে বলেছে।"

"মিছা কইছে মাইনে...ডাহা মিছা কইছে," জোর দিয়ে বলল ইনফর্মার। "ব্যাটার মাথা তো পুরাই গেছে! কী কয় না কয়।"

চারু আহসান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ছেলেটার দিকে।

"আরে, হের পোলায় তো কবেই মইরা ভূত।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

চাঁন মিয়ার ছেলে সুরুজ মারা গেছে!

সত্যি হলো, ছেলেটা নিজের জীবন নিজেই নিয়েছে।

ট্যাপা একটু আগে যা বলেছে সেটা বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই। ঘটনাটা বস্তির সবাই জানে। আজ থেকে বছরখানেক আগেই চাঁন মিয়ার ছেলে সুরুজ আত্মহত্যা করেছে।

মিসকাতের গাড়ির নিচে চাপা পড়ার পর উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তার পায়ের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে শুরু করে, অবশেষে গ্যাংরিন পেয়ে বসে। বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য হাটুর নিচ থেকে একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়, পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যায় ছেলেটা। তার সার্বক্ষণিক সঙ্গি হয় ক্রাচ। এর কিছুদিন পরই মিসকাত বেকসুর খালাস পেয়ে যায় তার করা মামলা থেকে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ছেলেটা। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে, এক রাতে সবার অলক্ষ্যে সুরুজ চলে যায় বস্তির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রেললাইনের কাছে, ক্রাচ দুটো ফেলে শরীরটা পেতে দেয় রেললাইনের উপরে।

"এই যে, ঠিক এইহানে..." ট্যাপা নামের লোকটি রেললাইনের একটি জায়গা দেখিয়ে বলল। "এইহানেই মাথাটা পাইত্যা দিছিলো।"

মায়ার গা গুলিয়ে উঠলো কথাটা শুনে।

"এক্কেবারে বাঙ্গির মতোন ফাইট্যা গেছিল মাথাটা। চিননের কুনো উপায়ই আছিলো না।"

চারু হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো রেললাইনের দিকে।

"পোলাটার মাথা কইলাম ভালা আছিল। পড়ালেখা করতো। সব সময় ফাস্ট হইতো। ওর বাপে ওরে লইয়া অনেক আশা করছিলো। আদব-লেহাজও ভালাই আছিলো। নিজের বাপেরেও লেখাপড়া শিখাইছে। চাঁন মিয়া তো বকলম আছিলো, পোলাই আছিলো ওর মাস্টর।"

চুপ মেরে কথাগুলো শুনে গেলো চারু।

তাদের বডিগার্ড মুহিদ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

"পোলাটা মইরা যাওনের পর থিকাই চাঁন মিয়ার মাথাও খারাপ হয়া গেছে। দিন দুনিয়ার দিকে তার আর কুনো খেয়াল নাই।"

"চাঁন মিয়া কি এখন আর সিএনজি চালায় না?" চারু জানতে চাইলো।

"হের যহন ইচ্ছা হয় তহন চালায়। নিজের সিএনজি তো...ক্যাঠায় কি কইবো। তয় আর বেশিদিন চালাইবার পারবো না, পাগলা গারদে যাওনের টাইম হয়া গেছে মনে হইতাছে।"

চারু আর মায়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছে।

"আয়রোজগার কইলাম ভালাই আছিলো," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্যাপা। "মানুষটা কেমনজানি হয়া গেছে এহন। কারোর লগে কথা কয় না। কহন বাইর হয় কহন ঘরে আসে কেউ জানে না। কাউলকা তারে আমি জিগাইলাম, ও চাঁন মিয়া, কইত্থেন আইলা...আমার দিকে তাকাইলোও না। এই বস্তির কেউ ওরে ঘাঁটায় না। হের মিজাজ-মর্জির কুনো ঠিক নাই।"

"একটু আগে চাঁন মিয়াকে কারো সাথে কথা বলতে শুনেছি," চারু বলল, "সম্ভবত ফোনে কারো সাথে কথা বলছিলো...কার সাথে কথা বলছিলো?"

বিজ্ঞের মতো বলল ইনফর্মার, "মরা পোলার লগে কথা কয়।"

চারুর কপালে ভাঁজ পড়লো।

"কইলাম না, মাথার ইস্‌কুরু দিন দিন ঢিলা হইয়া যাইতাছে।"

ট্যাপা কথা বলেই যাচ্ছে, চারু আর মায়া তার কথা শুনছে কি শুনছে না পরোয়া না করেই। তারা দু-জন একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

লোকটার কথা শেষ হলে চারু তাকে বলল, "তুমি কি একটা কাজ করে দিতে পারবে? এরজন্য আমি তোমাকে বখশিস দেবো।"

বিগলিত হাসি দিলো ইনফর্মার। "কি কাম?"

"চাঁন মিয়ার সিএনজির নাম্বার আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবে?"

"এইটা কুনো কাম হইলো..." হাসতে লাগলো ট্যাপা।

"আমার ফোন নাম্বারটা রাখো..." বলেই নিজের ফোন নাম্বারটা বলে দিলো ট্যাপাকে।

ইনফর্মার তার সস্তা চায়নিজ ফোনে সেটা তুলে নিলো। "একটা মিস কল দিতাছি...আপনে আমার নম্বরটা সেভ কইরা রাখেন..." চারুকে কল দিলো সে। "...কলটা আবার ধইরেন না যেন্।"

মুচকি হাসলো চারু।

BanglaBook.org

"প্যাথেটিক!"

পরদিন মায়া আর চারু ডক্টরের বাড়িতে এসে আগের রাতের ঘটনাটা বিস্তারিত বলার পর অবশেষে গুরুগম্ভির মুখে বলে উঠলেন ডক্টর আজফার হুসেন।

চারু বলল, "চাঁন মিয়াকে প্রাইম সাসপেক্ট হিসেবে ধরে নিয়ে তদন্ত করলে মনে হয় ভালো ফল পাওয়া যাবে। মিসকাতকে খুন করার ব্যাপারে তার পক্ষে শক্তিশালি মোটিভ রয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর।

"ডিবি-পুলিশের এক্সপার্টরা ভিক্টিমের ইনজুরি দেখে খুনির যে উচ্চতা আন্দাজ করেছে সেটার সাথে চাঁন মিয়ার উচ্চতা মিলে যায়।"

আগ্রহি হয়ে উঠলেন আজফার হুসেন। "তুমি এটা কোত্থেকে জানতে পারলে?"

মুচকি হাসলো চারু। "মিসকাতের কেসের তদন্তকারি কর্মকর্তার সাথে আমি কথা বলেছি।

"ও।" আর কিছু বললেন না ডক্টর।

মায়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছে, কোনো কথা বলছে না।

"পুলিশের ধারণা মিসকাতের খুনি বাঁ-হাতি। আমি লক্ষ্য করেছি, চাঁন মিয়া বাঁ-হাতেই দা-টা ধরেছিলো।"

অবাক হলেন আজফার হুসেন।

"ভাবুন একবার, একমাত্র ছেলে অ্যাকসিডেন্ট করলো, পঙ্গু হয়ে গেলো ধনী আর ক্ষমতাবানের এক ছেলের কারণে, আবার সেই ঘটনার বিচারও পেলো না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ছেলেটা আত্মহত্যা করে বসলো...একেবারেই ক্লাসিক্যাল রিভেঞ্জ সিনারিও।"

"তাহলে কি মিসকাতের খুনের পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই করেছিলো ঐ লোক?" জানতে চাইলো মায়া।

"হুম।"

"যেভাবে খুন করা হয়েছে তাতে তো মনে হচ্ছে, হুট করে ঘটনাচক্রে দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে গেছিলো।"

মেয়েটার প্রশ্ন ধরতে পারলো চারু। "সম্ভবত চাঁন মিয়ার পরিকল্পনা ছিলো আগে থেকেই, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলো না। বাইকার বাবুর

BanglaBook.org

অ্যাকসিডেন্টের সময় ঘটনাচক্রে সেখানে চলে আসে সে। বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর কোনোভাবে বুঝতে পারে, এই ছেলেটা মিসকাতের বন্ধু হয়।, তারপরই দীর্ঘদিনের পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করে সে।"

"কিন্তু মিসকাতরা যে ঐদিন গাজীপুরে হ্যালোউইন পার্টি করছিলো সেটা কিভাবে জানতে পারলো?"

চারু আর মায়ার এই কথোপকথন বেশ আগ্রহভরে শুনে যাচ্ছেন ডক্টর আজফার। আপাতত প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখছেন তিনি।

"মনে রাখবেন, সিএনজি ড্রাইভার বাইকার বাবুর মোবাইলফোনটা হাতিয়ে নিয়েছিলো, আর এ যুগে মোবাইলফোন হলো পারসোনাল ইনফর্মেশনের সবচেয়ে বড় রিসোর্স।"

কথাটার সাথে সায় দিলো ডক্টর আর মায়া।

"আমার ধারনা...মানে, অনুমাণ বলতে পারেন...বাবুর মোবাইলফোন থেকেই পার্টির কথাটা জানতে পেরেছে ঐ লোক। এর ফলে দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে যায় চাঁন মিয়া। তার দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটে। তাই এমন সুযোগ আর হাতছাড়া করেনি।"

"বাহ্," ডক্টর নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন। "একটা কথা না বলে পারছি না, তোমার যুক্তির চেয়ে কিন্তু কল্পনাশক্তি কোনো অংশেই কম নয়।"

চারু বুঝতে পারলো না ডক্টর টিটকারি মারছেন কিনা।

"আইনস্টাইন কিন্তু জ্ঞানের চেয়ে কল্পনার উপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। এরকম কল্পনাশক্তি না থাকলে হাইপোথিসিস দাঁড় করানোটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আর হাইপোথিসিস দাঁড় করাতে না পারলে যুক্তি দিয়ে এগোনোটাও সহজ হয় না।"

"হাইপোথিসিস কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি দিয়েই করতে হয়," বলল চারু। "এটা নিছক কল্পনা নয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর আজফার। "আই কুডেন্ট মোর এগ্রি উইথ ইউ।"

এমন সময় চায়ের ট্রলি নিয়ে ঘরে ঢুকলো টোটা। চা পরিবেশন করে সে চলে যাবার পর ডক্টর আবার মুখ খুললেন। "তাহলে তুমি ঐ সিএনজি ড্রাইভারের ব্যাপারে জোরেসোরে তদন্ত শুরু করবে?"

"হুম।"

"এরপর কিভাবে তদন্তটা এগিয়ে নেবেন?" জানতে চাইলো মায়া।

BanglaBook.org

একটু ভেবে জবাব দিলো চারু আহসান। "এটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।"

চাঁন মিয়া যেভাবে মারমুখি হয়ে উঠেছিলো তারপর যে ওর ধারেকাছেও যাওয়া ঠিক হবে না সেটা সে জানে। তাকে এখন বিকল্প কিছুর কথা ভাবতে হবে। ট্যাপা নামের ইনফর্মারকে কাজে লাগানোর কথা বস্তিতে থাকার সময়ই তার মনে হয়েছে। লোকটাকে একটা কাজও দিয়েছে সে। ভালো বখশিস পেলে ইনফর্মার তাকে হয়তো আরে বেশি সাহায্য করতে পারবে।

"টেক ইউর টাইম।"

ডক্টরের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকালো চারু।

"তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমার মনে হচ্ছে তোমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছো।"

মায়া চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে।

চারুর মুখে 'থ্যাঙ্কস' শব্দটা প্রায় চলে এসেছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এক ধরণের সঙ্কোচের কারণে বলল না। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো সে।

"ভালো কথা, সিকিউরিটিদের পারফর্মেন্স কেমন ছিলো?" জানতে চাইলেন ডক্টর।

"ভালো।" ছোট্ট করেই বলল মায়া।

"ওরা কিন্তু বেশ প্রফেশনাল...তিনজনেই।"

"তিনজন?" অবাক হলো চারু। "আপনি ভুল বলছেন, ওরা দু-জন ছিলো।"

স্মিত হাসি দিলেন ডক্টর আজফার হুসেন। "একজনকে তুমি দেখোনি। ও তোমাদের আশেপাশেই ছিলো," বললেন তিনি। "যত দক্ষই হোক না কেন, আমি নিশ্চয় দু-জন মানুষের জন্য একজনের ব্যবস্থা করবো না।"

"তাহলে গাড়ি যে ড্রাইভ করেছে সেই লোকটা...?"

"সিকিউরিটি সার্ভিসের ড্রাইভার। দরকার পড়লে অ্যাকশনে যাবার মতো ট্রেনিং ওর আছে।"

চারু কিছু বলল না, চুপ মেরে গেলো। কথাটা ওকে আগেই বলে দিতে পারতেন ডক্টর। এরকম লুকোছাপা তার পছন্দ নয়। তবে সেটা প্রকাশও করলো না। তার এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এই তদন্তটা পরবর্তিতে কিভাবে এগিয়ে নেবে সেজন্যে একটু চিন্তাভাবনা করা দরকার। সে ভালো করেই বুঝতে পারছে ডক্টরের দেয়া সিকিউরিটি নিয়ে এই তদন্ত এগিয়ে

BanglaBook.org

নেয়া যাবে না। আবার তার পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু করাও সম্ভব নয়। তাকে এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে করে চাঁন মিয়ার ব্যাপারে ভালোভাবে তদন্ত করা যায়। লোকটার বিরুদ্ধে শক্তিশালি প্রমাণ জোগাড় করা লাগবে এখন। নইলে তার সন্দেহটা নিছক সন্দেহ হিসেবেই থেকে যাবে।

"কি ভাবছেন?"

"না...কিছু না," বলল সে। "আমাকে একটু বাসায় যেতে হবে। একটা কাজ আছে।"

"আমিও বেরোবো...চলুন তাহলে।"

ডক্টরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা চলে গেলে আজফার হুসেন উদাস হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা চিন্তা ঘটনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

একজন সিএনজি ড্রাইভার!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

ডক্টরের বাড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখতে পায় তার রুমমেট বন্ধু নেই। হয়তো জরুরি কোনো কাজে আটকে গেছে। মনে মনে খুশি হয়েছিলো সে। হাত-মুখ ধুয়ে জামা পাল্টে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে ভাবতে পারবে তদন্তটা কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায়।

কিন্তু জামা-কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুতে যাবার আগেই তার ফোনটা বেজে ওঠে। ডিসপ্লে দেখেই মেজাজ কিছুটা বদলে যায়। এই ফোনটা না ধরে পারতো না। আবার ফোনটা রিসিভ করতেও তার কেমন অস্বস্তি লাগে সব সময়।

পাঁচবার রিং হবার পর অবশেষে ফোনটা রিসিভ করে সে। অপর প্রান্ত থেকে তার মা বরাবরের মতোই অনুযোগের সুরে জানান, অনেকদিন হলো চারু দেখা করতে আসে না। ফোনও দেয় না।

মায়ের এমন অভিযোগ পুরোপুরিই সত্য, আর বেশ পুরনো গল্পও বলা চলে। বাবা মারা যাবার পর থেকেই মায়ের সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে তার। এমন নয় যে, বাবার মৃত্যুর জন্য সে তার মাকে দায়ি করে। তবে বাবার মৃত্যুর পর বছর পার না হতেই তার মামারা একাট্টা হয়ে মায়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। ছোট্ট চারু তখন সেটা মেনে নিতে পারেনি। তার মায়ের 'নতুন স্বামি' মানুষ হিসেবে যে খারাপ ছিলো তা-ও নয়। তারপরও কেমন একটা অনুভূতি হতো তার। লোকটার কাছ থেকে সব সময় দূরে দূরে থাকতো। ক্লাস এইটে ওঠার পর তাকে যখন ঢাকার এক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় তখন হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলো।

সেই থেকে চারুর একা একা পথ চলা। প্রথমে স্কুলের হোস্টেলে, কলেজের ছাত্রাবাসে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল হয়ে ওঠে তার বাড়ি। যতো বড় হতে থাকে ততোই দূরত্ব বাড়িয়ে তুলতে শুরু করে মায়ের সাথে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠার পর মায়ের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেয়াও বন্ধ করে দেয়। কারণ, টাকাগুলো তার মায়ের স্বামি দেয়। বেশ কয়েকটা প্রাইভেট টিউশনি করে নিজেই নিজের খরচ মেটাতে শুরু করে।

BanglaBook.org

যাই হোক, তার মা তাকে বলেছেন, ঢাকায় তার বড় মামার বাড়িতে এসেছেন কয়েক দিনের জন্য, চারু যেন তার সাথে দেখা করে যায়।

ঠিক আছে, এক সময় এসে দেখা করে যাবে–এমন আশ্বাস দিয়ে মায়ের সাথে ফোনালাপটি শেষ করে সে। তারপর দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। নিবিষ্টমনে ভাবতে শুরু করে মিসকাতের খুনের ঘটানাটা নিয়ে। সে জানে, সমস্যাটা খুবই কঠিন। মিসকাতের খুনের তদন্ত করার কোনো আইনগত বৈধতা তার বা ডক্টরের নেই। ফলে সিএনজি ড্রাইভার চাঁন মিয়ার ব্যাপারে কিছু করতে গেলে তাকে কঠিন বাধা পেরোতে হবে। সঙ্গে যতো পেশাদার সিকিউরিটিই থাকুক না কেন, লোকটাকে বাধ্য করতে পারবে না কোনোভাবেই। তার উপর অমন ক্ষ্যাপাটে একজনের সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করতে যাওয়াটাই ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে তাকে হয়তো একাধিকবার চাঁন মিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। শুধু কথা বললেই হবে না, লোকটাকে বাধ্য করতে হবে প্রশ্নের জবাব দিতে।

এছাড়াও, আরো কিছু শক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে হবে চাঁন মিয়ার বিরুদ্ধে। এজন্যে কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে তার সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে বুজরুকি আর ভণ্ডদের মুখোশ উন্মোচন করে আসছে। এ কাজে তার দক্ষতা গোয়েন্দাদের মতোই। নিজের উপর আস্থা আছে তার। আর সেটাকে অহংকারের তকমা লাগিয়ে হেয় করার কিছু নেই।

অনেকক্ষণ এক নাগারে ভেবে যাবার পর দুটো বিষয় তার মাথায় উদয় হলো। এ দুটো কাজই তাকে প্রথমে করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলো, গতকাল সকালেই বেরিয়ে পড়বে, আর চাইলেও সঙ্গে করে মায়াকে নিয়ে যাওয়া যাবে না এ কাজে।

চারু আহসান পরদিন সকালে নাস্তা করেই সোজা চলে গেলো ডিবি অফিসে। মুর্তজাকে তার অফিসেই পাওয়া গেলো। একটা ফাইল খুলে গভীর মনোযোগের সাথে কী যেন পড়ছে। চারুকে ঢুকতে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো ভদ্রলোক।

"চা, না কফি?" চেয়ারে বসার পরই জিজ্ঞেস করলো ডিবি অফিসার।

"একটু আগেই খেয়ে এসেছি...তবে আপনার জন্যে নিতে পারেন।"

BanglaBook.org

"আমিও একটু আগে খাইছি," হাতের ফাইলটা ডেস্কের উপরে রেখে দিলো অফিসার।

"আচ্ছা, মিসকাতের মা...ঐ এমপি কি এখন আর প্রেসার দেন না আপনাদেরকে?"

বাঁকাহাসি হাসলো মুর্তজা। "তা তো দেয়ই। ফাপড়-টাপড় মারে, আমাগো যোগ্যতা নিয়া দুই-চাইরটা কথা শুনায়া দেয়।" একটু থেমে আবার বলল সে, "হোমমিনিস্টারের লগে ঐ মহিলার ভালো খাতির। মিনিস্টারও মাজেমইদ্যে ঠ্যালা মারে।"

"তাহলে তো আপনাদের জন্য এটা একটা গলার কাঁটা হয়ে গেছে।"

চারুর কথায় সায় দিলো ডিবি অফিসার। "হুম। কিন্তু কিছু করার নাই। আমরা তো চেষ্টা করতাছি, কোনো কূলকিণারা করবার পারতাছি না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"আপনেও তো এইটা নিয়া কাজ করতাছেন...কিছু বাইর-টাইর করতে পারলেন?" জানতে চাইলো মুর্তজা।

জাঁদরেল ডিবি অফিসাররা যেখানে সামান্যতম অগ্রগতিও অর্জন করতে পারেনি সেখানে চারু যে কিছু করতে পারবে না সেটা ধরেই নিয়েছে এই লোক।

"আমি তো আপনাদের মতো আইনের লোক না, অনেক লিমিটেশনের মধ্যে কাজ করতে হয় আমাকে। দরকারি অনেক কিছু চাইলেও করতেও পারি না সব সময়।"

ডিবি অফিসার দাঁত বের করে হাসলো। যেন নিজের ব্যর্থতার অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে চারু।

"হুম। আমাগোও কিন্তু অনেক লিমিটশনের মইদ্যে কাজ করতে হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো যুক্তিবাদি। "তারপরও, আপনারা যা করতে পারেন আমি সেটা পারি না।"

দাঁত বের করে হাসলো অফিসার। "আপনেও তাইলে জ্যামে আটকা পড়ছেন।"

মনে মনে হাসলো চারু। "হুম। তবে একজন সাসপেক্ট পেয়েছি। মনে হচ্ছে এই লোকটার ব্যাপারে একটু নজর দিলে ভালো কিছু বের হতে পারে।"

মুর্তজা নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো, মুহূর্তে বদলে গেলো তার

BanglaBook.org

ভাবভঙ্গি। মুখ থেকে উধাও হয়ে গেলো হাসি। "সাসপেক্ট পাইছেন! কে?"

লোকটার বিস্মিত ভঙ্গি দেখে বেশ মজা পেলো চারু। উপযুক্ত একটা টোপ দিয়েছে। এই টোপ না গিলে উপায় নেই।

"যে সিএনজি ড্রাইভার বাইকার বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলো সে।"

ডিবি অফিসার অবিশ্বাসে বলে উঠলো, "সিএনজি ড্রাইভার? মোবাইল আর কাপড়চোপর নিয়া পালাইছিলো যে ব্যাটা?"

"হুম।"

"ও ক্যান খুন করবো এমপির ছেলেরে?"

"কেন খুন করবে সেটা আগে বলি," একটু থেমে আবার বলল সে, "আজ থেকে দুই বছর আগে মিসকাত এক সিএনজি ড্রাইভারের ছেলেকে অ্যাকসিডেন্ট করেছিলো...ছেলেটা মামলা করেছিলো মিসকাতের বিরুদ্ধে কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। ঐ ঘটনায় ছেলেটা পঙ্গু হয়ে যায়। মিসকাতের মা টাকা সেধেছিলেন মামলা তুলে নেবার জন্য, কিন্তু ছেলেটা রাজি হয়নি। মামালায়ও সুবিধা করতে পারেনি।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো মুতর্জা।

"ছেলেটা পঙ্গু হবার পর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলো। এক পর্যায়ে ট্রেনের নিচে ঝাপিয়ে আত্মহত্যা করে।"

"বলেন কি?"

"কুড়িল বস্তিতে থাকতো ছেলেটা। বস্তির পাশ দিয়ে যে রেললাইন চলে গেছে সেখানেই ঘটে এই ঘটনা। আমার ধারণা, এরপরই ছেলেটার বাবা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মিসকাতের উপরে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ডিবি অফিসার। "আচ্ছা।"

"একমাত্র ছেলে, বউ নেই, আর কোনো সন্তানও নেই, বুঝতে পারছেন?"

কপালে ভাঁজ পড়লো মুর্তজার। "এই কারণে আপনে তারে সাসপেক্ট মনে করতাছেন?"

"না," একটু গুছিয়ে নিলো চারু আহসান। "দুটো কারণে আমি লোকটাকে সন্দেহের তালিকায় রাখছি।"

"কি রকম?" মুর্তজার আগ্রহ তুঙ্গে উঠে গেলো।

"প্রথমত, আমি জানতে পেরেছি হ্যালোউইন পার্টিতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

BanglaBook.org

একটা সিএনজি'তে করেই গেছিলো। আর এ কথা তো জানেনই, বাইকার বাবুকে অ্যাকসিডেন্টের পর একটা সিএনজিই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।"

মুর্তজার কপালে ভাঁজ পড়লো। "খুনি সিএনজিতে কইরা গেছিলো, আপনে কেমনে জানলেন?"

চারু জানতো এ প্রশ্নটা করবেই ডিবি অফিসার। "গাজীপুরে গিয়ে এক টঙ দোকানির কাছ থেকে এটা জেনেছি। লোকটা বলেছে খুন হবার আগে একটা সিএনজিতে করে এক লোক এসেছিলো। এরপরই খুন হয় মিসকাত।"

মুর্তজা যেন অপমানিত বোধ করলো কথাটা শুনে। পেশাদার গোয়েন্দা হয়ে তারা এটা জানতে পারেনি, অথচ সাধারণ একজন মানুষ জেনে গেলো!

"সম্ভবত বাবু অ্যাকসিডেন্ট করার পর লোকটা সিএনজি নিয়ে ওখান দিয়ে যাবার সময় ঘটনাচক্রে সেটা দেখতে পায়। মানবিক কারণে ছেলেটাকে সিএনজিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায় সে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর আবিষ্কার করে এই বাবু ছেলেটাই মিসকাতের বন্ধু। এটা জানার পরই সে ফোন আর ব্যাগটা নিয়ে কেটে পড়ে।"

"এইটা কিভাবে সে জানবার পারবো?" মুতর্জতার চোখেমুখে সন্দেহ।

"কোনটার কথা বলছেন?"

"এই যে, বাবুর ফ্রেন্ড হয় মিসকাত।"

"ওহ," বুঝতে পেরে বলল চারু। "পার্টিতে যেতে দেরি করছে বলে বাবুকে ফোন করেছিলো মিসকাত। সম্ভবত সেই ফোনকলটা রিসিভ করে সিএনজি ড্রাইভার।"

"কিন্তু কল দেইখা সিএনজি ড্রাইভার কেমনে বুঝলো এইটা মিসকাত? কলার আইডিতে নাম দেইখা?"

"আমার তা মনে হয় না। শুধু নাম দেখে চেনার কথা নয়।"

"তাইলে?"

"সেটা খতিয়ে দেখার জন্যই আমি মিসকাতের ফোনে আপনারা কি পেয়েছিলেন সেটা একটু দেখতে চাইছিলাম।"

"মিসকাতের ফোন?"

"জি। আপনারা কি সেই ফোনটার কললগ চেক করে দেখেছিলেন?"

"হ, দেখছি তো।"

BanglaBook.org

"কি পেয়েছেন ওখানে, সেটা কি রেকর্ড করা আছে?"

"হুম, আছে। দাঁড়ান," চেয়ার ঘুরে পাশে রাখা ফাইল কেবিনেট থেকে একটা ম্যানিলা ফোল্ডার বের করে আনলো মুতর্জা। কিছু এ-ফোর সাইজের প্রিন্টেড কাগজ ঘেঁটে একটা কাগজে চোখ আটকে গেলো তার। "এই যে, দেখেন," চারুর দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল ডিবি অফিসার।

কাগজের লেখাগুলোর দিকে মনোযোগ দিলো যুক্তিবাদি।

হ্যালোউইন পার্টির সময় মিসকাতের কললগের প্রায় সবটাই আছে প্রিন্টেড কপিতে। ৭:০৫, ৭:৩২, ৭:৫৫ তে মোট তিনবার বাবুর নাম্বারে কল করেছে সে। বাকি কলগুলো নিয়ে সে মাথা ঘামালো না।

"হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ি বাবুকে কখন ইমার্জেন্সিতে আনা হয়?"

চারুর প্রশ্নটা শুনে একটু ভেবে জবাব দিলো ডিবি অফিসার। "সাতটার পর পরই নিয়া আসছিলো...এগজ্যাক্ট টাইম মনে হয় সোয়া-সাতটা হইবো।"

"তাহলে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর বাবুকে দু-বার কল করেছিলো মিসকাত।"

"হুম। কিন্তু মিসকাতের কল কইলাম রিসিভ করে নাই," জানালো মুতর্জা।

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু "মিসকাতের ফোনের মেসেজ বক্সটা চেক করে দেখেছিলেন?"

"দেখছিলাম...ওইটাতে কিচ্ছু পাই নাই। খালি ফোন কোম্পানির হাবিজাবি অফারের মেসেজ দিয়া ভর্তি।"

"মিসকাত কি হোয়াটসআপ, মেসেঞ্জার, ভাইবার ব্যবহার করতো?"

চারুর এই প্রশ্ন শুনে কাচুমাচু খেলো ডিবি অফিসার। "এইটা তো চেক করি নাই।"

তদন্তকারি অফিসারের এমন গাফিলতির কারণে মনে মনে রেগে গেলেও মুখে কিছু বলল না। "আমার মনে হয় ফোনটা আবার চেক করে দেখলে ভালো হতো।"

মুতর্জার চোখেমুখে বিব্রত হবার ভঙ্গি। একে তো তদন্তকারি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে একটুও অগ্রগতি করতে পারেনি, তার উপরে চারুর মতো অপেশাদার লোক একজন সাসপেক্ট পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেলেছে, এখন

BanglaBook.org

আবার তার তদন্তের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে একটু অসন্তুষ্ট হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করলো না। হাজার হলেও শেষ পর্যন্ত তদন্তের ফলাফল তার ঘরেই যাবে।

"এটা কি করা যাবে?"

চারুর প্রশ্ন শুনে সম্বিত ফিরে তাকালো ডিবি অফিসার। "কুনটার কথা কইতাছেন?"

"মিসকাতের ফোনটা...ওটা কি আবার চেক করা যাবে? আপনি তো তদন্তকারি অফিসার, আপনি চাইলে সেটা করতেই পারেন।"

"হুমম...তা তো পারি।" এতদিন মিসকাতের মায়ের মুখোমুখি হতে চায়নি সে। ঐ এমপি এমনভাবে কথা বলে যেন, তারা সবাই ঘোড়ার ঘাস কাটে। বসে বসে জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু করে না। মহিলা ভীষণ অসন্তুষ্ট তাদের উপরে। তবে এবার মনে হয় দেখা করলে এমপিসাহেবাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে সে। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "আপনে দুই-দিন পর আসেন, দেখি কি করা যায়।"

"থ্যাঙ্কস, ভাই।" একটু থেমে চারু আবার বলল, "আপনি তদন্ত কর্মকর্তা, আপনি খুব সহজেই সিএনজি ড্রাইভারের ব্যাপারে তদন্ত করতে পারেন। আমার মনে হয় ওই লোকটার দিকে মনোযোগ দিলেই এই কেসটার সমাধান করতে পারবেন।"

"হুম...ঠিক কইছেন। ব্যাপারটা আমি দেখমু।"

"তাছাড়া আপনাদের এক্সপার্টরা ভিক্টিমের ইনজুরি দেখে খুনি সম্পর্কে যে ধারণা করেছে তার সাথেও সিএনজি ড্রাইভারের মিল পাওয়া গেছে।"

কথাটা শুনে আৎকে উঠলো মুর্তজা। আরেকবার নড়েচড়ে বসলো সে। "কি রকম?"

"কুড়িল বস্তিতে গিয়ে আমি সিএনজি ড্রাইভারকে দেখেছি," চারু বলল। তবে সবটা বলার কোনো ইচ্ছে তার নেই। "ঐ লোকটার উচ্চতা পাঁচফুট তিন-চার ইঞ্চিই হবে। আর সম্ভাব্য খুনির মতো সে-ও বাঁ-হাতি।"

"বলেন কি!" ডিবি অফিসার সত্যি সত্যি আজব বনে গেলো।

"আমি তো চাইলেও আপনাদের মতো করে তদন্ত করতে পারবো না। আপাতত এটুকুই বের করতে পেরেছি, বাকিটা আপনি করেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ডিবি অফিসার।

BanglaBook.org

"আপনি ঐ সিএনজি ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করুন। ওকে ইন্টোরোগেট করতে পারলে মূল্যবান তথ্য পেয়ে যাবেন মনে হচ্ছে।"

মাথা নেড়ে আবারো সায় দিলো মুর্তজা। এ ব্যাপারে তার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। লোকটাকে বাগে নিতে পারলে এমন প্যাদানি দেবে, বাপের নামও ভুলে যাবে। তোতাপাখির মতো পই পই করে সব বলে দিতে বাধ্য হবে তখন।

"আরো কিছু শক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে পারলেই এই কেসের সুরাহা করা সম্ভব হবে।

"হুম। ব্যাপারটা আমি দেখতাছি," বলল ডিবির তদন্তকারি কর্মকতা। "যা করার লাগে সবই আমি করুম। চিন্তা কইরেন না।"

দারুণ স্বস্তি পেলো চারু আহসান। সে এটাই চেয়েছিলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে তাকালেন জহুরা সোবহান।

বিশাল ড্রইংরুমের একটা দেয়াল জুড়ে আছে বেশ কিছু সম্মাননা, সার্টিফিকেট আর ছবির ফ্রেম। ওগুলোর একটাতে নিবদ্ধ হলো তার চোখ।

তার ছেলে মিসকাত প্রিয় কুকুরটা জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে চেয়ে আছে। ছবিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। আজ প্রায় বছরখানেক হলো ছেলেটা নেই। তার বুক খালি করে দিয়ে চলে গেছে সে।

আসলে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর সেটা করা হয়েছে খুবই বিভৎসভাবে। এত বিত্ত-বৈভব আর প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এমন জঘন্য কাজ কে করতে পারলো সেটাও জানতে পারেননি আজো। অপদার্থ পুলিশ আর ডিবির লোকজন সামান্য ইঙ্গিতও দিতে পারেনি এ ব্যাপারে। সম্ভাব্য খুনি কে হতে পারে সেটাও তারা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের পত্রিকাটার দিকে চোখ ফেরালেন। তাদের দলের ছাত্র সংগঠনের বিবদমান দুটো গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে গতকাল রাতে, ঠিক মিসকাতের মতো দেখতে একটা ছেলে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। ঘটনার রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি ছেলেটার যন্ত্রণাকাতর মুখের একটি ছবিও দেয়া আছে পত্রিকায়।

"ম্যাডাম, আপনার সাথে একজন দেখা করতে আসছে।"

কাজের ছেলেটার কথায় পত্রিকা থেকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। "কে?"

ছেলেটা সামনে এসে একটা কার্ড বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

কার্ডটা দেখলেন জহুরা সোবহান। খুব সম্ভবত এই অপদার্থটি সকালে তাকে ফোন করে পায়নি, তাই সরাসরি বাড়িতে চলে এসেছে।

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। পত্রিকা পড়তে আর ভালো লাগছে না। অপদার্থটা কী বলতে এসেছে সেটা জানা যাক। যদি বরাবরের মতো সান্ত্বনার বাণী আওড়াতে আসে তাহলে এই লোক ভুল

BanglaBook.org

করবে। অনেক শুনেছেন, আর না। লোকটাকে বান্দারবানের পাহাড়ে কিংবা খাগড়াছরিতে বদলি করানোর জন্য উঠেপড়ে লাগবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সাথে তার যে রকম সুসম্পর্ক তাতে করে এ কাজটা করা খুব কঠিন কিছুও হবে না।

"স্লামালেকুম, ম্যাডাম," সম্ভ্রমের সাথে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকলো ডিবির মুর্তজা।

"এত সকালে...ঘটনা কি?"

"আমি ফোন দিছিলাম...ফোন বন্ধ আছিলো," বলল সে।

"ঐ ফোনটা এত সকালে অন করি না," জবাব দিলেন এমপি। তার তিনটা ফোনের একটা এত সকালে খোলা রাখেন না। আর এই ফোনটার নাম্বারই সবার কাছে দেন। "বসুন," অফিসারকে বললেন তিনি।

ড্রইংরুমের একটা সোফায় বসে পড়লো মুর্তজা।

"আপনি কি মিসকাতের কেসটার ব্যাপারে এসেছেন?"

"জি, ম্যাডাম।"

ভুরু কুচকে তাকালেন মিসকাতের মা। "এক চুলও তো এগোতে পারেননি, বার বার আমার কাছে এসে কী লাভ? সান্ত্বনা দিতে এসেছেন?"

"জি, না। কী যে বলেন..." কাচুমাচু খেয়ে বলল তদন্তকারি কর্মকর্তা। এই কেসটা হাতে পাবার পর থেকে বেশ কয়েকবার এরকম কথা শুনেছে এমপির কাছ থেকে।

"যখনই জানতে চাই, বলেন তদন্ত করছেন। খুব জলদিই নাকি রেজাল্ট পাওয়া যাবে। এই ভাঙা রেকর্ড আর কতো বাজাবেন?"

"এইবার মনে হয় আপনারে সুখবর দিতে পারবো।"

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিসকাতের মা। "তাই নাকি!"

"জি।"

"তদন্তে কি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছেন?"

বিগলিত হাসি দিলো মুর্তজা। "সেইরকমই মনে হইতাছে।"

"কি পেয়েছেন, বলুন?" বোঝাই যাচ্ছে সময় নষ্ট করার মতো মেজাজে নেই তিনি। "একটু পর আমাকে বেরোতে হবে। আপনাকে খুব বেশি সময় দিতে পারবো না।"

"অনেকদিন ধইরা তদন্ত করার পর একজন সাসপেক্ট পাইছি, ম্যাডাম," মুর্তজা বলল।

BanglaBook.org

মিসকাতের মা সোজা হয়ে বসলেন। মনে হলো চমকে গেছেন। "কী!" চোখ থেকে রিডিং গ্লাসটা খুলে ফেললেন তিনি। "সাসপেক্ট পেয়েছেন? কে সে?!"

মুর্তজা জানতো কথাটা শোনার পর এমপি এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। "না, মানে...এখনও পুরাপুরি শিওর না। তয় কিছু জিনিস আবার চেক কইরা দেখতে চাইতাছি। সেইজন্যই মিসকাতের ফোনটা একটু দরকার। ওইটা দেখতে হইবো আবার।"

"আরে, সাসপেক্ট কে, সেটা বলেন আগে!" অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন এমপি। "কোন্ হারামজাদা এ কাজ করেছে? মিসকাতের কোন্ বন্ধু?"

"বন্ধুদের কেউ না, ম্যাডাম। সাসপেক্ট একজন সিএনজি ড্রাইভার।"

"কি!" জহুরা সোবহান আৎকে উঠলেন কথাটা শুনে। "সিএনজি ড্রাইভার?!"

"জি, ম্যাডাম।"

"আপনি আমার সাথে ফাজলামি করছেন?" রেগেমেগে বললেন মিসকাতের মা। "একজন সিএনজি ড্রাইভার কেন আমার ছেলেকে..." কথাটা শেষ করার আগেই নিজে থেকেই থেমে গেলেন তিনি। "কে? আপনি কার কথা বলছেন?"

"ম্যাডাম, এই সিএনজি ড্রাইভারের ছেলে মিসকাতের বিরুদ্ধে মামলা করছিলো কয়েক বছর আগে।"

মিসকাতের মা বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকলেন। তথ্যটা যেন তাকে বজ্রাহত করেছে।

"অ্যাকসিডেন্টের মামলা..." মুর্তজা বলল। "কুড়িল বস্তিতে হইছিলো অ্যাকসিডেন্টটা।"

"এ খবর আপনি জানলেন কিভাবে?" সন্দেহের সুরে জানতে চাইলেন এমপি।

"ইয়ে মানে," মুর্তজা একটু ভেবে নিলো। "কেসটা তদন্ত করবার গিয়া জানবার পারছি।"

একটু উদাস হয়ে গেলেন মিসকাতের মা। "কিন্তু এর সাথে মিসকাতের খুনের কি সম্পর্ক? ওই কেসটা তো ওরা হেরে গেছে...কবেই সব চুকেবুকে গেছে।"

"আসলে ম্যাডাম, আপনে হয়তো জানেন না, মামলায় হারনের পর ঐ পোলাটা সুসাইড করছে।"

BanglaBook.org

কপালে ভাঁজ পড়লো এমপির। তবে খুব বেশি অবাক হলেন না। "তাই নাকি?"

"জি, ম্যাডাম।"

"এ কারণে আপনি ধরে নিলেন মিসকাতকে ওই সিএনজি ড্রাইভার খুন করতে পারে?"

"না, ম্যাডাম। আরো ব্যাপার আছে।"

"কি ব্যাপার? আমাকে সব খুলে বলুন।"

একটু ঢোক গিলে নিলো ডিবি অফিসার। চারু আহসানের কৃতিত্বটা পুরোপুরি নিজের করে নিয়ে বলতে শুরু করলো সে, "আমরা জানবার পারছি, বাবু অ্যাকসিডেন্ট করবার পর এক সিএনজিওয়ালাই তারে হাসপাতালে নিয়া গেছিলো, ঐ সিএনজিওয়ালাই বাবুর ব্যাগ আর মোবাইল নিয়া ফুটছিলো। ব্যাগে যে কস্টিউম আর মুখোশ ছিলো ওইটা পইরা খুনি একটা সিএনজি নিয়া গেছিলো গাজীপুরে।" এক নাগাড়ে বলে একটু ঢোক গিলে নিলো সে। এমপির দিকে তাকালো। পাথরের মতো স্থির হয়ে আছেন তিনি। "আমাগো ফরেনসিক এক্সপার্টরা এর আগেই আন্দাজ করছিলো খুনির হাইট পাঁচফুট তিন-চাইর হইবো...আর সে বাউয়া...মানে বামহাতি। সিএনজি ড্রাইভারের হাইটও সেইম, ম্যাডাম। ঐ লোকও বামহাতি। মিসকাতরে ওই-ই খুন করছে। আমি শিওর।"

মিসকাতের মা আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন তিনি। অন্য এক চিন্তায় ডুবে গেছেন যেন।

"কিন্তু ওই লোক কিভাবে জানতে পারলো ওরা ওইদিন গাজীপুরে পার্টি করছিলো?" অবশেষে মোক্ষম প্রশ্নটাই করলেন জহুরা সোবহান।

"আমার মনে হয় মিসকাত ঐদিন বাবুরে ফোন দিছিলো...মেসেজও দিবার পারে।"

"দিতেই পারে, তাতে কি?"

"সেইখান থেইকাই লোকটা জানবার পারছে গাজীপুরে একটা পার্টি হইতাছে।"

"বুঝলাম না, একটা ফোনকল থেকে কিভাবে..." মিসকাতের মা থেমে গেলেন, কথাটা আর শেষ করলেন না।

"আজকাইলকার ফোন, ম্যাডাম...কলারের আইডির সাথে ছবিও ওঠে ডিসপ্লেতে।"

জহুরা সোবহান যেন জবাবটা পেয়ে গেলেন। আনমনেই মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "হুম...বুঝেছি।"

BanglaBook.org

"এরজন্যই ফোনটা আবার দেখবার চাইতাছি কনফার্ম হওনের লাইগা।"

একটু ভেবে মিসকাতের মা উঠে দাঁড়ালেন। "আপনি একটু বসুন...আমি আসছি।"

ডিবি অফিসারকে একা রেখে তিনি চলে গেলেন পাশের ঘরে।

কয়েক মিনিট পর চা আর বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকলো এক কাজের মেয়ে। মুর্তজা কেবল সময় কাটানোর জন্য চায়ের কাপটা তুলে নিলো। সে জানে, রাজনীতিবিদদের বাড়ির চা কেমন হয়। কাঙ্গালিভোজের খাবার, যাকাতের কাপড় আর রাজনীতিবিদদের বাড়ির চা-এর অবস্থা একই রকম হয়ে থাকে। চাকরিজীবনে অনেক রাজনীতিকের বাড়িতে গেছে, খুব কমই ভালোমানের দুধ চা খেয়েছে সে।

কিন্তু যেমনটা ভেবেছিলো তেমন না। তাকে দুধ চা দেয়া হয়েছে। আস্তে করে সেই চায়ে চুমুক দিলো ডিবি অফিসার। চা-টা বেশ ভালো।

কয়েক মুহূর্ত পর চা যখন মাঝপথে তখনই ঘরে ঢুকলেন এমপি। চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়ালো মর্তুজা। এমপি তাকে বসার জন্য ইশারা করলেন। মিসকাতের মায়ের হাতে ছোট্ট একটা শপিংব্যাগ। সেটা বাড়িয়ে দিলেন অফিসারের দিকে।

"এটার মধ্যে মিসকাতের ফোন আর চার্জারটা আছে।"

মুর্তজা কোনো কথা না বলে ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিলো।

"ভেতরে একটা এনভেলপও আছে...ওটা আপনার বখশিস।"

একটু লজ্জিত হবার ভান করলো অফিসার।

"আপনারা এখন ওর ব্যাপারে কি করবেন?"

"ওরে অ্যারেস্ট করুম, ম্যাডাম। এমন প্যাদানি দিমু, সব কইয়া দিবো।"

ভুরু কুচকে তাকালেন এমপি। "লোকটাকে পাবেন কোথায়?"

"এহনও কুড়িল বস্তিতেই থাকে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাকে আপগ্রেড জানাবেন।"

নিঃশব্দে সালাম ঠুকলো মুর্তজা। "আমি তাইলে আসি, ম্যাডাম।"

ব্যাগটা নিয়ে চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে গেলো ডিবি অফিসার। বাইরে এসে সবার আগে এনভেলপটা খুলে দেখলো। সবগুলোই একহাজার টাকার নতুন চকচকে নোট।

সব মিলিয়ে পঞ্চাশটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

"কথা কস্ না ক্যান?"

চাঁন মিয়া অন্ধকার ঝুপড়ি ঘরে খাটের উপরে বসে আছে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার সামনে বসে থাকা ছেলের দিকে। মাথা নিচু করে বোবা হয়ে আছে তার আদরের ধন সুরুজ। ছেলেটা অনেকদিন থেকেই এমন আচরণ করছে, অথচ আগে এই ছেলের মুখে কথা ফুটতো। তার কথার জ্বালায় অতীষ্ঠ হয়ে চাঁন মিয়া অনেক সময় বলে উঠতো, "বাজান রে, আমারে একটু রেস্ট নিবার দে...গাড়ি চালায়া আইছি...মাথা ধরছে খুব।"

মাথা ব্যথার কথাটা আমলে না নিয়ে তার ছেলে নানান কথা বলতো বাপকে। দেশ-বিদেশের সব খবর তার মাথায়। এই বস্তির একমাত্র পত্রিকা পড়ুয়া ছেলে ছিলো তার সুরুজ। এখানকার অনেকের ঘরেই সস্তা চায়নিজ টিভি রয়েছে, কিন্তু কেউ কখনও ভুলেও বিবিসি আর সিএনএন দেখতো না–তার সুরুজ বাদে।

ছোটবেলা থেকেই তার ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। কোনো মাস্টার রাখতে হয়নি। কোনোদিন কোচিংও করেনি। নিজে নিজে পড়াশোনা করেছে। কলেজে ওঠার আগেই টিউশনি করে পড়াশোনার খরচ মেটাতো, বাপের বোঝা কমানোর চেষ্টা করতো। বাপকে সে বলতো, বিরাট বড় অফিসার হবে। তাদের বাপ-ব্যাটার কোনো দুঃখ থাকবে না। সে হেসে বলতো, নিজের কথা কখনও ভাবে না, তার সুরুজ বড় মানুষ হলেই নিশ্চিন্তে মরতে পারবে।

ছেলেটাকে নিয়ে যে বিশাল স্বপ্ন দেখেছিলো সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সেই ছেলে এখন বলতে গেলে বোবা।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে চাঁন মিয়া বলল, "বাজান, আঙ্গোর পিছন ফেউ লাগছে।"

ছেলেটা মাথা তুলে তাকালেও কিছু বলল না। ছেলেটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন দশটা কথার জবাবেও একটা কথা বলে না।

"তয় চিন্তার কিছু নাই। তুই কইলাম এট্টুও ডরাইস না।"

BanglaBook.org

সুরুজ আবারো মাথা তুলে বাপকে দেখে মাথা নামিয়ে ফেলল।

"আমাগো ধরন এত সোজা না," কথাটা বলেই চাঁন মিয়া নিঃশব্দ হাসতে লাগলো। তার ছেলে অবশ্য মুখ তুলে দেখলো না বাপের সেই হাসি।

"এরপর যদি আবার আহে...এক্করে কোপ দিয়া দিমু দুইটার ঘাড়ে!"

এ কথার পরও ছেলে নির্বিকার রইলো।

চাঁন মিয়া কিছু বলতে যাবে তার আগেই ঝুপড়ি ঘরের কাঠের দরজায় টোকা পড়লো বেশ জোরে জোরে। সতর্ক হয়ে উঠলো সুরুজের বাপ। ভয়ার্ত চোখে তাকালো দরজার দিকে। যে বা যারা দরজার ওপাশে আছে তাদের ধৈর্য কম।

"তুই চুপ কইরা বয়া থাক...আমি আইতাছি। যাইস না কইলাম।"

সুরুজ কিছু বলল না। যথারীতি চুপচাপ। দুনিয়ার কোনো কিছুতে সে আর উদ্বিগ্ন বোধ করে না।

চাঁন মিয়া খাটের নিচ থেকে একটা দা তুলে নিলো হাতে। এই দা-টা দিয়েই কয়েকদিন আগে সন্দেহজনক দু-জন মানুষ এসেছিলো তার কাছে। ঐ দু-জনই বোধহয় আবার এসেছে।

দা-টা বামহাতে শক্ত করে ধরে পেছনে আড়াল করে রাখলো, ডানহাত দিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিন যুবক। এদের কাউকে সে জীবনেও দেখেনি।

"কারে চাই?"

"তুই-ই চাঁন মিয়া?" সবার সামনে যে যুবক দাঁড়িয়ে আছে সে জিজ্ঞেস করলো।

"হ। কি চাই?" খনখন করে উঠলো তার কণ্ঠ।

"গলা নামায়া কথা ক..." পেছনে থাকা আরেক যুবক রেগেমেগে বলে উঠলো। "ঘর থিকা বাইর হ...তর লগে কথা আছে।"

চাঁন মিয়া বুঝতে না পেরে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো যুবকদের দিকে। "কি কথা? কি চাস আমার কাছে? তরা কারা?" প্রায় চিৎকার করে বলল সে।

"শূয়ারেরবাচ্চা!" সামনের যুবকটি ডানহাত দিয়ে খপ করে চাঁন মিয়ার গলা টিপে ধরলো। লাথি মেরে ভিজিয়ে রাখা কপাটটা খুলে হ্যাচকা টানে দরজার বাইরে নিয়ে এলো চাঁনমিয়াকে। "এত কথা কস্ ক্যান! গলা নামায়া

BanglaBook.org

কথা ক!...এমপির পোলারে-" কথাটা শেষ করতে পারলো না। তার বদলে বুকফাঁটা আর্তনাদ করে উঠলো : "আ-আ-আ!"

চিৎকারটা ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

চাঁন মিয়া বিদ্যুৎগতিতে ডানহাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরা হাতটার কব্জি ধরেই পেছনে লুকিয়ে রাখা দা-টা দিয়ে এক কোপ বসিয়ে দিয়েছে সেই যুবকের উদ্যত বাহুর উপরে। মুহূর্তে হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে খণ্ডিত হাতটা ছুঁড়ে মারলো বাকি দুই যুবকের দিকে। তারা ভড়কে গেলেও একটু সরে গিয়ে উড়ে আসা কর্তিত হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারলো।

এই সুযোগে চাঁন মিয়া চট করে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতরে। দ্রুত বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজা।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হলেও খুব দ্রুত কোমর থেকে পিস্তল বের করে ফেলল দুই যুবক।

কর্তিত হাতের যুবক মাটিতে বসে পড়ে চিৎকার করছে। বিশ্বাসই করতে পারছে না তার সাথে কী হয়ে গেছে একটু আগে। অবিশ্বাসে চেয়ে আছে কাটা হাতটার দিকে। গল গল করে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে।

তাকে পাশ কাটিয়ে তার সঙ্গি দু-জন দৌড়ে এসে চাঁন মিয়ার বন্ধ দরজায় লাথি মারলো সজোরে। খ্যাচ করে দরজাটা আর্তনাদ করে উঠলো। উদভ্রান্তের মতো আরো কয়েকটা লাথি মারতেই দরজাটা খুলে গেলো।

অন্ধকার ঘরে হুরমুর করে ঢুকে পড়লো না তারা, সতর্কতার সাথে পিস্তল উঁচিয়ে ভালো করে ঘরের ভেতরটা দেখে নিলো একবার।

কেউ নেই!

তারা যখন বুঝতে পারলো তখন একটু দেরি হয়ে গেছে। চাঁন মিয়ার ঝুপড়ি ঘরের পেছন দিককার টিনের দেয়াল একটু ফাঁক হয়ে আছে।

যুবক দু-জন রেগেমেগে ঘরের পেছন দিকে ছুটে গেলো পিস্তল উঁচিয়ে। দৌড়াতে দৌড়াতে খিস্তি ছোটাতে লাগলো তারা।

ঘরের পেছন দিকে যখন চলে এলো দেখতে পেলো দা হাতে চাঁন মিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে রেললাইনের দিকে।

পেছন থেকে গুলি করবে কি করবে না, এই দ্বন্দ্বে ভুগলো দু-জন। শেষ পর্যন্ত তারা গুলি না করে দৌড়াতে লাগলো চাঁন মিয়ার পেছন পেছন।

রেললাইনের কাছে আসতেই দেখতে পেলো হুইসেল বাজিয়ে ছুটে আসছে একটা ট্রেন।

BanglaBook.org

চাঁন মিয়ার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজের জীবনের পরোয়া না করে ধাবমান ট্রেনের সামনে দিয়েই রেললাইনটা এক দৌড়ে পার হয়ে গেলো। আরেকটু হলেই ট্রেনের নিচে কাটা পড়তো সে।

দুই যুবকের পক্ষে অবশ্য রেললাইন পার হওয়া সম্ভব হলো না। অতিক্রম করতে থাকা ট্রেনের সামনে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো তারা। দম ফুরিয়ে হাফাতে লাগলো। অপেক্ষা করতে লাগলো ট্রেনটা চলে যাওয়ার, কিন্তু ভালো করেই জানে, নিষ্ফল এই অপেক্ষা।

ট্রেন চলে যাবার পর রেললাইনের ওপারে চাঁন মিয়ার টিকিটাও দেখতে পেলো না।

দুই যুবক পেছনে ফিরে তাকালো এবার।

তাদের সঙ্গি মাটিতে পড়ে থাকা কর্তিত হাতটার পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর চিৎকার করে যাচ্ছে বুকের সমস্ত বাতাস বের করে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

দু-দিন পর র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটি থেকে কাজ সেরে লাঞ্চ টাইমের আগেই ডিবি অফিসে চলে গেলো চারু। যাবার আগে অবশ্য ফোন করে জেনে নিয়েছে সে এখন অফিসেই আছে।

মুর্তজাকে দেখে মনে হলো মনমরা। সম্ভবত মিসকাতের ফোন থেকে তেমন কিছু পায়নি।

চারুর সাথে সামান্য কুশল বিনিময় করার পরই অফিসার একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলো, তাতে মিসকাতের ফোনের সমস্ত বিবরণ টাইপ করা আছে।

"আপনে তো বাইরের লোক...ওর ফোনটা আপনেরে দেওয়া যাইবো না," বলল মুর্তজা। "তয় সমস্যার কিছু নাই। এই কাগজে কললিস্টের সবকিছু টাইপ করা আছে।"

"থ্যাঙ্কস," বলেই কাগজটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ে গেলো চারু আহসান।

যেনটা ধারণা করেছিলো, বেশিরভাগ স্মার্টফোন ব্যবহারকারিদের মতোই মিসকাতও হোয়াটসআপ, ভাইবার, মেসেঞ্জার ব্যবহার করতো। সবগুলো ঘেঁটে দেখা গেছে বাবুকে হ্যালোউইন পার্টির দিন হোয়াটসআপ থেকেও দু-বার ফোন করেছিলো মিসকাত। মেসেঞ্জারে মেসেজও দিয়েছে একটা। সেই মেসেজে মিসকাত তার বন্ধুকে তাড়া দিয়েছে গাজীপুরে চলে আসার জন্য :

সে কেন ফোন ধরছে না? তার কি কোনো সমস্যা হয়েছে? সে যেন তাড়াতাড়ি কলব্যাক করে। তার জন্য পার্টি দেরি করে শুরু করতে হচ্ছে। আর বেশি দেরি হলে তারা শুরু করে দেবে।

এ থেকে খুব সহজেই সিএনজি ড্রাইভার জেনে নিতে পেরেছে আজ গাজীপুরে একটা পার্টি হচ্ছে।

কিন্তু গাজীপুরের বাড়ির ঠিকানা চাঁন মিয়া কিভাবে জানতে পারলো সেই প্রশ্নের জবাব এখনও অজানাই রয়ে গেছে। কারণ মিসকাতের মেসেজের কোথাও ঠিকানা দেয়া নেই। তার কোনো দরকারও ছিলো না।

BanglaBook.org

কারণ জায়গাটা যে বাইকার বাবু আগে থেকেই চিনতো সেটা স্বীকারও করেছে চারুর কাছে। সম্ভবত হ্যালোউইন পার্টির আগেও গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ওখানে গিয়েছিলো। ওরকম নির্জন আর নিরাপদ একটি বাড়ি অল্পবয়সি ছেলেছোকরাদের জন্য রীতিমতো স্বর্গতুল্য ডেটিংস্পট।

যাই হোক, আপাতত গাজীপুরের বাড়ির ঠিকানা জানার বিষয়টা অমীমাংসিত থাকলেও চারু খুব আশাবাদি, অচিরেই এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে।

"ফোন ঘাঁইটা পুরা শিওর আমি, ঐ ব্যাটাই কামটা করছে," বলল অফিসার।

"তাহলে এখনই চাঁন মিয়াকে অ্যারেস্ট করে ইন্টেরোগেট করুন। আমার ধারনা গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়ে যাবেন। দেরি করা ঠিক হবে না।"

চারুর কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিবি অফিসার। "অলরেডি দেরি হইয়া গেছে।"

চমকে উঠলো চারু। "দেরি হয়ে গেছে মানে?"

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুর্তজা। "আমি ফোর্স নিয়া কুড়িল বস্তিতে গেছিলাম কাইল রাইতে। চাঁন মিয়ারে পাই নাই। সে ফুটছে।"

"বলেন কি!" বিস্মিত হলো চারু। "ক-দিন আগেই আমি ওকে ওখানে পেয়েছি...কী এমন ঘটলো যে, বস্তি থেকে হাওয়া হয়ে গেলো লোকটা?"

একটু চুপ করে থেকে বলল মুর্তজা, "আমি যাওনের আগেই চাঁন মিয়া এক গুণ্ডার হাত কাইটা পলাইছে!"

"কি?!" অবাক হলো যুক্তিবাদি।

"কাইল রাইতে তিন গুন্ডা আইছিলো চাঁন মিয়ারে ধরবার লাইগা, চাঁন মিয়া তখন দা দিয়া ওগোর একজনের হাত কাইটা পলাইছে।"

"বলেন কি! কারা এসেছিলো? কেন এসেছিলো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ডিটেইল কইতে পারুম না। বস্তির লোকজন কইলো, চাঁন মিয়ার কাছে তিন-চারটা গুণ্ডাটাইপের লোক আসছিলো নাকি। তখনই লোকটা একজন্রে কোপ মাইরা পলাইছে। মনে হয় না আর বস্তিতে ফিরা আসবো।"

"শিট!" চারুর মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো কথাটা। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো অফিসারের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো প্রথম সাক্ষাতে এই

BanglaBook.org

অফিসার কি বলেছিলো তাকে মিসকাতের মা তার ছেলের হত্যাকারির বিচারের অপেক্ষায় বসে থাকবে না!

"সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি মিসকাতের মাকে চাঁন মিয়ার কথাটা বলছিলেন?"

চারুর প্রশ্নে বিব্রত হবার ভঙ্গি করলো মুর্তজা। "হুম...কইছিলাম তো।"

"ওহ্," বুঝতে পারলো সে। "তাহলে ঐ এমপিই গুণ্ডাগুলোকে পাঠিয়েছে।"

"এমপি পাঠাইছে!" প্রশ্ন করলো না, অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো অফিসার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। সম্ভবত তার মনেও এই প্রশ্নটা উঁকিঝুঁকি মারছিলো।

"আমার আগেই এটা মনে রাখা দরকার ছিলো। আপনিই বলেছিলেন, মিসকাতের মা তার ছেলের হত্যাকারি সম্পর্কে জানতে পারলে বিচারের জন্য বসে থাকবেন না।"

একটু কাচুমাচু খেলো মুর্তজা।

শিট! তিক্ততায় ভরে উঠলো চারুর মন। বুঝতে পারছে, এই রহস্যের সমাধান করাটা তার জন্য আরো কঠিন হয়ে গেলো এখন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

চাঁন মিয়ার ঝুপড়ি ঘরের সামনে এসে চারপাশে একটু তাকিয়ে দেখলো ট্যাপা।

ফেন্সিডিলের বোতলটা লুঙ্গির গিটে আটকে রেখেছে, সেটা আস্তে করে বের করে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় তালা মারা। আর এটা চাঁন মিয়া মারেনি। এক গুণ্ডার হাত কেটে ফেলার পর সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি লোকটা। সহসা ফিরে আসার সম্ভাবনাও নেই। ট্যাপা জানে, তালাটা মেরেছে মর্জিনার মা। চাঁন মিয়ার অনুপস্থিতিতে তার ঘরটা নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এই বুড়ি। শুধু তা-ই না, শকুনের মতো পাহারা দিচ্ছে নিজের ঘরের সামনে বসে। এ কারণে সে একটু বেশি সতর্ক।

চাঁন মিয়া একজনের হাত কেটে পালিয়ে যাবার পর এখানে ডিবির লোকজন এসেছিলো কিন্তু স্থানিয় থানা এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না। ওসিসাবকে সে নিজে জানালেও কথাটা খুব একটা আমলে নেয়া হয়নি।

ফেন্সিডিলের বোতলটা নিয়ে ট্যাপা চলে গেলো চাঁন মিয়ার ঘরের পেছন দিকে। ওখানে একটা নাম না-জানা গাছের চারপাশে ঝোঁপঝাঁড়ের মতো কিছু আছে। বস্তির অনেকে পেশাব করার কাজে হরদম ব্যবহার করে। চাঁন মিয়া ঘরে থাকলে ভুলেও এ কাজ করে না।

ট্যাপা অবশ্য পেশাব করার জন্য ওখানে গেলো না, কিংবা হাতে যে বোতলটা আছে সেটা খাওয়াও তার উদ্দেশ্য নয়। সে আসলে অন্য একটা কাজ করতে এসেছে। আজ রাত ন-টার পর দু-বার ঢুঁ মেরে গেছে এখানে, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। চাঁন মিয়ার ঘরের উল্টো দিকে থাকে থাকে মর্জিনার মা। বুড়ির চোখ দূরবীনের মতো। যতোক্ষণ জেগে থাকে ঘরের বাইরে বসে বিড়ি ফোঁকে। তার কারণে ট্যাপা সুবিধা করতে পারেনি।

ভুলটা অবশ্য তারই। তালা খোলার জন্য পায়তারা করেছিলো সে। মর্জিনার মা না থাকলে খুব সহজেই রিক্সার স্পোকের ছোট্ট একটি অংশ দিয়ে চায়নিজ তালাটা খুলে ফেলতে পারতো কিন্তু এ কাজ মর্জিনার মায়ের

BanglaBook.org

সামনে ভুলেও করা যাবে না। বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠবে বুড়ি। এমনিতেই ট্যাপার ব্যাপারে তার ধারণা ভালো নয়। পাঁচ-ছয় বছর আগে ট্যাপা যখন ছিচকে চোর ছিলো তখন বুড়ির ঘরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলো। সেই থেকে বুড়ি তাকে দেখলেই ভুরু কুচকে চেয়ে থাকে। যেন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা চুরি করার ধান্দায় ঘুর ঘুর করে সে।

বুড়ির বোঝা উচিত, সে এখন লোকাল থানার ইনফর্মার। চুরিচামারির মতো কাজ করে না।

নিজের কথায় নিজেই হেসে ফেলল ট্যাপা। অভ্যাস এমন জিনিস সহজে ছাড়া যায় না। চাঁন মিয়া তার ঘর ফেলে পালাবে আর ট্যাপার মতো পুরনো চোর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তা কি হয়?

যাই হোক, দুই ঘণ্টা পর তার বুদ্ধি খোলে। খামোখাই তালা খোলার ধান্দা করেছে। চাঁন মিয়ার ঘরে ঢোকার সহজ রাস্তাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো। অবশেষে তার মনে পড়ে। কেউ একজন দেখেছে, চাঁন মিয়া গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নাকি তার ঘরের পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। সম্ভবত ঝোঁপের পাশে একটা টিন সামান্য আলগা আছে।

কোনো কারণ ছাড়া সেই ঝোঁপের ভেতরে ঢুকলেও মর্জিনার মায়ের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়তে হবে, তাই সঙ্গে ক‌‌র ফেন্সিডিলের বোতলটা নিয়ে এসেছে। এর ভেতরে আসলে পানি ছাড়. কিছু নেই। ট্যাপা এসব কাশির সিরাপ খেয়ে নেশা করে না, তা‌র লাগে গাঁজা। দিনে দশ-বারোটা হলেই চলে যায়।

তো ফেন্সিডিলের বোতলটা মর্জিনার মাকে ঠিকই বিভ্রান্ত করতে পারলো। বুড়ি যখন দেখলো ট্যাপা বোতল নিয়ে চোরের মতো চাঁন মিয়ার ঘরের পেছন দিকে ঝোঁপের আড়ালে যাচ্ছে তখন মুখ বাঁকিয়ে বিড়ি ফুঁকতে লাগলো। তার ভাব এমনই, খা হারামজাদা! এইসব খায়া মর!

ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে বোতলটা ফেলে দিলো ট্যাপা। দুটো টিনের সংযোগ খুঁজে পেতে কোনো সমস্যাই হলো না। জয়েন্ট ছুটে গেছে বলে টিনদুটো আলগা হয়ে আছে।

তাহলে এটাই চাঁন মিয়ার গোপন দরজা!

দু-হাতে ধরে জোরে টান দিতেই ফাঁক হয়ে গেলো। সেই ফাঁক দিয়ে

BanglaBook.org

ঢুকে পড়লো চাঁন মিয়ার অন্ধকার ঘরে। কোমর থেকে সস্তা মোবাইলফোনটা বের করে আলো জ্বালালো ট্যাপা।

ঘরের সবকিছু এলোমেলো অবস্থায় আছে। বোটকা গন্ধ নাকে এলো। কতোদিন ধরে এ ঘর পরিস্কার করা হয় না কে জানে।

ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁজে দেখলো সে। মানুষজন কোথায় মূল্যবান জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখে সে ব্যাপারে তার ভালো ধারণা আছে।

দশ-পনেরো মিনিট খোঁজাখুঁজি করার পরও যখন কিছু পেলো না তখন একটু হতাশই হলো। চাঁন মিয়া কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই ঘর ফেলে পালিয়েছে, সুতরাং তার যা কিছু আছে সব জায়গামতোই থাকার কথা।

অনেকক্ষণ পর কিছু না পেয়ে ব্যর্থ ট্যাপা বুঝতে পারলো খাটের নিচটা দেখা হয়নি। উপুড় হয়ে খাটের নিচে মোবাইলফোনের আলো ফেলল। হাবিজাবি জিনিসে ভর্তি। সিএনজির কিছু অকেজো আর পুরনো যন্ত্রাংশও আছে। দুটো বাতিল টায়ারও দেখতে পেলো। তার ধারণা এইসব হাবিজাবি জিনিসের মধ্যেই চাঁন মিয়া তার সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে। লোকটা খুবই চালাক। বুদ্ধিসুদ্ধি ভালো। সে নিশ্চয় গোপন জায়গায় মূল্যবান জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখবে না। এমন মামুলি জায়গায় রাখবে, কারোর মনেই হবে না এখানে মূল্যবান কিছু থাকতে পারে–তাকে চুরিচামারিতে হাতেখড়ি দিয়েছিলো যে মজনু ওস্তাদ এটা তার কথা।

খাটের নিচ থেকে একে একে জিনিসগুলো সরিয়ে দেখতে চাইলো ট্যাপা। একটা টায়ার বের করে আনলো। আরেকটা টেনে বের করতে যাবে অমনি খুট করে একটা শব্দ কানে গেলো তার। বরফের মতো জমে গেলো সে। দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো আওয়াজটা ওখান থেকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলফোনটার আলো নিভিয়ে দিলো।

বাইরে থেকে দরজার তালা খুলছে কেউ!

চাঁন মিয়া?!

অসম্ভব!

মর্জিনার মা?

ট্যাপার বুক ধরফর করে উঠলো। কী করবে সেটা ভাবতে বেশি সময় নিলো না। সোজা খাটের নিচে ঢুকে পড়লো। যে টায়ারটা বাইরে বের করে রেখেছিলো সেটা আবারো খাটের নিচে টেনে রাখলো সে।

BanglaBook.org

দরজাটা খুলে গেলো আস্তে করে। বাইরে থেকে স্বল্প আলো এসে ঢুকলো ঘরে। খাটের নিচ থেকে ট্যাপা দেখতে পেলো একজন মানুষের পা দেখা যাচ্ছে। পা-টা মর্জিনার মায়ের নয়। কোনো পুরুষ মানুষের।

পা টেনে টেনে লোকটা খাটের কাছে চলে এলো। দোয়া-কালাম পড়তে শুরু করে দিলো ট্যাপা। এই জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো চুরি করতে গিয়ে বোধহয় ধরা খাবে আজ।

ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। সম্ভবত লোকটা তার মোবাইলফোনের টর্চ জ্বালিয়েছে। ট্যাপার বুক কেঁপে উঠলো। ঘরে যে-ই ঢুকে থাকুক সে চাঁন মিয়া নয়।

চোরের উপরে বাটপারি? তার মতোই কেউ এসেছে তাহলে?

দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করলো সে। তারপর তাকে পুরোপুরি ভড়কে দিয়ে আলোটা খাটের নিচে ফেলা হলো। একদম তার মুখ বরাবর।

ট্যাপা যদি চাঁন মিয়ার মুখটা দেখতে পেতো তাহলে এতোটা ভড়কে যেত না।

হায় আল্লাহ্!

প্রচণ্ড ভয়ে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলো তার। বোবায় ধরার মতো অবস্থা হলো। হাত-পা অসাড় হয়ে গেলো মুহূর্তে। কিন্তু বহুদিনের পোড়খাওয়া লোক সে। অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে। শরীরের সমস্ত শক্তি আর সাহস জড়ো করে গগনবিদারি চিৎকার দিতে দিতে খাটের অন্যপাশ দিয়ে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এলো।

দরজাটা খোলাই আছে, কোনো কিছু না ভেবে সেই দরজার দিকে ছুটে গেলো, পেছনে ফিরেও তাকালো না।

ঘর থেকে পড়িমরি করে বের হতেই পড়ে গেলো মর্জিনার মায়ের সামনে। অবশিষ্ট কিছু পচা দাঁত বের করে উন্মাদগ্রস্তের মতো হাসছে বুড়িটা!

প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে ট্যাপার শুধু একটা কথাই মনে হলো, এ জীবনে এতটা ভয় কখনও পায়নি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

ডক্টর আজফার হুসেন গম্ভির মুখে বসে আছেন। আজ সকালেই তিনি সিলেট থেকে ফিরে এসেছেন, তাকে একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। ভ্রমণের কোনো ছাপ নেই তার চোখেমুখে। সংক্ষিপ্ত প্লেন জার্নির কারণেই এমনটা হয়েছে।

ডক্টরের সামনে বসে আছে চারু আহসান আর মায়া।

"এটা নিশ্চিত, ঐ এমপি...মিসকাতের মা-ই গুণ্ডাগুলোকে পাঠিয়েছে," আস্তে করে বলল চারু। একটু আগে গুণ্ডাদের একজনের হাত কেটে চাঁন মিয়ার পালানো থেকে শুরু করে মিসকাতের ফোনে যে-সব প্রমাণ পেয়েছে সবটাই খুলে বলেছে মায়া আর ডক্টরকে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "ইট ডাজ মেক সেন্স।"

"আপনি আমি...আমরা চাঁন মিয়াকে সাসপেক্ট মনে করলে কি হবে," বাঁকাহাসি হেসে বলল চারু আহসান, "মিসকাতের মা কিন্তু একদম নিশ্চিত হয়ে গেছে কাজটা ঐ লোকই করেছে।"

"হুম...তা না হলে তো গুণ্ডা পাঠতো না।"

"কিন্তু চাঁন মিয়া এখন কোথায় গেছে সেটা কেউ জানে না।"

"মনে হয় না খুব সহজে বস্তিতে ফিরে আসবে লোকটা," অনেকক্ষণ পর মুখ খুললো মায়া।

"কে জানে, আর ফিরে আসবে কিনা," দীর্ঘশ্বাসের সাথে বলে উঠলো চারু।

"গুণ্ডাগুলো লোকটার নাগাল পেলে বাঁচিয়ে রাখবে না ওকে," যোগ করলেন আজফার হুসেন। "তাদের একজনের হাত কেটে ফেলেছে। সাংঘাতিক ব্যাপার।"

চারুও জানে কথাটা সত্যি। ওরকম ভয়ঙ্কর মানুষজন হন্যে হয়ে খুঁজছে চাঁন মিয়াকে। একে তো এমপির দেয়া অ্যাসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয়েছে, তার উপরে নিজেদের এক সঙ্গির হাত কাটা গেছে এই ঘটনায়, লোকগুলো এখন দিনরাত একটা কাজই করে যাচ্ছে–চাঁন মিয়ার হদিস বের করা। কে জানে, এরইমধ্যে তাকে বাগে পেয়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে কিনা।

BanglaBook.org

চারু অবশ্য ইনফর্মার ট্যাপাকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে বলে দিয়েছে, চাঁন মিয়া বস্তিতে ফিলে এলেই যেন তাকে জানায় সে। ট্যাপার ধারণা, চাঁন মিয়া আর ঢাকায় নেই। তবে কোথায় যেতে পারে সেটাও সে জানে না। দেশের বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবে ট্যাপা যতোটুকু জানে, নদীভাঙনের শিকার হয়ে বহু আগেই চাঁন মিয়াদের গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে। দেশের বাড়ি বলতে কিছু নেই।

আত্মীয়স্বজন?

না। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চাঁন মিয়া কুড়িল বস্তিতে থাকলে কখনও কোনো আত্মীয়স্বজনের দেখা পায়নি তারা। এমন কারোর কথাও শোনেনি।

"চাঁন মিয়াকে যদি এমপির লোকজন মেরে গুম করে ফেলে তাহলে তো এই কেসের কোনো সুরাহা করা যাবে না।"

চারুর দিকে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর। "যাদের কেস তারাই যদি এভাবে সুরাহা করে ফেলে তাহলে আমাদের কী করার আছে! আমরা তো এই কেসের কোনো পক্ষ নই।"

চারু আহসান বুঝতে পারলো ডক্টরের কথাটার মমার্থ। এই কেসের সত্যিকারের পক্ষ আসলে তিনটি–মিসকাতের মা, চাঁন মিয়া আর তদন্তকারি অফিসার। মিসকাতের মা যদি চাঁন মিয়াকে তার লোকজন দিয়ে খুন করে ফেলে তাহলে এই কেসের তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে মুর্তজার কিছুই করার থাকবে না।"

মনে মনে চারু একটা জিনিসই চাইলো, চাঁন মিয়া যেন বেঁচে থাকে। পরক্ষণেই তার মনে হলো সে ভীষণ স্বার্থপর। আসলে চাঁন মিয়ার জীবন নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়, সে চিন্তিত তার অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে। হ্যালোউইন নাইটের খুনের রহস্য সমাধান করার জন্যই সে চাইছে চাঁন মিয়া নামের এক গরীব-দুঃখি মানুষটা যেন বেঁচে থাকে, যাতে করে সে প্রমাণ করতে পারে মিসকাতের খুনটা সে-ই করেছে।

নিজেকে খুব ছোট মনে হলো চারু আহসানের। ধিক্কার দিলো মনে মনে।

এই চাঁন মিয়া যদি এমপির গুণ্ডাদের হাতে মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার দায় কিছুটা চারুর উপরেও বর্তায়। অথচ এ নিয়ে তার মধ্যে অপরাধবোধ যতোটা না হচ্ছে তার চেয়ে বেশি চিন্তিত সে চাঁন মিয়া যেন বেঁচে থাকে তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

চারু বুঝতে পারলো, সে-ও ক্যারিয়ারিস্ট হয়ে গেছে। তার যুক্তিবাদি

BanglaBook.org

সমিতির কর্মকাণ্ডটাই তার ক্যারিয়ার। আর সে ঠিক কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ আর সরকারি আমলাদের মতোই ক্যারিয়ার নিয়ে মদমত্ত এখন। কোনোকিছুই তার কাছে মুখ্য নয়—শুধু নিজের কাজ আর লক্ষ্য ছাড়া।

"কি ভাবছো?"

সম্বিত ফিরে পেয়ে চারু দেখতে পেলো ডক্টর তার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে আছেন। "না। কিছু না।"

"যাই হোক, ইউ ডিড অ্যা গুড জব।"

এ কথায় চারু মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারলো না। কোনো অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত নিজেকে সফল ভাবার লোক সে নয়।

"মিসকাতের ফোন থেকে যেটা তুমি বের করেছো তাতে করে বোঝাই যাচ্ছে, বাবুকে যখন সে কল করেছিলো তখন ফোনটা ছিলো চাঁন মিয়ার কাছে। সেই থেকে লোকটা বুঝে যায় মিসকাত হচ্ছে বাবুর বন্ধু।" একটু থেমে আবার বললেন ডক্টর, "ডিসপ্লে-তে মিসকাতের ছবি ভেসে উঠেছিলো। বুঝতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।"

"হুম, তা ঠিক," মায়া বলল, "কিন্তু চাঁন মিয়া গাজীপুরের বাড়ির ঠিকানাটা জানলো কি করে?"

ডক্টর আজফারও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন চারুর দিকে।

কাঁধ তুলল যুক্তিবাদি। "মিসকাতের ফোন ঘেঁটে এমন কিছু পাইনি যা থেকে বুঝতে পারবো চাঁন মিয়া গাজীপুরের ঠিকানা জেনে নিতে পারে। তবে..." একটু থামলো চারু। "বাবুর ফোনে এরকম কিছু ছিলো না সেটা কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারবো না। ওর ফোনটা সিএনজি ড্রাইভারের কাছেই ছিলো, ওটা আর রিকভারি করা যায়নি। সম্ভবত খুন করার পর ফোনটা ফেলে দেয়া হয়েছে।"

"বাবু কিছু বলতে পারেনি?"

মায়ার প্রশ্নে মাথা নেড়ে জবাব দিলো চারু আহসান। "ও বলেছে, ওর ফোনে গাজীপুরের ঠিকানা সেভ করা ছিলো না, জায়গাটা সে চেনে। এর আগেও গেছিলো সেখানে।"

"ও," ছোট্ট করে বলল মায়া।

"এ ব্যাপারে তোমার হাইপোথিসিস কি?" জানতে চাইলেন ডক্টর।

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো চারু। তদন্তের কাজে সবচাইতে সৃজনশীল অংশ হলো হাইপোথিসিসগুলো। বাকিটা ক্ষুরধার যুক্তি আর তীক্ষ্ণ

BanglaBook.org

পর্যবেক্ষণ। র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির অনেকের মতো চারু নিজেও জানে যুক্তি আর হাইপোথিসিস হলো তার সবচাইতে শক্তিশালি দিক। তবে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ কিনা সে-ব্যাপারে অতোটা নিশ্চিত নয়। এ মুহূর্তে কিছু একটা তার মাথায় উঁকি দিচ্ছে কিন্তু সেটা কি বুঝতে পারছে না।

অবশেষে একটা কথা মনে পড়ে গেলো তার। গাজীপুরে মিসকাতের দাদার বাড়ির বাইরে টঙ দোকানি তাকে বলেছিলো ওই বাড়িতে কখনও সিএনজি আসতে দেখেনি সে। মিসকাত খুন হবার আগে কেয়ারটেকার শামসু মিয়া জরুরি কাজে ঢাকায় গেলে একটা সিএনজিতে করে ফিরে এসেছিলো।

"উমম...চাঁন মিয়া সিএনজি চালায়...হতে পারে কাকতালিয়ভাবে সে মিসকাতদের গাজীপুরের বাড়িতে কোনো প্যাসেঞ্জার নামাতে গিয়েছিলো ঘটনার আগে?" নতুন একটা হাইপোথিসিস উপস্থাপন করলো।

ডক্টরের ভুরু কপালে উঠে গেলেও পুরোপুরি নির্বিকার রইলো মায়া।

"অনেক সম্ভাবনা থাকতে পারে...আমি শুধু একটা উদাহরণ দিলাম। বলছি না, এটাই হয়েছে।"

"হুম," বললেন ডক্টর। "একটু কাকতালিয় শোনালেও খারাপ বলোনি। এমনটা তো হতেই পারে।"

"কিন্তু এখন এসব যাচাই বাছাই করা যাবে না।"

চারুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন আজফার হুসেন।

"চাঁন মিয়াকে পাওয়া না গেলে এই তদন্ত এখানেই শেষ।"

মুচকি হাসলেন ডক্টর। "সেটা পুলিশের জন্য...আমাদের জন্য নয়।"

মায়া কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো। চারুও যে বুঝতে পেরেছে তা নয়।

"পুলিশকে সাক্ষি-প্রমাণ জোগাড় করতে হয় আদালতে প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি তাতে কেবল এটা প্রমাণ করতে পারলেই হবে, কাজটা কে করেছে...কিভাবে করেছে।"

"তার মানে দুর্বল প্রমাণ হলেও চলবে?" চারু অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"দুর্বল বলবো না," সহাস্যে বললেন ডক্টর আজফার, "আমি বলবো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। আর সেটা আমাদের নিজেদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই হবে।" ডক্টর এবার গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন। "মাইডিয়ার চারু...তুমি হয়তো ভুলে গেছো এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। এটা

BanglaBook.org

আমাদের তিনজনের ব্যাপার। আমরা তো আদালত নই, বিচারকও নই। কেবলই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ।"

"তাহলে আপনাদের কাণ্ডজ্ঞান কি বলছে? আমি এ পর্যন্ত যা করেছি তাতে করে কি মনে হচ্ছে আপনাদের?"

ডক্টর আজফার ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মায়ার দিকে তাকালেন, যেন এই প্রশ্নের জবাবটা তারই আগে দেয়া উচিত।

মায়া একটু ভেবে বলল, "কাণ্ডজ্ঞান বলছে, কাজটা চাঁন মিয়াই করেছে।"

"আর যুক্তিবুদ্ধির বাইরে কি বলছে?" বাঁকাভাবে জিজ্ঞেস করলো চারু।

মায়া স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "কিন্তু আমার অনুভূতি বলছে, চাঁন মিয়া একা এ কাজ করেনি।"

ভুরু কুচকে গেলো চারু আহসানের।

"ওর সাথে আরেকজন আছে..." আস্তে করে বলল মায়া।

"হুম...চাঁন মিয়ার সাথে অবশ্যই একজন আছে সহযোগি আছে। গাজীপুরে হ্যালোউইন পার্টিতে যে গেছিলো সে যদি চাঁন মিয়া হয়ে থাকে তাহলে তার সিএনজিতে আরেকজন ছিলো...ড্রাইভার হিসেবে।"

মায়া কিছু বলতে যাবে অমনি চারুর মোবাইলফোনটা বেজে উঠলো। কলার আইডি দেখে অবাক হলো সে।

ট্যাপা!

সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করলো সে। তার ধারনা চাঁন মিয়ার হদিস জানা গেছে। "হ্যা...বলো, কি খবর?"

"ছার! চাঁন মিয়ার পোলা সুরুজ বাঁইচ্যা আছে! আমি নিজের চক্ষে দেখছি!"

"কি!" চারু অবিশ্বাসে বলে উঠলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

সুরুজ বেঁচে আছে!

ট্যাপার সাথে দীর্ঘ ফোনালাপের পর যা জানতে পেরেছে সেটা ডক্টর আর মায়াকে জানিয়েছে চারু। তার মাথায় শুধু এ প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

"ঐ ইনফর্মারের কথা কতোটা বিশ্বাসযোগ্য?" ডক্টর আজফার হুসেন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইলেন।

কাঁধ তুলল চারু। "তা জানি না। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কি?"

"সুরুজের মৃত্যুর ব্যাপারে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে কিন্তু। সুরুজের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না।"

ভুরু কপালে তুললেন ডক্টর। "কি রকম?"

"যে লাশটা কবর দেয়া হয়েছে তার মাথা ছিলো না। বস্তির মতো জায়গায় বাবা যখন দাবি করবে এ লাশ তার ছেলের তখন কে যাবে এটা নিয়ে সন্দেহ করতে?"

"হুম," গম্ভির হয়ে বললেন আজফার হুসেন। "তুমি বলতে চাইছো আইডেন্টিফিকেশন ছাড়াই সবাই ধরে নিয়েছে লাশটা ঐ সিএনজি ড্রাইভারের ছেলের?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। মায়ার দিকে চকিতে তাকালো। মেয়েটা উদাস হয়ে চেয়ে আছে বড় জানালাটার দিকে।

"সুতরাং ইনফর্মার লোকটার কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। হয় সে সত্যি সত্যি সুরুজকে দেখেছে নয়তো দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "তুমি তো এটা নিয়ে বেশ ভালোমতোই ইনকোয়্যারি করেছিলে...যা জানতে পেরেছিলে তাতে করে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলে সুরুজ মারা গেছে।"

"নিশ্চিত বলা যাবে না," দ্বিমত পোষণ করলো চারু। "এখনও কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। বাপ-ছেলে যদি প্ল্যান করে কাজটা করে থাকে তাহলে কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব না ট্রেনে কাটা পড়া লাশটা সুরুজের ছিলো না।"

BanglaBook.org

ডক্টরের কপালে ভাঁজ পড়লো।

"সুরুজের কঙ্কালটা যদি পেতাম তাহলে নিশ্চিত হওয়া যেত। সেটা কিন্তু পাইনি।"

কয়েক মুহূর্ত গম্ভির হয়ে বসে রইলেন ডক্টর। তারপর তাকালেন মায়ার দিকে। "একটু আগে তুমি বললে সিএনজি ড্রাইভারের সাথে সব সময় আরেকজন থাকে...এটা কেন তোমার মনে হচ্ছে?"

হাফ ছাড়লো চারু। প্রশ্নটা আসলে তারই করার কথা ছিলো কিন্তু মায়াকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিলো না।

গভীর করে দম নিয়ে বলল সাবেক রেডিও-জকি, "চাঁন মিয়াকে যখন প্রথম দেখেছি তখনই এটা আমার মনে হয়েছিলো। নিছক একটা অনুভূতি...ব্যাখ্যা করতে পারবো না আমি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। তার বেলায়ও মায়া এ কথা বলেছিলো। চারুর দিকে তাকালেন তিনি। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলেও তার ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন বাঁকাহাসি লেগে আছে।

মায়া আর কিছু বলল না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে সে। এখনও চেয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরে। দৃষ্টিতে তার শূণ্যতা।

মায়া কি সুরুজমিয়ার ছেলেকে ইঙ্গিত করছে? যদি সেটাই করে থাকে তাহলে তার ব্যাখ্যা আর যাই হোক অশরীরি কিছু হবে না।

ভুত-প্রেতের অনুষ্ঠান করতো মেয়েটা। আত্মা-প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে সে। তার পক্ষে এ কথা বলা সাজে। কিন্তু চারু হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্ক একজন মানুষ। তার পক্ষে এভাবে প্রমাণ ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়।

যুক্তিবাদির দিকে তাকালেন ডক্টর। "তুমি কিন্তু বলেছিলে, ঐ সিএনজি ড্রাইভারকে নাকি তার ছেলের সাথে কথা বলতে শুনেছিলে। বস্তির অনেকেই জানে লোকটা তার মৃত ছেলের সঙ্গে কথা বলে। এখন আবার ইনফর্মার বলছে সে চোখে দেখেছে সুরুজকে। এটা তো খুবই রহস্যজনক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।"

মাথা দোলাল চারু। "শুনুন, চাঁন মিয়ার এখন যে মানসিক অবস্থা সেটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে," চারুর যুক্তিবাদি সত্তা স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে বলতে শুরু করলো। "তার ক্ষ্যাপাটে আচরণের কারণ লোকটা ছেলের আত্মহত্যার পর থেকে মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছিলো যে, কী বলবো...কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।"

BanglaBook.org

ডক্টর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "সেটাই স্বাভাবিক।"

"নিজের ছেলের মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি সে। এরফলে তার মস্তিষ্ক ছেলের কল্পিত অস্তিত্ব তৈরি করে নিয়েছে। সে মনে করে তার ছেলে জীবিত আছে। তার সাথে কথা বলে। হয়তো চোখের সামনে দেখেও।"

"হুম," গম্ভির হয়ে বললেন ডক্টর। "এরকম ঘটনার নজির কিন্তু আছে।"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"কিন্তু এসব আচরণকে এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কিছু বলে মনে করা হয় না।"

ডক্টরের কথায় সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো যুক্তিবাদি।

"এটাকে তারা প্যারা-নরমাল বলে অভিহিত করে থাকে।"

"প্যারা-নরমাল মানে কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার না," তর্কের সুরে বলল চারু।

"কিন্তু এটাকে তুমি বিজ্ঞানও বলতে পারো না," হেসে বললেন ডক্টর। যেন বন্ধুসুলভ তর্ক করতে চাচ্ছেন তিনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারু বলল, "হুম। সেটা আপনি বলতে পারেন। তবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, প্যারা-নরমাল তাকেই বলে যেটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবত আছে...এক সময় হয়তো দেয়া যাবে। অনেক প্যারা-নরমাল অ্যাক্টিভিটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিন্তু পরবর্তিকালে দেয়া হয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর আজফার। "আই কুডেন্ট মোর অ্যাগ্রি উইদ ইউ।"

বিজয়ির হাসি ফুটে উঠলো চারুর ঠোঁটে।

"চাঁন মিয়ার মস্তিষ্ক বিকৃত হতে পারে," বললেন ডক্টর, "চারু যেমনটা বলল, লোকটা হয়তো এক ধরণের ডিল্যুশনের মধ্যে আছে...তার ছেলে মারা যায়নি, এখনও বেঁচে আছে। সেই ছেলের সাথে সে কথা বলে। ছেলের কাল্পনিক অস্তিত্বটাকে চোখেও দেখে, কিন্তু..." একটু থেমে চারু আর মায়ার দিকে তাকালেন। দু-জনের অভিব্যক্তি দু-রকম। একজন সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, অন্যজন উদাস। "চাঁন মিয়ার সাথে যে আরেকজন সহযোগি আছে সেটা তো চাঁন মিয়ার নিজের সৃষ্টি করা কল্পিত কিছু নয়। বাস্তব কোনো চরিত্র। কারণ অন্যেরা এটা দেখেছে। সবাই কি ডিল্যুশনের স্বীকার? কিংবা তাদের মস্তিষ্ক এটা দেখিয়েছে?"

BanglaBook.org

"এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আপনাকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে, ডক্টর," বলল যুক্তিবাদি। "তবে একটা কথা মনে রাখবেন, এখানে অশরীরি কিছু নেই। যা আছে তা হলো প্রতিশোধ আর হত্যাষড়যন্ত্র। এরজন্যে কিছু কৌশল অবলম্বন করেছে খুনি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আজফার হুসেন। "যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে একটা প্রশ্ন এসে যায়।"

চারু স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ডক্টর হুসেনের দিকে।

"মিসকাতের খুন হবার বহু আগে থেকেই চাঁন মিয়া কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছিলো?"

চারু আর মায়া কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো ডক্টরের দিকে।

"কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেই পরিকল্পনাটা কি ছিলো?" আজফার হুসেন বেশ নাটকিয় ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

চারুর কপালে ভাঁজ পড়লো। "কি ছিলো মানে? মিসকাতকে খুন করা!"

"মিসকাতের মাকে নয় কেন?" ভুরু কপালে তুলে তাদের দু-জনের দিকে তাকালেন ডক্টর।

মায়া নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। কয়েক মুহূর্ত ভেবে গেলো চারু। ডক্টরের প্রশ্নটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

"একজন ক্ষমতাবান এমপি...নিজের ছেলের অপকর্ম ঢাকার জন্য যা যা করার দরকার করেছেন। তার উপরে ক্ষোভ থাকাটা কি স্বাভাবিক নয়?"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, চাঁন মিয়া বহু আগেই থেকেই মিসকাত আর তার মাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলো?"

মাথা দোলালেন ডক্টর। "আমার মনে হয় না চাঁন মিয়া ঐ এমপিকে ছেড়ে দেবে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, "অন্তত এখন তো নয়-ই। বিশেষ করে যখন গুণ্ডা পাঠিয়ে চাঁন মিয়াকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। চাঁন মিয়া যদি মিসকাতকে ওভাবে খুন করতে পারে, তিন-তিনজন গুণ্ডাকে মোকাবেলা করে পালিয়ে যেতে পারে পারে, তাদের একজনের হাত কেটে ফেলতে পারে, তবে বুঝতেই হবে লোকটা প্রতিশোধের নেশায় শুধু উন্মত্তই নয়, প্রতিশোধ নেবার মতো ক্ষমতাও রাখে।

BanglaBook.org

"আমরা কি মিসকাতের মাকে এটা জানিয়ে দেবো?" চারু জিজ্ঞেস করলো। এর আগে তার ছোট্ট একটা ভুলেই চাঁন মিয়ার জীবন বিপদে পড়ে গেছিলো। আর কোনো জীবন বিপদের মুখে পড়ুক সেটা চায় না।

"হুম," গম্ভির মুখে বললেন ডক্টর। "জানানো উচিত কিন্তু কিভাবে জানাবে উনাকে?"

"উনার সাথে দেখা করে সব খুলে বলবো?"

চারুর কথায় মাথা দোলালেন আজফার হুসেন। "মনে হয় না সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভদ্রমহিলা তোমাদেরকে ভুল বুঝতে পারেন। কোথাকার কে এসে তার জীবন হুমকির মুখে আছে বলবে আর ভদ্রমহিলা সেটা বিশ্বাস করবেন?"

চারু আর মায়া চেয়ে রইলো ডক্টরের দিকে।

"তোমরা কারা? এই কেস কেন তদন্ত করছো? তোমাদের স্বার্থ কি? কোন উদ্দেশ্যে এসব বলছো–এমন প্রশ্ন করবেন উনি। মনে রেখো, রাজনীতি করা মানুষ অন্যের প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য খোঁজে। এটাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হতে পারে, তারা নিজেরা কোনরকম উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে না বলেই এমনটা ভাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। ডক্টরের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এমপিকে সতর্ক করে দেয়াটাও জরুরি। অন্যভাবে সেটা করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

চারুর মনের একটা অংশ বলছে, চাঁন মিয়ার পরবর্তি টার্গেট হবে মিসকাতের মা। যার হারানোর কিছু নেই তার পক্ষে মরিয়া হয়ে অমন কাজ করা অসম্ভব নয়। পলাতক চাঁন মিয়া হয়তো মরণ কামড় দেবার চেষ্টা করবে আর সেটা মিসকাতের মা ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। কিন্তু তার মনের অন্য অংশটা যুক্তি দিয়ে বলতে চাচ্ছে, মিসকাতের মা একজন সিটিং এমপি, তাকে বাগে পাওয়াটা খুব কঠিন। চাঁন মিয়া আপাতত গুণ্ডাগুলোর হাত থেকে নিজের জীবন বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকবে, এমপির পেছনে লাগবে না।

ঠিক তখনই আরেকটা প্রশ্ন তার মাথায় উদয় হলো।

অ্যাঞ্জেল!

"আমার তো মনে অ্যাঞ্জেলকে নিয়েও ভাবা উচিত," বলল চারু আহসান। "ও কিন্তু মিসকাতের কেসে মিথ্যে সাক্ষি দিয়েছিলো।"

BanglaBook.org

ডক্টর মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "এটা একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না।"

এ মুহূর্তে মিসকাতের মায়ের চেয়ে অনেক সহজ হলো অ্যাঞ্জেলের ক্ষতি করা। সে হলো সফট টার্গেট। খুব একটা সতর্কভাবে চলাফেরা করে না।

"আমার মনে হয় অ্যাঞ্জেলকে সতর্ক করে দেয়া উচিত," বলল যুক্তিবাদি।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "হুম। আশংকাটা সত্যি হোক আর না হোক, ওই ছেলেকে সতর্ক করে দেয়াই ভালো হবে।"

এ নিয়ে চারুর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। সে সিদ্ধান্ত নিলো আজকেই অ্যাঞ্জেলকে বলে দেবে, সে যেন একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

কোথায় গেলো হারামিটা?

মিকাকে খুঁজে পাচ্ছে না অ্যাঞ্জেল। নিচের তলায়ও খুঁজে দেখেছে। দোতলাও সে নেই। বাকি রইলো ছাদ। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো তার। এ সময়ে ছাদে যেতে ইচ্ছে করছে না। চারতলার অ্যালোটি রইস হাওলাদার এখন ছাদে হাটাহাটি করছে। অবসরপ্রাপ্ত এই ব্রিগেডিয়ার ইদানিং তাকে উত্যক্ত করা শুরু করে দিয়েছে। দেখা হলেই গদগদ হয়ে কথা বলে। সে যে খুব উদার, খুবই খোলা মনের আর সমকামি বিয়ে সমর্থন দিয়ে নিজের ফেসবুকের প্রোফাইল পিক 'রেইনবো' করে দিয়েছে সেটা তো বলবেই, সবচেয়ে বিরক্তিকর হলো, এতদিন ধরে কেন তার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়নি তা নিয়েও তাগাদা দেবে।

খচ্চরটা জানলো কি করে 'আমি বনলতা' আইডির মালিক সে?—অনেক ভেবেও এটা বের করতে পারেনি অ্যাঞ্জেল। এই অবসরপ্রাপ্ত লোকটির স্ত্রী বহু আগেই ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছে। সম্ভবত মহিলা বুঝে গেছিলেন তার স্বামির ভিন্ন রকম রুচির ব্যাপারটি। কোনো সন্তানসন্ততি নেই। দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নেকে নিয়ে একলাই থাকে। ডাক্তারের পরামর্শে ইদানিং সকাল বিকাল দু-বেলা হাটাহাটি করে। সেটাও করে অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে।

অ্যাঞ্জেল ঠিক করলো মিকাকে খোঁজার জন্য ছাদে যাবে না। হারামিটা আজ আসুক! কিচ্ছু খেতে দেবে না। দরজাও খুলবে না।

নিজের ঘরে এসে পিসির সামনে বসলো সে। আজ সকাল থেকেই তার মন খারাপ। তার কারণ আজ একটি বিশেষ দিন কিন্তু বিশেষ মানুষটা নেই! সেজন্যেই সকাল থেকে মনমরা হয়ে ছিলো, বাড়ির বাইরে আর যায়নি, মিকাকে নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে সারাটা দিন। বিকেলের দিকে একটু ঘুম দেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ঘুম আর আসেনি।

আজ মিসকাতের জন্মদিন।

এক বছর আগেও এই দিনটা কতোই না আনন্দে কাটতো অ্যাঞ্জেলের। রাত বারোটা বাজার পর পর সবার আগে মিসকাতকে উইশ করতো সে। মিসকাতের প্রেমিকা কখনও সবার আগে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পারেনি। কিভাবে পারবে, অ্যাঞ্জেল তো এই দিনটায় রাত সাড়ে এগারোটার

BanglaBook.org

পর থেকেই মিসকাতের সাথে ফোনে কথা বলতে শুরু করে দিতো। সেই ফোনালাপ শেষ হতো বারোটার পরপরই।

এবার রাখি...তোর গার্লফ্রেন্ডদের লম্বা কিউ পড়ে যাবে না-হলে! বিচগুলো জ্বলেপুড়ে মরবে! তোকে নিয়ে ডাউট করবে।

মিসকাতকে বলতো সে। জন্মদিনটায় অনেক বন্ধুবান্ধবদের সাথে কাটালেও অ্যাঞ্জেল থাকতো সারাক্ষণ মিসকাতের সাথে। গার্লফ্রেন্ডের সাথে ডেটিংয়ের সময়েও তাকে বাদ রাখতো না। একই গাড়িতে করে তারা তিনজন ঘুরে বেড়াতো। মিসকাত আর অমি যখন চুমোচুমি করতো অ্যাঞ্জেল তখন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতো।

শর্ট ফিল্ম, প্লিজ! ফুললেন্থের নয় কিন্তু!

মিসকাতকে কঁনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলতো সে। মিসকাত তার গার্লফ্রেন্ডকে চুমু খেতে খেতেই অ্যাঞ্জেলের জননেন্দ্রিয়তে একটা থাবা বসিয়ে দিতো। ভীষণ দুষ্টু ছিলো মিসকিটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো অ্যাঞ্জেলের ভেতর থেকে। জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর থেকে সে দেখেছে তার বাব-মা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে নিয়ে বিব্রত। সবাই অন্য চোখে দেখতো তাকে। যেন তার জন্মটাই পাপ। কিন্তু এদের মধ্যে মিসকিটা ছিলো ব্যতিক্রম। সেই ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় ওর সাথে পরিচয়, এরপর স্কুলের দুষ্টু ছেলেদের বুলিং থেকে শুরু করে সব ধরণের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে মিসকাত। অ্যাঞ্জেলের এই সাতাশ বছরের জীবনে সত্যিকারের বন্ধু ছিলো ও। সব জায়গায় ওকে সঙ্গে করে নিতো। কখনও ওকে নিয়ে বিব্রত হতো না কোথাও। অ্যাঞ্জেলও একমাত্র মিসকির কাছে সব দুঃখযন্ত্রণার কথা খুলে বলতো। মিসকাতও এমন কোনো বিষয় নেই যা অ্যাঞ্জেলের সাথে শেয়ার না করতো।

তার সেই বন্ধুও চলে গেলো অকালে।

সময় কাটানোর জন্য ফেসবুকে লগ-ইন করতে যাবে অমনি তার ফোনটা বেজে উঠলো। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে সমস্ত বিরক্তি নিমেষে দূর হয়ে গেলো তার। চারু তাকে ফোন দিয়েছে!

এই ছেলেটাকে তার অসম্ভব ভালো লাগে। ওর মধ্যে সাহস আর স্মার্টনেস আছে। বিশেষ করে একটা ভুরু উঁচু করে যখন তাকায় তখন অ্যাঞ্জেলের কী যে ভালো লাগে! কথাও বলে দারুণ গুছিয়ে। কণ্ঠটা ভরাট। বাচনভঙ্গি বেশ প্রমিত। আজকালকার ছেলেপেলেদের মতো 'খাইসি-গেসি'

BanglaBook.org

বলে না। অ্যাঞ্জেল তার লেখালেখিরও ফ্যান। কী ক্ষুরধার যুক্তি রে বাবা! কতো কিছু জানে!

পরমুহূর্তেই যে-ই না মনে পড়ে গেলো, মিসকাতের কেসের ব্যাপারে কিছু জানার জন্য ফোন দিয়ে থাকতে পারে, অমনি অ্যাঞ্জেলের স্বল্পস্থায়ি খুশিটা মিইঁয়ে গেলো। এই ছেলের একটাই সমস্যা : যখনই কথা হবে শুধু অপ্রিয় সেই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাইবে।

"হ্যালো...রাইটার কেমন আছে?" কলটা রিসিভ করে বলল সে।

"ভালো। তুমি?" অপরপ্রান্ত থেকে চারু বলল।

"এই তো...ভালো।" বিষন্ন কণ্ঠে জানালো অ্যাঞ্জেল।

"তোমার শরীর কি খারাপ?"

"না।" অবাক হলো সে। তার কণ্ঠ শুনে বুঝে গেছে তার মনের অবস্থা! "আসলে মনটা খারাপ। তেমন কিছু না।" একটু থেমে আবার বলল সে, "আপনার কি খবর?"

"এই তো, আছি। তোমাকে একটা জরুরি দরকারে ফোন দিয়েছি।"

"বলুন, কি দরকার?"

"তুমি তো মিসকাতের কেসটায় সাক্ষি দিয়েছিলে, তাই না?"

চারু আহসানের এমন প্রশ্নে যারপরনাই বিরক্ত হলো সে। তার ধারনাই ঠিক, ছেলেটা মিসকাতের কেসের ব্যাপারেই ফোন দিয়েছে। "হুম। আপনাকে তো আগেই বলেছি।"

"ঐ ছেলেটার বাবা...সিএনজি ড্রাইভার...তার কথা তোমার মনে আছে?"

উফ! মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলল না। "হুম...মনে আছে। কেন, কি হয়েছে?"

"পুলিশ এখন সন্দেহ করছে, ঐ সিএনজি ড্রাইভারই মিসকাতকে খুন করেছে।"

"হোয়াট!" চমকে উঠলো সে।

"পুলিশ আমাকে সেরকমই বলল।" চারু যে নিজে তদন্ত করে এটা বের করেছে সেটা জানালো না।

"মাই গড! বলেন কি?"

"হ্যা। আমার মনে হয়, তোমার একটু সাবধানে চলাফেরা করা উচিত।" মিসকাতের মা যে গুন্ডা পাঠিয়ে লোকটাকে মারতে চেয়েছিলেন সেটাও চেপে গেলো।

BanglaBook.org

“আ-আমাকে...ক্-কি করবে?” ভয়ে তোতলালো অ্যাঞ্জেল।

“শোনো, এ নিয়ে অতো ভয় পাবার কিছু নেই,” অভয় দিলো চারু। “লোকটা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেছে। ওর ছেলে...মিসকাত যাকে অ্যাকসিডেন্ট করেছিলো, সে বছরখানেক আগে আত্মহত্যা করেছে।”

“বলেন কি!”

“ছেলেটা সুইসাইড করার পর থেকেই লোকটার মাথা বিগড়ে গেছে।” একটু থেমে আবার বলল, “এরকম লোকজন কখন কি করে বসে ঠিক নেই।”

অ্যাঞ্জেল নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

“তাই বলছিলাম, একটু সাবধানে থেকো। চোখকান খোলা রেখো।”

আনমনেই মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

“বুঝতে পেরেছো, অ্যাঞ্জেল?” তাড়া দিয়ে বলল চারু।

“হুম। বুঝতে পেরছি।”

“তবে ভয় পেয়ো না। লোকটাকে পুলিশ খুঁজছে। মনে হয় খুব জলদিই ধরা পড়ে যাবে।”

“পুলিশ কি শিওর, ঐ লোকটাই মিসকাতকে খুন করেছে?”

ফোনের অপর প্রান্তে থাকা চারু আহসান একটু চুপ মেরে রইলো।

“মানে...ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স! হাউ কাম? ওরকম একজন লোক কি করে...”

“তোমার সাথে দেখা হলে সব খুলে বলবো। এখন প্যানিক্‌ড না হয়ে শুধু একটু সতর্ক থেকো। ঠিক আছে?”

“হুম। বুঝতে পেরেছি।”

“আর ভুলেও সিএনজি অটোরিক্সায় যাতায়াত কোরো না। ওকে?”

“ওকে।”

“পরশু বিকেলে আমরা মিট করছি। তখন সব খুলে বলবো।”

“থ্যাঙ্কস অ্যা লট।”

আস্তে করে কলটা কেটে দিয়ে উদাস হয়ে গেলো অ্যাঞ্জেল। ঐ ছেলেটার বাপ মানকিভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে...ছেলের মৃত্যুর জন্য মিসকাতের উপরে প্রতিশোধ নিয়েছে?

তার পেছনেও লাগতে পারে?

পায়ের কাছে কিছু একটা নড়ে উঠতেই চমকে উঠলো সে। “আউ!” চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

"মিউ!"

হাফ ছেড়ে বাঁচলো অ্যাঞ্জেল। মিকা কখন তার পায়ের কাছে এসে ঘুর ঘুর করছে খেয়ালই করেনি।

নাদুসনুদুস বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলো সে। আদুরে কণ্ঠে বলল, "কোথায় ছিলি হারামি? তোকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান! খালি তিনতলায় যাওয়া হয়...না?"

মিকা মুখ ঘষতে লাগলো অ্যাঞ্জেলের বুকে।

"ঐ বান্টিদের নতুন বেড়ালটার সাথে আজকাল খুব লাইন মারছিস বুঝি।"

মিকার কোনো ভাবান্তর নেই।

"নটি বয়।" বেড়ালটা নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। "বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোকে না একদম ইয়ে করে দেবো।"

মিকা মিয়াও করে উঠলো। যেন কথাটার প্রতিবাদ করেছে।

"ইয়ে মানে, খাসি করে দেবো। ঠিক আছে? তারপর দেখবো বান্টিদের বেড়ালটা তোকে পাত্তা দেয় কিনা।"

হুমকিটা আমলেই নিলো না মিকা, সে তার মালিকের বুকে মুখ ঘষেই চলছে।

এমন সময় অ্যাঞ্জেলের চোখ গেলো জানালার বাইরে, নিচের রাস্তার দিকে। তাদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের রাস্তায় একটা সিএনজি দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য কোনো সময় হলে এটা নিয়ে কিছুই ভাবতো না। কিন্তু আজ, এ মুহূর্তে সিএনজিটা দেখে তার বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

বাইক নিয়ে ছুটে চলেছে চারু।

কোথায় যাবে জানলেও কী করবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার! তারপরও ঘর থেকে বের হয়ে গেছে ফোনটা পাবার পর পরই। এই প্রথম কোনো কিছু না ভেবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একটু আগে অ্যাঞ্জেলকে ফোন করে সতর্ক করে দেবার পর পরই তার কাছ থেকে আবার কল পায়। মিসকাতের এই বন্ধুটি ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। বেচারা নরম মনের মানুষ, সামান্য ঘটনায় ভড়কে যায়। চারুর কাছ থেকে সতর্কবাণী পাবার পর পর যে দৃশ্য দেখেছে সেটা তাকে পুরোপুরি ভড়কে দিয়েছে।

অ্যাঞ্জেলকে এজন্যে মোটেও দোষারোপ করা যায় না। তার ভীতিটার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

একটা সিএনজি দাঁড়িয়ে আছে ওর বাড়ির সামনে!

ভীত অ্যাঞ্জেলকে নিজের ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েই চারু বেরিয়ে পড়েছে। অ্যাঞ্জেলের বাড়ির সামনে গিয়ে যদি দেখে সিএনজিটা দাঁড়িয়ে আছে, আর তাতে বসে আছে চাঁন মিয়া, তাহলে কী করবে। কি করা উচিত হবে তার?

এই একটা ভাবনাই বার বার মাথার মধ্যে উঁকি মারছে। এই প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে আর কয়েক মিনিট পরই।

বাইকের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো সে। রাত দশটার পর গুলশান-বারিধারা এলাকাটি এত ব্যস্ত থাকে না। খুব দ্রুতগতিতে বাইক ছুটিয়ে ঢুকে পড়লো বারিধারায়। অ্যাঞ্জেলের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটি খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগলো না তার। এলাকাটি সে ভালো করেই চেনে। দুই বছর আগে র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির বর্তমান অফিসটি ভাড়া করার আগে এক প্রবীণ সদস্যের বদান্যতায় বারিধারায় তার নিজ বাড়ির নিচতলায় কিছুদিন অফিস করেছে তারা। সেই সময়গুলোতে চারুকে প্রতিদিন বারিধারায় এসে অফিস করতে হয়েছে।

বারিধারার তিন নম্বার সড়কে ঢুকতেই এক-দেড়শ গজ দূরে রাস্তার

BanglaBook.org

বামদিকে সবুজ রঙের সিএনজি অটোরিক্সাটা চোখে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদস্পন্দনের গতি গেলো বেড়ে। বাইকটার গতি কমিয়ে সিএনজি থেকে একটু দূরে থামালো সে।

তার থেকে মাত্র বিশগজ দূরে আছে অটোরিক্সাটা। নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে চারু। হেলমেটের ভেতর থেকে চেয়ে রইলো গাড়িটার দিকে। হেলেমেটের ফেস-শিল্ডটা উপর তুলে দিয়ে ভালো করে তাকালো এবার।

সিএনজির ভেতরে কেউ আছে। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে। পেছন দিকের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের উইন্ডোটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

ড্রাইভার নয়, অন্য কেউ!

চাঁন মিয়া আর কে হতে পারে?

বাইকের ইঞ্জিন এখনও বন্ধ করেনি, আস্তে করে আরেকটু সামনে এগিয়ে গেলো সে। প্রায় নিঃশব্দে সিএনজিটার পেছনে চলে এলো। গভীর করে দম নিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে ২২ নাম্বার বাড়ির দিকে তাকালো চারু। ছয়তলার এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের তিনতলায় থাকে অ্যাঞ্জেল। সম্ভবত জানালার পেছন থেকে তাকে দেখছে।

চারু তার বাইকটার ইঞ্জিন বন্ধ করে স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করিয়ে হেলমেটটা খুলে বাইকের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দিয়ে এক পা সামনে এগোবে অমনি বেজে উঠলো তার সেলফোনটা। বিরক্ত হয়ে তাকালো রাস্তার ডানদিকের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের তিনতলার দিকে। সে নিশ্চিত অ্যাঞ্জেলই ফোনটা দিয়েছে।

পকেট থেকে ফোন বের না করে ভবনের দিকে হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করার ইশারা করলো। যদিও সে জানে না কোন জানালার পেছনে অ্যাঞ্জেল দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে তাকালো সে।

সিএনজিটার ইঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছে!

চারু কোনো কিছু না বুঝেই দৌড় দিলো। সিএনজিটা এগিয়ে যেতে শুরু করতেই একহাতে গ্রিলের দরজা ধরে ফেলার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। গাড়িটার সাথে সাথে দৌড়ানোর চেষ্টা করলো এবার। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে কে আছে দেখার আগেই সিএনজিটা দ্রুত গতিতে সামনের দিকে ছুটে গেলো।

কয়েক মুহূর্ত কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে থাকলো চারু, তারপর ধাতস্থ হতেই ছুটে গেলো নিজের বাইকের কাছে। হেলমেটটা ঝটপট পরে বাইক স্টার্ট

BanglaBook.org

দিয়েই ছুটলো সিএনজিটার পেছনে। এখনও দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়নি, তবে এক-দেড়শ' গজ পেছনে আছে সে।

একটা চৌরাস্তার মোড়ের কাছে আসতেই দেখতে পেলো গাড়িটা বামদিকে মোড় নেবার জন্য গতি কমিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বাইকের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো সে, কয়েক মুহূর্ত পরই সিএনজিটার পাশে চলে এলো।

কিন্তু দরজার গ্রিল দিয়ে যাকে দেখতে পেলো সে নিতান্তই হালফ্যাশনের এক তরুণ। কানে ইয়ারফোন গুজে দিয়ে কারো সাথে মোবাইলফোনে কথা বলছে। চারুর দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো ছেলেটা।

একটু সামনে এগিয়ে সিএনজি ড্রাইভারকে দেখার চেষ্টা করলো এবার।

গাট্টাগোট্টা, দাড়ি-টুপি পরা মাঝবয়সি এক লোক।

আতঙ্কিত ড্রাইভার চারুর দিকে এমনভাবে তাকালো যেন ছিনতাইকারির পাল্লায় পড়েছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে বাইকের গতি কমিয়ে দিলো সে। সিএনজিটা অপসৃত হতেই হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

আরেকটুর জন্য ভুলবোঝাবুঝির শিকার হতে যাচ্ছিলো। অ্যাঞ্জেলের উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলো, কিন্তু সেই ক্ষোভ মেটালো বাইকের অয়েল-ট্যাঙ্কে জোরে জোরে চাপড় মেরে। হঠাৎ পেছন থেকে তার কাঁধে একটা হাত পড়তেই চমকে উঠলো সে।

"আমি!"

হাফ ছেড়ে বাঁচলো চারু আহসান। অ্যাঞ্জেল। উপর থেকে সে সবই দেখেছে, তারপর চারুকে ওভাবে ছুটে যেতে দেখে নিচে নেমে এসেছে।

"ওটা কে ছিলো?" ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো অ্যাঞ্জেল।

মাথা দোলাল চারু। "আর যাই হোক চাঁন মিয়া ছিলো না। তুমি খামোখাই ভয় পেয়েছো।"

"ওহ্...থ্যাঙ্কস গড!"

যৌক্তিক কারণে ছেলেটার উপর রাগতে পারছে না, বরং নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে তার। এভাবে অ্যাঞ্জেলের ফোন পেয়ে ছুটে আসা উচিত হয়নি।

"আমি তোমাকে বলেছিলাম একটু সাবধানে থাকতে...তার মানে এই না, সিএনজি দেখলেই ভয় পেতে হবে।"

অ্যাঞ্জেল মন খারাপ করার অভিব্যক্তি দিলো। "ভয় কি সাধে পেয়েছি! ভয় পাবার অনেক কারণ আছে।"

BanglaBook.org

"একটা সিএনজি তোমার বাড়ির সামনে থেমে ছিলো...এই তো? নাকি আরো কিছু হয়েছে?"

মাথা দোলাল মিসকাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। "আপনি বুঝবেন না আমি কেন এতটা ভয় পেয়েছিলাম।"

হতাশ হলো চারু। "সবটা খুলে না বললে বুঝবো কী করে?"

অ্যাঞ্জেলের মধ্যে একটু দ্বিধা দেখা দিলো।

ভুরু কুচকে তাকালো যুক্তিবাদি। "আরো কিছু হয়েছে নাকি?"

অ্যাঞ্জেলের চোখদুটো ছল ছল করে উঠলো। "আপনার কাছে আমি কিছু কথা লুকিয়েছিলাম। এটা করা ঠিক হয়নি। সব বলে দেয়া উচিত ছিলো।"

ভুরু কুচকে জানতে চাইলো চারু, "কিসের কথা বলছো তুমি? বলো?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলো ও, "কোথাও একটু বসে বলি? আমার না দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটুও ভালো লাগছে না।"

আক্ষেপে মাথা দোলাল যুক্তিবাদি। "কোথায় বসতে চাও?"

"লেকের পাশে?"

"ঠিক আছে...চলো।"

চারুকে অবাক করে দিয়ে অ্যাঞ্জেল তার বাইকের পেছনে উঠে বসলো। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়লো যুক্তিবাদি।

সুন্দর করে চারুর কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ঠোঁট এনে সে বলল, "কী হলো...যান!"

বাধ্য হয়ে বাইকের পেছনে অ্যাঞ্জেলকে বসিয়ে বারিধারার লেকের পাশে যেতে হলো চারুকে। লেকের পাশে নির্জন একটা জায়গায় বাইকটা থামিয়ে তারা দু-জন বসে পড়লো ঘাসের উপরে।

"এবার বলো, আমার কাছ থেকে কি লুকিয়েছো তুমি?"

একটু চুপ থেকে অ্যাঞ্জেল বলল, "আমরা আসলে জানতাম ঐ ছেলেটা আত্মহত্যা করেছে।"

"কি!" চারু যেন আকাশ থেকে পড়লো।

মাথা নেড়ে দৃঢ়ভাবে জানালো, "মিসকাত আর আমি...আমরা জানতাম এটা।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

চাঁন মিয়ার ছেলের আত্মহত্যার কথাটা মিসকাতের মা জানতেন।

তিনি এটা কিভাবে জেনেছিলেন সেটা অবশ্য মিসকাত জানতে পারেনি। তবে সে আন্দাজ করতে পেরেছিলো তার মা সম্ভবত ঐ বস্তির নেতাগোছের একজনের মাধ্যমে এটা জেনেছিলেন।

এমপিসাহেবার নিজের রাজনৈতিক দলের কুড়িল বস্তির একটি শাখা আছে। পুলিশের পাশাপাশি ওখানকার এক নেতাকে দিয়ে তিনি চাঁন মিয়া আর তার ছেলেকে চাপ দিয়েছিলেন মামলা তুলে নেবার জন্য।

সুরুজ আত্মহত্যা করার পর একদিন এমপির সাথে দেখা করতে এলে ঐ নেতাগোছের লোকটি এ কথা জানিয়েছিলো। তবে মিসকাতের মা কথাটা ছেলেকে না বললেও স্বামির সাথে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন।

যাই হোক, একদিন মিসকাত গাড়ি নিয়ে বের হবে, এমন সময় তার ভোলাভালা বাবা আশরাফ সোবহান হঠাৎ ক্ষেপে গেছিলেন ছেলের উপরে। মিসকাত যেন দরকারের বাইরে অন্য কোনো কাজে গাড়ি ব্যবহার না করে।

এ কথা শুনে মিসকাত অবাক হয়েছিলো। তার বাবা কখনও কোনো ব্যাপারে বাধা দেন না। হঠাৎ কী এমন হলো যে বাবা এসব কথা বলছেন!

এ নিয়ে বাবার সাথে তর্ক করতে গেলে রাগের মাথায় আশরাফসাহেব বলে দেন, যে ছেলেটাকে সে অ্যাকসিডেন্ট করে পঙ্গু করে ফেলেছিলো সে কয়েকদিন আগে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটার এমন পরিণতির জন্য মিসকাতের অনুতপ্ত হয়া উচিত।

কথাটা শুনে মিসকাত চুপ মেরে গেছিলো। তার নিজের কাছেও খারাপ লেগেছিলো, তবে তার মা এসে বাবাকে উল্টো বলেছিলেন, এসব কথা ছেলেকে বলার কী দরকার ছিলো?

সত্যি বলতে, সুরুজের আত্মহত্যার কথাটা শোনার পর মিসকাত একটু 'আপসেট'ই হয়েছিলো। কথাটা সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাঞ্জেলের সাথে ঐদিনই 'শেয়ার' করে।

BanglaBook.org

এ কথা শুনে নরম মনের অ্যাঞ্জেলের মন ভীষণ খারাপ হয়েছিলো। এ ঘটনার জন্য একটু হলেও নিজেকে দায়ি মনে করতে শুরু করে সে। কারণ

মিসকাতের হয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়েছিলো আদালতে।

তো, সুরুজের আত্মহত্যার খবর শোনার দু-দিন পর এক পূর্ণিমা রাতে একটা ঘটনা ঘটে। মিসকাত তার গার্লফ্রেন্ড অমির সাথে ফোনে কথা বলছিলো। রাতভর ফেসবুকে চ্যাট আর ফোন করে ভোরের আগে ঘুমানোর অভ্যেস ছিলো তার। পূর্ণিমা রাতে তার গার্লফ্রেন্ড তাকে বলে, আজ সারাটা রাত তারা ব্যালকনিতে বসে বসে জ্যোৎস্না দেখবে আর ফোনে কথা বলবে।

কথামতো মিসকাত তার ঘরের ব্যালকনিতে বসে অমির সাথে ফোনে কথা বলতে থাকে। মিসকাতের ঘরটা রাস্তার পাশে, ব্যালকনি থেকে নিচের রাস্তা দেখা যায়। রাত ২টার পর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, পথঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে তখনই নিচের রাস্তায় হঠাৎ করে তার চোখ যায়। একটা দৃশ্য দেখে পুরোপুরি ভড়কে যায় মিসকাত।

সে দেখতে পায় রাস্তার উল্টোদিকে একজন দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার ব্যালকনির দিকে।

মিসকাতের কাছে পুরো ব্যাপরটাই অবিশ্বাস্য আর ভৌতিক বলে মনে হয়। কারণ যে ছেলেটাকে দেখছে সে কয়েকদিন আগেই আত্মহত্যা করেছে!

"মিসকাত সুরুজকে দেখেছে!"

অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকে গল্পটা শুনে অবিশ্বাসে বলে উঠলো চারু।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিসকাতের বন্ধু। "মিসকি আমাকে সেরকমই বলেছে। খুব ভয় পেয়ে গেছিলো। সারা রাত আর ঘুমাতে পারেনি।"

মাথা দোলাল যুক্তিবাদি। "এটা ওর মনের ভয় থেকে হয়েছে। এক ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম। তার অপরাধি মন এটা তাকে দেখিয়েছে।"

কাঁধ তুলল অ্যাঞ্জেল। "হুম। আমিও ওকে এ কথা বলেছিলাম কিন্তু মিসকি কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারেনি। ও জোর দিয়ে বলেছিলো, যা দেখেছে সেটা একদম সত্যি।"

চারু কী বলবে ভেবে পেলো না।

"মিসকি এতটাই ভয় পেয়ে গেছিলো যে, অনেকদিন রাতের বেলায় একা ঘুমাতে পারেনি। হয় ওর বাড়ির কাজের ছেলেটাকে সাথে রাখতো নয়তো কখনও কখনও আমাকে বলতো ওর সাথে থেকে যেতে।"

"মিসকাত এ কথা তার মা-বাবাকে বলেনি?"

BanglaBook.org

মাথা দোলাল অ্যাঞ্জেল। "না। ও শুধু আমাকে বলেছে এ কথা। ইউ নো...আমাকে ও সব কথা বলতো। স-অ-অ-ব!"

এ কথা অ্যাঞ্জেল সব সময়ই জোর দিয়ে বলে। মিসকাতের সাথে আসলেই তার নিবিড় সম্পর্ক ছিলো।

"এ কারণেই আমিও সিএনজিটা দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম...ইউ নো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান। "হুম। বুঝতে পেরেছি।"

"সরি...রাইটার!" কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল 'আমি বনলতা' আইডির মালিক। "এসব কথা আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিলো।"

"ইটস ওকে।"

খপ করে চারুর একটা বাহু ধরে ফেলল সে। "থ্যাঙ্কস অ্যা লট! ইউ আর সো সুইট।"

ধরনী...দ্বিধা হও! মনে মনে প্রমাদ গুণলো চারু আহসান। আশেপাশে তাকালো কেউ দেখছে কিনা।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে পুরোপুরি নিশ্চিতও হতে পারলো না।

রাতের এ সময়ে কমন-জেন্ডার একজন তার বাহুলগ্ন হয়ে আছে! যারা দেখবে তারা কী ভাববে চারু জানে। তার গা গুলিয়ে উঠলো।

"চলো," চট করে উঠে দাঁড়ালো সে। "অনেক রাত হয়েছে...বাসায় যেতে হবে। তুমিও বাসায় যাও।"

অ্যাঞ্জেলের চেহারা দেখে মনে হলো আশাহত হয়েছে সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

বারিধারা থেকে ফিরে এসে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে চারু।

আজকের ঘটনাটা নিয়ে ভাবছে সে। অ্যাঞ্জেল খুব ভড়কে গেছিলো। ছেলেটাকে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না। নরম মনের একজন মানুষ সে। তার উপরে মিসকাত যখন বেঁচে ছিলো তখন তাকে বলেছিলো মৃত সুরুজকে নাকি সে দেখেছে তার বাড়ির নিচে। এসব কারণে নিজের বাড়ির নিচে একটা সিএনজি দেখে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে যায় সে।

তবে চারুর ভাবনায় এখন অন্য একটা চিন্তা। মৃত একজনকে বার বার কেন দেখা যাবে? মিসকাতেরটা না-হয় অপরাধবোধ থেকে সৃষ্ট মানসিক চাপ আর দৃষ্টিবিভ্রম বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু ট্যাপার মতো ধুরন্ধর ইনফর্মার কেন দেখবে সুরুজকে? এর ব্যাখ্যা কি?

তারচেয়েও বড় কথা চাঁন মিয়ার সাথে সব সময় একজনকে দেখা যাচ্ছে। মায়া যেটার ইঙ্গিত করেছে সেই অশরীরি তত্ত্ব না-হয় বাদ দেয়া গেলো, কিন্তু একজন সহযোগির উপস্থিতিটাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

বাইকার বাবু অ্যাকসিডেন্ট করার পর তাকে যে সিএনজিটা তুলে নেয় সেখানেও একজন প্যাসেঞ্জার ছিলো। গাজীপুরে যে সিএনজিতে করে খুনি গেছিলো সেটারও ছিলো ড্রাইভার। চাঁন মিয়া যদি খুনটা করে থাকে তাহলে অন্য কেউ কেন থাকবে তার সাথে? সে তো নিজেই সিএনজি চালাতে পারে। তারপরও একজন সহযোগি যে ছিলো সেটা মোটামুটি নিশ্চিত। সিএনজি থেকে কেউ নেমে যাবার পর গাড়িটা ঘুরিয়ে পার্ক করে রাখা হয়। এ কাজটা কে করলো?

চারু জানে পুরো ঘটনার মধ্যে কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। গভীর ভাবনায় ডুবে সেইসব নিয়েই ভেবে গেলো। অবশেষে বুঝতে পারলো, চাঁন মিয়াই যে গাজীপুরে গেছিলো সিএনজি নিয়ে সেটা প্রমাণ করতে পারলেই সব জটিল হিসেবের সমীকরণ মিলে যাবে। পাজলের বাকি টুকরোগুলো তখন মিলে যাবে আপনাআপনিই।

কিন্তু এ কাজটা কিভাবে করা যাবে?

BanglaBook.org

দুচোখ বন্ধ করে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো সে। প্রাচীন ভারতের যোগিদের এই টেকনিকটা আসলেই কার্যকরি। চিন্তাভাবনা স্থিত করতে, গভীর ধ্যান করতে এর জুরি নেই। এ জীবনে বহুবার সে এমন গোলকধাঁধাতুল্য রহস্যের সমাধান করেছে। কূলকিণারা করতে না পারলে বার বার চেষ্টা করে দেখেছে, হাল ছেড়ে দেয়নি কখনও।

অনেকক্ষণ ভেবে যাবার পর আশার আলো দেখতে পেলো সে।

একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হয়।

এই অপ্তবাক্যটি মিসকাত হত্যারহস্যের তদন্তের সময় ভুলে গছিলো। সে-কারণে শুরুটা ভুলভাবে করেছে। সে ধরেই নিয়েছিলো এই রহস্যের শুরু হয়েছে গাজীপুর থেকে–আসলে ওটার শুরু হয়েছে বাইকার বাবুর অ্যাকসিডেন্ট এবং তাকে সিএনজিতে করে মেডিকেলে নিয়ে যাবার পর থেকে।

আক্ষেপে নিজেকে ভর্ৎসনা করলো চারু। তবে সে জানে, খুব বেশি দেরিও হয়ে যায়নি।

চাঁন মিয়ার সিএনজিটা যদি মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে বাবুকে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার নিশ্চয় সাক্ষিও আছে। যদিও ডিবি-পুলিশ সিসিক্যাম নেই বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু চারু জানে ওখানে সব সময় আরো অনেক মানুষজন থাকে, আর তাদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ না কেউ দেখেছে।

একটা সম্ভাবানার কথা ভাবতেই বেশ আশাবাদি হয়ে উঠলো চারু। ঠিক করলো কাল সকালে প্রথম কাজ হবে সেটা খতিয়ে দেখা।

আরেকটা বিষয় নিয়েও ভেবে দেখলো। মিসকাতের মাকে কিভাবে সতর্ক করে দেয়া যায়। তার কাছে মনে হচ্ছে, এমপিকে আসলে ডিবি অফিসারের মাধম্যেই সাবধান করে দিলো ভালো হয়। মহিলা এ নিয়ে কোনো সন্দেহ করবে না তাহলে। আর বিষয়টাও গুরুত্বসহকারে নেবে।

"ঘুমাচ্ছো নাকি?"

চারুর ধ্যান ভাঙালো কথাটা শুনে। চোখ খুলে দেখলো তার রুমমেট-বন্ধু আশফাক দাঁড়িয়ে আছে। "না...একটু চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

"ও," আশফাক শুধু এটাই বলল।

"বসো," বিছানায় উঠে বসলো চারু।

BanglaBook.org

"না। বসার দরকার নেই। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

"বলো।"

"সামনের সপ্তাহে ফ্রি থেকো।"

"কেন? ব্যাচেলর পার্টি দেবে নাকি?"

"হুম। বলতে পারো ঐ রকমই...আমার অফিসের কিছু কলিগও থাকবে, আর তুমি। বেশি মানুষজনকে বলিনি।"

চারু মনে মনে হেসে ফেলল। তার এই বন্ধু ইচ্ছে করলেও বেশি মানুষকে বলতে পারবে না। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে চারু ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। গড়ে না ওঠার কারণ আশফাকের অর্ন্তমুখি চরিত্র নাকি ক্লাসমেটদের করা তার নামের বিকৃতি 'অ্যাজফাক,' চারু জানে না।

অন্যের ব্যাপারে খুব বেশি কৌতূহল নেই আশফাকের। একেবারে বিশুদ্ধ কর্পোরেট এক্সিকিউটিভের চরিত্র সযতনে গড়ে তুলেছে ছাত্রজীবন থেকেই। বেশিরভাগ পুরুষমানুষই হাতেগোনা তিনটি স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠে–গাড়ি, বাড়ি, নারী। তার রুমমেটের অবস্থাও তাই। জীবনে তিনটি স্থূল লক্ষ্য নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে কর্পোরেট অফিসের চাকরি পাবার মধ্য দিয়ে। নারী আর গাড়ি করায়ত্ত করে ফেলেছে এরইমধ্যে। বাকি আছে বাড়ি। চারুর ধারণা, অচিরেই সে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। শুনেছে, তার শ্বশুড় নাকি তিনটি বাড়ির বালিক, অথচ এক ছেলে আর এক মেয়ের জনক। সুতরাং একমাত্র মেয়ে একটা বাড়ি পাবেই পাবে।

"কোথায় করবে...মানে, কোথায় কি খাওয়াবে?" হালকাচালে জানতে চাইলো চারু।

"এখনও ঠিক করিনি। এক কলিগকে দায়িত্ব দিয়েছি, ও আগের দিন ঠিক করে জানিয়ে দেবে। ওয়াইন আর হুইস্কি থাকছে কিন্তু।"

ভুরু কপালে তুলল চারু। "দারুণ!"

"রাত আটটার পর, ঠিক আছে?"

"হুমম।"

রুমমেট চলে যেতে উদ্যত হবে, কী মনে করে যেন ঘুরে দাঁড়ালো। "ভালো কথা, তুমি নাকি বেশ ভালো একটা চাকরি পেয়েছো? কোন ফার্মে? পোস্ট কি? কিছুই তো শেয়ার করলে না।"

হেসে ফেলল চারু। "কোনো ফার্ম না। পোস্ট...উমমম...পোস্ট-টোস্টও নেই।"

BanglaBook.org

"বলো কী!" অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো আশফাক। "ফাজলামো করো নাকি আমার সাথে!"

"আরে না, সত্যি বললাম। অদ্ভুত চাকরি। তুমি ওসব বুঝবে না।"

কাঁধ তুলল রুমমেট। "পোস্ট-পজিশন না থাকলে প্রমোশন আর ইনক্রিমেন্ট কিভাবে হবে? ফিউচার কি এরকম চাকরির?"

হাসতে হাসতে মাথা দোলাল চারু। "বললাম না, অদ্ভুত চাকরি। এসব নিয়ে ভেবো না। আমি আমার মতো ভালোই আছি।"

"হুমম, " কিছু না বুঝেই বলল তার বন্ধু। "বেতন-টেতন ঠিকমতো দেয় তো?"

"তা দেয়," আস্তে করে বলল সে।

"দিলেই ভালো," কথাটা বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো।

মনে মনে প্রমাদ গুণলো চারু। সে জানে, এরপর কতো বেতন পায় সেটাও জিজ্ঞেস করবে নির্ঘাত। এসব নিয়ে কথা বলতে তার একদম ভালো লাগে না। এসব কথা যারা বলে বেড়ায় আর যারা এসব জানতে চায়–দুই প্রজাতিকেই তার ভীষণ করুণা হয়।

"বাড়িওয়ালা বলল, আমি চলে যাবার পরও এই ফ্ল্যাটটা ছাড়ছো না...ভাড়াটারা দিতে পারবে তো?"

সরাসরি বেতনের কথা না বলে একটু ঘুরিয়ে বলায় চারু তার বন্ধুর ডিপ্লোমেটিক সেন্সের প্রশংসা না করে পারলো না।

"সমস্যা হবে না। তুমি এ নিয়ে ভেবো না তো," কথাটা বলেই প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলো, "তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান কবে করছো?"

"সম্ভবত ডিসেম্বরে।"

"তাহলে তো খুব বেশি দেরি নেই। নভেম্বর তো এসেই গেছে।"

"হুম। বিয়েতে কিন্তু থাকতেই হবে। কোনো অজুহাত দেখানো যাবে না।"

"অবশ্যই। তোমার বিয়েতে আমি যাবো না...কী বলো!"

মাপা হাসি দিলো রুমমেট। "ওকে, যাই...ঘুমাবো। খুব সকালে আবার উঠতে হবে। কালকে ঢাকার বাইরে যাবো অফিসের কাজে। গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"

বন্ধু চলে যাবার পর মনে মনে হেসে ফেলল চারু আহসান। কারণ এই প্রথম বিয়ে নিয়ে একটা ভাবনা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। সে-ও একদিন বিয়ে করবে আর সবার মতো?

BanglaBook.org

যদিও জ্ঞান হবার পর থেকে কখনও, সজ্ঞানে কিংবা অবচেতনে বিয়ে নামক বন্ধনের কথা সে ভাবেনি। আর সেজন্যেই বোধহয় কোনো সম্পর্কেও জড়ায়নি কখনও। ইঙ্গিত পেয়েছে, ইশারাও পেয়েছে, কখনও কখনও সে নিজেও খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে কারোর প্রতি, মনের গহীনে একটা ইচ্ছে জেগে উঠেছে, কিন্তু সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েনি।

মাথা থেকে বিয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে দুচোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলো এবার। কাল সকালে নতুন করে শুরু করতে হবে। যেখান থেকে শুরু সেখানে যেতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে সবার আগে একটা জায়গায় গেলো চারু। যে কাজটা তার শুরুতে করার কথা ছিলো সেটা এখন করবে।

প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ–সংক্ষেপে পিআইবি, ঢাকার সিদ্ধেশরি সার্কুলার রোডে অবস্থিত। এখানকার লাইব্রেরিটি পত্রিকার আর্কাইভ হিসেবে বেশ সমৃদ্ধ। দেশের সব দৈনিক আর ম্যাগাজিনের পুরনো ভাগাড় এটা। গবেষক, ইতিহাসবিদ আর সাংবাদিকেরা ভালোমতোই ব্যবহার করে এই আর্কাইভ। তবে এটা সবার জন্যই উন্মুক্ত।

বিশাল আর্কাইভ-লাইব্রেরিতে গিয়ে গত বছরের পহেলা নভেম্বরের সবগুলো দৈনিক পত্রিকার কপি নিয়ে বসলো সে। ক্ষমতাবান মায়ের হস্তক্ষেপের কারণে মিসকাতের খুনের কোনো খবরই পত্রিকায় আসেনি, আর যদি আসতোও, সেটা পরদিন পত্রিকার পাতায় ঠাই পেতো না। কারণ মিসকাত খুন হয়েছে রাত দুটোর দিকে। বেশিরভাগ পত্রিকাই তখন প্রিন্টে চলে যায়। সুতরাং চারু এসেছে ভিন্ন একটি সংবাদের খোঁজে।

যুক্তিবাদি সমিতিতে কাজ করার সুবাদে পত্র-পত্রিকা আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে তার বেশ সখ্যতা তৈরি হয়েছে। সে জানে, প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা আর ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যম তাদের একজন মেডিকেল রিপোর্টার নিয়োগ দিয়ে থাকে। ঢাকা মেডিকেল হলো সংবাদের একটি নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কখনও কখনও বিরাট কিছুও পাওয়া যায় এখান থেকে। সে কারণে মেডিকেলের জরুরি বিভাগে বেশ কিছু সাংবাদিকের দেখা মেলে সব সময়।

আধ-ঘণ্টা ঘাঁটাঘাঁটি করে তিনটি জাতীয় দৈনিকের মেডিকেল রিপোর্টারের সংবাদ চোখে পড়লো তার। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীন মারামারির কারণে ঐদিন একজন খুন হয়েছিলো সন্ধ্যার পর। একটি সংবাদে বলা আছে নিহতকে ঠিক সাড়ে সাতটার দিকে নিয়ে আসা হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। একটি রিপোর্ট থেকে জানতে পারলো ছাত্রনেতার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মেডিকেলে জড়ো

BanglaBook.org

হয় প্রচুর রাজনৈতিক কর্মির। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ছোটখাট ভাঙচুরও করেছে হাসপাতালের বাইরের রাস্তায়।

তার মানে সংবাদমূল্য আছে এমন কিছু ঐদিন ঘটেছিলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আশাবাদি হয়ে উঠলো চারু। পিআইবি থেকে সোজা চলে গেলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। ওখানে গিয়ে তিন-চারটা পত্রিকার রিপোর্টার পেয়ে গেলো সে। তারা একসাথে বসে সিগারেট খেতে খেতে অলস সময় পার করছে। তাদের মধ্যে একজন চারুর পূর্ব-পরিচিত।

"এক বছর আগের ঘটনা?" মহাকাল-এর মেডিকেল রিপোর্টার মিঠু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "নাহ্, এইরকম কোনো কিছুর কথা তো মনে পড়তাছে না।"

হতাশ হলো না চারু। এটাই স্বাভাবিক। এরা প্রতিদিন নানারকম ঘটনা দেখে থাকে, সেগুলো নিয়ে রিপোর্টও করে, আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে বাইকার বাবুর অ্যাকসিডেন্টের মতো ঘটনা মনে থাকার কথাও নয়।

"ঐদিন সরকারদলের ছাত্র সংগঠনের এক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে এখানে এসেছিলো...ছেলেটার নাম ছিলো পলাশ। আপনিই রিপোর্ট করেছিলেন আপনার পত্রিকার জন্য," তাকে মনে করিয়ে দিলো যুক্তিবাদি। পিআইবি থেকে এ তথ্যটা পেয়েছে সে।

"আচ্ছা...পলাশ মার্ডারের দিন?" সিগারেটে আবারো টান দিলো মিঠু, "এইটা মনে আছে, কিন্তু আপনে যেটা বলতাছেন ওইটা মনে নাই।" পাশের জনের দিকে ফিরে তাকালো সাংবাদিক। "তুমি কি ঐদিন ছিলা এইখানে?"

হালকাপাতলা গড়নের সাংবাদিক মাথা দুলিয়ে জানিয়ে দিলো সে ঐদিন ছিলো না।

চারু হতাশ হলো। যদিও ভালো করেই জানে, ঐদিন এখানে উপস্থিত থাকলেও বাবুর অ্যাকসিডেন্টের ঘটনাটা তার মনে থাকার কথা নয়। সময় বিরাট ফ্যাক্টর। ঘটনার পর পর যদি পুলিশ এটা খতিয়ে দেখতো সম্ভবত মূল্যবান তথ্য পেতে পারতো।

"আচ্ছা, ছাত্রনেতা পলাশকে কখন এখানে আনা হয়, সেটা কি মনে আছে?"

মিঠু নামের রিপোর্টার সিগারেট ফুকতে ফুকতে বলতে লাগলো,

BanglaBook.org

"ঐদিন পলাশ ভায়ের ডেডবডিটা যখন নিয়া আসছিলো সেইটা মনে আছে। সন্ধ্যা সাতটার একটু পর...আমি ঠিক এইহানে দাঁড়ায়া কার সাথে জানি কথা বলতাছিলাম, এমন সময় পলাশভাইরে নিয়া অ্যাম্বুলেন্সটা চইলা আসলো...লগে লগে ভুরভুরাইয়া ঢুকলো ওয়ার্ল্ড নিউজ আর সীমানা টিভির রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান।"

কথাগুলো চারু শুনে গেলেও তার চোখ চলে গেলো ইমার্জেন্সির মেইন গেট থেকে একটু দূরে। সেখানে এক টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার মাইক্রোফোন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যামেরাম্যানকে কী জানি ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে ছেলেটা, রিপোর্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। রিপোর্টারের পেছনে ইমার্জেন্সিতে আসা কতোগুলো গাড়ি-সিএনজি পার্ক করা আছে।

"আইজকাইল এইসব টিভি চ্যানেলগুলাই সবার আগে খবর পায়, বুঝলেন?" বলে যাচ্ছে মিঠু, "মানুষজন কোনো ঘটনা ঘটলেই সবার আগে ওগোরে ফোন দিয়া জানায়। আমাগো আর বেইল নাই।"

মহাকাল-এর রিপোর্টারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু, কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ ঐ টিভি রিপোর্টারের দিকে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকা পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে।

মিঠু এখনও কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু সে কথা আর চারুর কানে ঢুকছে না। ঐদিন বাইকার-বাবুকে যে সিএনজিটা নিয়ে এসেছিলো সেটাও নিশ্চয় ওখানে পার্ক করেছিলো।

রিপোর্টারের দিকে ফিরে ত'কালো সে। "কোনদুটো টিভি নিউজের কথা যেন বললেন?"

মহাকাল-এর রিপোর্টার আবারো বলল, "ওয়ার্ল্ড নিউজ আর সীমানা টিভি। পরে আরো কিছু চ্যানেলও আসছিলো...তয় ওই দুইটা চ্যানেলের গাড়ি আসছিলো অ্যাম্বুলেন্সটার লগে লগে।"

চারু আবারো তাকালো প্রস্তুতি নিতে থাকা রিপোর্টারের দিকে। তার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ওখান থেকে কেউ ছবি তুললে পার্ক করা গাড়িগুলো ফ্রেমের মধ্যে চলে আসবে।

আসতে বাধ্য!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

ডক্টরের বাসায় মায়া বসে আছে। তার হাতে *ভোগ* ম্যাগাজিন। সামনে কফি টেবিলের উপর রাখা মগ থেকে উঠছে ধোঁয়া।

ডক্টর আজফারের বাড়িতে এলে এই একটা জিনিস মায়ার খুব ভালো লাগে–বই আর পত্র-পত্রিকার কোনো অভাব নেই এখানে। তবে তার ধারনা *ভোগ*-এর মতো ফ্যাশন ম্যাগাজিন ডক্টর পড়েন না, এটা তিনি মায়ার জন্যই রাখতে শুরু করেছেন। ভদ্রলোক খুবই কেয়ারিং–এই জিনিসটা তার খুব ভালো লাগে।

উইন্টার ফ্যাশনের একটি কালেকশানে চোখ বোলাতে বোলাতে কফির মগটা তুলে নিলো সে।

"কখন এসেছো?"

ডক্টরের ভরাট কণ্ঠ শুনে মুখ তুলে তাকালো মায়া। ছবি হাতে অভিজাত ভঙ্গিতে দরজা দিয়ে ঢুকছেন তিনি। "এই তো, একটু আগে," স্মিত হাসি দিয়ে বলল।

"চারু কোথায়?" মায়ার বিপরীতে একটা সোফায় বসে পড়লেন আজফার হুসেন।

মায়া কফির মগটা নামিয়ে রাখলো আস্তে করে। "দু-দিন ধরে চারু আহসানের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই আমার। ফেসবুকেও দেখলাম না।"

"পরবর্তি স্টেপটা কি হবে সেটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে বোধহয়।"

"আমার মনে হয় উনি অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছেন।"

মায়ার দিকে ভুরু কুচকে তাকালেন ডক্টর। "শুরু করে দিয়েছে মানে? তুমি না বললে দু-দিন ধরে যোগাযোগ নেই?"

"তাতে কি...উনি উনার মতো কাজ করে যাচ্ছেন।"

মাথা দোলালেন ডক্টর আজফার। "না, না। এটা ঠিক হচ্ছে না। এই তদন্তে সব সময় তোমরা দু-জন থাকবে...মানে, থাকতে হবে। এটা আমি শুরু থেকেই পরিস্কার করে বলে দিয়েছি তোমাদেরকে।"

"আমি এতে আপত্তি করার কিছু দেখছি না। কিছু কিছু কাজ উনি একা একা করতেই পারেন।"

BanglaBook.org

"এটা সে করতে পারে না," জোর দিয়ে বললেন ডক্টর।

"সমস্যা কি?" অবাক হলো সাবেক রেডিও জকি। "উনি তো আমার সাথে সব শেয়ার করেন। আমি এতে কোনো সমস্যা দেখছি না।"

পুরোপুরি সন্তুষ্ট না-হলেও ডক্টর আর কিছু বললেন না।

"আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না," মায়া আশ্বস্ত করলো আজফার হুসেনকে। "উনি একা একা এরকম কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তাই হয়তো..." নিজের কথাটা শেষ করলো না সে।

"তারপরও, ওর আসলে..." ডক্টর মাঝপথে কথা থামিয়ে দিলেন চারুকে ঘরে ঢুকতে দেখে।

চারু আহসান যে প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে সেটা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দুচোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে ডক্টরের মতো মায়াও ভীষণ অবাক হলো।

"আপনার মতলবটা কি, ডক্টর?" দাঁতে দাঁত পিষে ডক্টরের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। "এসব কেন করছেন? কেন!?" শেষ কথাটা রীতিমতো চিৎকার করে ধমকের সুরে বলল। তার আচরণ বেশ মারমুখি।

ডক্টর আজফার কিছু বুঝতে না পেরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কেবল। তার ধারণা একটু আগে মায়ার যেসব কথা বলছিলেন তার কিছু কথা হয়তো শুনে ফেলেছে। কিন্তু তাতে এত রাগ করার কী আছে বুঝতে পারছেন না।

"চারু!" ধমক দিয়ে বলল মায়া। "আপনি এসব কী বলছেন? বিহেইভ ইওর সেল্ফ!"

মেয়েটার দিকে কটমট চোখে তাকালো যুক্তিবাদি।

"সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি রিঅ্যাক্ট করছেন আপনি।"

"সামান্য ব্যাপার!" ভুরু কুচকে তাকালো চারু। "কীসের কথা বলছেন আপনি? আমি কেন রেগে আছি সেটা কি আপনি জানেন?"

মায়া বুঝতে পারলো না কী বলবে। ডক্টরের মতো সে-ও ভেবেছে একটু আগে তাদের কথাবার্তা হয়তো চারুর কানে গেছে, আর তাতেই সে ক্ষেপে আগুন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির এই নেতার ক্ষোভের কারণ সেটা নয়।

"আপনি একটু চুপ করে বসুন...কেন রেগে আছি সেটা ভালোমতোই বুঝতে পারবেন।"

BanglaBook.org

"তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো তো," চারু ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম মুখ খুললেন ডক্টর। "যা বলার সেটা মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বলতে পারো।"

"মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলবো!" চেঁচিয়ে উঠলো চারু। "এসব জানার পর কারোর মাথা ঠিক থাকে?!"

মায়া এবার উঠে দাঁড়ালো, চারুর কাছে এসে দাঁড়ালো সে। ছেলেটার ভাবসাব তার কাছে ভালো ঠেকছে না। ডক্টরের সাথে বাজে ব্যবহার করছে, যেকোনো সময় সেটা আরো খারাপের দিকে যেতে পারে।

"আপনি বসেন তো..." চারুর বামহাতের কঁনুইটা ধরে তাকে ডক্টরের বিপরীতে বসালো। নিজেও বসে পড়লো তার পাশে। "কি হয়েছে সেটা শাউটিং না করে কি বলা যায় না?"

ঝট করে মায়ার দিকে তাকালো চারু আহসান। "না, যায় না! কারণ উনি যা করেছেন সেটা..." রাগেক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো সে। "...হি ইজ অ্যা ক্রিমিনাল!" যেন ডক্টর সম্পর্কে নিজের শেষ রায়টা ঘোষণা করে দিলো। "আমি আগেই বলেছিলাম, এই লোকের মতলব ভালো না। আপনি বিশ্বাসই করলেন না আমার কথা!"

"আহ্! আপনি কিন্তু অনেক বাড়াবাড়ি করছেন!" মায়াও রেগে গেলো। "কি হয়েছে সেটা আগে বলবেন তো?"

নিজের রাগ প্রশমিত করা জন্য কিছুটা সময় নিলো চারু। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো বেশ কয়েকবার।

ডক্টর আজফার চোখ পিটপিট করে মায়া আর চারুর দিকে তাকাচ্ছেন। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি সম্ভবত যুক্তিবাদির ক্ষোভের কারণ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন।

"এই লোক!" আঙুল তুলে বলল চারু আহসান, "উনি আমাদের দু-জনকে একটি রহস্যের সমাধান করতে দিয়ে বিকৃত খেলা খেলছেন! আসলে উনি নিজেই হচ্ছেন নাটেরগুরু! শুরু থেকে ঘটনাটার সাথে জড়িত!"

মায়া হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো।

"অনেক চালাক আর ধুরন্ধর একজন মানুষ! কিন্তু আজকে আপনাকে আমি ছাড়ছি না!"

ঠিক এমন সময় হুরমুর করে ঘরে ঢুকলো খর্বাকৃতির টোটা। তার হাতে একটি অটোমেটিক পিস্তল!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

ডক্টর আজফার হুসেন মিসকাতের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত!

কথাটা হজম করতে পাছে না মায়া।

টোটা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে চারুর সামনে–দৃশ্যটা দেখে তার আৎকে ওঠার কথা, কিন্তু তার মাথায় ঘুরছে এই প্রশ্ন।

চারু আহসান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে আছে টোটার দিকে। অবশ্য সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ডক্টর আজফার পরিস্থিতি বুঝে উঠতে কিছুটা সময় নিয়ে নিলেন। যখন বুঝতে পারলেন তখন গর্জে উঠলেন।

"টোটা! আমি কি তোমাকে এখানে আসার কোনো সিগন্যাল দিয়েছি?!"

বামনটা কাচুমাচু খেলো। নাকিকণ্ঠে বলে উঠলো, "না, মানে...উনি তো খুব..."

"পিস্তলটা নামাও!" টোটা এখনও পিস্তল তাক করে রেখেছে বলে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে আদেশ করলেন আজফার হুসেন। "এখানে এমন কিছু হয়নি যে তোমাকে ওটা নিয়ে ছুটে আসতে হবে।"

ডক্টরের কথায় আশ্বস্ত হয়ে পিস্তলটা নামিয়ে ফেলল বামন। একটু বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে।

"এখন যাও...আমাদের জন্য কফি নিয়ে এসো।"

চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলো টোটা। পিস্তল হাতে মারমুখি এক ত্রাণকর্তার মুহূর্তে চাপরাশি বনে যাওয়া দেখতে হলো হতবিহ্বল চারু আর মায়াকে।

তাদের দু-জনের দিকে তাকালেন ডক্টর। "সরি...কিছু মনে করো না। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।"

হতবাক হয়ে ডক্টরের দিকে তাকালো চারু আহসান।

"পিস্তলটা কিন্তু লাইসেন্স করা..." আজফার হুসেন ব্যাখ্যা করলেন। "আমার নামে আর কি।" কথাটা বলে দাঁত বের করে হাসলেন তিনি। "বলতে পারো, ও আমার বডিগার্ড হিসেবেও কাজ করে বাড়ির ভেতরে।"

BanglaBook.org

চারু আর মায়ার বিস্ময় তারপরও কমলো না। তারা দু-জন অবিশ্বাসে চেয়ে আছে।

"গত বছর এ বাড়িতে ডাকাত ঢুকে পড়েছিলো, তখন এই টোটা আমার লাইসেন্স করা পিস্তলটা নিয়ে ডাকাতদের একজনকে ঘায়েল করেছিলো। বাকি দু-জন তখন জান নিয়ে পালায়।" নিঃশব্দে হাসলেন তিনি, যেন কথাটা বেশ মজার। "ছেলেটা খুব কাজের। পারে না এমন কাজ কমই আছে ওর ডিকশনারিতে।"

"আপনি কেন বলছেন উনি মিসকাতের খুনের সাথে জড়িত?" নিরবতা ভাঙলো মায়া। যেন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে সে।

চারু হাফ ছেড়ে বাঁচলো। "উনি খুবই বিপজ্জনক একজন মানুষ। কতোটা বিপজ্জনক সেটা তো একটু আগেই দেখেছেন। একটা আধা-সাইজের মানুষের হাতে পিস্তল দিয়ে রেখেছেন, আবার বলছেন, ওনার বডিগার্ড!"

ডক্টর এক ভুরু উঁচু করে আহতদৃষ্টিতে তাকালেন, যেন টোটাকে হেয় করে কথা বলায় তিনি মর্মাহত।

"দয়া করে আপনি খুলে বলবেন কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘটনা কি!" মায়াকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে চারু বলল, "আমি যেটা জানতে পেরেছি সেটা শুনলে আপনি বুঝবেন এই লোক কতো ভয়ঙ্কর, কতোটা বিকৃতমনা।"

"ওহ্!" ডক্টর যেন কষ্ট পেলেন কথাটা শুনে।

"উনি কি করেছেন সেটা আগে বলবেন তো?" অধৈর্য হয়ে উঠলো মায়া।

"মিসকাতের ঐ খুনি, চাঁন মিয়ার সহযোগি কে জানেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই তর্জনি উঁচিয়ে বলল সে, "আপনার এই ডক্টর!"

আজফার হুসেনের দিকে তাকালো মায়া। ভদ্রলোক চোখ পিটপিট করে তাদের দু-জনের দিকে তাকাচ্ছেন। "উনি এসব কী বলছেন, ডক্টর?"

আজফার হুসেন ঠোঁট উল্টে কাঁধ তুললেন কেবল।

"আমি বলছি কি করেছেন।" কথাটা বলেই চারু তার মোবাইল ফোনটা বের করে একটা ভিডিও ফাইল ওপেন করলো। "এটা দেখেন।" ফোনটা বাড়িয়ে দিলো মায়ার দিকে।

একটা ভিডিও ফাইলের ব্লো-আপ ভার্সন। ছোট ছবিকে বড় করার ফলে রেজুলুশন কমে গেছে।

BanglaBook.org

"এটা কি?!"

"উনাকে দিন...উনি দেখলেই বুঝতে পারবেন," **ডক্টরকে দেখিয়ে বলল চারু।**

ফোনটা ডক্টরের হাতে তুলে দিলো মায়া।

পকেট থেকে রিডিংগ্লাস বের করে নিলেন ডক্টর আজফার, নাকের উপর চাপিয়ে ভালো করে দেখলেন ভিডিওটা। "ওহ্...এটা!" শব্দটার অর্থ কি আক্ষেপ, অনুতাপ নাকি সম্মতি, বোঝা গেলো না।

"এটা কি, ডক্টর?" মায়া জিজ্ঞেস করলো আগ্রহভরে।

"একটা স্কুটার মনে হচ্ছে...আমরা যাকে সিএনজি বলি," স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন তিনি।

চারু রেগেমেগে বলল, "আর কিছু কি আপনার চোখে পড়ছে না? শুধু সিএনজি!"

সোফার ডানহাতার পাশে নিজের প্রিয় ছবিটার দিকে বিব্রত ভঙ্গিতে তাকালেন ডক্টর। "দেখে মনে হচ্ছে আমার এই ছবিটাও আছে।"

"অবশ্যই আছে!" চেঁচিয়ে বলল যুক্তিবাদি। "এরকম বিরল জিনিস এ দেশে দুটো থাকার কথাই না, আপনি নিজেই বলেছিলেন। হাজার বছরের প্রাচীন আমাজনিয়া ট্রি দিয়ে তৈরি, তাই না?"

"কাপোক ট্রি," শুধরে দিলেন ডক্টর। "আমাজনের সবচাইতে প্রাচীন বৃক্ষ।"

আক্ষেপে মাথা দোলাল চারু। "আপনি আসলে ঠাণ্ডা মাথার খুনি!"

"আ-হা," ডক্টর আজফার বলে উঠলেন, "পুরো ঘটনা না শুনে যা তা বলা ঠিক হচ্ছে না।"

"দেখি," মায়া এক ঝটকায় ডক্টরের হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিলো ভালো করে তাকিয়ে দেখলো আরেকবার। তারপর অবিশ্বাসে মুখ তুলে তাকালো ভদ্রলোকের দিকে। "এখানে তো দেখছি এক লোক আপনার ছবিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

চারুকে হতাশ দেখালো।

থুতনি চুলকে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "হুম...আমারটাই।"

"আরে! সাদা প্যান্ট, সাদা ব্লেজার, সাদা জুতো, আর ছবিটা দেখার পরও বুঝতে পারছেন না?"

চারুর প্রশ্নে মেয়েটা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ছবিতে এক লোককে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিএনজির

BanglaBook.org

পাশে। লোকটার ডান কাঁধের কিছুটা অংশ আর পা-টা দেখা যাচ্ছে। তবে ডানহাত ধরে রাখা ছরিটা একদম স্পষ্ট। ভিডিওটা মাত্র ছয়-সাত সেকেন্ডের। তবে সেটা বার কয়েক কপি করে একটা ফাইল করা হয়েছে। ফলে বার বার দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে মোবাইলফোনের ছয়ইঞ্চির ডিসপ্লেতে।

"যে সিএনজিটা দেখছেন সেটা কার জানেন?"

মায়া যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

"চাঁন মিয়ার!"

"হোয়াট!" বজ্রাহত হলো মেয়েটা।

"অ্যাকসিডেন্টের পর বাইকার বাবুকে চাঁন মিয়াই যে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলো সেটা আমি নিশ্চিত ছিলাম," বলল চারু আহসান, "কিন্তু ঐ সিএনজিতে আপনার এই ডক্টরও ছিলেন!"

মায়া অবিশ্বাসে তাকালো ডক্টরের দিকে। ভদ্রলোক কাঁধ তুলে কী বোঝালেন কে জানে।

"আপনি কি এটা অস্বীকার করতে পারেন?"

চারুর প্রশ্নে স্কুলের বাচ্চাদের মতোই মাথা দোলালেন ডক্টর। "তবে তুমি যেটা ভাবছো ঘটনা আসলে–"

"আপনি চুপ করুন!" চেঁচিয়ে উঠলো যুক্তিবাদি। "আপনার কোনো কথাই আমি আর বিশ্বাস করছি না।"

"উনি যা বলছেন তা কি সত্যি?" মায়া ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলো।

বামহাত দিয়ে ডান গালের ট্রিম করা চাপদাড়ি আল্‌তো করে চুলকে নিলেন আজফার হুসেন। ডানহাতে ছরিটা শক্ত করে ধরে মেঝেতে ঠুকলেন দু-বার।

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না," জোর দিয়ে বলল সাবেক রেডিও-জকি। "এই লোক নিশ্চয় অন্য কোনো ব্যাপার আছে...ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে সে অন্য কেউ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। "ওটা আমারই ছবি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মায়া।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘরে নেমে এসেছে সুকঠিন নিরবতা।

ডক্টর আজফার হুসেন মাথা দোলালেন। "ভিডিওটা মিথ্যে নয়।"

মায়ার বিস্ময় আর বিমূঢ় অবস্থা দেখে চারুর একটু করুণাই হলো। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, এভাবেই বিশ্বাসিরা প্রতিদান পেয়ে থাকে। তারপরও তাদের শিক্ষা হয় না।

"দেখলেন তো...উনি ঐদিন সিএনজিতে ছিলেন। সব জানেন আপনার এই ডক্টর...মিসকাতের খুনের সহযোগি ইনি!"

চারুর কথায় ডক্টর মাথা দোলালেন, কিন্তু মায়া এমনভাবে চেয়ে রইলো যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। মেয়েটা পুরোপুরি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

"ও যেটা বলছে সবটা কিন্তু সত্যি নয়," মায়াকে আশ্বস্ত করে বললেন ডক্টর।

"তাহলে সত্যি কোনটা?" চারু রেগেমেগে জানতে চাইলো।

"বলছি, তুমি আগে শান্ত হও। এটা এমন কোনো ঘটনা নয় যে উত্তেজিত হতে হবে।"

"কি!" চারু বিশ্বাসই করতে পারছে না এতকিছুর পর কেউ এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে পারে। "এটা এমন কোনো ঘটনা নয়!"

মাথা দোলালেন ডক্টর হুসেন। "আশ্চর্য, আমার কথা না শুনে রিঅ্যাক্ট করলে হবে? আমাকে বলতে দাও।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারু, মায়ার দিকে তাকালো সে। মেয়েটার চোখ ছল ছল করছে। তার টিয়ার ড্রপ ট্যাটুর পাশে সত্যিকারের অশ্রুজল আছে কিনা নিশ্চিত হতে পারলো না। মেয়েটা ডক্টর আজফারের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে।

"আচ্ছা...বলুন, কী বলবেন।" চারু যেন অনুমতি দিলো আসামিকে।

গভীর করে দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন ডক্টর হুসেন। "ঐদিন আমি আড্ডা দিতে গেছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক বন্ধুর সাথে...ফুলার রোডে তার কোয়ার্টারে। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আলী আসগর আমার পুরনো

BanglaBook.org

বন্ধু। মাসে দুয়েকবার এখনও তার সাথে আড্ডা দেই। তো, ঐদিন আড্ডা দেয়ার জন্যই রওনা দিয়েছিলাম একটা সিএনজিতে করে–"

"নিজের গাড়ি থাকতে সিএনজিতে কেন?" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো চারু আহসান। তার চোখেমুখে সন্দেহ।

মুচকি হাসলেন আজফার হুসেন। "যাদের গাড়ি আছে তাদের কি গাড়ি নষ্ট হতে পারে না? আর নষ্ট হলে তারা কি ট্যাক্সি কিংবা সিএনজিতে উঠবে না?"

ডক্টরের এমন আমুদে মেজাজ দেখে চারুর গা জ্বলে গেলো, কিন্তু কিছু বলল না। সে পুরো ঘটনাটা শুনতে চায় আগে।

"আমার গাড়িটা তখন মেকানিকের কাছে ছিলো...ইঞ্জিনের কী একটা সমস্যা হয়েছিলো যেন। তুমি চাইলে পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে পারো আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা।" হাতের ছরিটা সোফার পাশে রেখে দিলেন তিনি। "যেটা বলছিলাম, সিএনজি নিয়ে রওনা দেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিলো সেদিন, শাহবাগের কাছে আসতেই বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেলো। আমার সিএনজিটা যখন ফুলার রোডের ভাস্কর্য চত্বরের কাছে তখনই দেখলাম একটা মোটরবাইক উল্টে পড়ে আছে, কিছু দূরে পড়ে আছে এক ছেলে। পুরোপুরি অচেতন ছিলো সে। মাথায় হেলমেট পরা, পেছনে একটা ব্যাকপ্যাক। তখনও বাইকের চাকাদুটো ঘুরছিলো...তার মানে কয়েক সেকেন্ড আগে অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে। বৃষ্টির তোড় খুব বেশি ছিলো বলে মানুষজনও কম ছিলো। ঐ জায়গাটা এমনিতেও একটু নিরিবিলি থাকে...আশেপাশে মানুষজন তেমন একটা ছিলো না।" একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "আমি আমার সিএনজিওয়ালাকে বললাম। ড্রাইভার সিএনজি থেকে নেমে ছেলেটাকে দেখে জানালো বেঁচে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে সিএনজিতে তুলে নিতে বললাম। আহত ছেলেটাকে নিয়ে গেলাম মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে। সিএনজিওয়ালা খুব সাহায্য করলো, ছেলেটার হেলমেট আর ব্যাকপ্যাক খুলে গাড়িতে রেখে তাকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলো ওখানে উপস্থিত কিছু লোকের সাহায্যে।"

"আর বাবুর বাসায় ফোন করেছিলো কে? আপনি?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো চারু।

মাথা দোলালেন ডক্টর। "না। ইমার্জেন্সি থেকে সিএনজিওয়ালা ফিরে এলো ছেলেটার জুতো আর মোবাইলফোনটা নিয়ে। তখন আমি তাকে বললাম, ছেলেটার বাড়িতে ফোন করে ঘটনাটা ওর পরিবারকে জানানো দরকার।"

BanglaBook.org

মায়াকে দেখে মনে হলো এতক্ষণে সে হতবিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"তারপর চাঁনমিয়া বাবুর বাসায় ফোন দিলো?"

চারুর প্রশ্নে মুচকি হাসলেন ডক্টর। "ওটা চাঁনমিয়া ছিলো কিনা তা তো জানি না। তবে ড্রাইভার ফোন ঘেঁটে ছেলেটার মায়ের নাম্বার বের করে কল করেছিলো।"

চারু বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। বেশিরভাগ মানুষই তার মায়ের নাম্বার সেভ করে 'আম্মু' নয়তো 'মা' হিসেবে। যে মায়ের সাথে চারুর এত দূরত্ব তার নাম্বারটাও তার ফোনে সেভ করা আছে 'মা' হিসেবেই। সুতরাং ফোনবুক থেকে বাবুর মায়ের নাম্বার খুঁজে বের করতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

"তারপর কি হলো?" অনেকক্ষণ পর কথা বলল মায়া।

"ছেলেটার মাকে ফোন করার পর পরই ইমার্জেন্সিতে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে ঢুকলো। সেই সাথে কিছু মোটরবাইক আর একটা কিছু প্রাইভেট কার। এক ছাত্রনেতা নাকি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মুমূর্ষ অবস্থা। একেবারে হৈচৈ পড়ে গেলো। আমি সিএনজির ভেতর থেকে বের হয়ে গেলাম। জানোই তো, থেমে থাকা সিএনজির ভেতরে বেশিক্ষণ বসে থাকলে কেমন লাগে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া।

"ওরকম ক্লোজ্ড জায়গায় বসে থেকে আমার সাফোকেশন হচ্ছিলো। তাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভিডিওটা তখনই করা হয়েছে। কিন্তু আমার কোনো ধারণাই ছিলো না...আমি তো পেছন ফিরে ছিলাম।"

কিছু বলতে পারলো না চারু। ডক্টরের কথা অযৌক্তিক কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

"ওদিকে দারোয়ান সে এসে আমাদের সিএনজিটাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য তাগাদা দিলো। ইমার্জেন্সির সামনের প্রাঙ্গণটায় তখন ভিড় লেগে গেছে। প্রচুর মানুষ আর গাড়ি। তাই সিএনজিটা নিয়ে বাইরে চলে গেলাম। বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সিএনজিওয়ালা এসে আমাকে জানালো, এখানে থেকে আর কোনো লাভ নেই। আমাদের যা করার করেছি, ছেলেটার পরিবার চলে আসবে এক্ষুণি। আমিও বুঝতে পারলাম ড্রাইভার ঠিকই বলেছে।"

"বাবুর ব্যাকপ্যাক আর মোবাইলফোনটা?"

চারুর কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। "ততোক্ষণে ওটার কথা আমার মনেই ছিলো না। বেমালুম ভুলে গেছিলাম।"

BanglaBook.org

"তারপর কি হলো বলেন?" তাগাদা দিলো যুক্তিবাদি।

"তারপর আর কি, ফুলার রোডে নামিয়ে দিলো ড্রাইভার। আমি তাকে খুশি হয়ে বেশ ভালো একটা বখশিস দিয়েছিলাম ওকে। এই তো...আর কিছু মনে নেই।"

"তার মানে আপনি মিসকাতের খুনের ব্যাপারে কিচ্ছু জানতেন না?" সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলো চারু আহসান।

"মিসকাতের খুনের ঘটনাটা পত্রপত্রিকায় আসেনি, সুতরাং আমার পক্ষে সেটা জানা সম্ভব ছিলো না তখন। তবে..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো চারু আর মায়া।

"ঘটনার বেশ পরে, সম্ভবত তিন-চার মাস পরে হবে, ঢাকা ক্লাবে আড্ডা দিতে গিয়ে আমি ওটা প্রথম জানতে পারি। আমার এক ব্রিজ-পার্টনার গল্প করছিলো এই ঘটনাটা নিয়ে। মিসকাতের মায়ের সাথে ওর আবার বেশ ভালো সম্পর্ক। ওদের কেমনজানি পারিবারিক বন্ধু হয়।"

"আপনি তখন রিলেট করতে পারলেন দুটো ঘটনার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে?" মায়া বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আজফার হুসেন। "মিসকাতের অদ্ভুত খুনের ঘটনাটা শোনার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, ঐদিন আমি আর সিএনজিওয়ালা যে ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম সে-ই কি তবে বাবু। ঘটনা আরেকটু জানতেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, ওটা বাবুই ছিলো। আমরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম।"

"আপনি এটা পুলিশকে বলেননি কেন?" জানতে চাইলো চারু।

"পুলিশকে কি বলবো? আমি যেটা অনুমাণ করছি, সে-ব্যাপারে তো নিশ্চিত নই। সিএনজি ড্রাইভারের চেহারাটাও ততোদিনে ভুলে গেছি। শুধু আবছা আবছা মনে আছে। ভুলে যাবে না, আমার বয়স সত্তুরের উপরে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারু আহসান।

"এ কারণেই কি আপনি এই কেসটার ব্যাপারে আগ্রহি হয়ে উঠেছিলেন?" জানতে চাইলো মায়া।

প্রসন্ন হাসি দিলেন ডক্টর আজফার। "একজন কৌতুহলি মানুষের জন্য কি সেটাই স্বাভাবিক নয়?"

সায় দিলো মেয়েটি।

"এই ঘটনার সাথে যদি আমি কোনোভাবে জড়িতও না থাকতাম, তারপরও এটা নিয়ে আগ্রহি হতাম। এরকম ঘটনা তো হররোজ ঘটে না।"

"আপনি এটা আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখলেন কেন?" চারুর

BanglaBook.org

কথার মধ্যে রাগক্ষোভ থাকলেও সেটা অনুযোগের মতোই শোনালো।

মাথা দোলালেন ডক্টর। "এটা না বলার জন্য অনেকগুলো কারণ আছে।"

"কি কারণ?" যুক্তিবাদি জানতে চাইলো।

"প্রথমত, এটা বললে তোমরা ভাবতে আমি এই ঘটনার সাথে জড়িত...এখানে আমার স্বার্থ আছে। দ্বিতীয়ত, সিএনজি ড্রাইভারের ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। মিসকাতের খুনের সাথে এই লোক আদৌ জড়িত কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। তৃতীয়ত, তোমাদের তদন্তটা কিভাবে এগোবে, কোন দিক থেকে এগোবে সেটা ঠিক করে দিতে চাইনি। আমি চেয়েছি, কাজটা তোমরা তোমাদের মতো করেই করবে। কোনো কিছু যেন তোমাদের তদন্তকে প্রভাবিত না করে।"

মায়াকে দেখে মনে হলো সে সন্তুষ্ট, কিন্তু চারুর বেলায় এ কথা জোর দিয়ে বলা গেলো না। অবশ্য এ নিয়ে আর কোনো কথাও বলল না সে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো টোটা। এবার কফির ট্রে নিয়ে।

চারু বুঝতে পারলো বামনটা এই ঘরের সবকিছু মনিটর করে, সেজন্যেই দরকারের মুহূর্তে কোনো রকম ডাক ছাড়াই চলে আসে। অনেকক্ষণ আগেই ডক্টর তাকে কফি দিতে বললেও সচরাচর যতোটুকু সময় নেয় তার চেয়ে বেশি সময় নিয়েছে আজ। এর কারণ, সম্ভবত ডক্টরের গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিরক্ত করতে চায়নি।

"আপনার উচিত উনাকে সরি বলা," টোটা চলে যাবার পর নিজের মগটা হাতে নিয়ে বলল মায়া।

হতাশ হয়ে তাকালো চারু আহসান। সে কিছু বলতে যাবে তার আগেই ডক্টর বলে উঠলেন, "আরে না...ও কেন সরি বলবে? এটা একটা সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। আমারই ভুল হয়েছে। তোমরা যখন সিএনজি ড্রাইভারের বিষয়টা জেনে গেছিলে তখনই সবটা খুলে বলার দরকার ছিলো। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তদন্তটা পুরোপুরি শেষ হলেই বলবো।"

"হুমম...বুঝতে পেরেছি," বলল মায়া।

"কি ভাবছো?" চারুকে চুপ থাকতে দেখে বললেন ডক্টর আজফার।

ডক্টরের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারু। এই ঘটনাটা জানার পর সে ভেবেছিলো চাঁন মিয়ার সকল অপকর্মের সহযোগি এই ডক্টর লোকটাই হবে। কিন্তু এখন তার সব হিসেবে আবার ওলট পালট হয়ে গেছে। "না, ভাবছি, আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে চাঁন মিয়ার সহযোগি কে ছিলো!"

BanglaBook.org

হা-হা করে হেসে ফেললেন ডক্টর। "আমি যে নই সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারি তোমাকে। তবে তুমি আমার বলা কথাগুলো খতিয়ে দেখতে পারো। আশা করি হতাশ হবে না।" একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "ভালো কথা...এই ছবি তুমি কোথায় পেলে?"

মায়াও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো, সে-ও জানতে চায় এটা।

চারু গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলো কিভাবে ভিডিওটা খুঁজে পেলো।

মেডিকেলের ইমার্জেন্সি থেকে চারু একটা ব্যাপার জানতে পেরেছিলো বাইকার বাবু হাসপাতালে আসার পর পর সরকারদলিয় এক ছাত্রনেতাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিলো। অ্যাম্বুলেন্সটা ঢোকার সাথে সাথে ওয়ার্ল্ড নিউজ আর সীমানা টিভি'র রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানও ছুটে আসে। তারা সবার আগে ঘটনাটা রিপোর্ট করেছিলো।

চারু গতকাল আরেকটা বিষয় দেখেছে মেডিকেলের ইমার্জেন্সির সামনে। অন্য একটি টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার পার্ক করা গাড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রিপোর্টিং করছিলো। তখনই এটা তার মাথায় আসে। যদি ঐ দিন ছাত্রনেতার নিতহ হবার রিপোর্টটি দুটো চ্যানেলের কোনো একজন এভাবেই পার্ক করা গাড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে করে থাকে তাহলে বাইকার বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলো যে সিএনজিটা তার ছবি পাওয়া যাবার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকবে।

অনুসন্ধানি কাজের অভিজ্ঞতা থেকে চারু জানে সব ধরণের সম্ভাবনাই বাজিয়ে দেখতে হয়। ক্ষীণ সম্ভাবনাও হয়ে উঠতে পারে অমূল্য কিছু। সেজন্যে মেডিকেল কলেজ থেকেই ফোন করে ওয়ার্ল্ড নিউজ চ্যানেল আর সীমানা টিভিতে যোগাযোগ করে সে। ওই দুটো প্রতিষ্ঠানের যে দু-জন সাংবাদিক রিপোর্টটা করেছিলো তারা তাকে জানায়, প্রায় বছরখানেক আগের ঘটনা, তাদের আর্কাইভে ঐ রিপোর্টিংয়ের ফুটেজ আছে কিনা নিশ্চিত নয়। এসব ফুটেজ খুঁজে পেতে বেশ দেরি হবে। তবে ওয়ার্ল্ড নিউজের সাংবাদিক চারুকে বলে, সে চাইলে কাজটা খুব সহজেই করতে পারে। তাদের সব রিপোর্টিং আর প্রোগ্রামগুলোর ভিডিও ইউটিউবে পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট নাম দিয়ে সার্চ দিলে পেয়ে যাবে ওখানে।

কথাটা শুনে আশাবাদি হয়ে ওঠে সে। ওয়ার্ল্ড নিউজের রিপোর্টার

BanglaBook.org

চারুকে বলে দিয়েছিলো কি লিখে সার্চ দিলে ঐ রিপোর্টটা সহজে পেয়ে যাবে। বাসায় এসে ইউটিউব থেকে খুঁজে বের করে ওয়ার্ল্ড নিউজের প্রায় এক বছর আগেকার সেই টিভি-রিপোর্টিংটি। মাত্র দেড় মিনিটের ভিডিওটা দেখেই নড়েচড়ে বসে সে।

যেমনটা ধারণা করেছিলো, ওয়ার্ল্ড নিউজের রিপোর্টার ইমার্জেন্সির সামনে পার্ক করা গাড়িগুলোকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে রিপোর্ট করেছে। আর বিস্ময়কর ঘটনা হলো রিপোর্টারের পেছনে অনেকগুলো গাড়ির মধ্য একটা সিএনজিও দেখতে পায়।

ক্যামেরার ফ্রেমের এককোণে ঐ সিএনজিটার পেছনের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিলো। তাতে সিএনজিটার লাইসেন্স নাম্বার ধরা পড়লেও গাড়িটা ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক তার মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। সাদা প্যান্ট আর সাদা ব্লেজার পরা ডানহাতে নক্সাখচিত একটি ছরি!

দেখে মনে হয় সিএনজির প্যাসেঞ্জার। ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে থাকা লোকটার মুখ না দেখা গেলেও চারুর মনে কোনো সন্দেহই রইলো না সে কাকে দেখছে।

ডক্টর আজফার হুসেন।

ডক্টরের সার্বক্ষণিক সঙ্গি এই ছরিটা এরইমধ্যে তার কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। যখনই ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে যায় তখনই এটা চোখে পড়ে। তাছাড়া আমাজনের এটা বিরল একটি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এর পেছনের গল্পটাও ডক্টর তাকে বলেছিলেন।

এই আবিষ্কার চারুকে রীতিমতো হতবাক করে রেখেছিলো কয়েক মুহূর্ত। বিমূঢ় আর বিস্মিত চারুর মনে হচ্ছিলো তার মাথাটা বুঝি ভো ভো করে ঘুরছে।

ডক্টর আজফার হুসেন ঐদিন চাঁন মিয়ার সাথে ছিলেন!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

ডক্টরের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর সারাটা রাত ভেবে গেছে চারু।

সবটা শোনার পর ডক্টর আজফারের ব্যাপারে তার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই এখন। চারু বুঝতে পারছে, ঐদিন সিএনজিতে যাত্রি হিসেবে ছিলেন বলেই পরবর্তিকালে মিসকাতের হত্যারহস্য নিয়ে ডক্টর আগ্রহি হয়ে ওঠেন।

তার কাছে এখন যে সিএনজিটা বাইকার বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলো সেটার নাম্বার আছে। ভিডিও থেকে অনেক কষ্ট করে নাম্বারটা বের করতে পেরেছে। তারচয়েও বড় কথা চাঁন মিয়ার সিএনজি নাম্বারটার সাথে এই নাম্বারটা মিলে গেছে!

এখন শক্ত একটি প্রমাণ আছে তার কাছে।

কুড়িল বস্তির ইনফর্মার ট্যাপাকে আগেই বলে দিয়েছিলো নাম্বারটা জোগাড় করার জন্য। লোকটা ব্যর্থ হয়নি। একটু আগে তাকে ফোন করে নাম্বারটা দিয়েছে সে। পাঁচশ' টাকার একটি নোট পাওনা রইলো তার জন্য।

চারু ঐ ইফর্মারকে বলে দিয়েছে আগামিকাল সকালে কুড়িল বস্তিতে তা াসথে দেখা করবে। জরুরি আরেকটি কাজ আছে।

কথামতো পরদিন সকালে বস্তির সামনে গিয়ে দেখা গেলো ট্যাপা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"ছার, বিশ্বাস করেন আমি নিজের চক্ষে দেখছি," চারুকে পেয়েই বলল সে, "সুরুজ বাঁইচ্যা আছে। ও মরে নাই।"

"হুম," বলল যুক্তিবাদি। "বিশ্বাস করি তোমার কথা।"

ট্যাপা খুবই খুশি হলো।

"তুমি যেটা দেখেছো সেটা জ্যান্ত মানুষ। অন্য কিছু না।"

ট্যাপা বোঝার চেষ্টা করলো চারুর কথাটা।

"এজন্যেই সুরুজের কবরটা দেখতে হবে।"

"ওর কব্বর তো ওইহানে..." আঙুল তুলে বস্তির অপর পাশে একটা জায়গা দেখালো ইনফর্মার। "র‍্যাললাইনের পরে।"

BanglaBook.org

চাঁন মিয়ার সিএনজির লাইসেন্স নাম্বারটা জোগাড় করে দেয়ার জন্য পাঁচশ' টাকার বখশিস দেবার পর ট্যাপাকে জিজ্ঞেস করলো চারু, "আচ্ছা, সুরুজের লাশ কি তুমি দেখেছিলে?"

"হ...নিজের চক্ষে দেখছি," টাকা পেয়ে খুশি ইনফর্মার জোর দিয়ে বলল। "আমি ক্যান...বস্তির আরো অনেকেই দেখছে।"

"কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে ওটা সুরুজের লাশ?"

ধন্দে পড়ে গেলো ট্যাপা। "মাইনে?"

"লাশটার তো মাথাই ছিলো না। তুমি নিজে আমাকে বলেছো এ কথা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলে ইনফর্মার। "হ...মাথা তো আছিলো না।"

"তাহলে কিভাবে বুঝলে ওটা সুরুজ?"

"ওর বাপে কইছে....বস্তির বেবাকতে কইছে।"

মুচকি হাসলো চারু আহসান। "আর পা? ছেলেটা তো পঙ্গু ছিলো। তুমি কি ওর পা দেখেছিলে?"

"না। লাশ তো ঢাইক্যা রাখছিলো চাদ্দর দিয়া...পা দেখুম কেমনে?"

মাথা দুলিয়ে বলল চারু, "এটাই ঘটেছে। কেউ কিছু দেখেনি, কিন্তু সবাই জানে সুরুজ আত্মহত্যা করেছে। ওর লাশটাও দেখেছে...মাথাবিহীন লাশ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ট্যাপা। "আপনের কথায় যুক্তি আছে, ছার।"

"সুরুজ আত্মহত্যা করার পর কি থানা থেকে পুলিশ এসেছিলো?"

"হ...আইছিলো তো," উৎসাহি হয়ে বলল ইনফর্মার। "আমি নিজে গিয়া এসআই কাউছার্‌রে খবর দিছিলাম।"

"এসআই কাউসার কে?"

"এই বস্তির দায়িত্ব হের...বস্তির সব খবর হের কাছে রিপুট করন লাগে।"

বুঝতে পারলো চারু। প্রতিটি বস্তিই অপরাধ আর মাদকের আখড়া। সেজন্যে বস্তির জন্য আলাদা নজরদারি করার ব্যবস্থা করে থানাগুলো। "ঐ এসআই এসে কি করলো?"

"হে যহন আইছে তহন তো লাশের গোসল হইয়া গেছে...জানাযা পড়ার জন্য রেডি করতাছিলো।"

"এসআই তাহলে কি করলো?"

BanglaBook.org

"এসআই কইলো এই ঘটনা রিপুট করনের দরকার আছিলো। বস্তির লোকজন কইলো, ছার যা হওনের হইছে, এইসব রিপুট কইরা কী লাভ। এসআই তহন ওয়াকিটকি দিয়া ওসির লগে বাতচিত করলো, তারপর কইলো, ঠিক আছে, দাফুন করো। কুনো সমস্যা নাই।"

"তারপর ওই গোরস্তানে কবর দিয়ে দিলো সুরুজকে?"

"হ, ছার।"

"ঠিক আছে, চলো...সুরুজের কবরটা একটু দেখে আসি। মরা মানুষ কিভাবে ঘুরে বেড়ায় সেই রহস্য বের করতে হবে।"

কুড়িল বস্তির লোকজন মারা গেলে সবাই রেললাইনের ওপাড়ে, একটু ভেতরের দিকে ছোট্ট একটা কবরস্তানে দাফন দেয়। চার-পাঁচ বছর আগে বস্তির লোকজন স্থানিয় এমপির কাছ থেকে জায়গাটা বরাদ্দ নিয়েছিলো লাশ সৎকারের জন্য। তারা নির্বাচনের আগেই এমপি পদপ্রার্থিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলো, নির্বাচনে জয়লাভ করলে যেন কবরস্তানের জন্য তাদেরকে এক টুকরো জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

বস্তির বিশাল সংখ্যক ভোট পাবার আশায় প্রায় সব প্রার্থিই এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।

এখন ট্যাপা নামের ইনফর্মার চারুকে সেই কবরস্তানে নিয়ে যাচ্ছে।

"এক এমপির ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলো সুরুজ...এটা কি তুমি জানতে?"

"জানুম না ক্যান, ছার। আমি এই বস্তির সব খবর রাখি," বলল ইনফর্মার। "চাঁন মিয়ারে তো ওসিসাব খুব প্রেসার দিছিলো মামলা তুইল্যা নিবার জন্য, কিন্তু সুরুজ রাজি হয় নাই।"

"ছেলেটার সাহস ছিলো তবে," বলল চারু। তারা এখন রেললাইন পার হয়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে হাটছে।

"হ, সাহস আছিলো সুরুজের। ওসিসাব কইছিলো মামলা কইরা লাভ হইবো না, কেসটা তুইল্যা নে। এমপিসাহেব তর পা ঠিক করনের লাইগ্যা যা লাগে দিবো। কিন্তু সুরুজ রাজি হইলো না।"

হাটতে হাটতে তারা কবরস্তানে চলে এলো।

কুড়িল বস্তির দক্ষিণ-পুব দিকের রেললাইনের ওপাড়ে একটা নিচু জমিতে মাটি ফেলে কবরস্তানটি করা হয়েছে। যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে আছে তাই নিশ্চিত করেই বলা যায় লাশ দাফনের রেকর্ড থাকবে।

BanglaBook.org

কবরস্তানের ভেতরে দুটো টিনশেডের ঘর। ঘরদুটোর সামনে বিরাট বারান্দা। পাশে লাশ গোসল দেবার জন্য উন্মুক্ত কংক্রিট বিছানো চত্বর। সেটার পাশে আছে কিছু মুরদা বহন করার খাটোলা। কবরস্তানটির আয়তন খুব বেশি না। তবে বেশিরভাগই কবরে ভরে উঠেছে। খালি জায়গা খুব কমই চোখে পড়লো চারুর। লুঙ্গি পরা ত্রিশ-বত্রিশ বছরের খালি গায়ের এক যুবককে দেখা গেলো সামনের একটা কবরের দিকে ঝুঁকে কী যেন দেখছে।

"ওই ছেলেটাকে ডাকো," ট্যাপাকে বলল চারু।

"ওই, এইদিকে আয়।"

খালি গায়ের যুবক এগিয়ে এলো তাদের দিকে।

"আপনাদের কেয়ারটেকার কোথায়?" চারু জিজ্ঞেস করলো।

"হে তো কাইল সকালে দ্যাশের বাড়িতে চইল্যা গেছে...একটা ঝামেলা হইছে। কি দরকার, আমারে কন?"

"আমি একটা কবরের রেকর্ড খুঁজতে এসেছি...তাকে একটু দরকার ছিলো।"

"ও," যুবক বলল। "তাইলে পরশু আসেন...উনি আইস্যা পড়বেন।"

একটা দিনের দেরিও সহ্য হচ্ছে না চারুর। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে।

ইনফর্মার তাকালো চারুর দিকে। "ওরেই কন না কব্বরের কথাটা।"

"কার কব্বর, আমারে কইতে পারেন," গোরখোদক বলল। "সব কব্বরের দেখশোন আমিই করি। এইহানে বেশি মানুষ কাম করে না, সব কাম আমারেই করতে অয়।"

"আমি আসলে একটা কবর দেখতে চাচ্ছিলাম। ছেলেটার নাম সুরুজ।"

"নাম যহন জানেন, ঐদিকে গিয়া নিজেই খুঁইজ্যা দেখেন," কবরস্তানের ডানদিকটা দেখিয়ে বলল গোরখোদক। "সব কব্বরেরই নাম লেখা আছে।" কথাটা বলেই সে চলে গেলো টিনশেডের ঘরের ভেতরে।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে কবরস্তানটা ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলো চারু। দুই ভাগে বিভক্ত এই গোরস্তান। মাঝখান দিয়ে পাঁচ-ছয় ফুট চওড়া ইটবিছানো কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। বামদিকেরগুলো মহিলাদের কবর দেবার স্থান, ডানদিকটা পুরুষদের জন্য বরাদ্দ।

ট্যাপাকে নিয়ে চারু পা বাড়ালো গোরস্তানের ডান অংশের দিকে। তার মনে পড়ে গেলো কলেজে থাকতে এক বন্ধুর সাথে বাজি ধরে অমাবস্যার

BanglaBook.org

রাতে প্রত্যন্ত এক গ্রামের কুখ্যাত গোরস্তানের ভেতর দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছিলো সে।

গুণে দেখলো ডানদিকে প্রায় আটটি সারি রয়েছে। প্রতিটি সারিতে অনেকগুলো কবর। একে একে কবরগুলো দেখতে শুরু করলো সে। ভাগ্য ভালো থাকলে অল্প কিছু দেখার পরই পেয়ে যেতে পারে।

অযত্নে আর অবহেলার শিকার কবরগুলো। এখানে যাদের গোর দেয়া হয় তারা সবাই বস্তির বাসিন্দা। একটাও পাকা কবর চোখে পড়লো না। হাতেগোনা কিছু কবর বুক সমান উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা।

কবরের মাথার দিকে দশ-বাই-ছয় ইঞ্চির ছোট ছোট কালো রঙের টিনের উপর সাদা রঙে নাম, বাবার নাম আর মৃত্যুর দিনক্ষণ লেখা আছে।

প্রায় বিশ মিনিট ধরে খোঁজার পর অবশেষে সুরুজের কবরটা খুঁজে পেলো চারু। হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

টিনশেডের ঘরের দিকে তাকালো। এখন ঐ গোড়খোদককে ম্যানেজ করতে হবে। আর কাজটা ট্যাপার চেয়ে ভালোভাবে কেউ করতে পারবে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

মায়া কিছুই বুঝতে পারছে না, চারু কেন সকাল সকাল তাকে রেডি থাকতে বলল?

কারণ জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলেনি। শুধু বলেছে, সকালে তার সাথে এক জায়গায় যেতে হবে। জায়গাটা কোথায় সেটা পর্যন্ত বলেনি। ছেলেটার এমন আচরণে সে বিরক্ত। কিন্তু তারা হ্যালোউইন পার্টির ঐ হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত করছে, অনেকটা অগ্রগতিও হয়েছে সেই তদন্তে, আর এর পুরো কৃতিত্ব বলতে গেলে চারু আহসানেরই।

মানুষজনকে খুব বেশি চাপাচাপি করতে পারে না মায়া। তাই গত রাতে চারু যখন কোনো কিছু বলতে চাইলো না তখন ইচ্ছে করলে সে বলে দিতে পারতো, সবটা খুলে না বললে কোথাও যাবে না, কিন্তু সে তা করেনি। মিসকাতের কেসটার ব্যাপারে তর নিজেরও আগ্রহ আছে।

এখন বেলকনিতে বসে সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছে, কোথায় নিয়ে যেতে পারে তাকে। কিন্তু অনেক ভেবেও সামান্য আন্দাজও করতে পারলো না।

মায়া ভেবে অবাক হচ্ছে, বহুদিন পর তার সেই অনুভূতিটি আবার জেগে উঠেছে। অশরীরি কিছুর উপস্থিতিতে তার এমনটা হয়। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। স্পষ্ট বুঝতে পারে অশরীরি কেউ আছে আশেপাশে। এটা প্রথম টের পেয়েছিলো মাত্র বারো বছর বয়সে। যখন...

নিচের রাস্তা থেকে মোটরসাইকেলের হর্নের শব্দে তার ভাবনায় ছেদ পড়লো। তাকিয়ে দেখলো চারু আহসান তার বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বেলকনির দিকে।

BanglaBook.org

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

কথাটা বেশ জোরে বলল মায়া। চারুর মোটরসাইকেলের পেছনে বসে আছে সে, তার মাথায়ও একটা হেলমেট। তাদের বাইকটা কুড়িল বস্তির দিকে ছুটে যাচ্ছে দেখে কৌতুহল আর দমাতে পারলো না।

"আপনার সমস্যা কি? কোথায় যাচ্ছি সেটা বলছেন না কেন? আজব!"

"ভয়ের কিছু নেই," সামনের দিকে তাকিয়েই বলল চারু আহসান। "নিশ্চিত থাকতে পারেন, ঐ বস্তিতে যাচ্ছি না।"

"আশ্চর্য, তাহলে কোথায় যাচ্ছি?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

"উফ! বিরক্তিকর।" সত্যি সত্যি সাবেক রেডিও-জকি বিরক্ত হয়ে উঠেছে চারুর এমন আচরণে। বাকি পথটুকু আর কিছু বলল না সে।

কিছুক্ষণ পর মেইনরোড থেকে তাদের বাইক কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলো। গোরস্তানের প্রবেশমুখের সামনে বাইকটা থামিয়ে দিলে নেমে পড়লো মায়া। সঙ্গে সঙ্গে হেলমেটটা খুলে ফেলল সে।

"উফ! এই জিনিস এতক্ষণ পরে থাকে কিভাবে মানুষ!" চারুর হাতে হেলমেটটা দিয়ে দিলো। নিজেরটাসহ হেলমেটদুটো লক করে রাখলো বাইরে পেছনে।

"আসুন।"

"কোথায়?" অবাক হলো মায়া।

"কোথায় মানে? আমরা কি সাফারি পার্কে বেড়াতে এসেছি? দেখতে পাচ্ছেন না, এটা একটা কবরস্তান।"

"আহা, সেটা তো বুঝতে পারছি কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"আমি কেন এখানে ঢুকবো?"

এবার চারু অবাক হলো। "একটা জিনিস দেখাবো আপনাকে। চলুন।"

"আগে বলুন, কি দেখাবেন," অনড় ভঙ্গিতে বলল মায়া।

"এতদূর এসে আপনি দেখি গোয়ার্তুমি শুরু করছেন!"

"আমি না, আপনি গোয়ার্তুমি করছেন। এখানে কি দেখাতে নিয়ে এসেছেন সেটা বলতে আপনার সমস্যা কি?"

চারু কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো মেয়েটার দিকে। "ওকে," হাত তুলে আশ্বস্ত করলো এবার। "সুরুজের কবর...ওটা দেখাতে নিয়ে এসেছি।"

ভুরু কুচকে তাকালো মায়া। "সুরুজের কবর? এখানে সুরুজের কবর আছে?"

"হুম।"

BanglaBook.org

"আপনি ওটা খুঁজে বের করেছেন?"

"হ্যা।"

"তাহলে ওটা দেখার কি আছে?"

"আমি নিজেও জানি না আসলে যেটা ভাবছি সেটা দেখতে পাবো কিনা। তবে আমার লজিক বলছে, চমকে যাওয়ার মতো কিছু দেখতে পাবো।"

মায়ার কপালের ভাঁজ আরো ঘন হলো। "চমকে যাওয়ার মতো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু আহসান।

"কিন্তু আমি তো ভেতরে গিয়ে আপনার সেই চমক দেখতে পারবো না।"

দারুণ বিস্মিত হলো চারু। "কেন?"

"আপনাকে এটা বোঝানো যাবে না," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মায়া।

"সমস্যাটা কি সেটা বলেন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মায়া বলল, "কারণ কবরস্তানে গেলে আমার ভীষণ বাজে অনুভূতি হয়।"

এবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ মেরে গেলো চারু। শৈশবে বাবা মারা যাবার পর সবার সাথে কবরস্তানে যাবার স্মৃতিটা এখনও তার মনে জ্বল জ্বল করে। ছোট্ট চারু বাবার নতুন কবরটার সামনে যেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলো। এরপর আর কখনও সে বাবার কবর দেখতে যায়নি। সত্যি বলতে, র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির কর্মকাণ্ড শুরু করার আগপর্যন্ত কবরস্তানে যায়নি। কিছু ভণ্ডের মুখোশ খুলে দেবার জন্য, কিছু রহস্যের ব্যবচ্ছেদ করতে মাঝেমধ্যে গোরস্তানে যেতে হয় তাকে।

"কি হলো, চুপ মেরে আছেন যে?"

মায়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে। "না। কিছু না।" একটু থেমে আবার বলল, "তাহলে এখন কি করবো?"

"আমি কী করে বলবো। আপনি যে কী দেখাতে নিয়ে এসেছেন সেটাই তো জানি না।"

"আমি আসলে..." চারুকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো।

"আমাকে এখানে নিয়ে আসার আগেই যদি বলতেন তাহলে আর এতদূর কষ্ট করে আসতে হতো না।"

"কিন্তু এটা তো আমাদের দু-জনকেই দেখতে হবে, শুধু আমি দেখলে হবে না।"

BanglaBook.org

"কেন হবে না?"

"কারণ আপনি তখন বলবেন...মানে, এটা আমার নিজের মনগড়া কিছু।"

মায়া হতাশ হলো কথাটা শুনে। "আমি কেন এটা বলতে যাবো? আপনি দেখি আমাকে একটুও বিশ্বাস করেন না।"

"আহা, আমি কি সেটা বলেছি নাকি।" চারুকে অসহায় দেখালো।

"তাহলে এসব বলছেন কেন? আর আমাকে কিছু না বলে এখানে নিয়েই বা এসেছেন কেন?"

নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে চারু। তার উচিত ছিলো কথাটা আগেই বলে দেয়া। কিন্তু বিষয়টা এমনই বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছিলো, তাই চেয়েছিলো সরাসরি এখানে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিতে।

"সরি। আমার ভুল হয়ে গেছে," আস্তে করে বলল সে।

"স্টুপিড," বিড়বিড় করে বলল মায়া, ঠিক যেমন করে স্কুলের দুষ্টু বাচ্চাকে বকুনি দেয়া হয়।

চারুর চোখদুটো গোল গোল হয়ে গেলো কথাটা শুনে।

"শুনুন, কি দেখাতে নিয়ে এসেছেন সেটা এখন বলুন। গোরস্তানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে মোটেও ভালো লাগছে না।"

গভীর করে শ্বাস নিলো চারু আহ্সান। "আমি চাঁন মিয়ার ছেলে সুরুজের কবরটা দেখতে চাচ্ছি।"

অবাক হলো মায়া। "আপনি না একটু আগে বললেন, ওই ছেলের কবরটা খুঁজে পেয়েছেন?"

"হ্যা, সেটা তো পেয়েছি।"

"তাহলে এখন আবার কী দেখবেন?"

"ইয়ে মানে, কবরটার ভেতরে কি আছে দেখতে চাচ্ছি।"

"কি!" বিস্মিত হলো মায়া, পরক্ষণেই বুঝতে পারলো। "আপনি কবরটা খুঁড়ে দেখতে চাইছেন!?"

বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু।

"মাই গড! আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক।"

"আশ্চর্য, এছাড়া তো আর কোনো উপায়ও নেই। ওটা না খুঁড়ে কিভাবে বুঝবো?"

"আপনি এটা কিভাবে করবেন, অ্যা? এটা তো ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া পুলিশও করতে পারে না।"

BanglaBook.org

এবার চারুর ঠোঁটে হাসি দেখা গেলো। "সেই ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি।"

অবাক হলো মায়া। "কিভাবে?"

"মাত্র দু-হাজার টাকায়।"

"ওহ্...আপনি আসলেই একটা জিনিস।"

কথাটা প্রশংসা হিসেবেই নিলো চারু।

"যান, যা করার জলদি করেন...আমি এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না।"

"তাহলে আপনাকে কিভাবে দেখাবো? মানে, কবরের ভেতরে কি পেলাম না পেলাম..."

"উফ্," বিরক্ত হলো মায়া। "আপনি যা-ই খুঁজে পান না কেন, আমি বিশ্বাস করবো। এবার যান তো।"

"ওকে।" চারু আর কোনো কথা না বলে মায়াকে রেখে কবরস্তানের ভেতরে চলে গেলো।

একা একা অপেক্ষা করার মতো বিরক্তিকর কাজ আর হয় না। বিশেষ করে সেটা যদি গোরস্তানের সামনে হয়। মায়াকে এখন সেই কাজটাই করতে হবে।

গোরস্তানের সামনে এক সুন্দরি মেয়ে বাইকের উপর বসে আছে–পরাবাস্তববাদি পেইন্টিং হিসেবে দারুণ কিন্তু ঢাকা শহরের দৃশ্য হিসেবে যেমন বেমানান তেমনি সন্দেহজনক। মায়া টের পেতে শুরু করলো, নিরিবিলি গোরস্তানের আশেপাশে একজন দু-জন করে কৌতুহলি মানুষের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। মোবাইলফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে একঘেয়ে সময়টা কাটাতে চাইলো সে।

প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট পর চারু বের হয়ে এলো গোরস্তানের ভেতর থেকে। তার মুখে বিজয়ির হাসি।

বাইক থেকে নেমে দাঁড়ালো মায়া। "কি হয়েছে?"

হাত তুলে তাকে ধৈর্য ধরতে বলল। "আগে এখান থেকে চলুন, তারপর বলছি।"

মায়া আর কিছু না বলে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। হেলমেট দুটোর একটা মায়ার হাতে দিয়ে চারুও পরে নিলো তারটা।

BanglaBook.org

"বসুন," বাইকটা স্টার্ট দেবার আগে বলল সে। "এখন কড়া করে কফি খেতে হবে সবার আগে।"

"একটা পুরনো কবর খোঁড়ার পর কারো কফি খেতে রুচি হয় কিভাবে?" পেছ থেকে বলে উঠলো মায়া। "ডিসগাস্টিং!"

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে চারু তার বাইকটা স্টার্ট দিয়ে দিলো।

"আপনি কবরের ভেতরে কোনো কঙ্কাল পাননি, তাই না?" বাইকটা কাঁচা রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলে আস্তে করে বলল মায়া। "কবরটা ফাঁকা?"

"না, কঙ্কাল আমি ঠিকই পেয়েছি," বলল চারু। "একদম পারফেক্ট কঙ্কাল!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

"কঙ্কালটার সবই দেখি অক্ষত আছে!"

ডক্টর আজফার হুসেন যার নাই বিস্মিত।

চারু আর মায়া কুড়িল বস্তির কবরস্তান থেকে সোজা চলে এসেছে ডক্টরের বাড়িতে। তারা এখন বসে আছে ডক্টরের প্রিয় জায়গা, তার স্টাডি-কাম-ড্রইংরুমে। আজকে ডক্টর আর হুইলচেয়ার ব্যবহার করেননি, তার বদলে ক্রাচে ভর দিয়ে ঢুকেছেন ঘরে। এখন চারুর মোবাইল ফোনের দিকে পিটপিট করে চেয়ে আছেন তিনি। ছোট্ট ভিডিও ফাইলটা কম করে হলেও এ নিয়ে তিনবার দেখেছেন।

এখানে আসার পর মায়াকে সবার আগে ভিডিওটা দেখিয়েছে চারু।

"হুম। এটা যে সুরুজের কঙ্কাল নয় তার জন্যে ডিএনএ পরীক্ষা করার দরকার নেই," চারু বলল। "শুধু পা-ই নয়, ট্রেনে কাটা পড়ার পর ছেলেটার মাথা পুরোপুরি থেতলে গিয়েছিলো।"

চারুর ফোনটা সামনের টেবিলের উপর রেখে দিলেন ডক্টর। "অবিশ্বাস্য!"

মুচকি হাসলো চারু আহসান। মায়া অবশ্য থমথমে মুখ নিয়ে বসে আছে।

"তার মানে, সিএনজি ড্রাইভার নিজের ছেলের ফেইক মৃত্যু সাজিয়েছে!"

ডক্টরের কথার সাথে সায় দিয়ে বলল চারু, "আর এটা সে একটা কারণেই করেছে...মিসকাতকে খুন করার জন্য।"

"কিন্তু একটা জিনিস এড়িয়ে যাচ্ছেন," আস্তে করে বলল মায়া।

মেয়েটার দিকে তাকালো চারু। "কি?"

"চাঁন মিয়া যদি নিজের ছেলের মৃত্যুটা সাজিয়েই থাকে তাহলে সে কেন আমাদের বলল তার ছেলেকে ডিস্টার্ব না করতে? তার ছেলে কখন আসে, কখন যায় সেটা সে জানে না? ছেলেটার মনে অনেক দুঃখ...তাকে যেন আমরা না ঘাটাই?"

কথাটা শুনে চারুর কপালে ভাঁজ পড়লো।

BanglaBook.org

"আপনার কথাই যদি সত্যি হবে, তাহলে লোকটা বলতো তার ছেলে মারা গেছে বহু আগেই। ছেলের মৃত্যুর কথা লুকাতে যাবে কেন? এমন ভান করবে কেন, তার ছেলে এখনও বেঁচে আছে?"

"হুমম..." ডক্টর আজফার বলে উঠলেন। "...এত নিখুঁত পরিকল্পনা করে যদি ছেলের ফেইক মৃত্যু সাজিয়ে থাকে তাহলে এসব বলতে যাবে কোন্ আক্কেলে? খাপ খাচ্ছে না তো।"

"সম্ভবত চাঁন মিয়া মানসিকভাবে সুস্থ নয়।"

চারুর কথা শুনে মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন ডক্টর।

"আবার এমনও হতে পারে লোকটার নিশ্চয় কোনো মোটিভ আছে। হয়তো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরকম আচরণ করেছে।"

"মানে, চাঁন মিয়া ইচ্ছেকৃতভাবে মানসিক রোগি সাজার চেষ্টা করেছে?"

কাঁধ তুলল চারু আহসান। "অপরাধি নিজেকে বাঁচানোর জন্য অনেক কৌশলই খাটায়। আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। হতে পারে লোকটা আসলেই মানসিকভাবে অসুস্থ...আবার এমনও হতে পারে, পুরোপুরি ভান করেছে।"

"চাঁন মিয়া কেন ভান করবে? নিজেকে বাঁচানোর জন্য?"

মায়ার কথাটা শুনে মাথা দোলাল চারু। "না। তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য।"

"কবরের লাশ দেখে আপনি এ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না ছেলেটা বেঁচে আছে।"

কথাটা শুনে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলো চারু। "আপনি এটা কী বললেন! সুরুজের কবরের ভিডিওটা দেখার পরও আপনার মনে এ নিয়ে সন্দেহ আছে!"

ডক্টর আজফার পুরোপুরি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেন। তাদের দু-জনের দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছেন তিনি। দেখতে চাইছেন তাদের কথাবার্তা কোন দিকে গড়ায়।

"ভিডিওটা..." মায়া একটু থেমে আবার বলল, "মানে, কঙ্কালটার কথা বলছেন তো? এটা দিয়ে কি প্রমাণ হয়?"

চারু যেন আকাশ থেকে পড়লো। "কী প্রমাণ হয় মানে? আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, এটা কোনভাবেই ঐ সুরুজের কঙ্কাল হতে পারে না। এটা অন্য কারোর। এমন একজনের যার দুটো পা আছে...একটা মাথাও আছে!"

BanglaBook.org

চারুর উত্তেজিত ভঙ্গি মায়াকে মোটেও স্পর্শ করতে পারলো না। সে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হুম, আমিও সেটাই মনে করি। এটা অবশ্যই অন্য কারোর।"

"তাপরও আপনি বিশ্বাস করছেন না?"

মায়া গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো। "কথা সেটা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন, কবরটাও অন্য কারোর নয়?"

চারু যেন ইলেক্ট্রিক শক খেলো। কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারলো না। "ঐ কবরে নামফলক আছে...সুরুজমিয়া...পিতা চাঁন মিয়া। মৃত্যুর তারিখও লেখা আছে।"

"তাতে কি?"

"তাতে কী মানে?" চারুকে এবার ক্ষিপ্ত দেখালো। এত কষ্ট করে যে অসাধারণ একটি প্রমাণ জোগাড় করেছে সেটাকে এই তথাকথিত সাইকি মেয়েটি আমলেই নিচ্ছে না!

"আপনি আগে নিশ্চিত হোন, কবরটা সুরুজের। নইলে আপনার সব কিছু ভেস্তে যাবে।"

"বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে, আপনি এ কথা বলছেন!" চারুকে আহত দেখালো। "যার জন্যে আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম...আপনার সামনেই কবরটা খুঁড়ে দেখাতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি ভেতরে গেলেন না। আর এখন কিনা বলছেন, আমি ভুল কবর খুঁড়ে দেখেছি!"

"আশ্চর্য," মায়া বিরক্ত হলো এবার। "আমি বলছি, ঐ কবরটাই যে সুরুজের সেটা আগে নিশ্চিত হন। একটা নামফলক দেখে নিশ্চিত হওয়াটা ঠিক হবে না।"

"ওর কথাটা কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে," আস্তে করে বললেন ডক্টর। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ তাদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। "শুধুমাত্র নামফলক দেখে নিশ্চিত হওয়াটা ঠিক হবে না। এসব জিনিস খুব সহজেই মিস-ম্যাচ হতে পারে।"

ডক্টরের কথা শুনে চারুকে আরো বেশি হতাশ দেখালো।

"আমি মানবিক ভুলের কথা বলছি," ব্যাখ্যা করলেন ডক্টর। "হয়তো ফলকটা কোনো কারনে খুলে পড়ে গেছিলো, তারপর আবার সেটা লাগাতে গিয়ে ভুল কবরে পুঁতে দিয়েছে...এটা তো হতেই পারে।"

মাথা দোলাল চারু। তার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে যে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষ এমন সব সন্দেহ করবে সেটা কল্পনাও করেনি।

BanglaBook.org

"তোমার উচিত কবরস্তানের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা," ডক্টর আজফার হুসেন থুতনি চুলকে বললেন।

"ওখানকার কেয়ারটেকার জরুরি একটা কাজে দেশের বাড়িতে গেছে, তাই রেকর্ড দেখতে পারিনি," চারু জানালো।

"তুমি রাগ কোরো না, এটা অনেক বিরাট ব্যাপার। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে পরে কিন্তু তদন্তটা ভুলপথে চলে যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চারু। "ঠিক আছে, আমি তাহলে সেটাই করবো। আবার যাবো ওখানে, রেকর্ডটা চেক করে দেখবো।"

"দ্যাটস গুড," বলে উঠলেন আজফার হুসেন। "আমি খুবই রোমাঞ্চিত বোধ করছি।"

কিন্তু চারু আহসান মোটেও রোমাঞ্চিত বোধ করছে না। রীতিমতো হতাশ আর বিরক্ত সে। প্রচণ্ড জেদ চেপে বসেছে তার মধ্যে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

ওইদিন ডক্টর আজফারের বাড়ি থেকে চলে আসার পর ইচ্ছে করেই মায়ার সাথে আর যোগাযোগ করেনি চারু। মায়াও তাকে ফোন দেয়নি।

ভণ্ড আর অলৌকিক ঘটনাগুলোকে যখন মিথ্যে প্রমাণ করার যুদ্ধে নামে তখন এরকম হতাশাজনক মুহূর্ত আসে-চারু এতে ভেঙে পড়ে না।

তবে এই ঘটনায় তার খারাপ লেগেছে মায়ার আচরণে। শুধুমাত্র এ কারণেই মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলো কবরস্তানে। তার সামনেই কবরটা খুঁড়ে দেখাতে চেয়েছিলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, মায়া ইচ্ছে করেই কবরস্তানে ঢোকেনি ওইদিন। হয়তো একটা ফাঁক রাখতে চেয়েছিলো।

তবে চারুর মনের যুক্তিবাদি অংশটা বলছে, ডক্টর আর মায়ার কথাগুলো মোটেও অমূলক নয়। বিশেষ করে অকাট্য প্রমাণের কথা যখন উঠছে তখন শুধুমাত্র নামফলক দেখে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

যাই হোক, একটা দিন নিজের ঘরে বসে কোনো কাজ না করেই কাটিয়ে দিলো সে। পরদিন সকালে বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো আবার। পথে একটা রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে সোজা চলে গেলো কুড়িল বস্তির সেই গোরস্থানে। তাকে আবার দেখে যার পর নাই অবাক হলো গোরখোদক।

"কি হইছে?" একটু ভয়ে ভয়ে বলল সে। এই লোকের সঙ্গে আসা একজনের কাছ থেকে হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে একটা কবর খুঁড়ে কঙ্কাল দেখিয়েছে। কাজটা যে বেআইনি সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এই ঘুষ দেয়া লোকটা ছদ্মবেশি সাংবাদিক না তো, যারা গোপন ক্যামেরা দিয়ে মানুষকে ফাঁদে ফেলে দুর্নীতির সংবাদ প্রচার করে? কয়েকদিন আগে টিভিতে কবরস্তান থেকে কঙ্কাল চুরির উপরে এমনই একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলো। তাকে না আবার কঙ্কালচোর বানিয়ে দেয়!

ইয়া মাবুদ!

"কেয়ারটেকার আছে?" চারু জানতে চাইলো তার কাছে।

"হ...আছে," আস্তে করে বলল গোরখোদক। "ঘরেই আছে।"

BanglaBook.org

চারু আর কোনো কথা না বলে সোজা পা বাড়ালো কবরস্তানের টিনশেড ঘরের দিকে।

গোরখোদক মনে মনে দোয়া ইউনুস আওড়াতে শুরু করলো। বিপদ থেকে বাঁচতে হলে এই সুরার কোনো বিকল্প নেই। তার মনে হচ্ছে, হাজার টাকার লোভে পড়ে বিশাল বিপদ ডেকে এনেছে।

যাই হোক, ফ্যাকাশে মুখের গোরখোদককে বাইরে রেখে চারু ঢুকে পড়লো টিনশেডের ঘরে। ভেতরে দাড়ি-টুপি পরা এক লোক চেয়ারে বসে তসবিহ হাতে নিয়ে সুরা-কালাম পড়ছে বিড়বিড় করে।

"স্লামালেকুম।"

"ওয়ালাইকুম আসসালাম," সালামের জবাব দিলো কেয়ারটেকার।

"আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

"জি, জি...বসেন," একটা প্লাস্টিকের চেয়ার দেখিয়ে বলল তাকে।

"আপনাদের গোরস্থানের তো রেকর্ড থাকে, তাই না?"

"জি। কোন লাশ কবে দাফন হইছে সেইটার রেকর্ড রাখি আমরা। এই গোরস্থানটা সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে, রেকর্ড রাখতে হয়। এইটাই নিয়ম।"

"বছরখানেক আগে একটা লাশ এখানে দাফন করা হয়েছিলো, আমি সেই রেকর্ডটা একটু দেখতে চাচ্ছি।"

কেয়ারটেকারের কপালে ভাঁজ পড়লো। "আপনে কে? কইত্থেন আসছেন?"

পকেট থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "আমি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে এসেছি," বলল চারু। এ কাজ সে আগেও করেছে র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির হয়ে তদন্ত করার সময়। এরকম পাঁচ-ছয়টা বিজনেস কার্ড আছে তার পকেটে। "যে ছেলেটা মারা গেছে তার বাবা ছেলের নামে আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা লাইফ ইন্সুরেন্স করেছিলেন। এখন ইন্সুরেন্স ক্লেইম করছেন উনি। আমি এসেছি ব্যাপারটা ইনকোয়্যারি করতে।"

"পোলার বাবা ডেথ সার্টিফিকেট দেয় নাই?" কেয়ারটেকার বিজ্ঞের মতো বলল।

"দিয়েছেন কিন্তু বোঝেনই তো, আজকাল এসব জিনিস হরহামেশা জাল করা যায়। তাই খতিয়ে দেখার জন্য আমার কোম্পানি পাঠিয়েছে এখানে।"

BanglaBook.org

"হ, ঠিকই কইছেন," কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো লোকটা। "দুনিয়াটা বাটপারে ভইরা গেছে। হেনো কুনো সার্টিফিকেট নাই যেইটার নকল পাওন যায় না। নীলক্ষেতে গেলে সব পাইবেন।"

কথাটা শুনে মনে মনে মুচকি হাসলো চারু। এ ব্যাপারে তার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। তার পকেটে থাকা বিজনেস কার্ডগুলো নীলক্ষেত থেকেই বানিয়ে নিয়েছে। যখন যেটার দরকার পড়ে ব্যবহার করে।

"আপনে বসেন, আইতাছি আমি," কেয়ারটেকার উঠে পাশের ঘরে চলে গেলো।

চুপচাপ বসে রইলো চারু। ভাবতে লাগলো, এখন যদি রেকর্ডে দেখা যায় সুরুজের ছেলেকে সত্যিই ঐ কবরটায় গোর দেয়া হয়েছে তাহলেও কি মায়া আর ডক্টর আজফার অবিশ্বাস করবে? আরো অকাট্য প্রমাণ চাইবে?

চারু সিদ্ধান্ত নিলো, এরকম কিছু হলে সে বেঁকে বসবে। তার পক্ষে এমন শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশে কাজ করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়ে দেবে।

"ডেটটা কইবার পারেন?" হাতে একটা পুরনো টালি খাতা নিয়ে ঘরে ফিরে এলো কেয়ারটেকার।

চারু তার মোবাইলফোন বের করে কবরের ভিডিওটা ওপেন করলো। কবরের নামফলকে মৃত্যুর যে তারিখ দেয়া আছে সেটা জানিয়ে দিলো লোকটাকে।

নিজের চেয়ারে বসে কিছু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে অবশেষে পেয়ে গেলো সে। "মৃত সুরুজমিয়া...পিতা চাঁন মিয়া...তারিখটা হইলো...এই যে দেখেন..." খাতাটা চারুর দিকে বাড়িয়ে দিলো কেয়ারটেকার।

চারু দেখতে পেলো রেকর্ডটা। তার চোখেমুখে হাসি ফুটে উঠলো। এমনটাই আশা করেছিলো সে। একেবারে অকাট্য প্রমাণ। এবার ডক্টর আর মায়া কি বলবে?

তারপর তার চোখ গেলো আরেকটা লেখার দিকে। 'বেওয়ারিশ' শব্দটার পাশে আরেকটা মৃত্যুর তারিখ লেখা। আজ থেকে চার-পাঁচ মাস আগের!

"এটা কি?"

কেয়ারটেকার খাতাটা হাতে নিয়ে দেখলো। "এইটা হইলো বেওয়ারিশ একটা লাশ...এই এলাকায় পাওয়া গেছিলো। পরে আঞ্জুমানে মফিদুল লাশটার সৎকার করে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু এটা সুরুজের কবরের নাম্বারে কেন রেকর্ড করা?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো সে।

"কব্বরটা নতুন কইরা চাইলা ফালানো হইছিলো...ওই কব্বরেই বেওয়ারিশ লাশটারে দাফন করা হইছে।"

কথাটা শুনে চারুর মাথা এলোমেলো হয়ে গেলো। "কিন্তু ঐ কবরটায় তো এখনও সুরুজের নামই লেখা আছে?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো সে।

"বেওয়ারিশ লাশের তো নামফলক থাকে না, তাই আগেরটাই রয়া গেছে। এইটা তো খুব ছুটো গোরস্থান...একেকটা কব্বর বেশিদিন রাখন যায় না। পুরা জায়গা ভইরা গেছে, তাই কিছুদিন বাদে বাদে পুরান কব্বরগুলান চাইল্যা ফালাইতে হয়। এইটা না করলে এত লাশের জায়গা হইবো কেমনে?"

কিন্তু কথাগুলো চারু শুনতে পেলো না ঠিকমতো। তার কানে এখন শুধু ভো ভো শব্দ হচ্ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

একটা দ্বন্দ্বে ভরা সময় কাটিয়েছে চারু—যে সত্য আজ জেনেছে সেটা কি মায়া আর ডক্টরকে জানাবে?

র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটিতে এতদিন ধরে কাজ করছে, কখনও এমনটা হয়নি। কিন্তু এবার তার মনের একটা অংশ চেয়েছিলো সত্যটা ওদেরকে না জানানোর জন্য।

অবশ্য আশার কথা, তার মনের যুক্তিবাদি অংশটি আগের মতোই সত্যকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

চাঁন মিয়ার ছেলে যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে থাকে তাহলেই বা কি? তাতে করে চাঁন মিয়া যে মিসকাতকে খুন করেনি সেটা তো প্রমাণ হয়ে যায় না। লোকটা হয়তো অন্য কোনো সহযোগিকে নিয়ে কাজটা করেছে।

দীর্ঘ সময় নিজের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো মায়ার ফেসবুক আইডিতে ঢুকে ইনবক্সে দীর্ঘ একটি মেসেজ দিয়ে আজকের ঘটনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেবে। একজন যুক্তিবাদি হিসেবে, এটুকু সততা না করে উপায় নেই। তাছাড়া তদন্তের যদি কোনো কূলকিণারা করতে চায় তাহলে প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি মুহূর্তে সত্যকে মেনে নেবার মতো সাহস দেখাতে হবে।

কিন্তু ফেসবুকে ঢুকতেই চারু দেখতে পেলো নিউজফিডে হ্যালোউইনের কিছু পোস্ট।

আজ ৩১ শে অক্টোবর!

অবাক হলো সে। এক বছর আগে, আজকের রাতেই মিসকাত খুন হয়েছিলো। আর কয়েক ঘণ্টা পরই আসবে সেই ক্ষণ। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সেজে এক সিএনজিওয়ালা বিভৎসভাবে মিসকাতকে খুন করেছিলো গাজীপুরে গিয়ে।

যাই হোক, মায়াকে বিস্তারিত সব জানিয়ে ইনবক্স করে দিলো। মন মেজাজ ভালো নয় বলে একটা মুভি দেখার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু উপভোগ করতে পারলো না। বার বার দুচোখের পাতা লেগে আসলো।

BanglaBook.org

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে বিছানায় ল্যাপটপটা চালু অবস্থায় রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মুভি দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি। রাতে দেরি করে ঘুমানোর কারণে সকাল ন-টায় ঘুম ভাঙলো তার, তা-ও মোবাইলফোনের রিংটোনের শব্দে।

বিছানার পাশ থেকে ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে ভুরু কুচকে ফেলল সে।

অ্যাঞ্জেল কল করেছে!

"হ্যালো...কি খবর, অ্যাঞ্জেল...এত সকালে?"

"ইউ জাস্ট কান্ট বিলিভ ইট! ওহ্ মাইগড! এটা আমি কী দেখলাম!" হরবর করে আতঙ্কিত অ্যাঞ্জেল বলে উঠলো ফোনের ওপাশ থেকে।

"কি হয়েছে? ঘটনা কি?" নড়েচড়ে বসলো চারু।

"আজ একটু আগে আমি আন্টির বাসায় গেছিলাম...মিসকাতদের বাড়িতে...ইউ নো, আজকের তারিখেই মিসকাত খুন হয়েছিলো," বলে চলল সে, "আন্টি তো আমাদেরকে সহ্যই করতে পারেন না। তারপরও ভাবলাম এ সময় তার সাথে দেখা করি, কিন্তু দেখা করতে পারিনি। আন্টি নাকি আজ কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না। একটু পর মিসকাতের কবর জিয়ারত করতে যাবেন।" অ্যাঞ্জেল একটু থামলো, দম নেবার জন্য সম্ভবত।

অধৈর্য হয়ে উঠলো চারু। "কি হয়েছে সেটা বলো?"

"ওহ্, যেটা বলছিলাম...একটু আগে আন্টির বাসা থেকে বের হবার সময় যা দেখলাম...উফ! ভয়ে আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে।"

"কি দেখেছো তুমি?" অধৈর্য হয়ে বলল চারু আহসান।

"ঐ সিএনজিটা!" চাপাস্বরে বলল অ্যাঞ্জেল।

"কি?"

"হুম। আমার গাড়িটা আন্টির অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পার্ক করেছিলাম, বের হয়ে গাড়িতে যখন উঠবো তখনই দেখতে পেলাম রাস্তার উল্টোদিকে ওই সিএনজিটা দাঁড়িয়ে আছে। মাই গড! ভাবতে পারেন!"

চারুর ধারণা অ্যাঞ্জেল অতিরিক্ত আতঙ্কিত হয়ে আবারো এমন আচরণ করছে। এর আগে তার বাড়ির সামনে সিএনজি দেখে কী কাণ্ডটাই না করলো। চারুও বোকার মতো ছুটে গেলো বাইক নিয়ে।

BanglaBook.org

নিজের কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে চারু আহসান বলল, "রাস্তার পাশে সিএনজি থাকতেই পারে, হয়তো প্যাসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি একটু বেশি প্যানিকড হয়ে পড়েছো। এতটা ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমাকে বলেছিলাম একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে, কয়েকটা দিন সিএনজি ব্যবহার না করতে...তার মানে এই না, রাস্তায় সিএনজি দেখলেই তোমাকে ভয় পেতে হবে।"

"লিসেন," দম ফুরিয়ে হাফাতে লাগলো অ্যাঞ্জেল। "আমি সিএনজিতে কাকে দেখেছি জানেন?"

"কাকে?"

"ঐ ছেলেটার বাপকে। প্লিজ...বিলিভ মি!"

"তুমি ঐ লোকটাকে চেনো?" প্রশ্নটা করার পর পরই চারু বুঝতে পারলো।

"বাহ্, আমি কোর্টে গিয়ে মিসকাতের পক্ষে সাক্ষি দিয়েছি না। ওখানে ছেলেটার বাপকে দেখেছি তো।"

চারু টের পেলো ভয়ের একটি শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার শিরদাড়া বেয়ে। "অ্যাঞ্জেল, তুমি এখন কোথায়?"

"আমি তো বাসায় চলে এসেছি। ঐ লোকটাকে দেখার পর কী যে ভয় পেয়েছিলাম। ড্রাইভারকে বলেছি তাড়াতাড়ি যেন বাসায় নিয়ে যায় আমাকে, পথে কোনো জায়গায় যেন না থামে।"

"ভালো করেছো," বলল চারু আহসান। "তুমি যখন ওখান থেকে বাসায় এলে তখন কি সিএনজিটা তোমাকে ফলো করেছিলো?"

"না। তা করেনি।"

মই গড! চারুর মাথার ভেতর উচ্চারিত হলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

বাইক নিয়ে ছুটে চলছে চারু। তার গন্তব্য এখন বনানী কবরস্তান!

অনেকটা পথ পাড়ি দেবার পর চারু খেয়াল করলো তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আজ হেলমেট না পরেই বের হয়ে গেছে। হেলমেট না পরে সে কখনও বাইক চালায় না। এটাকে প্রায় অলঙ্ঘনিয় নিয়মে পরিণত করেছে। এর কারণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইক অ্যাকসিডেন্ট করে মারা গেছিলো। মাথায় হেলমেট ছিলো না বলে মারাত্মক আঘাত পেয়ে কোমায় চলে যায় সে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে আর ফিরে আসতে পারেনি।

অ্যাঞ্জেলের ফোন পাবার পর চারু বুঝতে পারে এক্ষুণি মিসকাতের মাকে সতর্ক করে দেয়াটা খুবই জরুরি, আর সেটা ডিবি অফিসার মুর্তজাকে দিয়ে খুব সহজেই করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে তাকে এই অনুরোধটা করলে মুর্তজা এমপিকে ফোন করে সতর্ক করে দিতে রাজি হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার ফোন করে সে জানায়, অনেক চেষ্টা করেও মিসকাতের মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। ভদ্রমহিলা তার সবগুলো ফোনই বন্ধ করে রেখেছেন আজ।

চারু বুঝতে পারছে, একজন মায়ের জন্য নিজ সন্তানের মৃত্যুদিবসটি কতোটা বেদনাদায়ক হতে পারে। এরকম মুহূর্তে তিনি একটু একা থাকতে চাইতেই পারেন।

চারুকে আশ্বস্ত করার জন্য ডিবি অফিসার বলেছিলো, এমপিকে নিয়ে অতোটা ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি কখনও একা বের হন না। সঙ্গে কেউ না কেউ থাকেই। সিএনজিওয়ালা চাঁন মিয়ার পক্ষে একজন এমপির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হবে না।

চারু কথাটার সাথে দ্বিমত পোষণ না করলেও তার যুক্তি-বুদ্ধি বলছে, প্রচণ্ড প্রতিশোধপরায়ণ এক বাবা, যে কিনা মানসিকভাবে অসুস্থ, সে এসব সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে ভাববে না। নিজের জীবন তুচ্ছ করে হলেও কিছু একটা করতে চাইবে।

BanglaBook.org

অবশেষে চারুর পীড়াপিরিতে মুর্তজা বলেছে, সে এক্ষুণি এমপির বাড়িতে গিয়ে চাঁন মিয়ার সিএনজির ব্যাপারটা দেখবে, সেই সঙ্গে তাকে সতর্কও করে দেবে।

মুর্তজার ফোন রেখেই মায়াকে ফোন দেয় চারু। মেয়েটাকে জানায় সে এক্ষুণি ডক্টরের বাড়িতে যাচ্ছে সে, মায়াও যেন চলে আসে। জরুরি কথা আছে।

ডক্টরের বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হবার পর গুলশান দুই নম্বরে ঢোকার আগেই ডিবি অফিসারের ফোন পায় সে। এমপির বাড়িতে গিয়ে মুর্তজা জানতে পেরেছে শোকগ্রস্ত মা একটু আগেইই বের হয়ে গেছেন বনানী কবরস্তানে ছেলের কবর জিয়ারত করার জন্য। সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভার ছাড়া আর কাউকে নেননি।

কথাটা শুনে এক ধরণের আশঙ্কা জেগে উঠেছে চারুর। মুর্তজাকে অনুরোধ করেছে, সে যেন এক্ষুণি বনানী কবরস্তানে চলে যায়। এমপি মোটেও নিরাপদ নন। সে নিজেও আসছে যত দ্রুত সম্ভব।

ডিবি অফিসারের কাছে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে হলেও শেষ পর্যন্ত কবরস্তানে যেতে রাজি হয়েছে সে।

এসব কারণেই ডক্টরের বাড়িতে না গিয়ে এখন গন্তব্য পাল্টে ছুটে চলেছে বনানী কবরস্তানের উদ্দেশে।

ছেলের কবরের পাশে বসে সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এ কথা ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবেননি মিসেস সোবহান। তার নাড়িছেড়া ধন, একমাত্র ছেলে মিসকাত শুয়ে আছে মার্বেল পাথরে বাধানো কবরের নিচে। সেই মসৃণ মার্বেলের গায়ে হাত বুলিয়ে গেলেন তিনি। ছোট্ট মিসকাতের মাথায় ঠিক এভাবেই হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতেন।

একটু আগে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ঢুকেছেন। চমৎকার একটি ফুলের কাসকেট রেখেছেন ছেলের কবরে। সঙ্গে আনা আগরবাতি জ্বালিয়ে দেবার পর ড্রাইভারকে গাড়িতে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছেন।

চোখ বন্ধ করে সুরা ফাতেহা পড়তে শুরু করলেন মিসকাতের মা। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো ছেলের নানান বয়সের নানান স্মৃতি-ছবি-শব্দ-মুহূর্ত। দুচোখ বেয়ে গড়াতে শুরু করলো অশ্রু।

BanglaBook.org

বড় মেয়েটাকে বিয়ে দেবার পরই স্বামির সাথে চলে যায় কানাডায়, সেই থেকে এই ছেলেকে নিয়েই তার ছোট্ট সংসার। মিসকাতের বাবা চিরটাকালই নিরীহ আর কাজপাগল একজন মানুষ। নিজের ব্যবসা নিয়েই তার যতো ব্যস্ততা। স্ত্রীকে কখনও কোনো বিষয়ে কিছু বলেন না। তিনি যখন রাজনীতিতে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনও ভালোমন্দ কিছু বলেননি প্রকাশ্যে। অবশ্য পরে ঢাকা ক্লাবের আড্ডা থেকে জানতে পেরেছিলেন, তার এই সিদ্ধান্তে স্বামি আসলে খুশি হতে পারেননি।

নির্বিবাদি মানুষটা মিসকাতের খুনের পর থেকে কেমন গুটিয়ে গেলেন। এমনতি কম কথা বলা আশরাফ সোবহান পুরোপুরি বোবা হয়ে রইলেন প্রায় একটা মাস। এই এক বছরে মানুষটাকে একবারের জন্যেও মিসকাতের কবর জিয়ারত করাতে নিয়ে আনতে পারেননি। নরম মনের মানুষ, হয়তো ছেলের কবর দেখার মতো মানসিক জোর নেই, সেজন্যে খুব একটা জোরাজুরিও করেননি তিনি।

মিসকাতের জন্য আজ দুপুরে কাঙ্গালি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, বিকেলে মিলাদ। বাড়িতে আসবে অনেক আত্মীয়স্বজন। খুবই ব্যস্ত সময় যাবে, পরে আর ফুরসত পাবেন না, তাই সকাল সকাল ছেলের কবর জিয়ারত করতে চলে এসেছেন।

তার এসব চিন্তাকে ছাপিয়ে আরেকটা বিষয় ক্রুদ্ধ করে তুলল। দেখতে দেখতে আজ এক বছর হয়ে গেলেও ছেলেহত্যার বিচার পাননি। অথর্ব পুলিশ এতদিনে কোনো কূলকিণারা করতে না পারলে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন ছেলের প্রকৃত হত্যাকারি কে সেটা বুঝি এ জীবনে আর দেখে যেতে পারবেন না। তবে কয়েক দিন আগে তদন্তকারি কর্মকর্তা এসে জানালো, একজন সাসপেক্ট পেয়েছে তারা। সিএনজি ড্রাইভার চাঁন মিয়ার কথাটা শোনামাত্র তিনি বুঝে গেছিলেন কাজটা ঐ লোকই করেছে। এ নিয়ে তার মনে কোনো সন্দেহই নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মিসকাতের মায়ের বুকের ভেতর থেকে। চাঁন মিয়ার সেই মুখটা, সেই অসহায় আর চাপাক্ষোভে পুড়তে থাকা চোখদুটো তিনি কখনও ভুলতে পারবেন না।

লোকটাকে পুলিশ দিয়ে ধরে এনেছিলেন, কিছু টাকা নিয়ে কেসটা তুলে নেবার জন্য চাপও দিয়েছিলেন। এই টাকা দিয়ে ছেলের চিকিৎসা যেন করায়। মামলা করে কোনো লাভ হবে না তাদের। ঢাকা শহরের সবচয়ে

BanglaBook.org

বড় ব্যারিস্টার লড়ছেন তার ছেলে হয়ে। মিসকাতকে যেভাবেই হোক খালাস করিয়ে ছাড়বেন তিনি। কোনোভাবেই রায় তাদের পক্ষে যাবে না। খামোখা আদালতে দৌড়াদৌড়ি করে সময় আর টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তার চেয়ে ভালো আপোসরফা করে ফেলা।

সামান্য এক সিএনজিওয়ালা তার মতো ক্ষমতাধর একজনকে কতো সহজেই না অগ্রাহ্য করতে পারলো! উল্টো রেগেমেগে অভিশাপ দিয়েছিলো তাকে আর তার ছেলেকে।

কতো বড় আস্পর্ধা! চাঁন মিয়ার গালে ঠাস করে চড় মেরেছিলেন তিনি। পুলিশ দিয়ে লোকটাকে বেদম পিটিয়েওছিলেন। কিন্তু কোনোভাবেই কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আদালতেই ফয়সালা হয় মামলাটির। বলা বাহুল্য, রায় তাদের পক্ষেই গেছিলো।

আজ তিনি জানতে পেরেছেন, সেই চাঁন মিয়া তার ছেলেকে খুন করেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, একজন অশিক্ষিত সিএনজিওয়ালা এমন নিখুঁতভাবে তার ছেলেকে হত্যা করেছে যে, ডিবি-পুলিশেরও এক বছর লেগে গেছে সেটা বের করতে। যদিও ডিবির লোকটা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলো না কিন্তু তিনি জানেন, কাজটা ঐ সিএনজিওয়ালাই করেছে।

সামান্য একজন সিএনজিওয়ালাকে নিয়ে একদমই মাথা ঘামাননি। এখন বুঝতে পারছেন কতো বড় ভুল করে ফেলেছেন।

যাই হোক, সন্তানের হত্যাকারির কথাটা জানার পর ভেবেছিলেন, খুব সহজে লোকটাকে প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে দিতে পারবেন, কিন্তু চাঁন মিয়া নামের লোকটা ধারণার চেয়ে বেশি ধূর্ত আর দুঃসাহসি বলে মনে হচ্ছে। তিন-তিনজন গুণ্ডার হাত থেকে শুধু বেঁচেই পালায়নি, একজনের হাতও কেটে ফেলেছে। খুব বেশিদিন তাকে দুনিয়ার বুকে ঘুরে বেড়াতে দেবেন না। যতো টাকাই লাগুক, যেভাবেই হোক চাঁন মিয়াকে তিনি উপযুক্ত শাস্তি দেবনই দেবেন।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখদুটো মুছে নিলেন। লালচে চোখদুটো ঢাকার জন্য পরে নিলেন গগল্‌স। আরো একবার চিরনিদ্রায় শায়িত ছেলেকে একা রেখে ধীরপায়ে হেটে বের হয়ে গেলেন কবরস্তান থেকে।

গাড়ির কাছে এসে দেখতে পেলেন ড্রাইভার নেই। আশেপাশে

BanglaBook.org

তাকালেন। নিশ্চয় সিগারেট ফুকতে গেছে। বিরক্ত হয়ে প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। গগলস খুলে ব্যাগে রেখে দিলেন, মোবাইলফোনটা বের করে কল দিলেন ড্রাইভারকে।

রিং হলেও তার কলটা ধরলো না ড্রাইভার। সেটাই স্বাভাবিক। কাছেই আছে, তার কল পেয়ে দৌড়ে ছুটে আসছে হয়তো।

তার ধারণাই ঠিক। বামদিকে মুখ ঘুরিয়ে কবরস্তানটার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় টের পেলেন ড্রাইভার এসে গাড়িতে ঢুকলো। মন মেজাজ ভালো নয় বলে কিছু বললেন না। নইলে একটা মৃদু ধমক অন্তত দিতেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি, "নিয়ামত...চলো।"

গাড়ির ইঞ্জিন সচল হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

বাইকে করে বারিধারা থেকে বনানী কবরস্তানে আসতে খুব একটা সময় লাগলো না।

কবরস্তানের বিশাল মেইনগেটের কাছে আসতেই চারু দেখতে পেলো একটা পাজেরো জিপ বেরিয়ে যাচ্ছে। আইন অমান্য করে কালচে রঙের কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে গাড়িটাতে, তাই ভেতরে কে আছে দেখতে পেলো না। অবশ্য দেখলেও কোনো লাভ হতো না, কারণ মিসকাতের মাকে কখনও সামনাসামনি তো দূরের কথা টিভি কিংবা পত্রিকায়ও দেখেনি।

দামি গাড়ি আর আইন অমান্য করে কালো কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে বলে চারুর মনে হয়েছিলো, এটা মিসকাতের মায়ের গাড়ি হতে পারে। এ দেশের আইন প্রণয়নকারীরাই যে সবচেয়ে বেশি আইন ভঙ্গ করে সেটা কে না জানে!

কবরস্তানের বাইরে পার্কিং এরিয়ার কাছে আসতেই সতর্ক হয়ে উঠলো সে।

কিছু প্রাইভেটকারের পাশাপাশি একটা সিএনজিও আছে ওখানে!

অন্য গাড়িগুলোর কারণে সিএনজিটার লাইসেন্স নাম্বার দেখা যাচ্ছে না। চারু তার বাইকটা নিয়ে ছুটে গেলো পার্কিং এরিয়ার দিকে। বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে হেলমেটটা না খুলেই এগিয়ে গেলো সিএনজির কাছে। দুরু দুরু বুকে সিএনজিটার পেছনে আসতেই চমকে উঠলো সে।

ঢাকা চ-১৩৫৮৯৭!

এই নাম্বারের সিএনজিই বাইকার বাবুকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেছিলো! ট্যাপার দেয়া নাম্বারও এটাই!

চারুর গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। সিএনজির পেছন থেকেই বুঝতে পারলো, ভেতরে কেউ একজন বসে আছে!

সাহস সঞ্চয় করে বামদিকের গেটটা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সে। অচেতন এক লোক শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে প্যাসেঞ্জার সিটে!

লোকটাকে ধরে ঝাঁকুনি দিলো। নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বেঁচে আছে তাহলে। তবে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়া মানুষের মতোই বেহুঁশ সে।

BanglaBook.org

চারু দ্রুত তাকালো রাস্তার দিকে। ঠিক যেখান দিয়ে একটু আগে পাজেরোটা যেতে দেখেছে। চোখ কুঁচকে দেখতে পেলো, গাড়িটা প্রায় অপসৃত এখন।

সময় নষ্ট না করে বাইকের দিকে ছুটে গেলো। উদভ্রান্তের মতো কিক দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করেই ছুটে গেলো পাজেরোটাকে ধরতে। যদিও জানে ওটার নাগাল পাওয়া সহজ হবে না। এরইমধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে গাড়িটা।

দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে ছুটে যাবার সময় একটা ভয় জেঁকে বসলো তার ভেতরে। বাইকের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো সে। পাজেরোটার নাগাল তাকে পেতেই হবে। কোনো কিছু হবার আগেই!

প্রায় বিপজ্জনক গতিতে বাইক ছুটিয়ে গেলো চারু। পর পর বেশ কয়েকটি গাড়ি ওভার-টেক করার সময় দুয়েকজন ড্রাইভারের গালিও তার কানে গেলো। একবারের জন্য ফিরেও তাকালো না। তার দৃষ্টি সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া রাস্তার দিকে। পাজেরোটা দৃষ্টির সীমার ভেতরে এখনও আসেনি।

এমন সময় টের পেলো পকেটে থাকা মোবাইলফোনটা ভাইব্রেট করছে। কিন্তু চারুর পক্ষে এখন সেই কল ধরা সম্ভব নয়। সব কিছু অগ্রাহ্য করে ছুটে চলেছে সে। পাজেরোটা ধরতে পারলে কি করবে তা অবশ্য জানে না।

মোইবালফোনটা ভাইব্রেট করেই যাচ্ছে।

ঠিক এমন সময় দেখতে পেলো কয়েকশ' গজ সামনে, রাস্তার উপর কিছু গাড়ি থেমে আছে। ঢং ঢং করে বাজছে ঘণ্টা।

আরেকটু কাছে যেতেই দেখতে পেলো বনানী রেলক্রসিংয়ের উপরে লাল-সাদা দাগ কাটা ব্যারিকেডটা নেমে আসছে।

পাজেরোটার পেছনে হন্যে হয়ে ছোটার সময় পথে এমন একটা জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

হতাশ হয়ে বাইকের গতি কমিয়ে দিলো সে। রেলক্রসিংয়ের কাছে আসতেই মানুষজনের চিল্লাফাল্লা শুনে মাথা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করলো সামনের দিকে। যে দৃশ্যটা দেখতে পেলো সেটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না সে।

কালো কাঁচের পাজেরোটা রেলক্রসিংয়ের উপর থেমে আছে!

কয়েক মুহূর্ত লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে। ব্যারিকেড নামার আগেই

BanglaBook.org

গাড়িটা তুলে দেয়া হয়েছে রেললাইনের উপরে। অতি পরিচিত একটা শব্দ শুনে বামদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো একটি আন্তঃনগর ট্রেন ছুটে আসছে হুইসেল বাজাতে বাজাতে।

রেলক্রসিংয়ের সামনে জড়ো হওয়া গাড়িগুলোর ড্রাইভাররা জানালার কাঁচ নামিয়ে পাজেরোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে সরে যেতে বলছে।

চারু তার বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দ্রুত সেটা স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করিয়ে যেই না ছুটে যাবে, তখনই বুঝে গেলো বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা ট্রেনের আঘাতে পাজেরোটা খেলনার গাড়ির মতো দুমরে মুচরে ছিটকে গেলো চোখের সামনে।

চারু শুধু একটা কথাই ভাবতে পারলো-চাঁন মিয়া এইমাত্র প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য সুইসাইড করেছে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

বনানী রেলক্রসিং আপাতত বন্ধ।

মারাত্মক একটি দূর্ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। রেলক্রসিংয়ের উপরে বিলাশবহুল একটি পাজেরো ট্রেনের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হয়েছে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ির ভেতর থেকে লাশ বের করার জন্য। পুলিশ ঘিরে রেখেছে জায়গাটি। চারপাশ থেকে উৎসুক মানুষের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ।

চারু আহসান সেই ভিড় থেকে একটু দূরে নিজের বাইকটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তার সাথে আছে ডিবি অফিসার মুর্তজা। এমপির গাড়িটার পিছু নেবার সময়ই মুর্তজা বনানী কবরস্তানের কাছে চলে এসেছিলো একটা সিএনজি নিয়ে, চারুকে বাইক নিয়ে ছুটে যেতে দেখেছে সে। কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরে তার পিছু নেয়। বার কয়েক মোবাইলফোনে তাকে কলও করেছিলো, কিন্তু চারু সাড়া দেয়নি।

বনানীর রেলক্রসিংয়ের কাছে চারুর বাইকটা থামতে দেখে দূর থেকে, তারপরই অন্য সবার মতো ট্রেনের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখে একটি পাজেরো গাড়ি।

চারু বুঝতে পারছে, চাঁন মিয়া সুকৌশলে এমপির ড্রাইভারকে অজ্ঞান করে ড্রাইভার সেজে এ কাজ করেছে। সম্ভবত, মিসকাতের মা যখন ছেলের কবর জিয়ারত করছিলেন তখনই এটা করেছে সে।

"গাড়ির ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কবরস্তানের বাইরে...চাঁন মিয়ার সিএনজিটার ভেতরে," আস্তে করে বলল চারু।

"কী ভয়ঙ্কর লোক!" মুর্তজা বলল বিস্ময়ে।

"কবরস্তান থেকে বের হবার সময় আমি এমপির গাড়িটা দেখেছিলাম কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি।"

"ঐ সিএনজিটা যে চাঁন মিয়ার সেটা কিভাবে বুঝলেন?" জানতে চাইলো ডিবি অফিসার।

"নাম্বার দেখে।"

BanglaBook.org

একটু ভেবে মুর্তজা আবার বলল, "গাড়ির যা অবস্থা লাশদুটো বের করতে খবর হয়ে যাবে।"

অফিসারের দিকে তাকালেও চারু কিছু বলল না। গাড়িটার দোমড়ানো মোচড়ানো অবয়ব একটু দূরেই পড়ে আছে। ওটাকে দলা পাকানো স্টিলের দঙ্গল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।

পুলিশের এক কনস্টেবল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো তাদের কাছে। "ছার...ভিতরে তো একজন্‌রে দেখতাছি...এক মহিলা...কুনো ডেরাইবার নাই।"

কপাল কুঁচকে ফেলল মুর্তজা। "বলো কি!"

"একজন?! শুধু একজন মহিলা?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো চারু।

"হ...আমি ফাঁকফোকর দিয়া ভালা কইরা দেখছি, ভিতরে একটাই লাশ।"

কনস্টেবলের কথা শুনে চারু আর মুর্তজা একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরই যেন টনক নড়লো ওদের।

"কবরস্তানের পার্কিং এরিয়ায় সিএনজিটা আছে!" বাইকের উপরে উঠে বসলো চারু।

মুর্তজাও দ্রুত তার বাইকের পেছনে উঠে বসলো। "জলদি চলেন!" তাড়া দিলো সে।

বাইকটা ঘুরিয়ে তারা ছুটলো বনানী কবরস্তানের দিকে।

চারু বুঝতে পারছে না চাঁন মিয়া কিভাবে চোখের সামনে এমন ভেলকি দেখালো! গাড়িটা রেললাইনের উপরে তুলে দিয়ে কোন ফাঁকে হাওয়া হয়ে গেছে? সে ভেবেছিলো সুরুজের বিক্ষুব্ধ বাবা আত্মঘাতি হয়েছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে এমপিকে হত্যা করেছে।

"ঐ লোকটা গাড়ি থেকে কেমনে নামলো?" বাইকের পেছন থেকে একটু চেঁচিয়ে বলল ডিবি অফিসার।

"বুঝতে পারছি না। আমি যখন এখানে আসি তখন গাড়িটা রেললাইনের উপরে দেখেছি," চারু বলল। "আর কিছু দেখিনি।"

"আমিও দূর থিকা সেটাই দেখছি।"

"আমরা আসার আগেই হয়তো গাড়ি থেকে নেমে সটকে পড়েছে।"

"তাইলে কি এমপিরেও সে অজ্ঞান কইরা ফাইলাছিলো?"

চারুর তেমনটাই মনে হচ্ছে। নইলে চাঁন মিয়া নেমে যাবার পর তিনি বের হয়ে যেতেন। "মনে হয়..."

BanglaBook.org

মুর্তজা কিছু না বলে শুধু মাথা দোলাল। কয়েক মুহূর্ত তারা কিছুই বলল না।

বনানী কবরস্তানের কাছে আসতেই বাইকের গতি কমিয়ে দিলো চারু। কবরস্তানের বাইরে পার্কিং এরিয়ায় দুয়েকটা প্রাইভেটকার থাকলেও সেখানে কোনো সিএনজি নেই।

"সিএনজিটা কই?" মুর্তজা বলে উঠলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা দোলাল চারু।

"এমপির ড্রাইভার?"

অচেতন লোকটাকে নিশ্চয় নিরাপদ কোথাও ফেলে দেবে চাঁন মিয়া। তার জীবনহানি হবার সম্ভাবনা কম। চারু অন্তত সে আশঙ্কা করছে না।

"চাঁন মিয়ার সিএনজির নাম্বারটা আমি জানি...পুলিশ চাইলে দ্রুত ওটা ধরতে পারবে।"

"আমি এখনই পুলিশ্রে জানায়া দিতাছি," জবাবে বলল মুর্তজা। "আপনে আমারে নম্বরটা দেন।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

ডক্টর আজফার হুসেন গম্ভির হয়ে বসে আছেন।

একটু আগে চারুর কাছ থেকে ডক্টর আর মায়া জানতে পেরেছে মিসকাতের মায়ের করুণ পরিণতির কথা। সবটা শুনে এখন অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন আজফার হুসেন। মায়াও চুপ মেরে আছে। একটা কথাও বলছে না।

টোটা এসে তাদের জন্য চা-কফি দিয়ে যাবার সময়ও ঘরের গুমোট পরিবেশটা আঁচ করতে পেরেছে।

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চায়ের কাপটা তুলে নিলো। যেন এই পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য চা পানই একমাত্র অবলম্বন।

মায়া অবশ্য সেরকম কিছু করলো না। উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের লনের দিকে চেয়ে রইলো।

"এমপির ড্রাইভারের কোনো খোঁজ পাাওয়া গেছে?" ডক্টর জানতে চাইলেন অবশেষে।

"এয়ারপোর্ট রোডে রাস্তার পাশে অজ্ঞান অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করেছে তাকে।"

"যাক, একজন নির্দোষ মানুষকে অন্তত খুন করেনি ঐ লোক।"

"কিন্তু সিএনজিটার কোনো হদিস বের করা যায়নি এখনও।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর হুসেন। "এই চাঁন মিয়া লোকটা যে-রকম ধূর্ত আর ক্যাপাব্‌ল, মনে হচ্ছে না কাজটা সহজ হবে।"

চারু কিছু বলল না। যদিও ডক্টরের কথার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। ডিবির মুর্তজা অবশ্য উঠেপড়ে লেগেছে। সে বলেছে, সিএনজিটা ধরতে পারলেই চারুকে ফোন করে জানাবে।

"তবে একটা কথা না বললেই নয়," বললেন ডক্টর। "এ পর্যন্ত তোমরা যা করেছো সেটা কিন্তু প্রশংসার যোগ্য।"

মায়া আর চারু তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"ডিবি-পুলিশ অনেকদিন ধরে ইনভেস্টিগেট করেও কিছুই করতে পারেনি। সেদিক থেকে দেখলে ইউ হ্যাভ ডান অ্যা গ্রেট জব।"

BanglaBook.org

"ক্রেডিটটা মি. চারুকেই দিন," মায়া বলল। "এখানে আমার তেমন কোনো ভূমিকা নেই, যা করার উনিই করেছেন।"

চারু কিছু না বলে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলো।

"না না, আমি সেটা মনে করি না। এক টিমে থাকলে কমবেশি সবাই কনট্রিবিউট করে। চারু হয়তো বেশি করেছে, কিন্তু তুমি কিচ্ছু করোনি সেটা ঠিক না।" যুক্তিবাদির দিকে তাকালেন ডক্টর। "কি বলো তুমি?"

"তা তো অবশ্যই," আস্তে করে বলল সে।

"যাই হোক, তারপরও আমি মনে করি না এখানে আমি কিছু করেছি।"

চারু কিছু বলতে যাবে অমনি তার ফোনটা বেজে উঠলো। পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডিসপ্লে দেখে সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করলো সে। ডিবির মুর্তজা ফোন করেছে। সম্ভবত সিএনজিটা উদ্ধার করা গেছে। হয়তো চাঁন মিয়াকেও ধরতে পেরেছে পুলিশ।

"কি খবর বলেন?"

"এই চাঁন মিয়া তো গভীর জলের মাছ..." ফোনের ওপাশ থেকে বলল ডিবি অফিসার।

"কেন, কি হয়েছে?" উৎসুক হয়ে উঠলো চারু। "এখনও ধরতে পারেননি, তাই না?"

"দুইদিন আগে কুড়িল থানায় সিএনজি চুরির জিডি করছে ঐ লোক। বোঝেন এইবার!"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো চারু। এতটা সে-ও আশা করেনি। চাঁন মিয়া যে আসলেই ধুরন্ধর সেটা বুঝতে তার অন্তত বাকি নেই।

"কি প্ল্যান করছে ভাবেন একবার," মুর্তজা বলে যাচ্ছে, "এখন তো ধরা পড়ার পর কইবো, তার সিএনজিটা চুরি কইরা অন্য কেউ আকামটা করছে।"

একটু ভেবে চারু বলল, "হুম, তা হয়তো বলবে। তবে আপনারা চেষ্টা করেন লোকটাকে আগে অ্যারেস্ট করতে।"

"তা তো করুমই। কিন্তু যে লোকের পাল্লায় পড়ছি...মনে হইতাছে না কাজটা এত সহজে করন যাইবো।"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো চারুর ভেতর থেকে।

"আপনে চিন্তা কইরেন না, কি হইলো না হইলো সব আপনেরে আমি জানামু।"

BanglaBook.org

"থ্যাঙ্কস," বলে কলটা কেটে দেবার পর ডক্টর আর মায়ার দিকে তাকালো সে। "দু-দিন আগে চাঁন মিয়া তার সিএনজি চুরির জিডি করেছে থানায়।"

"ওহ!" আর্তনাদের মতো করে উঠলেন আজফার হুসেন।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো মায়া।

"আমার মনে হয়, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা এখানেই শেষ করে দেয়া দরকার," ডক্টর বললেন।

তার কথা শুনে চারু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "কেন?"

"এর জবাব তো খুব সহজ। মিসকাতের খুনটা কে করেছে সেটা তোমরা বের করে ফেলেছো।"

"কিন্তু খুনি তো এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে...ওকে না ধরে–"

চারুর কথার মাঝখানে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন আজফার হুসেন। "খুনিকে ধরার অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু আমি দেইনি। এটা ভুলে যাচ্ছো কেন?"

হতোদ্যম হয়ে পড়লো চারু আহসান। ডক্টর ঠিকই বলেছেন। তাদের কাজ ছিলো রহস্যটার সমাধান করা–অপরাধিকে পাকড়াও করা নয়।

"বাকি কাজটা পুলিশের...এ ব্যাপারে তোমাদের কিছু করার নেই। কিছু করতে যাওয়াটাও ঠিক হবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মায়া।

"কিন্তু উনি যে আরেকজন সহযোগির কথা বলেছিলেন, সেটার কি হবে?" মায়াকে দেখিয়ে বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। "সেটা চাঁন মিয়া ধরা পড়ার পরই জানা যাবে। অপেক্ষা করে দেখো পুলিশ কি করে।"

"পুলিশ যদি ঐ লোকটাকে ধরতে না পারে?"

কাঁধ তুললেন আজফার হুসেন। "তাহলে আর কী, অসংখ্য অমীমাংসিত ঘটনার সাথে আরেকটি ঘটনা যোগ হবে।"

চারুর চোখেমুখে অবিশ্বাস। "এটা কী বললেন! এরকম তো কথা ছিলো না।"

মাথা দোলালেন ডক্টর। "এরকমই কথা ছিলো, মাই ডিয়ার চারু," মায়ার দিকে তাকালেন তিনি। মেয়েটা এখনও উদাস হয়ে চেয়ে আছে। "আমি তোমাদেরকে যে রহস্যটার সমাধান করতে দিয়েছিলাম সেটার সমাধান তোমরা সফলভাবেই করতে পেরেছো।"

BanglaBook.org

কথাটা মানতে না পেরে বলে উঠলো যুক্তিবাদি, "চাঁন মিয়ার সহযোগি অশরীরি নাকি জীবিত কেউ...সুরুজ এখনও বেঁচে আছে কিনা...এসবের কিন্তু সমাধান হয়নি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডক্টর। "সব রহস্যের সবটা সমাধান হয় না। কিছু না কিছু রহস্য থেকেই যায়। এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে। আর যদি না মানতে চাও আমার কিচ্ছু করার নেই। আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদেরকে দিয়েছিলাম সেটা শেষ। ইটস ওভার।"

"আপনি বললেই হলো!" রেগেমেগে বলে উঠলো চারু আহসান। "আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো।"

ছল ছল চোখে তার দিকে তাকালো মায়া।

আক্ষেপে মাথা দোলালেন ডক্টর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেটা তোমার ব্যাপার।"

"আপনাকে একটা কথা বলি," জানালার পাশ থেকে বলে উঠলো মেয়েটা।

ডক্টর আর চারু দু-জনেই তাকালো মেয়েটার দিকে।

"এটা নিয়ে আর কিছু করবেন না, প্লিজ। আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।"

কয়েক মুহূর্ত স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারু। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। চুপচাপ উঠে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে গেলো ডক্টরের বাড়ি থেকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

ঐদিন ডক্টরের বাড়ি থেকে বের হবার পর তিন-চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এক ধরণের রাগ-ক্ষোভ আর কষ্ট থেকে মায়ার সাথে যোগাযোগ করেনি চারু। মেয়েটা একটাবার তাকে ফেসবুকে নক করলেও সাড়া দেয়নি। তবে ইনবক্সে মেসেজ দিয়ে সে জানিয়েছে কয়েক দিনের জন্য রাঙামাটি থেকে ঘুরে আসার কথা ভাবছে। অবশ্য কবে যাবে, কতোদিন থাকবে সে-সম্পর্কে কিছু বলেনি।

এ কয়দিন চারু ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটিয়েছে। র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির কিছু জরুরি মিটিং আর নতুন একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে সময়টা কেটে গেছে তার। চ্যালেঞ্জটা মোটেও কঠিন কিছু ছিলো না, এক বসাতেই উড়িয়ে দিতে পেরেছে।

এক উজবুক এসে দাবি করে দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফাইল্যা বাবা নামের কামেল এক লোকের মাজার আছে, সেই মাজারে খাস দিলে মানত করে দুই কেজি চিনি নিয়ে রাখলে যার মনোবাঞ্ছা কবুল হবে না তার চিনি কিছুক্ষণের মধ্যে লবন হয়ে যায়। আর যারটা চিনি থেকে যাবে বুঝতে হবে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে।

চ্যালেঞ্জটা শুনেই মনে মনে হেসে ফেলেছিলো চারু। লোকটাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানতে পারে, মাজারের যাবার আগে একটি বাজার আছে, সেই নির্দিষ্ট বাজারের নির্দিষ্ট কিছু দোকান থেকে একদামে চিনি কিনতে হবে। অন্য কোথাও থেকে কিনলে হবে না। চিনি কেনার সময় দামাদামি করলে মানত নষ্ট হয়ে যাবে।

মুচকি হেসে চারু বলেছিলো, এইসব ফালতু চ্যালেঞ্জের জন্য কষ্ট করে অতো দূরে যাবার কোনো মানে হয় না। কেরামতির নামে বাটপারিটা সে ঢাকায় বসেই ধরে ফেলতে পেরেছে। এ কথা শুনে লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো। চারু তাকে বলে, যদি লবন নিয়ে গেলে চিনি হতো তাহলে সে বুঝতো মাজারের কিছু কেরামতি আছে। কিন্তু চিনির লবন হয়ে যাওয়াটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে ওখানে বেশ ভালো রকমের 'বাণিজ্য' করছে একদল লোক। মাজারের খাদেম আর বাজারের ব্যবসায়িরা দারুণ একটি কৌশল

BanglaBook.org

খাটিয়েছে। ম্যাজিশিয়ানদের মতো হাত সাফাইয়ের খেল ব্যবহার করে চিনির বদলে লবন দিয়ে দিচ্ছে। চিনি আর লবনের দামের হেরফেরই বলে দেয় এই কেরামতির আসল রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে।

এরকম ফালতু চ্যালেঞ্জ তার দলের জুনিয়র সদস্যরাই মোকাবেলা করতে প্রস্তুত এখন। তার অনুপস্থিতিতে জুনিয়ররা কিছু চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলাও করেছে।

যাই হোক, র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির কাউকে সে চাকরির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানায়নি বলে সোসাইটির সদস্যরা একটু অবাকই হয়েছে। তার এমন রহস্যজনক আচরণের কারণ কি ভেবে পায়নি কেউ।

দেখতে দেখতে রুমমেট আশফাকের ব্যাচেলর পার্টির দিনটি চলে এলো। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে পার্টিতে যোগ দেবার জন্য গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টোর উদ্দেশে বাইক নিয়ে রওনা হলো চারু। জায়গাটা ডক্টরের বাড়ির কাছেই।

গুলশান দুই নম্বর গোল চক্করটার কাছে আসতেই সে দেখতে পেলো ডক্টরের গাড়িটা। এই গাড়িটা সে ভালোমতোই চেনে। দুয়েকবার ব্যবহার করেছে তদন্তের কাজে। গাড়িতে অবশ্য ডক্টরকে দেখতে পেলো না, প্যাসেঞ্জার সিটে গুরুগম্ভির হয়ে বসে আছে টোটা।

চারুর একটু কৌতুহল হলো, কেন হলো সে জানে না। কোনো কিছু না ভেবেই সেই গাড়িটা অনুসরণ করতে শুরু করলো। হাতে সময় আছে, পার্টিতে পনেরো-বিশ মিনিট লেট করে গেলে এমন কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ অনুসরণ করার পরই অপার বিস্ময় নিয়ে চারু আবিষ্কার করলো ডক্টরের গাড়িটা কুড়িল বস্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড কৌতুহল আর সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। গাড়িটাকে অনুসরণ করে যেতে লাগলো সে। তাকে দেখতেই হবে এটা। ডক্টর আজফার হুসেনের খাস লোকটি কুড়িল বস্তিতে কেন যাবে?

হাজারটা ভাবনা চারুর মাথায় এসে ভর করলো। সবগুলোই সন্দেহ আর অবিশ্বাস থেকে।

ডক্টরের গাড়িটা থামলো কুড়িল বস্তির সামনেই। কিছুক্ষণ পর টোটা নামের বামনটি রাজসিক ভঙ্গিতে নেমে পড়লো। আশেপাশের লোকজন তাকে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগলেও টোটা সেসব আমলে না নিয়ে সোজা

BanglaBook.org

হেটে গেলো বস্তির দিকে।

অনেকক্ষণ বাইকের উপর বসে রইলো চারু। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সে কেবল বুঝতে পারলো, এই ডক্টরের সাথে আর না। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি বিপজ্জনক। বার বার তাকে বোকা বানাচ্ছে। কিন্তু কেন?

এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠলো। আশফাক ফোন দিয়েছে। কলটা রিসিভ করে চারু সংক্ষেপে জানিয়ে দিলো, সে আসছে। খুব কাছেই আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইকটা ঘুরিয়ে আবারো গুলশানের দিকে চলে গেলো সে। সিদ্ধান্ত নিলো আজকের পার্টির পর এ নিয়ে ভাববে। এখন এসব ভেবে ভেবে আনন্দ মাটি করার কোনো মানেই হয় না।

বন্ধুর পার্টিতে গিয়ে একটু গম্ভির হয়ে রইলো সে। এক ধরণের অস্বস্তিও পেয়ে বসলো, কারণ আশফাকের তিনজন কলিগ ছাড়া আর কাউকে বলা হয়নি। ওদের সাথে চারুর তেমন একটা পরিচয় নেই। অপরিচিত মানুষজনের সাথে বসে পানাহার করতে খুব একটা স্বস্তি বোধ করে না সে।

ব্যাচেলর জীবনের শেষ আড্ডায় আশফাক বেশ উদারভাবেই বন্ধুদেরকে উদরপূর্তি করালো। মুখরোচক খাবারের পর স্কচ, ভদকা আর বিয়ারের পর্বটা জমলো বেশ। শুরুতে যে অস্বস্তি ভাব ছিলো সেটা কেটে গেলো। বিশেষ করে সবার পেটে স্কটল্যান্ডের পানি পড়তেই জমে উঠলো পার্টি। চারুর ধারণা ছিলো তাদের এই আড্ডাটা সর্বোচ্চ রাত ন-টা পর্যন্ত গড়াতে পারে। কিন্তু পানপর্ব শুরু হবার পর সেটা রাত এগারোটায় গিয়েও শেষ হতে চাইলো না।

তবে রাত এগারোটার পর অবশ্য আশফাকের দু-জন বিবাহিত কলিগের টনক নড়ে উঠলো। ঘরে তাদের বউ বিনিদ্র রজনি কাটাচ্ছে, আর বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। পথঘাটের অবস্থাও ভালো নয়। এরইমধ্যে যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে। আজকের এই মিলনমেলা এখানেই শেষ করা দরকার।

আশফাকের বিয়ের অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে একে একে সবাই যার যার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো।

কয়েকদিন আগেই চারুর রুমমেট ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে বলে তাকে একাই রওনা দিতে হলো। আশফাক অবশ্য তাকে বলেছিলো, এমন অবস্থায় বাইক চালিয়ে যেতে পারবে কিনা। সে হেসে জানিয়েছে, কোনো

BanglaBook.org

সমস্যা নেই। যে পরিমাণ খেয়েছে তাতে করে বাইক চালিয়ে যেতে কোনো সমস্যা হবে না।

কিন্তু এখন গুলশানের প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বাইক চালাতে গিয়ে টের পাচ্ছে ড্রিঙ্কের মাত্রা একটু বেশিই হয়ে গেছে। দৃশ্যগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা পুরোপুরি ফাঁকা অনুভূত হচ্ছে এখন। মদের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে, বাইকের ভারসাম্য রাখতে বেগ পাচ্ছে সে। নিজেকে ধাতস্থ করার জন্য বাইকটা থামিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাতে বসে একটু জিরিয়ে নেবে কিনা ভেবে দেখলো। যদিও কাজটা করা বুদ্ধিমানের হবে না। এরকম রাতে নির্জন পথে ছিনতাইকারি আর চোর-ডাকাতের কবলে পড়তে পারে। তার বাইকটা ছিনতাই হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আরো আছে টহল পুলিশের ভয়। তাকে ফুটপাতে বসে থাকতে দেখলে ওদের সন্দেহ হবে। আর সন্দেহ হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বুঝে যাবে প্রচুর মদ খেয়ে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছে সে। তখন হয়তো তাকে থানায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, নইলে পাঁচশ'-হাজার টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে রেহাই পেতে হবে।

তিন পেগ হুইস্কির পর দুটো বিয়ার খাওয়া একদম ঠিক হয়নি। বিশেষ করে বিয়ারগুলোর অ্যালকোহল যখন পনেরো ভলিউমের ছিলো। নিজেকে ভৎর্সনা করলো চারু। একবার ভাবলো, মুখে আঙুল দিয়ে বমি করে দেবে কিনা। বমি করে দিলে নেশা একটু কমে যেতো। কিন্তু এসবের কোনোটাই সে করলো না, শুধু বাইকের গতি একটু কমিয়ে দিলো।

রাস্তার বামপাশ ঘেষে ধীরগতিতে বাইক চালাতে অবশ্য বেগ পেলো না। এভাবে চালিয়ে কোনোমতে বাড়িতে পৌছাতে পারলেই হলো। হেলমেটের ফেস-শিল্ডটা তুলে দিলো, বাতাসের ঝাপটা মুখে এসে লাগতেই একটু ভালো লাগলো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো সে।

ঠিক এমন সময় তাকে অতিক্রম করে চলে গেলো একটা সিএনজি।

কোনো প্রাইভেটকার কিংবা গাড়ি হলে তার মনোযোগ আকর্ষণ হতো না, কিন্তু সিএনজি বলেই চারুর নজর চলে গেলো গাড়িটার দিকে। তাকে ওভারটেক করে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে ওটা।

সহজাতভাবেই তার চোখ চলে গেলো সিএনজিটার লাইসেন্স প্লেট নাম্বারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পিটপিট করে তাকালো সে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো। বাইকের গতি আরেকটু বাড়িয়ে দিলো ধাবমান সিএনজিটার আরো কাছে এগিয়ে যাবার জন্য।

কয়দিন আগেও ঢাকার প্রধান প্রধান রাস্তায় বিভ্রান্তিকর হলদেটে

BanglaBook.org

আলোর সোডিয়াম বাতি ছিলো, এখন সে জায়গা দখল করেছে তীব্র সাদা আলোর এলইডি লাইট। সোডিয়াম বাতি থাকলে হয়তো চারুর চোখে নাম্বারটা ধরা পড়তো না। কিন্তু পরিস্কার এলইডি বাতির কারণে স্পষ্ট দেখতে পেলো সেটা।

ঢাকা চ-১৩৫৮৯৭!

চারু রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। সিএনজিটার পেছন থেকে দেখতে পেলো একজন যাত্রিও আছে। কৌতুহল চেপে বসলো তার মধ্যে। হিতাহিতজ্ঞানশূণ্য হয়ে বাইকের গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সিএনজিটার বামপাশে চলে আসতে পারলো। দুচোখ কুঁচকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো গাড়ির ভেতরে কে বসে আছে। এই লোকটাই কি তবে চাঁন মিয়ার সমস্ত অপকর্মের সহযোগি?

কিন্তুপ্যাসেঞ্জার সিটের দরজার গ্রিলের ভেতর দিয়ে যে দৃশ্যটা চারু দেখতে পেলো সেটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না।

অল্পবয়সি এক ছেলে বসে আছে চুপচাপ। চারুর উপস্থিতি টের পেয়ে একটু ঝুঁকে মাথাটা কাত করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে যেন। ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো ছেলেটার। তারপর চারুকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে ডানহাতটা তুলে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগলো। যেন তাকে টাটা দিচ্ছে।

ভয়ের একটি শীতল স্রোত বয়ে গেলো চারুর শিরদাড়া বেয়ে।

সুরুজ!

ছেলেটার চেহারা হুবহু চাঁন মিয়ার মতোই, শুধু বয়সটা কম। সে শুনেছে সুরুজ নাকি দেখতে হুবহু তার বাবার মতো ছিলো!

অসম্ভব!

কিন্তু চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। একটুও ভুল হবার নয়।

আচমকা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে চারুর সমস্ত দুনিয়া টলে গেলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো সে বুঝি শূন্যে ভাসছে।

তারপর আরেকটা তীব্র ঝাঁকুনিতে তার সমস্ত শরীর দুমড়ে মুচরে গেলো। টের পেলো মাথা থেকে কিছু একটা ছিটকে গেছে।

এলইডি লাইটের উজ্জ্বল আলোগুলো নিভে গেলো এক ফুৎকারে।

BanglaBook.org

উপসংহার

বাবা হাত বাড়িয়ে দিলে, সেই হাতটা ধরলো চারু।

কিন্তু বাবার হাত এত নরম ছিলো কি? মনে করতে পারলো না। অনেকদিন আগের কথা। বাবার ছবিটাই যেখানে ঝাপসা হয়ে গেছে সেখানে তার হাত নরম কি শক্ত ছিলো সেটা মনে থাকার কথা নয়।

হাত ধরে বাবার সাথে হেটে যাচ্ছে চারু।

"বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

ছেলের কথায় তার বাবা ফিরে তাকালো। মুখ তুলে বাবার হাসিটা দেখলো সে। বাবা কিছুই বলল না।

"বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

প্রশ্নটা আবারো করলো। এবারও কোনো জবাব পেলো না। অস্থির হয়ে উঠলো চারু। একটু রাগও হলো। বাবা কথা বলছে না কেন? তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কেন?

অভিমানে বাবার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু শক্ত করে ধরে রেখেছে।

"চারু! চারু!"

কণ্ঠটা তাকে রীতিমতো ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে দিলো।

চোখ খুলে দেখতে পেলো মায়াবি একটা মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু সেটা তার বাবার মুখ নয়।

কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো মুখটা চিনতে।

মায়া!

তার একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে মেয়েটা। তার একচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো ওটা কি। একটা টিয়ার ড্রপ ট্যাটু!

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো চারু। তারপরই হাসপাতালের সুপরিচিত গন্ধটা নাকে এসে লাগলো। ঘরের চারপাশে তাকাতেই দেখতে পেলো মায়ার বিপরীতে, তার বেডের আরেক দিকে বসে আছেন ডক্টর

BanglaBook.org

আজফার হুসেন। তার প্রিয় ছবিটার উপরে দু-হাত রেখে তার উপরে রেখেছেন থুতনিটা। চারুর সাথে চোখাচোখি হতেই স্মিত হাসি দিলেন তিনি।

"উত্তেজিত হবার কিছু নেই," ভরাট কণ্ঠে বললেন ডক্টর। "বিপদ কেটে গেছে। ইউ আর অলরাইট।"

চারু উঠে বসতে যাবে অমনি মায়া বলে উঠলো, "প্লিজ, ওঠার দরকার নেই।"

"আ-আমার কি হয়েছে?" অস্ফুটস্বরে বলতে পারলো সে।

"আপনার কিছুই মনে নেই?" মায়া অবাক হলো। এখনও তার হাতটা ধরে রেখেছে।

চারু মনে করার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো মাথায় চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। চোখ কুঁচকে ফেলল সে। তার মাথার পুরোটাই ব্যান্ডেজে ঢাকা।

"মাথার আঘাতটা তেমন গুরুতর কিছু না," ডক্টর বললেন। "হেলমেট পরা ছিলো বলে বেঁচে গেছো। তবে কপাল আর মাথায় সাত-আটটা স্টিচ দিতে হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, মাথা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।"

"তবে আপনি পায়ে বেশ ভালো ব্যথা পেয়েছেন," মায়া বলল।

সঙ্গে সঙ্গে চারুর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। *আমার পা কি আছে!? কেটে ফেলেনি তো?*

"সামান্য আঘাত...একটু ফ্র্যাকচার...আর কিছু না," ডক্টর আজফার যেন তার মনে কথা বুঝতে পেরেছেন। একটু হেসে আশ্বস্ত করলেন তাকে। "একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

তারপরও চারু তার পায়ের দিকে তাকালো। চাদরে ঢেকে থাকার কারণে ঠিক বুঝতে পারলো না পা-দুটো অক্ষত আছে কিনা। পা দুটো নড়াচড়া করার চেষ্টা করলো।

"বললাম তো, সব ঠিক আছে," ডক্টর আবারো তাকে আশ্বস্ত করলেন। "বাম পা-টা ভেঙে গেছে। ডান পায়ের পাতায় ফ্র্যাকচার হয়েছে সামান্য।"

মায়া আস্তে করে তার হাতটা ছেড়ে দিলো। "ডাক্তার বলেছে আপনি ড্রাঙ্ক ছিলেন।"

মেয়েটার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো চারু।

"এরকম অবস্থায় কেউ বাইক চালায়," অনুযোগের সুরে বলল সে।

BanglaBook.org

চারুর মনে পড়ে গেলো আশফাকের ব্যাচেলর পার্টির কথা। খানাপিনা আর মদ্যপান...চাঁন মিয়ার সিএনজিটার পিছু ধাওয়া করা...সুরুজের সাথে চোখাচোখি...তারপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঝাকি...শূন্যে ভেসে থাকার অনুভূতি...

আর কিছু মনে করতে পারলো না। মনে নেই-ও।

"খুব বড় কিছু হতে পারতো কিন্তু..." ডক্টর বললেন। "ভাগ্য ভালো রাস্তার পাশে যে ফুটপাতের উপর তুমি পড়েছিলে সেটার পাশে আবার এক চিলতে মাটি ছিলো। গুলশানের বেশিরভাগ ফুটপাতই এমন। বাইকটার ভারসাম্য রাখতে না পেরে ফুটপাতের উপর তুলে দিয়েছিলে, গতি বেশি ছিলো বলে ছিটকে পড়ে গেছো সামনের দিকে।"

"আমি ড্রাঙ্ক ছিলাম ঠিক আছে," চারু বলল। "কিন্তু অ্যাকসিডেন্টটা সে-কারণে করিনি।"

"ডক্টর সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "এখন আমার সব কিছু মনে পড়েছে..."

"দ্যাটস অ্যা গুড নিউজ।"

"কি ঘটেছে সেটা আপনারা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবেন না।"

ডক্টর আর মায়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার দিকে।

"অবিশ্বাস্য ঘটনা!" গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে একে একে সবটা খুলে বলল চারু। রুমমেটের ব্যাচেলর পার্টি থেকেই শুরু করে অ্যাকসিডেন্ট হওয়া পর্যন্ত।

চারুর মুখ থেকে সবটা শোনার পর ডক্টরের ভুরু কপালে উঠে গেলেও মায়া পুরোপুরি নির্বিকার রইলো।

"হুম," ডক্টর আজফার হুসেন গম্ভির মুখে বললেন। "অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে এক ধরণের ডিল্যুশনের শিকার হয়েছিলে। সবটাই তোমার মনের কল্পনা।"

"কি?" চারু বিশ্বাসই করতে পারলো না ডক্টর এমন কথা বলতে পারেন। "আ-আমি স্পষ্ট দেখেছি! ওটা সুরুজ ছিলো! ওর বাবা ওকে সিএনজিতে করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা বেঁচে আছে!"

মাথা দোলালেন ডক্টর আজফার। "তুমি তো স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলে না, এরকম ডিল্যুশন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমার মাথার মধ্যে মিসকাতের খুনটা ঘুরপাক খাচ্ছে বহুদিন ধরে, চাঁন মিয়া, সুরুজ...এদের নিয়ে অবসেস্‌ড হয়ে পড়েছিলে, সেজন্যেই ওরকম কিছু চোখে দেখেছো তুমি। সম্ভবত এই ডিল্যুশনের ফলেই তোমার অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে।"

BanglaBook.org

অসহায়ের মতো মায়ার দিকে তাকালো চারু। মেয়েটা চোখ নামিয়ে ফেলল।

"মানুষের মস্তিষ্ক খুবই অদ্ভুত আচরণ করে," ডক্টর আজফার বলতে থাকলেন, "বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত মানব-মস্তিষ্কের খুব কম অংশই এক্সপ্লোর করতে পেরেছে। মস্তিষ্কের এই বিচিত্র আচরণ সম্পর্কে কিন্তু বহুকাল আগেই গৌতম বুদ্ধ অবগত ছিলেন।"

চারু ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো ডক্টরের দিকে।

"বুদ্ধ জানতেন মানুষ যা তীব্রভাবে দেখতে চায় সেটা সে সত্যি সত্যি দেখতে পায়। মানে, বাস্তবিক নয়...তার মস্তিষ্ক এটা তাকে দেখায়।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা দোলাল চারু। এসব গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না তার।

"একটা রটনা ছিলো, বুদ্ধ ইন্দ্রজালের মাধ্যমে নাকি অনেকগুলো বুদ্ধে পরিণত হতে পারতেন। যদিও তিনি এটাকে দৃষ্টিবিভ্রম হিসেবেই ব্যাখ্যা করতেন শিষ্যদের কাছে কিন্তু তার ঘনিষ্ঠজনরা মনে করতো এটা তার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। বুদ্ধ অবশ্য সব সময়ই বলতেন, মানুষ যা দেখতে চায় সেটাই সে দেখতে পায়।"

"আপনি বলতে চাইছেন আমি সুরুজকে দেখতে চেয়েছিলাম? কক্ষনও না!"

মাথা দোলালেন ডক্টর। "সচেতনভাবে হয়তো চাওনি, কিন্তু তোমার অবচেতন মন কি চেয়েছিলো সেটা তো জানো না।"

"আমি বোঝাতে পারবো না," হতাশ হয়ে বলল চারু। "যা দেখেছি তা ডিল্যুশন হতে পারে না!"

"কেন পারে না?"

ডক্টরের দিকে চেয়ে রইলো চারু আহসান।

"তুমি যুক্তিবাদি বলে তোমার ডিল্যুশন হবে না?"

চারুর হতাশা আরো বেড়ে গেলো।

"একজন যুক্তিবাদি যদি মাতাল হতে পারে তাহলে তার ডিল্যুশনও হতে পারে।"

"আহ্..." মায়া বলে উঠলো। "বাদ দিন তো, ডক্টর। এখন এসব নিয়ে কথা বলার সময় নয়।"

"না, আমার কোনো সমস্যা নেই," চারু জানালো। "আপনি বিশ্বাস করুন, ডক্টর...আমি যা দেখেছি সেটা বাস্তব।"

BanglaBook.org

ভুরু কপালে তুললেন আজফার হুসেন। "বিশ্বাস!"

সঙ্গে সঙ্গে চারুর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে বুঝতে পেরেছে নিজের ফাঁদেই পড়ে গেছে।

"এটা অন্তত তুমি বলতে পারো না।"

চারু চুপ মেরে গেলো।

"আপনারা এসব আলাপ বাদ দেবেন নাকি আমি এখান থেকে চলে যাবো?" একটু রেগেই বলল মায়া।

হাত তুলে আত্মসমর্পনের ভঙ্গি করলেন আজফার হুসেন। "ঠিক আছে, এসব কথা বাদ। যেটা বলছিলাম, এ নিয়ে আর কথা বলার কিছু নেই। অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ হয়ে গেছে। কথাটা তোমার মনে রাখা উচিত। নইলে আরো কোনো বিপদে পড়ে যাবে হয়তো।"

"না, শেষ হয়নি," দৃঢ়ভাবে বলল চারু। "আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর।

"সুরুজ বেঁচে আছে। চাঁন মিয়া তার ছেলের ফেইক মৃত্যু সাজিয়েছে। এটা প্রমাণ করবোই করবো।"

"সুরুজ যে বেঁচে আছে তার কোনো প্রমাণ নেই," ডক্টর নিজের রাগ দমন করে বললেন। "তাকে তুমি ছাড়া কেউ দেখেওনি। বরং ছেলেটা যে মরে গেছে তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

"কি প্রমাণ আছে? একটা কবর? যেখানে ওর কোনো কঙ্কাল নেই? একটা লাশ দেখেছে সবাই...যার কোনো মাথাই ছিলো না।"

ডক্টর কিছু বলতে যাবেন এমন সময় মাথা দুলিয়ে মায়া তাকে বারণ করে দিলো। চারুর চোখে এটা এড়ালো না অবশ্য।

"কি প্রমাণ আছে বলুন? আপনারা কি কিছু লুকোচ্ছেন আমার কাছ থেকে?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন আজফার হুসেন। মায়ার দিকে তাকালেন তিনি। "কথাটা ওর জানা উচিত।"

মায়া কিছু বলল না, আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু।

"আশ্চর্য...কি হয়েছে? কি প্রমাণ আছে...বলুন?" চারু উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

"তোমার ধারনা সুরুজের লাশটা কেউ ভালো করে দেখেনি, তাই না?"

"হুম। কেউ দেখেনি। সবাই ওর বাবার কথাটাকেই সত্যি বলে ধরে

BanglaBook.org

নিয়েছে। চাঁন মিয়া আর তার ছেলে সবার চোখে ধুলো দিয়ে একটা ভুয়া মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।"

"শান্ত হোন," চারু এক নাগারে কথা বলে যাচ্ছে দেখে মায়া বলল।

"কিন্তু সত্যিটা হলো সুরুজের লাশ অনেকেই দেখেছে।" আস্তে করে বললেন ডক্টর হুসেন।

"কারা দেখেছে?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো চারু।

"ওর লাশ গোসল করিয়েছিলো যারা তারা," ডক্টর বললেন।

কথাটা শুনে চারু স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এটা তার মাথায়ই আসেনি। মুসলমান মারা গেলে তার জানাযা পড়ার আগে গোসল দেয়া হয়–এটা কে না জানে। কিন্তু ধর্মের সাথে দূরত্ব বাড়াতে বাড়াতে চারুর অবস্থা এমনই হয়েছে যে, এই সামান্য কথাটাও তার মাথায় আসেনি।

"এই ব্যাপারটা কেন যে তুমি ধরতে পারোনি আমি জানি না," ডক্টর গম্ভির হয়ে বললেন। "ঐদিন তুমি রাগ করে চলে চলে যাবার পর মায়া আমাকে বলল এটা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারু, মেয়েটার দিকে তাকালো সে। তার সেই চোখ অর্ন্তভেদি।

"আমি তখন টোটাকে দিয়ে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলাম।"

কথাটা শোনামাত্রই চারুর মনে পড়ে গেলো, ঐদিন সে টোটাকে কুড়িল বস্তিতে যেতে দেখেছে। এখন ডক্টর অকপটে সে কথা বলাতে তার সমস্ত সন্দেহ আবারো মারাত্মক ধাক্কা খেলো।

"যে লোক সুরুজের গোসল করিয়েছিলো সে ঐ বস্তিতেই থাকে। কুড়িল বস্তির মোয়াজ্জিন...হাফেজ মিয়া তার নাম। ঐ লোক জোর দিয়ে বলেছে, সুরুজের লাশের এক পা ছিলো না।"

চারু বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো।

"সুরুজের লাশ গোসল দেবার সময় কমপক্ষে আরো চার-পাঁচজন দেখেছে। তারাও একই কথা বলেছে। তাদের সবার বক্তব্য মোবাইলফোনে ভিডিও করে রেখেছে টোটা। আমি কিন্তু ওকে এটা করতে বলিনি। কিন্তু ছেলেটা খুবই বুদ্ধিমান," একটু থেমে ডক্টর বললেন, "তুমি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারো।"

হাত তুলে বারণ করে দিলো চারু। ওটা দেখার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

তারপর দীর্ঘক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

BanglaBook.org

"তাহলে আমি যাকে দেখেছি...!" অবশেষে নিরবতা ভাঙলো চারু।

কাঁধ তুললেন ডক্টর। "হতে পারে ডিল্যুশন...হতে পারে সুরুজ নামের ছেলেটা আদতেই বেঁচে আছে। আবার এমনও হতে পারে, ছেলেটা মরে গেলেও তার অশরীরি আত্মা সব সময় তার বাবার সঙ্গে থাকে। তুমি হয়তো সেটাই দেখেছো। কে জানে কোনটা সত্যি!"

চোখ বন্ধ করে ফেলল যুক্তিবাদি।

"তুমি এখন রেস্ট নাও। দ্রুত সেরে উঠতে চাইলে ওটার খুব দরকার আছে," উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর। "আর পরের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রস্তুতি নাও। যদি তুমি আগ্রহি থাকো তো।"

ছরি হাতে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আজফার। অভিজাত ভঙ্গিতে কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন তিনি।

ডক্টর চলে যাবার পর মায়াও উঠে দাঁড়ালো। "আমিও যাই...কাল সকালে একবার আসবো।"

"আপনিও মনে করেন আমি দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হয়েছি...তাই না?" আস্তে করে বলল চারু।

স্থিরচোখে তাকালো মায়া। "না। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতেই হয়...এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না।"

কথাটা বলে মায়া যখন কেবিন থেকে বের হয়ে যাবে অমনি চারুর মনে পড়ে গেলো একটা কথা।

"আচ্ছা, আমাকে হাসপাতালে কে নিয়ে এসেছে?"

দরজার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, "এক সিএনজিওয়ালা।"

তারপরই ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

মেয়েটা চলে যাবার পরও দীর্ঘক্ষণ দরজার দিকে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকলো চারু আহসান। তার কাছে মনে হচ্ছে সমস্ত জগত দুলছে। সমস্ত হিসেবে-নিকেশ আর বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিত্য এক দোলাচলে দুলছে।

ঠিক পেন্ডুলামের মতো!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG